বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য

প্রথম খণ্ড।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

Research House, Mymensingh.

১৩২৪ আষাঢ়—১৯১৭ জুলাই।

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ—

ময়মনসিংহের ইতিহাস	১৸০
ময়মনসিংহের বিবরণ	১৲
ঢাকার বিবরণ	১৸০
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প)	৷৵০
বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস বা সারস্বত কুঞ্জ (সচিত্র)	৸০

১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত—
ঢাকা জগৎআর্ট প্রেসে প্রিণ্টার—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
ও
ইনারটাইটেল, উৎসর্গ, মুখবন্ধ, সূচীপত্র, উপসংহার ও নির্ঘণ্ট ইত্যাদি—
প্রিণ্টার—শ্রীসেক আবদুল গণি কর্ত্তৃক
আলেক্‌জাণ্ড্রা ষ্টীম্ মেশিন প্রেসে মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—
পপুলার লাইব্রেরী—ঢাকা।
আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০।১ কলেজষ্ট্রীট্।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

উৎসর্গ।

যাহার মৃত্যু-শোক ভুলিবার জন্য এই গ্রন্থ লিখিতে

উদ্যোগ করিয়াছিলাম

এবং

যাহার মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া

গ্রন্থ লেখা শেষ করিয়াছিলাম,

আমার সেই স্বর্গগত

পুত্র ও কন্যা

সৌরভ এবং আরতির

পুণ্য-নামে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

মুখবন্ধ।

প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী চলিত কথা আছে—বৃহৎ গ্রন্থ বৃহৎ আপদ, দীর্ঘ ভূমিকা আরও বিপদ। (A great book is a great evil and a lengthy perface is a greater one.) এই প্রবচন স্মরণ করিয়া বিপদের উপর আর বিপদ আহ্বান করিব না।

১৩১৫ সালে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (সারস্বত কুঞ্জ) প্রকাশ করিতে যাইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলাম। আজ দশ বৎসর কাল পরে সেই বিজ্ঞাপিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। নিজ ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক আপদ বিপদই যে এই দীর্ঘ বিলম্বের কারণ, তাহা নহে; ব্যক্তিগত অযোগ্যতাও তাহার অন্যতম কারণ।

সাময়িক সাহিত্য অর্থে আমি—দৈনিক, বারত্রয়িক (?), সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকা—যাহাতেই বেশীর ভাগ সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছিল তাহা—বুঝিয়াছি এবং যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত এই সকল সাময়িক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য সংবাদ পত্রাদির সম্বন্ধেও যে দুই একটী কথা বলা যায়, তাহাও বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বৃহৎ গ্রন্থের যে বিপদ তাহা পদে পদে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লক্ষিত হইবে। ছাপার ভুল গুলি পাঠকের চক্ষে অনায়াসে ধরা পড়িবে বলিয়া কোন 'ভ্রম সংশোধন' দিবার চেষ্টা করিলাম না। যাহা হউক গ্রন্থে যদি কেহ কোন মারাত্মক ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

গ্রন্থ সঙ্কলনে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কলিকাতার প্রাচীন পুস্তক বিক্রেতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মিত্র আমাকে বহু প্রাচীন পুস্তক ও পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আমার সাহিত্য সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ, বি. এল., মহাশয় মুদ্রন কালে এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া গ্রন্থ প্রকাশের এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিরাম ধর বি, এ মহাশয় যাবতীয় ব্যাপারে দৃষ্টি রাখিয়া আমার প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন; সে জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

সাময়িক সাহিত্যের দ্বিতীয় খণ্ডও লিখিত হইয়াছে। তাহা প্রকাশ করিতে পারিলে এই বিপুল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

Research House,
Mymensingh.

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

বিষয় সূচী।

প্রথম অংশ। ১—১৯৪ পৃষ্ঠা।

সূচনা।

প্রথম অধ্যায়।

মিসনারি যুগের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কোম্পানীর আমলে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও বঙ্গসমাজ।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ পত্রের জীবন সংগ্রাম।

বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রের অভাব, মিঃ বোল্টস্ এর মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন চেষ্টা, উইলকিন্সের মুদ্রাযন্ত্র, গবর্ণমেণ্টের মুদ্রণ ব্যবস্থা, কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র, বাঙ্গালায় প্রথম সাময়িক পত্র—হিকির বেঙ্গল গেজেট, হিকির যন্ত্রে গবর্ণমেণ্টের মুদ্রণ কার্য্য, বেঙ্গল গেজেটের সুর পরিবর্ত্তন, হিকির বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা, ইণ্ডিয়া গেজেট, হিকির অসংযত আচরণ ও তাহার পরিণাম, গ্লেডুইন সাহেবের কলিকাতা গেজেট, কলিকাতা গেজেটের উপর গবর্ণমেণ্টের কড়া হুকুম, বেঙ্গল জার্ণাল ওরিয়্যাণ্টাল এডভাইসার, ওরিয়্যাণ্টাল মেগাজিন ও কলিকাতা ক্রনিক্যাল, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সংবাদপত্র পরিচালন বিধি, ইণ্ডিয়ান ওয়ারেল্ড ও অন্যান্য পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান ওয়ারেল্ড সম্পাদক ডুয়ানির পরিণাম, ডুয়ানির পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ, টেলিগ্রাফ লেখকের নির্ব্বাসন, এসিয়াটিক মিরার সম্পাদকের প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ড, পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকের পদ ও সংবাদ পত্র পরিচালন বিধি, পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার ধারা, Declaration বা অঙ্গীকার পত্র, পাদরি বুকাননের বক্তৃতা, লিটেরেরি, ইণ্টেলিজেন্স, মহাসভায় ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র বিধানের আলোচনা, প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—বেঙ্গল গেজেট—দিগ্দর্শন—সমাচার দর্পণ, মার্কুইস অব হেষ্টিংসের বিশেষ অনুগ্রহ, সংবাদ পত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি, জেমস সিল্ক বাকিংহামও কলিকাতা জার্ণাল, মাদ্রাজ গবর্ণর সম্বন্ধে কলিকাতা জার্ণালের অপ্রীতিকর মন্তব্য, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের উপর জার্ণালের দ্বিতীয় আক্রমণ ও তাহার ফল, কলিকাতা জার্ণালের ৩য় অপরাধ, বাকিংহাম ও তাঁহার বিরোধী দল, জনবুল, বিসপ মিডলটন বনাম বাকিংহাম, কলিকাতা জার্ণালে প্রধান বিচার পতির বিরুদ্ধে মন্তব্য, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীগণের বিরুদ্ধে কলিকাতা জার্ণালের মন্তব্য, লর্ড হেষ্টিংসের উদারতা, গবর্ণরজেনারেল মিঃ জন এডাম, জনবুল সম্পাদক নামে বাকিংহামের অভিযোগ, রেভারেণ্ড ব্রাইস্ সম্বন্ধে বাকিংহামের আপত্তি জনক প্রবন্ধ, বাকিংহামের পরিণাম ও নূতন মুদ্রাযন্ত্র আইন, কলিকাতা জার্ণালের নূতন সম্পাদক, পুনরায় কলিকাতা জার্ণালে আপত্তি জনক প্রবন্ধ, সহকারী সম্পাদক আর্ণটের প্রতি ভারতবর্ষ ত্যাগের আদেশ, আর্ণটের কৃপা প্রার্থনা, আর্ণটের ভারতবর্ষ ত্যাগ, প্রিভিকাউন্সেলে বাকিংহামের প্রতিকার প্রার্থনা, ডাইরেক্টার সভায় আর্ণটের প্রতিকার প্রার্থনা, কলিকাতা জার্ণালের পরিণাম, ডাঃ মেষ্টনের ব্রিটীশ লায়ন পরিচালনের প্রস্তাব, দি স্কটসম্যান ইন দি ইষ্ট ও অন্যান্য পত্রিকা, বেঙ্গল ক্রনিকলের অপরাধ, কলিকাতা ক্রনিকল, কতিকাতা কুরিয়ার, উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ও ইণ্ডিয়া

পঞ্চম অধ্যায়।

সাহিত্য প্রচারে প্রাচীন রাজ-বিধি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সে কালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র।

দ্বিতীয় অংশ। ১৯৫—৪৩৬পৃষ্ঠা।

চিত্র-সূচী।

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য

প্রথম অংশ।



স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া

(পূর্ব্ববর্ত্তিগণ ও পরবর্ত্তিগণ সহ ।)

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য।

সূচনা।

সাময়িক সাহিত্য জাতীয় উন্নতির একটী অত্যুচ্চ নিদর্শন এবং জাতীয় সভ্যতার এক প্রধান মানদণ্ড। সাময়িক সাহিত্য শিক্ষিত জনগণের মধ্যে জ্ঞান প্রচার ও সাহিত্য রস পিপাসুগণের প্রাণে অমৃত-সঞ্চার করিয়া থাকে। সুতরাং তাহা শিক্ষিত লোক মাত্রেরই উত্তম সহচর।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রচার কাল।

বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজ এখন বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য সাদরে গ্রহণ করেন এবং পরম আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের বিষয়। ঠিক শত বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৬ অব্দে বাঙ্গালাভাষায় প্রথম সাময়িক সাহিত্য প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য প্রচারের কাল আজ শত বৎসর পূর্ণ হইল। এই শতাব্দী কালের বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার ক্রমবিকাশের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে।

বাঙ্গালার সেকালের সাময়িক সাহিত্যের অবস্থা আলোচনা করিয়া এবং এ কালের সাময়িক সাহিত্যের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের মনে হয়,বর্ত্তমান সময় বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক "বঙ্গদর্শন" 'চড়ায় ঠেকিয়া' অকালে 'বানচাল হইয়া গেলে' বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই প্রবীণ নাবিকেরাই ভয়ে ভয়ে যখন 'প্রচার-ডিঙ্গি নির্ব্বিঘ্নে ভাসাইবার' জন্য ভরসা করিতেছিলেন, তখন তাহার সুযোগ্য কর্ণধার প্রচারের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন "দেখ ইউরোপীয় এক এক খানি সাময়িক পত্র আমাদের দেশের এক এক খানি পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্য আকার ; দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, গভীরতায় এবং গাম্ভীর্য্যে কল্পান্ত জীবী মার্কণ্ডেয় বা অষ্টাদশ পুরাণ প্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম, যে রাবণ, কুম্ভকর্ণ মেগেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহারা 'কণ্টেম্পোরারি' বা 'নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী' পড়িতেন সন্দেহ নাই।"

সেকাল ও একালের তুলনা।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারের গুপ্ত কর্ণধার ছিলেন। তিন টাকা ছয় আনা দিয়া ছয় ফর্ম্মার পত্রিকা বাঙ্গালী পাঠক পাঠ করে না দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেড় টাকায় তিন ফর্ম্মার "প্রচার" বাহির করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কণ্টেম্পোরেরি রিভিউ (Contemporary Review) ও নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরীর (Nineteenth Century) মত স্থূলকায় মাসিক পত্র বাঙ্গালীর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। * বঙ্কিমচন্দ্র যদি আজ জীবিত থাকিতেন তবে

* প্রচারের সূচনা দ্রষ্টব্য। এই সূচনা বঙ্কিম বাবুর জামাতা 'প্রচার' সম্পাদক স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের লিখিত হইলেও তাহা বঙ্কিম বাবুর উপদেশে লিখিত এবং বঙ্কিম বাবুর হস্তে সংশোধিত হইয়া বাহির হইয়াছিল।

দেখিতেন, তিনি তখন যাহা বাঙ্গালীর ধাতুতে অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় তাহা সম্ভব হইয়া গিয়াছে। "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী" অপেক্ষা 'দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, গভীরতায়' বৃহৎ আকারের দুই একখানা পত্র এখন বাঙ্গালার জল বায়ুতে স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে। এ হিসাবে দেখিতে গেলে সাময়িক-সাহিত্য প্রচারে বাঙ্গালায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।

সেকালের বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের তুলনায় এখন যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয় নিশ্চিত; তবে স্বাধীন সভ্যজাতির সাময়িক সাহিত্যের সহিত তুলনায় আমাদের বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের এ পুষ্টি ও বৃদ্ধি অবশ্য কিছুই নহে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন জাতির তুলনায় আমাদের পরাধীন জাতির কোন কার্য্যের বিচার হইতে পারে না; ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সাময়িক সাহিত্যের সহিত আমাদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

বিভিন্ন দেশের পত্রিকার সংখ্যা।

দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে ১৯০৩ অব্দে গ্রেটবৃটন ও আয়র্লণ্ডে মাসিক সাহিত্যের সংখ্যা ছিল ২৫০০, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ছিল প্রায় চারি হাজার; ভারতবর্ষে ছিল মাত্র পৌণে দুই হাজার। ১৯১১-১৯১২ অব্দে ভারতের সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ঃ—

মাদ্রাজ প্রদেশে	১৪৯৯ খানা।
বোম্বাই প্রদেশে	৩০৩ খানা।
বাঙ্গালা প্রদেশে	১৬৩ খানা।
যুক্ত প্রদেশে	১০৩ খানা।
ব্রহ্ম দেশে	৫৭ খানা।
বিহার ও উড়িষ্যায়	২০ খানা।

সুতরাং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের স্থান নিম্নে।

আমরা বাঙ্গালার প্রাথমিক সাময়িক-সাহিত্য গুলির তুলনায়ই আমাদের বর্ত্তমান সাময়িক সাহিত্যের উন্নতির ও পরিবর্ত্তনের বিচার করিব এবং সেই ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া গৌরব অনুভব করিব।

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও গতির আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ সেই প্রাচীন সাময়িক সাহিত্য প্রচার-কালের ও তৎপূর্ব্ব কালের দেশীয় সাহিত্য ও দেশীয় শিক্ষার অবস্থা, সে কালের সাময়িক পত্র ও সমাজের কথা এবং দেশের রাজকীয় বিধি ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে হইবে এবং কি সূত্রে বাঙ্গালায় প্রথম সাময়িক সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্রমে কিরূপে যুগে যুগে যুগ-প্রবর্ত্তক মনস্বী মহাপুরুষ গণের চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পদশালী হইয়া আজ তাহা নিখিল বিশ্ব-সাহিত্যের বৈঠকে সাদর অভ্যর্থনা ও পুষ্প-চন্দন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।

আলোচ্য বিষয়।

এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাময়িক সাহিত্যের উৎপত্তির সূত্র কি এবং তাহা প্রথম কোথায়, কি কারণে, কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সাময়িক সাহিত্যের উৎপত্তি।

সংবাদপত্র সাহিত্য-পত্রের পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং সংবাদ পত্রের ভাব হইতে সাময়িক সাহিত্য প্রচারের সূচনা হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যায়। সাময়িক সংবাদ

পত্র কত পূর্ব্বে সভ্য সমাজে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত অবিসংবাদিত রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

চীনের সংবাদ পত্র।

কথিত আছে, এসিয়া ভূখণ্ডই সংবাদ পত্রের জন্মভূমি। চীন সভ্যতার উন্মেষ কালে প্রাচীন চীন দেশে সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল। এই মঙ্গোলীয় অনুষ্ঠানটী মোগল সম্রাটগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের শাসনকালে ভারত-বর্ষেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ভারতের সংবাদ পত্র।

"সম্রাট আকবরের সময় প্রতিমাসে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ন্যায় রাজকীয় সমাচার পত্র প্রচারিত হইত; আইন-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিপথ যুদ্ধে বাবর সাহ শিবিরে বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন,এমন সময় হিন্দু রাজারা আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই কয়েক পংক্তি বাবরের সমসাময়িক কানুন-এ-জং নামক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে পাঠ করা যায়। সাহজাহান আগ্রার মহরম দরবারে বলিয়াছিলেন 'এলাহাবাদের হিন্দুপ্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা সমাচার পত্রে পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিষাদিত হইলাম।' সম্রাট অওরঙ্গজেব আরাঙ্গাবাদ নামক স্থানে জীবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পীড়ার সমাচার ও বিবরণ দিল্লীর 'পয়গম-এ-হিন্দ' নামক পারস্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।"* সুতরাং ভারতবর্ষে সংবাদ পত্র পরিচালন ব্যাপার নূতন নহে।

---

* সহরৎ-এ-আম—নব্যভারত ১৩০৫। ও রিয়াজ-ওস-সালাতিন (রামপ্রাণ গুপ্ত) ১৫৯ পৃঃ।

যাহা হউক এসিয়ায় সাময়িক পত্র বা সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইলেও ইয়ুরোপেই তাহার পুষ্টি সাধন হইয়াছিল। সভ্যতার লীলাভূমি ইয়ুরোপের ইটালী দেশেই পশ্চিম দেশের প্রথম সংবাদ পত্র উদ্ভূত হয়।

ইটালীর সংবাদ পত্র।

প্রাচীন রোমান রাজকীয় বিভাগে Acta Diurna বা দৈনিক সংবাদ রক্ষার প্রথা ছিল। সে সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হইত না।

ইয়ুরোপে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার প্রায় এক শতাব্দী পরে—১৫৩৬ অব্দে ভেনিস নগরে সাধারণের জন্য প্রথম সংবাদ-পত্র বাহির হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইয়ুরোপের এই প্রথম সংবাদ-পত্র হস্তে লিখিত হইয়া নগরের কোন প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হইত এবং তাহা পাঠকগণকে এক একটী গেজেটা মুদ্রা প্রদান করিয়া পাঠ করিতে হইত।

দ্বিতীয় সুলেমানের সহিত ভেনিস সাধারণ তন্ত্রের যুদ্ধ বাঁধিয়া গেলে শিক্ষিত জন-সাধারণ প্রতিনিয়ত সংবাদ পাইবার প্রত্যাশা করিতেন। এই অভাব বিদূরিত করিবার জন্য তথাকার শাসক সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই মাসিক "Notizie Scritte" বা হস্ত লিখিত মাসিক সংবাদ পত্র বাহির করিতেন। ভেনিস্ গবর্ণমেণ্ট কখনও এই পত্রিকা মুদ্রিত হইতে দেন নাই। তথাপি এই "নোটিজি স্কৃটি" ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত মাসে মাসে হস্ত-লিখিত হইয়াই বাহির হইত। এই হস্ত-লিখিত গেজেটার * ত্রিশ খণ্ড ফ্লোরেন্সের জগৎ প্রসিদ্ধ মেগ্‌লিয়াবিচি-পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে।

---

* গেজেটা মুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া যাইত বলিয়া এই পত্রিকাও গেজেটা বলিয়া পরিচিত ছিল।

১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্পেনীয় নৌ-বহরের (Spanish Armada) ভীষণ আক্রমণের সময়—ইংলণ্ডের উৎকণ্ঠিত ও ভীতি-বিহ্বল জনগণকে আক্রমণের যথার্থ সংবাদ অবগত করাইবার জন্য ও তাহাদিগকে স্পেনিসদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে "The English Mercury" (দি ইংলিস মার্কিউরি) নামে ইংলণ্ডে একখানা সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল। ইংলণ্ডের এই প্রাচীন ও প্রাথমিক সংবাদ পত্রের কয়েক সংখ্যা বৃটীশ মিউজিয়মে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এই পত্রিকাখানা সাধারণের মতে জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। * যাহা হউক "The English Mercury" জাল বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেও ঐ সময়েই আরও কয়েকখানা "মার্কিউরি" নাম-যুক্ত সংবাদ পত্র—"The Mercurius Pragmatical", The Mercurius Bellicosus", The Laughing Mercury". প্রভৃতি যে ইংলণ্ড হইতে বাহির হইয়াছিল, ইংলণ্ডের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে তাহাদিগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র।

সংবাদ পত্রে প্রথম প্রথম কেবল সংবাদই প্রদত্ত হইত। ক্রমে ইহাতে নানা বিষয়ের অবান্তর কথা প্রবেশ করিতে অবকাশ পায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম চার্লসের সময় ও ক্রমওয়েলের সময় ইংলণ্ডে সংবাদ-পত্র দলাদলির এক একটী প্রধান অস্ত্র ও

* "There is some obscurity regarding the date of the 1st English Newspaper. Copies of a print in the British Musium entitled—"The English Mercury", purporting to give news of the Spanish Armada &c. have been conclusively proved to be forgeries."—The Oracle Encyclopædia Vol. IV.

অবলম্বন হইয়া পড়ে। ইহাতে সংবাদ-পত্র শক্তিশালী লেখকগণের লেখনী প্রভাবে কতক পরিমাণে সাহিত্য-পত্র হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে ক্রমে সাময়িক সংবাদ পত্রের ভাব হইতেই সাময়িক সাহিত্য প্রচারের সূচনা হয়। সাময়িক সাহিত্য পত্রের সূচনা সর্ব্বাগ্রে ফরাসী রাজ্যে হইয়াছিল। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পার্লেমেণ্টের সদস্য Denis De Sallo ফ্রান্সের রাজধানী পেরিস হইতে "The Journal Des Scavans" নামক সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র প্রকাশ করেন। আইজাক ডিস্‌রেলী বলেন এই Journal Des Scavansই জগতের প্রথম সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র। *

প্রথম সাময়িক সাহিত্য।

সাল্লো প্রথম তাঁহার পত্রিকায় নিজ নাম ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার ভৃত্যের সম্পাদকতায় তাহা বাহির করিয়াছিলেন। এই সময় ফরাসী সাহিত্য-জগৎ নিঃস্ব ছিল না। তখন ফরাসী সাহিত্যে চতুর্দ্দশ লুইর অভিনব যুগ। ফরাসী কবি মলইএআর (Moliere), রাসাইন (Racine), বইলো (Boileau), লা ফোঁটেইনের (La Fontaine) কাব্য-প্রতিভায় ফরাসী সাহিত্য প্রতিভাত; মলব্রঞ্চ (Malebranche), বোস্যুএই (Bossuet) ফেনেলঁ (Fenelon), ফ্লেচার (Flechier), বুর্দ্দালুএই (Bourdaloue), প্রভৃতির লেখনীপ্রভাবে ফরাসীসাহিত্য মুখরিত।

ফরাসী সাহিত্যের কথা।

সাল্লোর সাহিত্য-সমালোচন-পত্র অতি অল্পকাল মধ্যেই ফরাসী সাহিত্য জগতের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে এই পত্রিকার যশঃপ্রভা এত দূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে ইহার অনুকরণে নানা স্থান হইতে আরও সাময়িক-পত্র বাহির হইতে লাগিল।

* Curiosities of Literature Vol. I.

এবং নানা দেশের নানা ভাষায় ইহার প্রবন্ধ অনুদিত ও প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা হইতে লাগিল। তখন সাল্লোর যশোলিপ্সা প্রবল হইয়া দাঁড়াইল; তিনি পত্রিকা খানিকে নিজ নামে প্রচার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Journal Des Scavans—Denis De Salloর সম্পাদকতায় বাহির হইতে লাগিল।

প্রথম সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য।

সেণ্ট ফক্স (Saint Foix) লিখিয়াছেন "রেনাডো (Renaudot) নামক পেরিসের কোন চিকিৎসক তাহার নিজ হস্‌পিটেলের রোগী-দিগের চিত্ত বিনোদন করিবার উদ্দেশ্যে নানা স্থানের অলৌকিক বিবরণ ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার ইতিহাস সঙ্কলন এবং সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা একত্র লিপিবদ্ধ করতঃ রোগীদিগকে পাঠ করিতে দিতেন। এ সম্বন্ধে উক্ত চিকিৎসকের অভিমত এই যে—কোন এক বিষয়ের গ্রন্থে—এক-খানা উপন্যাস, নাটক বা ইতিহাসে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মনঃসংযোগ করিয়া থাকিলে মন ক্লান্ত হয় ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্তাকর্ষক বিষয়ের প্রতি রোগীর মন আকৃষ্ট রাখিতে পারিলে তাহার মস্তিষ্কে ক্লান্তি আসিতে পারেনা, অথচ তাহার মন রোগ-চিন্তা হইতে দূরে থাকে এবং সে অল্প আয়াসে বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজকে তৎচিন্তায় সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে পারে। এই উপায়ে ডাক্তার অনেক রোগীর রোগ উপশমে আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৬৩২ অব্দে রেনাডো প্যেরী-গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে এইরূপ কাগজ বাহির করিতেন।

রেনাডোর এই সংকীর্ণ উদ্দেশ্যকে বিস্তৃতভাবে চিন্তা করিয়াই সাল্লো তাহার এই সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন।

ফ্রান্সের পর ইংলণ্ডে সাময়িক সাহিত্যের আলোচনা ও প্রচার আরম্ভ হয়। রাজ্ঞী এনের রাজত্বে টোরী এবং হুইগ (Tory and Whigs) দলের দলাদলিতে ইংলণ্ডে সাময়িক সাহিত্যের ঝড় বহিতে থাকে। এই সময় ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে অগষ্টিয়ান যুগ। গে, সুইফ্‌ট, পোপ প্রভৃতি ইংলণ্ডের জাতীয় কবিগণ এবং ডেফো, এডিসন্, ষ্টিল, বারকেলে, বাটলার প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ এক এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া মসী-যুদ্ধে বিব্রত ছিলেন।

ইংলণ্ডের সাময়িক সাহিত্য।

এই সময় ইংলণ্ডে যে সকল সাময়িক সাহিত্য-পত্র বাহির হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে ডেফোর "দি রিভিউ" (Danial Defoe's The Review) উল্লেখ যোগ্য।

রিভিউ।

রাজনৈতিক দলাদলিতে জড়িত হইয়া ডেফো ১৭০৩ অব্দে কারারুদ্ধ হন। সেই সময়ে কারাগৃহে থাকিয়া তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, মুক্তিলাভের পর সেই সকল প্রবন্ধ দ্বারাই ডেফো "The Review" নামে একখানা সাহিত্য পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। ডেফোর এই—The Reviewর অনুকরণে রিচার্ড ষ্টিল "টেটলার" (The Tatler) বাহির করেন। এই টেটলারেরই উন্নত পর্য্যায় ইংরেজী সুপ্রসিদ্ধ সাময়িক সাহিত্য—"The Spectator".

১৭১১ অব্দের ১লা মার্চ্চ হইতে বিখ্যাত লেখক এডিসন ও তদীয় বন্ধু ষ্টিল মিলিত হইয়া এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্র খানা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় "The Spectator"ই রাজনীতি ও দলাদলি বর্জ্জিত একমাত্র সাহিত্য পত্র ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইহা সামান্য কয়েক পংক্তির পত্রিকা ছিল। এই ক্ষুদ্র কলেবর স্পেক্টেটার উঠিয়া যাইবার ৩৫ বৎসর পরে, ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের

সুপ্রসিদ্ধ মাসিক সাহিত্য ও সমালোচন-পত্র "The Monthly Review" জন্মগ্রহণ করে।

ইহার পর ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য জাগিয়া উঠে। ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণী, রুষিয়া প্রভৃতি দেশেও সাময়িক সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হয়। ক্রমে সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়াই আধুনিক সাময়িক সংবাদ-পত্র ও সাময়িক-সাহিত্য পরিচালন-প্রথা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় যে সময় সাময়িক সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। বলিতে গেলে এই সময় বাঙ্গালা সাহিত্যে মিসনারি যুগ। ইংরেজ মিসনারিরা তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচালক। মিসনারিরা বাঙ্গালীর ছেলেকে তাহার মাতৃভাষা শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতেছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এমনই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালায় প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের প্রচার আরম্ভ হয়!

বাঙ্গালা সাহিত্যে মিসনারি যুগ।

কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের এ দুর্দ্দিন অতি অল্পকাল মধ্যেই বিদূরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় সাময়িক সাহিত্য প্রবর্ত্তনার ২৫।৩০ বৎসর মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে অভিনব পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশে এবং অন্যান্য সভ্য দেশ সমূহে সেই সেই দেশের জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠার সময়ই সাময়িক সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। বাঙ্গালায় বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য সেরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহাই অধিক স্পর্দ্ধার এবং গৌরবের বিষয় যে বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অতি

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের প্রভাব।

শোচনীয় অবস্থায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও অতি অল্পকাল মধ্যেই একটি অভিনব যুগ প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরেজী সাময়িক সাহিত্য ও ফরাসী সাময়িক সাহিত্য ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যাহা করিতে পারে নাই, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য বাঙ্গালায় তাহা করিয়াছে।

ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে যে যে কারণে প্রথম সাময়িক সাহিত্য প্রচার আবশ্যক হইয়াছিল, এই সকল প্রয়োজনীয় কারণ ব্যতীত সাময়িক সাহিত্য প্রচারের আরও অনেক উদ্দেশ্য ও কারণ আছে।

সাময়িক সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্য।

উন্নত সভ্য দেশ সমূহে সমাজের উপযুক্ত লোকেরা দেশের জনসাধারণের অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। মুখ্যভাবে জনসাধারণের অভাব পূরণ করিতে যাইয়া তাঁহারা গৌণ ভাবে নিজের অভাবও তাহার বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণে পূরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্য লইয়াও সে সকল দেশে বহু সাময়িক সংবাদ পত্র ও সাময়িক সাহিত্য-পত্র পরিচালিত হইতেছে। অস্মদ্দেশে সেরূপ উদ্দেশ্য লইয়া অতি অল্প লোকেই সাময়িক পত্র প্রচার কল্পে অগ্রসর হইয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে গত একশত বৎসরের প্রথমার্দ্ধে যে সকল সাময়িক সাহিত্য প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ধর্ম্ম ও মত প্রচারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল। বাকীগুলি মত বিরোধ, দলাদলি ও হস্ত কণ্ডুয়ন বৃত্তি প্রভৃতির চরিতার্থতার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। সেকালে "দিগ্দর্শন" ও "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রভৃতি দুই একখানা পত্রিকা জ্ঞান প্রচারের জন্যও পরিচালিত হইয়াছিল। বাস্তবিক কি উদ্দেশ্য লইয়া কোন পত্রিকা পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা পত্রিকার ইতিহাস প্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইলাম।

প্রথম অধ্যায়।

মিসনারি যুগের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ।

জাতির ভিতর চিন্তাশীল সুলেখক প্রস্তুত হইলেই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হয়—তখন সেই সাহিত্যে বিবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি সাহিত্য, সংবাদ ও সমালোচন পত্রাদি জন্মগ্রহণ করিতে পারে। জাতির ভিতর সুসাহিত্যিক বা সুলেখকের সৃষ্টি না হইলে সৎগ্রন্থের আবির্ভাব বা সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব কখনই সম্ভবপর নহে।

সাময়িক সাহিত্য ও লেখক।

ইংলণ্ডে যখন প্রথম সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হয়, তখন ইংরেজী সাহিত্যে গৌরবময় এলিজাবেথিয়ান-যুগ। অতঃপর সমুন্নত অগষ্টিয়ান যুগে ইংরেজ জাতির প্রথম সাময়িক সাহিত্যগুলি বাহির হইয়াছিল। ফরাসী সাহিত্যেরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দশ লুইর কাব্য-সাহিত্য-সমুজ্জ্বল যুগে ফরাসীজাতির প্রাথমিক সংবাদ পত্র এবং সাহিত্য পত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

সাময়িক পত্রের জন্য লেখা চাই, এবং লেখার জন্য লেখক প্রয়োজন। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উন্নত-সময় ব্যতীত সাময়িক পত্র-পত্রিকা পরিচালিত হইতে পারে না।

বাঙ্গালায় বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রচারে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল।

বাঙ্গালায় যখন প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন। পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে পারেন এমন লোক বাঙ্গালায় কেহ ছিলেন না—সাহিত্য নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত এমন মুদ্রিত পুস্তকও প্রায় ছিল না।

জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা।

বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের এরূপ হতাদরের কারণ—বঙ্গদেশে বাঙ্গালা লেখাপড়ার তখন একেবারেই চর্চ্চা ছিল না। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, দেশ অধিকারের সনন্দ লইয়া চলিত পারস্য ভাষাকেই দ্বিতীয় রাজভাষার সম্মান প্রদান করিলে, দেশময় পুনরায় সেই প্রচলিত পারস্য ভাষারই পঠন-পাঠন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

দুরবস্থার কারণ।

পারস্য ভাষা না শিক্ষা করিলে বাঙ্গালীর ছেলে কোম্পানীর কাছারীতে, ব্যবসায়ীর আড়তে কিম্বা দেশীয় জমিদারের সেরেস্তায় কার্য্য করিতে পারিত না। সুতরাং বাঙ্গালী অভিভাবকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব বালকদিগকে পূর্ব্বমত পারস্য ভাষাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন; বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন বাঙ্গালাভাষী বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত এবং অনাদৃতই রহিয়া গেল।

বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইয়ুরোপীয় বণিকেরা এদেশে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা তাঁহাদের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তদনুসারে তাঁহাদিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার জন্য দুই এক খানা প্রয়োজনীয় পুস্তক তাঁহারা নিজেরাই লিখিয়াছিলেন এবং নানা উপায়ে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইয়ুরোপীয় দিগের দেশী ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা।

ক্রমে ইংরেজ মিশনারিগণও অজ্ঞ বাঙ্গালীর সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা এবং বাঙ্গালীকে বাইবেলের সুসমাচার পাঠ করাইবার জন্য তাহাদিগকেও বঙ্গভাষা শিক্ষা দান করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।

এদেশে তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা পুস্তকও মুদ্রিত হইত না। উক্ত মিসনারি মহাত্মগণই প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রণ জন্য বিলাতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া তথায় পুস্তক মুদ্রিত করেন। এবং সে সমস্ত পুস্তক এদেশে আনয়ন পূর্ব্বক বাঙ্গালীকে তাহাদের মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন এবং নিজেরাও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। অবশেষে তাহারাই এদেশেও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া, বাঙ্গালা কাঠের অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ব্রতী হন।

মিসনারিদিগের গ্রন্থ প্রচার ও শিক্ষা দান।

অতঃপর ইংলণ্ড হইতে আগত ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে দেশী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে ১৮০০ অব্দে কলিকাতায় ফোর্টউইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের জন্য বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলে, এই সহৃদয় মিসনারিগণই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ লিখিয়া ও লিখাইয়া সেই অভাব দূরীভূত করিয়াছিলেন।

ফোর্টউইলিয়ম কলেজের জন্য বাঙ্গালা পুস্তক।

এইরূপে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা মিসনারিদিগের চেষ্টাতেই—সজীব থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে জন্য আমরা মিসনারিদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই সময় এবং তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ছিল—ইয়ুরোপীয়দিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ, ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী বিবিধ শ্রেণীর গ্রন্থ ও মিসনারিদিগের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক। উচ্চশ্রেণীর সুসাহিত্য গ্রন্থ তখন কিছুই ছিল না।

মিসনারিদিগের যত্ন চেষ্টায় যখন বাঙ্গালা ভাষার পুঁথি এইরূপে লিখিত ও প্রচারিত হইতেছিল—সেই সময়, ১৮১৬ অব্দে বঙ্গদেশে প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য "বেঙ্গল গেজেট" পরিচালিত হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং বাঙ্গালার প্রথম সাময়িক সাহিত্য—"বেঙ্গল গেজেট" পরিচালন সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে,এই প্রথম বাঙ্গালা পত্রিকা খানা একজন বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮১৮ অব্দে মিসনারিগণ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর হইতে আর একখানা বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য-পত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন, সে পত্রের নাম ছিল ;—"দিগ্দর্শন।"

পত্রিকা।

এই সময়, বাঙ্গালা সাহিত্যের এই মিসনারি যুগে, বাঙ্গালা ভাষায় কি কি পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কুতূহলী পাঠকগণের বোধহয় তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে ; আমরা তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবারণের জন্য এবং আমাদের সেকালের জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা প্রদর্শন জন্য ঐ সকল পুস্তক ও পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম।

বিবিধ মুদ্রিত গ্রন্থ।

VOCABULARIO
EM IDIOMA
BENGALLA,
E
PORTUGUEZ.
Dividido em duas partes
DEDICADO
AO EXCELLENT E REVER. SENHOR.
D. FR. MIGUEL
DE TAVORA
Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Mageſtade.
Foy deligencia do Padre
FR. MANOEL
DA ASSUMPÇAM
Religioſo Eremita de Santo Agoſtinho da Congregaçaõ da India Oriental.

LISBOA:
Na Offic. de FRANCISCO DA SYLVA.
Livreiro da Academia Real, e do Senado.
Anno M. DCC XLIII.
Com todas as licenças neceſſarias.

লিস্‌বনে মুদ্রিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও
অভিধানের মলাট পৃষ্ঠা।

উদ্ভিদ মাত্রেই যেমন বৃক্ষ নহে; সেইরূপ পুস্তক মাত্রেই 'সাহিত্য' নহে। কিন্তু যে স্থলে একেবারেই সাহিত্য নাই, সেখানে অঙ্ক পুস্তক বা অভিধানই সাহিত্যের আসন অধিকার করিবে; তাহাকে স্থানচ্যুত করিবে কে? কেন না, "পাদপ হীন দেশে এরণ্ডই দ্রুম"।

১—বাঙ্গালা ভাষার প্রথম পুস্তক একখানা **'ব্যাকরণ ও অভিধান'**। ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থখানা মুদ্রিত হয়। তখন বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রে আবিষ্কৃত হয় নাই। পর্ত্তুগীজ বণিকেরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া তথাকার লোকের মুখে যেরূপ প্রাদেশিক বাঙ্গালা শুনিত ঐরূপ প্রাদেশিক বাঙ্গালায় রোমান অক্ষরে এই পুস্তকখানা মুদ্রিত হইয়াছিল। পুস্তকের প্রচ্ছদ পত্রে পুস্তকের নাম ও গ্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—'Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes dedicado as Excellent e Rever. Senhor D. T. Miguel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpeam Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental—Lisboa".

রোমান অক্ষরে মুদ্রিত এই বাঙ্গালা গ্রন্থের ১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং ৪৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ অভিধান, অবশিষ্ট ৩০৭ পৃষ্ঠা হইতে ৫৭৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা অভিধান। পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থের বাঙ্গালার নমুনা এইরূপ:—

বাঙ্গালা শব্দ।	যেরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।
মুই যাইবাসছি	Moui Zeibasschee
মুহর খোওয়া দওয়া	Mouhore khoah dohah

অর্থাৎ আমি যাইতেছি, আমার খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ—বেণ্টো সাহেবের "**প্রার্থনা মালা ও প্রশ্নমালা**।" ইহাই তখনকার সাহিত্য পুস্তক। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ট বেণ্টো এই গ্রন্থ দ্বয় লণ্ডন নগরে মুদ্রিত করেন। বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে এই দুখানিই আদি পুস্তক। তখনো বাঙ্গালায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় নাই; সুতরাং লণ্ডন নগরের বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার বেণ্টো পূর্ব্বে রোমান কাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, ১৭৬৭খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রটেষ্টাণ্ট দলভুক্ত হইয়া এই গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লিপজিকের জন ফ্রেডারিক্ ফ্রিজ (Johann Friedrich Fritz) ১০০টী ভাষার বর্ণমালা দিয়া একখানা বর্ণমালার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকের নাম "Orientalisch and Occidentalischer Sprachmeister" (অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাধিকার গ্রন্থ)। এই পুস্তকের ৮৪পৃষ্ঠায় যে বঙ্গীয় বর্ণমালা প্রদত্ত হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, তাহা জর্জ্জ জেকবকার প্রণীত Aurenckszeb (ঔরঙ্গজেব) গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ঐ বর্ণমালার উপরে লিখিত আছে—"Alphabetum Bengalicum et Jentivicum".

৪র্থ গ্রন্থ—**হলহেড সাহেবের ব্যাকরণ।** এই ব্যাকরণের নাম "A Grammar of the Bengali Language". ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Sir Charles Wilkins হুগলী হইতে বাঙ্গালা অক্ষরে এই ব্যাকরণ খানা প্রকাশ করেন। উইলকিন্সের উপদেশে পঞ্চানন

কর্ম্মকার নামক হুগলীর একব্যক্তি এই পুস্তকের জন্য কাঠের বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিল। এক একটী অক্ষরের জন্য পঞ্চানন পাঁচসিকা করিয়া মূল্য গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রন্থকারের নাম নেথানিয়েল ব্রাসে হলহেড্ (Nathaniel Brassey Halhed.)

হলহেডের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ইনি ১৭৫১ অব্দের ২৫শে মে বিলাতের ওয়েষ্টমিনষ্টারে জন্ম গ্রহণ করেন। পাঠ্য অবস্থায় তাহার সহিত বিলাতের বিখ্যাত বক্তা সেরিডেন ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্যার উইলিয়ম জোন্সের বন্ধুত্ব ঘটে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হলহেড্ বঙ্গদেশে আসিয়া কোম্পানীর অধীন কেরাণীগিরী চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি প্রাচ্য ভাষা সমূহ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন ও অল্পদিন মধ্যেই পারস্য, আরব্য, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস এদেশের শাসন সৌকর্য্যার্থে হিন্দু ও মুসলমানদিগের শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দুইখানা আইন গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। আরব্য ও পারস্য ভাষাভিজ্ঞ হল্‌হেড্ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সংগৃহীত একখণ্ড মুসলমান আইন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে নিশ্চিন্ত করেন। অতঃপর হিন্দু আইন সংগ্রহের জন্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের একাদশজন পণ্ডিত ব্যক্তি লইয়া এক কমিশন নিযুক্ত হয়। ঐ কমিসন-সভা সংস্কৃত শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া যে বিধি ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংস উহাই Gentoo Code নামকরণে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণাজীবন ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ ও শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত এই

কমিসনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ অব্দে হলহেড্ এই Gentoo Code এর ইংরেজী অনুবাদ সমাপ্ত করেন। এই আইনের ভূমিকায় হলহেড ভারতবর্ষের ও ভারতীয় হিন্দুজাতির বিশেষ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের কতকাংশের নমুনা বিলাতে প্রেরণ কালে ওয়ারেণ হেষ্টিংসও লর্ড মেনস্‌ফিল্ডকে লিখিয়াছিলেন—"The inhabitants of the land are not in the savage state in which they have been unfairly represented."

Gentoo Code এর অনুবাদ শেষ করিয়া ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হলহেড্ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ বণিক ও রাজপুরুষদিগের নিমিত্ত এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানা রচনা করেন। বাঙ্গালা দেশে বঙ্গাক্ষরে ইহাই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এই পুস্তকের আবরণী পত্রের শীর্ষ দেশে লিখিত আছে—

"বোধ প্রকাশং শব্দ শাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী।"

ঐ প্রচ্ছদ পত্রেরই মধ্যস্থলে আছে—

"ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥"

গ্রন্থের প্রারম্ভে ইংরেজী ভাষায় একটী দীর্ঘ ভূমিকা আছে। ঐ ভূমিকায় হলহেড দেখাইয়াছেন যে ভারতীয় সভ্যতাই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতা এবং প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতারই বীজ হইতে উদ্ভূত। গ্রন্থাভ্যন্তরে গ্রন্থকার উদাহরণ প্রদর্শন স্থলে সর্ব্বত্রই রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি হইতে কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৭৯০ অব্দে হলহেড্ বিলাতে যাইয়া মহাসভার সভ্য হন। ১৮০৯ অব্দে ইণ্ডিয়া হাউসের সেক্রেটরী নিযুক্ত

হন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে যে বিপুল হস্তলিখিত মূল্যবান গ্রন্থরাশি লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই বৃটীশ মিউজিয়ামে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাহা তথায় রক্ষিত আছে। ১৮৩০ অব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

৫ম গ্রন্থ—এক খানা আইন—এই আইন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা **ইম্পের রেগুলেসন** নামে পরিচিত। মিঃ জনাথন ডানকান ইহার বঙ্গানুবাদ করেন। এই অনুবাদ কোম্পানীর প্রেস হইতে ১৭৮৫ অব্দে মুদ্রিত হয়। মিঃ জনাথন ডানকান কিছুকালের জন্য বোম্বাইর গবর্ণার ছিলেন; পরে কাশীর রেসিডেণ্ট হন।

৬ষ্ঠ গ্রন্থ—**আইন**—H. P. Forster কৃত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্ট রেগুলেশনের বঙ্গানুবাদ। এখানিও কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত। গ্রন্থের আকার ৪০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৫৲ টাকা, মুদ্রণের সময় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

৭—রামতারক রায় সঙ্কলিত—**সদর দেওয়ানী আইন বিধি**। গ্রন্থকারের নিবাস চুঁচুড়া। গ্রন্থকার ১৭৯৬ অব্দে ইংরেজী আইন গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া সে কালের বাঙ্গালায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের আকার ৭৬ পৃষ্ঠা।

৮—**নিজামৎ আইন বিধি**—গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় রাধারমণ বসু Sadar Dewany Nezamaut Circular Orders গ্রন্থ অবলম্বনে ১৭৯৬ অব্দে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। গ্রন্থের আকার ২২১ পৃষ্ঠা।

৯—**"Vocabulary in Two parts, English and Bengalee and Vice versa"** by H. P. Forster.

Senior Merchant of the Bengal Establishment. অর্থাৎ ফরষ্টার সঙ্কলিত ইংরেজী-বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-ইংরেজী ২ ভাগে বিভক্ত অভিধান। এখানি Ferris and Coর মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৭৯৯ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম অভিধান গ্রন্থ।

১০—**ফরষ্টারের অভিধান**—১৭৯৯ অব্দে মুদ্রিত হয়। এই অভিধানও দুই খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে প্রায় ১৮০০০ শব্দ প্রদত্ত হয়, ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ৬০৲ টাকা।

১১—**বত্রিশ সিংহাসন**—সাহিত্যের অন্তর্গত উপাখ্যান গ্রন্থ। শ্রীরামপুরের মিসন প্রেসে ১৮০১ অব্দে এই গ্রন্থ প্রথমবার মুদ্রিত হয়। রচয়িতার নাম নাই। ১৮০২ অব্দেই এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়।

১২—**হিতোপদেশ**—গোলকনাথ বসু প্রণীত, সাহিত্য পুস্তক। ১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। আকার ডিমাই ৮ পেজি—১৪৭ পৃষ্ঠা। এই পুস্তক প্রায় ২০০০০ হাজার বিক্রয় হইয়াছিল। নিম্নে এই পুস্তকের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল।

"মগদ দেশে ফুল্লোৎপন্ন নামে সরোবর থাকে। তাহাতে অনেক কাল শঙ্কট বিকট নামে দুই হংস বসতি করে আর তাহাদিগের সখা কম্বুগ্রীব নামে কচ্ছপ বাস। অনন্তর এক দিবস ধীবরেরা আসিয়া সে স্থানে কহিল যে এস্থানে আজি বাস করিয়া কল্য প্রাতঃকালে মৎস্য কচ্ছপাদি নষ্ট করিব। তাহা শুনিয়া কচ্ছপ দুই হংসকে কহিল হে মিত্রেরা ধীবরদিগের কথোপকথন শুনিলা। এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? হংসেরা কহিল পুনর্ব্বার তাহা জন্য প্রাতঃকালে যাহা উপযুক্ত হয় করা যাইবে। কচ্ছপ বলিতেছে সে কথা কিছু নয়, যে হেতুক এই স্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি।"

১৩—**মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত**—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন পণ্ডিত ছিলেন। কেরি সাহেবের উপদেশে তিনি এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। রাজীবলোচনের এই গ্রন্থ সেকালের বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য-নিধি। ইহার ভাষা তখন এমনই আদর লাভ করিয়াছিল যে গ্রন্থকার তাহার জন্য বঙ্গ সাহিত্যের 'এডিসন' বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই পুস্তক ১৮০১ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে ১৮১১ অব্দে গবর্ণমেণ্ট বিলাত হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়া আনেন। বিলাতে মুদ্রিত পুস্তক গুলির প্রচ্ছদ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল—
১ "লন্দন মহানগরে চাপা হইল ১৮১১।" নিম্নে এই গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন প্রদত্ত হইল।

"পরে নবাব স্রাজেরদ্দৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোন মতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইংরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পাতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইংরাজ মহাশয়দিগের জয় হইল। তখন সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল।"

১৪—**তোতা-ইতিহাস**—লং সাহেব এই পুস্তককে—হায়দর বক্স নামক কোন মুসলমান লেখক কর্ত্তৃক পারস্য ভাষা হইতে অনুদিত গ্রন্থ—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন গ্রন্থকার ঢাকা নিবাসী এবং গ্রন্থখানা ১৮০১ অব্দে কলিকাতার কোন মুসলমানের প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। "বিশ্বকোষে" লিখিত হইয়াছে "তোতা-ইতিহাসের

রচয়িতা চণ্ডীচরণ মুন্‌সী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সি ছিলেন। সংস্কৃত পারসী ও বাঙ্গালা এই তিন ভাষাতেই চণ্ডীচরণের অধিকার ছিল।" আমরা যে "তোতা-ইতিহাস" পাঠ করিয়াছি তাহাতে প্রচ্ছদ পত্র ছিল না। পুস্তক খানা পারস্য ভাষার অনুবাদ হইলেও অনুবাদে সংস্কৃত শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। ভাষার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যখন সূর্য্য অস্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তখন খোজেস্তা মনোদুঃখেতে কাতরা হইয়া তোতার সন্নিধানে বিদায় চাহিতে গেলেন। তোতা খোজেস্তাকে স্তব্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক কই তুমি এখন স্তব্ধ কেন আছ? খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে নিত্য রাত্রিতে আপন মনোদুঃখ তোমাকে জানাই কিন্তু এক দিবসও বন্ধুর নিকট যাইতে পারিলাম না। এমন দিন কবে হইবে যে আমি যাইয়া প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি তুমি এই রাত্রিতে বিদায় দাও তবে যাই নতুবা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া বসিয়া থাকি।"

১৫—**সাগর দ্বীপের শেষ নৃপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র"**—রামরাম বসু এই গ্রন্থের প্রণেতা। *ইহার নিবাস ছিল চুঁচুড়ায়। ইনি অল্প বয়সেই পারস্য ও আরবি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন।* পরে ইংরেজী শিখিয়া কেরি সাহেবের মুন্সি হন। অবশেষে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইঁহাদ্বারা মিসনারিগণ অনেক খৃষ্ট ধর্ম্মের পুস্তক লিখাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখায় পারস্য ভাষার প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্যই তিনি প্রতাপাদিত্য চরিত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮০১.

অব্দে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু রাজা-দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা অবগত হইবার জন্য জর্ম্মানেরা এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভাষার নমুনা এইরূপ ঃ—

"শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ। আমরি সহিত হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর একস্থান তাহার নাম নহবৎখানা তাহাতে অনেক অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রে দিবারাত্রি সময়ানুক্রমে যন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে। নহবৎখানার উপরে ঘড়ীঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়ীতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।"

১৮৫৩ অব্দে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের ভাষা সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার এক বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৬—**Bengalee Grammar** by W. Carey. অর্থাৎ কেরি সাহেবের **বাঙ্গালা ব্যাকরণ**। হ্যালহেড সাহেবের ব্যাকরণের পর ইহাই বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বিতীয় গ্রন্থ। ১৮০১ অব্দে ইহার ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরে ইহার আরও তিনটী সংস্করণ হইয়াছিল।

১৭—**জ্ঞানোদয়** রামরাম বসু সঙ্কলিত খৃষ্টিয় ধর্ম্ম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে হিন্দুর আচার ও ধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টানের আচার ও ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পুস্তকখানা শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে ১৮০১ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮—**Missioneries Address to the Hindoos** অর্থাৎ হিন্দুদিগের প্রতি পাদরীদিগের সম্বোধন। রামরাম বসু কৃত খৃষ্ট-ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ। ১৮০১ অব্দে মুদ্রিত।

১৯—Colloquies বা কথোপকথন। জন সাধারণের কথিত বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে ইংরেজেরা সহজে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য ডবলিউ কেরি এই পুস্তক রচনা করেন।

এই কেরি সাহেবকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের পালক-পিতা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইনিই এদেশে দেশীয় শিক্ষারও সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ১৭৬১ অব্দের ১৭ই আগষ্ট ইংলণ্ডের নর্দ্দামটন সায়ারের অন্তর্গত পলারস্‌বারী নামক স্থানে মহাত্মা কেরি জন্ম গ্রহণ করেন। কেরি বাল্যকালে এক চর্ম্মকারের নিকট শিক্ষানবীশ ছিলেন। এই শিক্ষানবীশের কার্য্যে থাকিয়াই তিনি লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন। পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সে কেরি কিছু দিনের জন্য একটী ক্ষুদ্র স্কুলের শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর পুনরায় তাহাকে তাহার অভ্যস্ত পাদুকা নির্ম্মাণ কার্য্যেই নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময় তাহাকে প্রতিদিন ৮।১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানেও পাদুকাপূর্ণ ঝুলি স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত।

কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই পাদুকা মেরামত কারী উদ্যমশীল যুবক লিচেষ্টার নগরের ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ লেখক আর্ণল্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আর্ণল্ডের মূল্যবান পুস্তকাগারে কেরি তাঁহার জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি আরও কতকগুলি ভাষা শিক্ষা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হন।

১৭৯৬ অব্দে ইংলণ্ডে বাপ্তিষ্ট মিসন-সোসাইটী গঠিত হইলে কেরি তাহার একজন সভ্য হইয়া কলিকাতা আগমন করেন। কলিকাতা আগমন করিয়া কেরি পূর্ব্বোক্ত বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা রামরাম বসুকে



মিঃ কেরী ও মুন্সী রামরাম বসু

তাহার মুন্সি ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই স্থানে তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর কেরি প্রথমে বেণ্ডেল ও পরে ভাগ্য বিপর্য্যয়ে পড়িয়া সুন্দরবনে কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে গমন করেন।

১৭৯৪ অব্দে কেরি মালদহে যাইয়া সেখানে একটী দেশী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্থানে অবস্থান কালে কেরি নিউটেষ্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং একটী বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহা মুদ্রিত করিতে প্রয়াস পান।

১৮০০ অব্দে কেরি শ্রীরামপুর আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এই স্থানেও মদনাবতীর ন্যায় মুদ্রাযন্ত্র ও স্কুল স্থাপিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতেই সেকালের বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮০১ অব্দে কেরি ৫০০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় কেরি এরূপ সংস্কৃত বলিতে পারিতেন যে সভাসমিতিতেও অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিতে পারিতেন। কেরির এই অসাধারণ সংস্কৃত জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া ও তাঁহার মুখে অনর্গল সংস্কৃত বক্তৃতা শুনিয়া এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ অবাক্ হইয়া থাকিতেন। ১৮০৩ অব্দে কেরি সহস্র পৃষ্ঠার এক সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণ খানার মূল্য ছিল ৬৪৲ টাকা। গবর্ণমেণ্ট ৬৪০০৲ টাকা দিয়া ইহার একশত খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান করেন।

এই সময় কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী তাঁহাকে বেদের ইংরেজী অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। এই বিরাট কার্য্য গ্রহণ

করিলে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ কার্য্যে বিলম্ব ঘটিবে বলিয়া তিনি তাহা হইতে বিরত হন।

১৮০৬ অব্দে কেরি ইংরেজী ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করিয়া ইয়ুরোপ এবং আমেরিকায়ও সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

১৮০৭ অব্দে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ডকটর-অব-ডিভিনিটী উপাধি প্রদান করেন।

১৮০৯ অব্দে ডাঃ কেরির সেই সুবৃহৎ বাইবেল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনি বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ ভাষা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

১৮১৩ অব্দে হঠাৎ শ্রীরামপুর মিসন প্রেসে আগুন লাগিয়া যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে বাঙ্গালা ভাষার কয়েক খানা মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সহিত ডাঃ কেরির পরিশ্রম লব্ধ বহু প্রাচীন ও নবীন পাণ্ডুলিপি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন ডাঃ কেরির আর একটী প্রধান কীর্ত্তি। ১৮২৩ অব্দে ডাঃ কেরি গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক নিযুক্ত হন। ১৮২৫ অব্দে তাহার বিরাট ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ডাঃ কেরি ক্রমান্বয়ে তিনবার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ অব্দে ৯ই জুন ৭৩ বৎসর বয়ক্রমে ডাঃ কেরি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার সুদীর্ঘ জীবন পুরুষকারের মহিমায় উজ্জ্বল।

এই কথোপকথন পুস্তক খানা কেরির অশেষ অনুসন্ধানের ফল। ইহাতে তৎকালের কথিত বাঙ্গালা ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ আছে। গ্রন্থের বিষয় সূচী এইরূপ—সাহেব ও খানসামা, সাহেব

ও মুন্সী, পরামর্শ, ভোজনের কথা, ভ্রমণ, পরিচয়, ভূমি, মহাজন ও আসামী, বাগান করিবার হুকুম, সুপারিসি, মজুরের কথাবার্ত্তা, খাতক মহাজনী, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া কথা, ইজারার পরামর্শ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের কথা, কার্য্য চেষ্টার কথা, কন্দল, যাজক ও যজমান, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে কথা, জমিদার ও রায়তে বৈঠকি কথোপকথন ইত্যাদি। কথোপকথনগুলি যথাযথ উচ্চারণের সহিত লিখিত হইয়াছে। ভাষার নমুনা স্বরূপ স্ত্রীলোকের কোন্দলের একাংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"হালো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস, তোরা শুনছিস্ গো এ আঁটকুড়ী রাঁড়ির কথা। * * তিন কুল খাগি। * * তোর ভালডার মাতা খাই। হালো ভালো ডা খাগি, তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।"

উত্তর—"থাকলো ছাড়কপালি গিদেরী থাক্। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেল্যান কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাক্‌বে। * * তখন তোমার কোন্ বাপে রাখে তা দেখব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক, তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজ রাত্রেই মরে। হা বউ রাঁড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।"

প্রত্যুত্তর—"ওলো তোর শাপে আমার বাঁপার ধূলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারো দুয়ারী ভারানী হাট বাজার কুড়ানী, খানকী, যা তোর গালাগালিতে আমার কি হবে লো কুঁদলী।"

সে কালের মিসনারি সাহেবেরা বাঙ্গালী জাতির পারিবারিক জীবনের চিত্র সংগ্রহ করিতেও যে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন এ পুস্তকে

তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের আকার ডিমাই ৮ পেজি ২২৪ পৃষ্ঠা। ১৮০১ অব্দের ৪ঠা আগষ্ট শ্রীরামপুর মিসন প্রেসে কাঠের অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

২০—**Vocabulary in two parts Bengalee and English** by H. P. Forster, Senior Merchant of the Bengal Establishment. অর্থাৎ ফর্ষ্টর সঙ্কলিত বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান। ১৮০১ অব্দে মুদ্রিত। ৪৪২ পৃষ্ঠায় অন্যূন সাড়ে ষোল শত শব্দ সম্বলিত।

২১—**মিলার সাহেবের অভিধান**—১৮০১ অব্দে মুদ্রিত, মূল্য বত্রিশ টাকা।

২২—**লিপিমালা**—রামরাম বসু প্রণীত, ১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থখানা দুই ভাগে বিভক্ত ও ২২৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ভূমিকায় গ্রন্থের যে উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ ঃ—

"সৃষ্ঠি-স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে—এ হিন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ। কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যান্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেকের অবস্থিতিও এই স্থানে। এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা। তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত রহিলে রাজক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তাঁহারদিগের আকিঞ্চন এখনকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এভূমির যাবতীয় লেখা পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নামক পুস্তক রচনা

করা গেল। প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায়। তাহার প্রথমতো রাজগণ অন্য রাজারদিগকে লেখেন। তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক দ্বিতীয় রাজগণ আপন সচিব লোককে অনুজ্ঞা ও বিধি ব্যবস্থা ক্রম দান। ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্য লেখা পড়া। সমান সমানীকে, লঘু গুরুকে, প্রভু কর্ম্মকরকে এবং অঙ্কমালা এই মতে পুস্তক লেখা যাইতেছে। ইহাতে অন্যান্য বিদ্বান লোকের স্থানে আমার এই আকাঙ্ক্ষা যদি আমার রচিত এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিৎ ক্রমে কচিৎ দোষ হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃষ্টি মাত্রে নিন্দামদে মত্ত না হয়েন। এ কারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারেন না।"

পুস্তকের ৫ম পৃষ্ঠায় পুস্তক প্রকাশের সময় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

"শকাদিত্য বসু বর্ষ পশু শ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ ॥"

অর্থাৎ ১২০৮ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থে পারস্য শব্দের যেমনি বাহুল্য দৃষ্ট হয়, এই গ্রন্থে তাহা তেমনি বিরল। ভূমিকার রচনা অপেক্ষা গ্রন্থের ভিতরের রচনায় আরও কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং গ্রন্থের ভিতর হইতে এক খানা লিপির একটু নমুনা উদ্ধৃত করা গেল।

"অন্যের দিগকে নীতিভ্যাসে ক্ষমতাপন্ন হওয়া নহে। বরং তাহাতেই অন্তে মরিবেক, এমত লোকেরদের পরিবারগণের নির্ব্বাহ নিস্পত্তির মনোযোগ করিবা। নগরহাটের রাজা নীল মাধব বিধর্ব্বের উপর দৌরাত্ম করে অতএব তাহার সাহায্যার্থে অযুত তুরগারূঢ় প্রেরণ করিবা যাহাতে তাহার বৈরী দমন হয়। সেই এই খানের পুষ্টি।"

২৩—**কাশীদাসী মহাভারত**—১৮০২ অব্দে প্রথম মুদ্রিত।

২৪—**কৃত্তিবাসী রামায়ণ**—১৮০৩ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। এই রামায়ণের প্রচ্ছদ পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—"বাল্মীকি কৃত রামায়ণ মহাকাব্য কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালা ভাষায় রচিল। মূল্য দুই টাকা।" ইহার এক সংস্করণ ইটালীয় ভাষায় ফ্রান্সের রাজধানী পারিশে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২৫—**দাউদের গীত**—গ্রন্থকারের নাম নাই। একখানা খৃষ্টিয় ধর্ম্ম পুস্তক, ১৮০৩ সনে মুদ্রিত হয়।

২৬—**ঈসপের ও অন্যান্য গপ্পের বঙ্গানুবাদ**—তারিণীচরণ মিত্র ও ডাঃ গিলক্রাইষ্ট কর্ত্তৃক অনুদিত। ইঁহারা দুই-জনেই এই পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। পরে ডাঃ গিলক্রাইষ্ট উর্দ্দু, পারসি, আরবী প্রভৃতি নানা প্রাচ্য ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮০৩ অব্দে এই বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।

২৭—**ধর্ম্মপুস্তক** বা মঙ্গল সমাচার—মতিয়ের লিখিত, ডাঃ কেরি ও অন্যান্য মিশনারিদিগের অনুদিত বাইবেল পুস্তক। ১৮০১ হইতে ১৮০৫ অব্দ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরে মুদ্রিত। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ—

"লোকারণ্য দেখিয়া তিনি এক পর্ব্বতে গেলেন, এবং তিনি বসিলে পরে তাহার শিষ্যেরা তাহার নিকটে আইল। পরে আপন মুখ খুলিয়া তিনি তাহাদিগকে শিখাইতে লাগিলেন যে দরিদ্রাত্মারা ধন্য কেননা স্বর্গের রাজ্য তাহাদের কাছে আছে বিদ্যমান। লোকেরা ধন্য কেননা তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ক্ষান্তি স্বভাবেরা ধন্য কেননা তাহারা পৃথিবীর অধিকার ভোগ করিবে। ধর্ম্মের প্রতি যাহারা ক্ষুধিত ও তৃষিত তাহারা ধন্য কেননা তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। দয়ালু সকল ধন্য কেননা তাহারা দয়া পাইবে। নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্য

কেননা তাহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে। মিলনকারীরা ধন্য কেননা তাহারা ঈশ্বরের সন্তান কহা যাইবে। ধর্ম্মের হেতু তাড়িত হয় তাহারা ধন্য কেননা স্বর্গের রাজ্য তাহাদের। যখন মনুষ্যেরা আমার প্রযুক্ত তোমারদিগকে নিন্দা করে ও তাড়না করে এবং মিথ্যায় তোমারদের প্রতি সকল প্রকার মন্দ বলে তখন তোমরা উল্লাস করহ এবং অত্যন্ত আনন্দিত হও কেননা স্বর্গেতে তোমাদের প্রতিফল বড় কেননা এই মতে তাহারা ভবিষ্যৎ বক্তাগণেদিগকে তোমাদের পূর্ব্বে তাড়না করিল।"

২৮—**বাঙ্গলার জাতিভেদ**—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র হাণ্টার সাহেবের লিখিত একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তিকা; ১৮০৪ অব্দে লিখিত। গ্রন্থ হইতে ভাষার নমুনা প্রদত্ত হইল।

"হিন্দুলোকেরা যদিও আপন শাস্ত্রের নিশ্চয়েতে থাকে তবে অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার যদি ভালও হয় তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। যদি অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার দেখে কিম্বা শুনে তথাপি তুচ্ছ করিয়া আদর করে না। অতএব অন্য লোকের ব্যবহারেতে তাহাদের জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে না।"

২৯—**ঠাকুরের বাঙ্গলা ও ইংরাজি শব্দাবলী**—Sanders Cones & Co. কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কেরি সাহেবের উপদেশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী গ্রন্থ রক্ষক এই অভিধান খানা সংগ্রহ করেন। ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব, শরীর বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, প্রাকৃতিক ইতিহাস, গার্হস্থ্য নীতি, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ও রোমক অক্ষরে ১৮০৫ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের আকার ছোট—১৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

৩০—**দায় রত্নাবলী**—পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অনুদিত আইন গ্রন্থ। সংস্কৃত দায়ভাগের বঙ্গানুবাদ, ১৮০৫ অব্দে মুদ্রিত।

৩১—**বজিলের ইঁনিয়দের প্রথম সর্গের বঙ্গানুবাদ**—অনুবাদক—J. Sargeant একজন সিভিলিয়ান ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ছিলেন। পুস্তক ৬৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ও ১৮০৫ সনে মুদ্রিত।

৩২—**খৃষ্ট চরিত্র**—রাম বসু প্রণীত। ১৮০৫ অব্দে মুদ্রিত।

৩৩—**রাজাবলী**—পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে "কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড্ পণ্ডিত ছিলেন। পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁহার নিবাস ছিল উড়িষ্যা প্রদেশে। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্য অনেকগুলি পুস্তক লিখেন। ইহার ভাষা প্রথমে পারস্য শব্দ-বহুল ছিল। "রাজাবলী" হইতে তাহার নমুনা উদ্ধৃত করা গেল।

"মহারাজ দুর্ল্লভ রায় ও জাফরালী খাঁ প্রভৃতি সরদারদের সলাতে নবাবী সকল সৈন্যেরা দাদনির উজর করিল। ইহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিকে হুকুম দিলেন যে আমার বেগমদের নাকের নথ পর্য্যন্ত যত ধন আছে সে সকল ধন লইয়া যে যে সরদারেরা আপন আপন বিরাদারিদের দরমাহ যত বাকী বলে তাহাদিগকে তাহাই দেও, হিসাবের অপেক্ষা করিও না, পশ্চাৎ হিসাব হইবে, এইরূপে আজি দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সকল ফৌজদের বেবাক দাদনি করিয়া সকল সরদারদিগকে হুকুম দেও যে চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে যেন সকলে আপন আপন বিরাদারি সমেত আসিয়া উপস্থিত হয়।"

এই গ্রন্থ ১৮০৮ অব্দে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে "লন্দন নগরে চাপা" হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ হেড্‌পণ্ডিতের এই রচনা তখন তেমন আদর লাভ না করায় তিনি তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখাইবার জন্য "প্রবোধ চন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সেই উৎকট সাধুভাষায় রচিত গ্রন্থ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রবোধ চন্দ্রিকা" যে ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহার নমুনা এইরূপ—

"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছিকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

অন্যত্র—"তাদৃশ রাজধর্ম্ম-বিপরীতকারী শিশ্নোদর মাত্র পরায়ণ স্বভাণ্ডার পরিপূরণার্থে ইচ্ছাচার করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিংরাজা, সে কৃত-সুরাপান বৃশ্চিকদষ্টভূতাবিষ্ট বানর ন্যায় ব্যাকুল হয়।"

৩৪। **শব্দসিন্ধু**—পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ইহা সংস্কৃত অমরকোষের বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে লিখিত হইয়াছে—"ভগবান অমরসিংহ কৃত অভিধান—অকারাদি ক্রমে ভাষায় বিবরণ করিয়া শব্দসিন্ধু নাম রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা হইল।" ১৮০৯ অব্দে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকারের নিবাস বালী-উত্তরপাড়া। বড় বড় অক্ষরে ৪৮৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত।

৩৫। **বাঙ্গালা অভিধান**—রচয়িতার নাম নাই। হিন্দুস্থানী প্রেসে ১৮০৮ অব্দে মুদ্রিত। ইহাতে ৩৬০০ সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আছে; ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

৩৬। **সদর দেওয়ানী নিষ্পত্তি**—আইন পুস্তক। ১৮১০ অব্দে মুদ্রিত।

৩৭। **সতী সহমরণ সংবাদ**—রামমোহন রায় প্রণীত।

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ প্রবন্ধ; ১৮১০ অব্দে মুদ্রিত। ইহাই বোধ হয় রামমোহন রায়ের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ইঁহার সাহিত্য সেবার পরিচয় "ব্রাহ্মণ সেবধি" মাসিক পত্রের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে যথা স্থানে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থের ভাষার নমুনা এইরূপ ঃ—

"এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গভোগ হয় কিন্তু বিধবা ধর্ম্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর।"

৩৮। **ইতিহাসমালা**—ইহা একখানা গল্প গ্রন্থ। সে কালে গল্পকেই সাধারণতঃ ইতিহাস বলিত। কেরি সাহেব এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ১৫০টী ক্ষুদ্র গল্প আছে।—১৮১২ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ইতিহাসমালা অনুবাদ গ্রন্থ নহে। ডাঃ কেরি বাঙ্গালীর অন্তঃপুর হইতে বৃদ্ধা ঠাকুরমাদের কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া ইতিহাসমালা রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনার আদর্শ। নিম্নে একটী গল্প নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা গেল।

"এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিয়া কোন খালে গোটা চব্বিশেক মৎস্য ধরিয়া গৃহে আসিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি পুনর্ব্বার চসিতে গেল। তাহার গৃহিণী সে মৎস্য কয়টী পাক করিয়া মনে বিবেচনা করিল যে মৎস্য পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার হইয়াছে চাখিয়া দেখি ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়া দেখিল যে ঝোল সুরস হইয়াছে। পরে পুনর্ব্বার মনে ভাবিল মৎস্য কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিয়া দেখি, ইহা ভাবিয়া একটী মৎস্য

খাইল। পুনর্ব্বার চিন্তা করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে হয় ভাবিয়া সেটিও খাইল এইরূপে খাইতে খাইতে একটী মাত্র অবশিষ্ট রাখিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটী আইলে তাহার গৃহিণী সেই মৎস্যটী আর অন্ন তাহাকে দিলে কৃষক কহিল যে,এ কি? চব্বিশটী মৎস্য আনিয়াছি,আর কি হইল। তখন তাহার স্ত্রী মৎস্যের হিসাব দিল।

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা, চিলে নিল দুই গণ্ডা,
বাকী রহিল ষোল।
তাহা ধুইতে আটটী জলে পলাইল॥
তবে থাকিল আট।
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাঠ॥
তবে থাকিল ছয়।
প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয়॥
তবে থাকিল দুই।
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুঁই॥
তবে থাকিল এক।
অই পাত পানে চাহিয়া দেখ॥
এখন হইস্ যদি মিন্‌সের পো।
তবে কাটা খান খাইয়া মাছখানা থো॥
আমি যেঁই মেয়ে
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে॥

এইরূপে মৎস্যের হিসাবে কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল।"

৩৯। **পুরুষ পরীক্ষা**—বিদ্যাপতি প্রণীত সংস্কৃত পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ—একখানা হিতোপদেশ পূর্ণ গল্প-গ্রন্থ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্য হরপ্রসাদ রায় এই গ্রন্থ

প্রণয়ন করেন। ইহার ভাষা সে কালের হিসাবে প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। রচনার নমুনা উদ্ধৃত করা গেল :—

"জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া নির্ভীক ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করেন। এক রাত্রিতে রাজা খট্টাতে শয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া ঐ শব্দানুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে নগর প্রান্তে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নব যুবতী নানাভরণ ভূষিতা আর উত্তম বস্ত্র পরিধানা এমন এক স্ত্রীকে দেখিলেন।"

১৮১৪ অব্দে Day & Co. এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মূল্য এক টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৬। বিশপ টার্ণারের অনুরোধে মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১৮৩০ অব্দে এই পুস্তকের একখানা ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

৪০। **Carey's Dictionary**—অর্থাৎ কেরি সাহেবের অভিধান। ইহা সুবৃহৎ চারি খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট কোষ-গ্রন্থ। ইহার সঙ্কলনে কেরি সাহেবের ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮১৫ অব্দে তিনি এই ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। চারিখণ্ডে শব্দসংখ্যা প্রায় আশি হাজার। কেরি অনেক শব্দ নিজে প্রস্তুত করিয়াও ইহাতে প্রদান করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য একশত কুড়ি টাকা। ১৮২৭ অব্দে মার্সম্যান সাহেব ডাঃ কেরির এই অভিধানের একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন।

৪১। **বেদান্ত গ্রন্থ**—রামমোহন রায় অনূদিত। এই গ্রন্থ ১৭৩৭ শকাব্দে বা ১৮১৫ অব্দে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের ভাষার নমুনা স্বরূপ ভূমিকার এক অংশ উদ্ধৃত হইল।

"বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্ম বাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে যে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য্য কোন মতে থাকে না যেহেতু ব্যুৎপত্তি বলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য অন্য বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না।"

৪২—৪৩। **তলবকার উপনিষৎ ও ঈশোপনিষৎ**—রামমোহন রায় কৃত সংস্কৃত উপনিষদের বঙ্গানুবাদ। ১৭৩৮ শকাব্দে বা ১৮১৬ অব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। অনুবাদের ভাষা বেদান্ত গ্রন্থের ভাষার অনুরূপ।

৪৪। **শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা**—গ্রন্থকার, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এই গ্রন্থ ১৮১৬ অব্দে বিলাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে লেখা ছিল-

শ্রী

বিক্রমাদিত্যের

বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ

বাঙ্গালা ভাষাতে

শ্রী

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণ রচিত

লন্দন মহানগরে চাপা হইল

১৮১৬

৪৫। **লিপি ধারা**—ব র ক ধ ঝ এইরূপ অক্ষরের আকৃতি অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অক্ষর গুলি এক এক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮১৬ অব্দে মুদ্রিত, ১২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

৪৬। **জ্যোতিঃ সংগ্রহ**—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাগীশ প্রণীত। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা জ্যোতিষ গ্রন্থ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিবাস মালপাড়া। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের গুরু নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য ওরফে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তীর্থস্বামী ইঁহাকে রাজার আশ্রয়ে রাখিয়া যান। বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিত লোক ছিলেন। রাজার অনেক কার্য্যে, বিশেষতঃ শাস্ত্রালোচনাদিতে ইনি সাহায্য করিতেন। রামমোহন রায়ের স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের ইনি প্রথম আচার্য্য ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর ইনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথও ইঁহাকে শিক্ষা গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইলে ইনি তাহার একজন শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রেরও অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত এই জ্যোতিঃ সংগ্রহ গ্রন্থ ১৮১৬ অব্দে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের ভাষা সরল। নিম্নে কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত হইল।

"জন্ম মাসে পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু কন্যার বিবাহ প্রশস্ত হয়, আর অগ্রহায়ণ মাসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিশেষ জ্যৈষ্ঠ মাসেতেও প্রথম দশ দিন পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়।"

৪৭—**ব্যাকরণ**—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রণীত—১৮১৬ অব্দে মুদ্রিত হয়। ইহাই বাঙ্গালীর কৃত প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

৪৮—**বেঙ্গল গেজেট** গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত,

বাঙ্গালার প্রথম সাময়িক পত্র। লং সাহেব তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থ তালিকায় বেঙ্গল গেজেটকে সংবাদ পত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাহা সংবাদ পত্র ছিল না। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত এবং ইহাতে সম্পাদকের লিখিত "বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য সকল প্রতিকৃতি সহ মুদ্রিত হইত।" বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইহাই আদিম পথ প্রদর্শক। ১৮১৬ অব্দে বেঙ্গল গেজেট বাহির হয় এবং বৎসর কাল মধ্যেই লীলা সম্বরণ করে।

৪৯—**জমিদারী হিসাব**—স্মিথ সাহেব প্রণীত; ইহা জমিদারী সংক্রান্ত হিসাব পত্র শিক্ষার পুস্তক, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ; ১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত।

৫০—**Lowson's Singhur Bibaran** অর্থাৎ লাউসেন কৃত সিংহের বিবরণ। ১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত।

৫১—**জীব জন্তুর বিবরণ** বা Natural History. ইহা একখানা ৪ ভাগে সম্পূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ। ১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত।

৫২—**ধারাপাত** (Arithmetical Table). ১৮১৭ অব্দে চুঁচুড়ার মে সাহেব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষার্থী দিগের জন্য বিলাতের উন্নত প্রণালীর সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এই ধারাপাত প্রকাশ করেন।

৫৩—**সঙ্গীত পুস্তক**—ইহাই বাঙ্গালার প্রথম সঙ্গীত পুস্তক, ১৮১৭ সনে মুদ্রিত।

৫৪—**ধাতু শব্দজ**—শ্রীরামপুর ভার্নিকুলার স্কুল বুক সোসাইটী কর্তৃক ১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ধাতুকে কিরূপে শব্দে পরিণত করিতে হয় এই অভিধান খানিতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় দশ হাজার শব্দ আছে।

৫৫—**চাণক্য শ্লোক**—১০৮টী নীতি পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ—১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত হয়। ১৮৪০ অব্দে দিগম্বর রায় ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন, অতঃপর গ্রীক ও লাটীন ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৫৬—**শিশুবোধক**—প্রথম শিক্ষার্থী বালকদিগের জন্য এই পুস্তক খানা ১৮১৭ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহাতে ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের নিকট পত্র লিখিবার ধারা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সে পত্রের ভাষা কিরূপ, পাঠক তাহা পাঠ করুন। সাহিত্য-রস-পিপাসু পাঠক ইহা হইতে প্রচুর রস প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

স্ত্রীর পত্র—"শিরোনামা—ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদ পল্লবাশ্রয় প্রদানেষু।

"শ্রীচরণ সরসী দিবা নিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতী মঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদন ঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ সরোরুহ স্মরণ মাত্র অত্র শুভম্বিশেষ। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল যাপন করিতেছেন। যে কালে এ দাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন।

অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণ যুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন মিতি—"

স্বামীর উত্তর—"শিরোনামা—প্রাণাধিকা স্বধর্ম্মপ্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতী মঞ্জরী দেবী সাবিত্রী ধর্ম্মাশ্রিতেষু।

"পরম প্রণয়ার্ণব গভীরনীরতীরনিবসিত কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত

নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেব শর্ম্মণঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃ-করণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর কমলাঙ্কিত কমল পত্রী পঠিত মাত্র অত্র শুভন্বিশেষ। বহু দিবসাবধি প্রত্যাবধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মফাঁস ব্যতিরিক্ত উত্যক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি। অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতাপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথা যোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য, বিত্তোপার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃক দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনমিতি।”

৫৭—**ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার**—রামমোহন রায় লিখিত। এই গ্রন্থ ১৭৩৯ শকে বা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে ১৮৪৩ অব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সার ভাগ “মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক” নাম দিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের ভাষার নমুনা এইরূপ ঃ—

“আমার দিগের সম্বন্ধে যে বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম।”

৫৮—**শান্তিশতক**—১৮১৭ অব্দে মুদ্রিত।

৫৯—**গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ধারাতে সৃষ্ট্যা-**

দির বিবরণ। ১৮১৭ অব্দে মালদহের নীলকর এলার্টন তাঁহার স্থাপিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁহার স্কুলের জন্য আরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন; সেগুলি মুদ্রিত না হওয়ায় উল্লেখ করা গেল না।

১৮১৭ অব্দে নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলিও মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রায় সকলগুলি পুস্তকই সংস্কৃতের অনুবাদ। অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না।

৬০—**শাস্ত্র পদ্ধতি।** ৬১—**রতি বিলাস।** ৬২—**সম্ভোগ রত্নাকর।** ৬৩—**রমণীরঞ্জন।** ৬৪—**রসমঞ্জরী।** ৬৫—**রসসাগর।** ৬৬—**রসরসামৃত।** ৬৭—**রসতরঙ্গিনী।** ৬৮—**রসেন্দু-প্রেম-বিলাস** ও ৬৯—**রতিকেলি।**

৭০—**স্ত্রী শিক্ষা পুস্তক।** গৌরমোহন কৃত। ইহাই বাঙ্গালার স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক প্রথম পুস্তক। ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত হয়।

৭১—**নীতিকথা**—(প্রথম ভাগ) রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য ইংরেজী ও আরবী ভাষা হইতে সংগৃহীত। বৰ্দ্ধমান খৃষ্টীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কেরাণী তারাচাঁদ মিত্র রাজাবাহাদুরকে ইহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করেন। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা এই পুস্তক প্রকাশ করেন। মূল্য এক আনা মাত্র।

৭২—**Vocabulary of the Bengalee Language** বা বাঙ্গালা শব্দাবলী রামচন্দ্র নামক কোন এক ব্যক্তির সংগৃহীত অভিধান পুস্তক; ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত।

৭৩—**"Pearson's Tables"** ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত।

৭৪—**নীতিবাক্য** ১ম ও ২য় খণ্ড। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ তাহাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল সমূহের ছাত্রদিগের পাঠের জন্য বাইবেল হইতে কয়েকটী উপদেশ লইয়া এই পুস্তক প্রকাশ করেন।

৭৫—**বানান শিক্ষা**—ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত; মূল্য ছয় আনা। ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত হয়।

৭৬—**বিদ্যাহারাবলী**—কেরি সাহেব কৃত চিত্র সম্বলিত কোষ গ্রন্থ। ইংরেজী এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা হইতে এনাটমির বঙ্গানুবাদ করিয়া রেঃ কেরি এই গ্রন্থের শরীর ব্যবচ্ছেদ নামক ১ম খণ্ড ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। অতঃপর ১৮২০ অব্দে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের মূল্য ছয় টাকা, পত্র সংখ্যা ৬৩৮।

৭৭—**কলেরা চিকিৎসা** ১৮১৬ অব্দে এদেশে প্রথম কলেরা রোগ দেখা দেয়। ঐ রোগের চিকিৎসার জন্য ডাঃ রবিনসন ১৮১৮ অব্দে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করেন।

৭৮—**বাঙ্গালা পঞ্জিকা**—শ্রীরামপুর হইতে রামহরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাই প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা। ১৮১৮ অব্দে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। রামহরি বোধ হয় শ্রীরামপুর মিসন প্রেসের পুস্তকাদির প্রকাশক ছিল। ১৮২৫ অব্দে অগ্রদ্বীপের কাঠের মুদ্রাযন্ত্র হইতে ইহার অনুকরণে আর একখানা পঞ্জিকা বাহির হইয়াছিল। উহাই বোধহয় দেশীয়দিগের প্রকাশিত প্রথম পঞ্জিকা।

৭৯—**মনোরঞ্জন ইতিহাস**—তারাচাঁদ দত্ত প্রণীত, বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক। ১৮১৮ অব্দে (১ম সংস্করণে) দুই হাজার পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল।

৮০—**অস্থিবিদ্যা**—কেরি সাহেবের সংগৃহীত অস্থিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ, ১৮১৮ অব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮১—**ধর্ম্মগ্রন্থের চুম্বক**—১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৮২—**বর্ণমালা ও ব্যাকরণ**—১৮১৮ অব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বালক বালিকাদিগের জন্য প্রকাশ করেন।

৮৩—**দিগ্দর্শন** মাসিক পত্রিকা—১৮১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর হইতে মিসনারিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা "বেঙ্গল গেজেট" জন্মগ্রহণ করিয়া কাল-কবলিত হইলে এক বৎসর কাল বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন সাময়িক পত্রিকা বাহির হয় নাই। অতঃপর "দিগ্দর্শন" বাহির হয়। দিগ্দর্শনের সময় হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাঙ্গালায় বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং আমরা বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকার অবিচ্ছিন্ন-যুগ-আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত সময়ের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিতেছি। ইতোমধ্যে ১৮১৭ অব্দে দেশীয় স্কুল সমূহের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়নের জন্য কলিকাতায় "স্কুল বুক সোসাইটী" স্থাপিত হইলে মিসনারিদিগেরও যুগ অবসান হয়। ক্রমে "স্কুল বুক সোসাইটীর" যত্নে ও উৎসাহে সেকালের শিক্ষিত লোকেরাও ইংরেজী সাহিত্য হইতে জ্ঞানগর্ভ বিষয় সমূহ অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিতে চেষ্টা করেন। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট হইতে "কমিটী অব পাবলিক্ ইনষ্ট্রাকসন" গঠিত হইলে সেই কমিটীর সাহায্যেও নানা বিষয়ের গ্রন্থ লিখিত ও অনুদিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গঠন পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করা গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কোম্পানীর আমলে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা।

"রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়।" বাঙ্গালার ভাগ্যে তাহা হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিপ্লবের বিরাট তাণ্ডবে বাঙ্গালী আপনার অন্যান্য অনেক সম্পদের সহিত সাহিত্য বৈভব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উন্নত-সৌধ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, লোচন দাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি প্রাণপণ করিয়া যাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন করিয়াছিলেন; রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সত্ত তুলিকা যাহার অঙ্গরাগ বিধানে যত্ন করিতেছিল— অকস্মাৎ সে উন্নত সৌধ মহারাষ্ট্র বিপ্লবের তাণ্ডব তাড়নায় ও রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের বিরাট বিভীষিকায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, বাঙ্গালী তাহা চিন্তা করিবারও অবকাশ পাইল না। উৎকট ব্যাধি-গ্রস্থ রোগীর অতীত-স্মৃতি-বিস্মরণের ন্যায় বাঙ্গালী তাহার অতীত সম্পদ একরূপ বিস্মৃত হইল।

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের সাময়িক বিলুপ্তির কারণ।

রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনে দেশে যে ভীতি ও ব্যাকুলতার ভাব আসিয়াছিল— দেশবাসীর মন হইতে সে ব্যাকুলতা ও ভয় বিদুরিত হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময় বাঙ্গালা দেশ বাঙ্গালীর চক্ষের সম্মুখেই নূতন আকারে দেখা দিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য তাহাদের নিকট স্বপ্নের অলীক কল্পনায় পরিণত হইয়াছিল। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে

বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা উঠিয়া যাওয়ার কারণ।

বিপ্লব-উৎসন্ন-বাঙ্গালী আপন মাতৃভাষার চর্চ্চা একরকম ত্যাগ করিয়া পর-ভাষা-ভাষী ও বিকৃত-ভাষা-ভাষী হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরেজের কৃপায় বাঙ্গালী ক্রমে তাহার ভাষা ও সাহিত্যের নব-জীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে। তারপর আপন বিপুল চেষ্টায় স্তূপীকৃত ধুলী খুঁড়িয়া বিপ্লব-বিধ্বস্ত তাহার সেই প্রাচীনতম ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল সৌধ পুনরুদ্ধার করিয়াছে। আজ ভাষার প্রাচীন ও নবীন সম্পদে বাঙ্গালী সম্পদশালী—ইহা ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয়ের পক্ষেই মহা গৌরবের বিষয়।

ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধার চেষ্টা।

কত উত্থান পতনের ভিতর দিয়া, কত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, কত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙ্গালা ভাষা বর্ত্তমান সময় এইরূপ সম্পদশালী হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে একটা বিরাট ইতি-হাসের কথা মনে পড়ে। আমরা তাহার সেই প্রাচীন ইতিহাস এখানে আলোচনা করিব না। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমার্দ্ধের বাঙ্গালা ভাষার যে নমুনা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি—এই অধ্যায়ে বাঙ্গালীর সেই মাতৃভাষা শিক্ষার ইতিহাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম।

মুশলমান শাসনকালে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য এক একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হইত। * মুশলমান রাজত্বের অবসান হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা শাসন সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াও দেশীয় লোকের শিক্ষার ভার

মুশলমান শাসনকালে শিক্ষার বন্দোবস্ত।

* সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত এইরূপ একটী স্কুল ঢাকাতেও স্থাপিত ছিল।

গ্রহণ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। ঐ রূপ না করিবার তাঁহাদের কারণ ছিল—ঐ সময় ইংলণ্ডের রাজশক্তি ইংলণ্ডের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। এ সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম হাণ্টার (Sir W. Hunter) লিখিয়াছেন :—

রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনে শিক্ষার ব্যবস্থা।

During the early days of the East India Company's rule, the promotion of education was not recognised as a duty of government. Even in England at that time education was entirely left to private and mainly to clerical enterprise. A state system of instruction for the whole people is an idea of the latter half of the present century."

অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রাক্কালে শিক্ষার উন্নতি বিধান ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল না। এমন কি ইংলণ্ডেও সেই সময় শিক্ষা-ব্যবস্থা বেসরকারী ছিল অর্থাৎ জন-

---

এই স্কুলটীর বিবরণ হইতে সে কালের শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। Dr. Taylor লিখিয়াছেন—"The last professor that taught at Dacca was a person of the name of the Moolvay Assud Ullah. He had a salary of 60 rupees a month from the Moghul Government and at his school which was held in a Mashjhid at the Lalbagh, the youth of the city were taught the Arabic language, logic, metaphysics and law. He died about the year 1750, since which date there has been no public teacher of any of these branches of learning here." —*Topography of Dacca.*

সাধারণকে নিজের চেষ্টায়ই শিক্ষালাভ করিতে হইত। দেশবাসীকে শিক্ষাদান করিবার রাজকীয় ব্যবস্থার ভাব বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সুতরাং দেশবাসীকে শিক্ষাদান করিবার ভাব তখনকার রাজপুরুষদিগের মনে উদিত হয় নাই। না হইলেও পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষাদান প্রথা ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বেই এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে The Society for Promoting Christian Knowledge নামক এক খ্রীষ্টিয়ান সমিতি কলিকাতায় আগমন করেন। এই সমিতি ১৭৩১ অব্দে কলিকাতায় একটী স্কুল স্থাপন করতঃ আহার এবং পরিধান বস্ত্র পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া বালকদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।* বোধ হয় ইহাই বঙ্গদেশে পাশ্চাত্যভাবে স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিতরণের প্রথম উদ্যম। ইহার পর ১৭৫৮ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে—পলাশী যুদ্ধের পনর মাস পরে—Zacharich Kiernander নামক সুইডেন দেশীয় জনৈক পাদরী ট্রেঙ্কুবার হইতে কলিকাতা আসিয়া কর্ণেল ক্লাইভের উৎসাহে এবং কলিকাতাবাসী খ্রীষ্টান সমাজের সহায়তায় ও অর্থ সাহায্যে একটী দরিদ্র স্কুল স্থাপন করিয়া ইংরেজ, আমেরিকান, পর্ত্তুগীজ ও দেশীয় বালকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। চারি মাসে তাঁহার স্কুলে ৪০টী বালক হইয়াছিল। এই ছাত্রগণ ইংরেজী ভাষায় শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষার বিষয় ছিল—সাধারণ নীতি ও খ্রীষ্টীয় উপদেশ। †

খ্রীষ্টিয়ান সমিতির শিক্ষা প্রচারের উদ্যোগ।

এই সময় বাঙ্গালা দেশে পর্ত্তুগীজ ভাষার অত্যন্ত প্রচলন ছিল।

---

* The Good Old Days of Honorable John Company,

† Life and Time of Carey, Marshman & Wards &c

কর্ণেল ক্লাইভ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণ পর্ত্তুগীজ ভাষায় আলাপ করিতেন, গির্জ্জা সমূহে পর্ত্তুগীজ ভাষায় প্রার্থনা হইত ও উপদেশ প্রদত্ত হইত। কোন বিদেশীয়ের সহিত বিদেশীয় ব্যক্তির আলাপ পরিচয়ে পর্ত্তুগীজ ভাষা ব্যতীত উপায় ছিল না। * দেশীয় ভদ্রলোকেরা আলাপ পরিচয়ে পারস্য ভাষা ব্যবহার করিতেন, আইন আদালতেও পারস্য ভাষাই রাজভাষা বলিয়া গণ্য হইত। ইংরেজী ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষার আদর তখন একেবারেই ছিল না। সরকারী চিঠিপত্রে ইংরেজী ভাষা ও বাঙ্গালীর পরিবারের ভিতর বাঙ্গালা ভাষা আশ্রয় লাভ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল।

বাঙ্গালার তৎকালীন চলিত ভাষা।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইলে একজন ইংরেজী ও পারস্য ভাষা অভিজ্ঞ দ্বিভাষিকের প্রয়োজন হয়। বঙ্গদেশে তখন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব ছিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রথম জজ সার ইলাইজা ইম্পি তাঁহার সহযাত্রী বিলাত প্রত্যাগত দিল্লী নিবাসী গণেশরাম দাসকে † এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পশ্চিম প্রদেশবাসী গণেশরামের এইরূপ সমাদর দেখিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে ইংরেজী শিখিবার ভাব প্রবল হইয়া উঠে। চাকুরী প্রত্যাশী অনেক

সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন ও ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন।

---

* Life and Time of Carey &c.

† এই নামটী গনেশরাম কি ঘনশ্যাম তাহা ইংরেজী বর্ণ বিন্যাস হইতে ঠিক বুঝা যায় না। Rev. Marshman তাঁহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। "Gunesham-dass, an inhabitant of Delhi, joined the English army under Clive at the age of fifteen and attached himself to our rising fortunes. He was perhaps the first

বাঙ্গালী তখন পাদরী Kiernandier নিকট যাইয়া ইংরেজী শিখিতে লাগিলেন, অনেকে তাঁহাদের ছেলেদিগকে ইংরেজী শিখিবার জন্য উক্ত পাদরীর সেই দরিদ্র স্কুলে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনেক বড় লোকও ইংরেজ সমাজে মিশিবার প্রত্যাশায় স্ব স্ব চেষ্টায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার ভাব জাগরিত দেখা যাইতে লাগিল।

দেশীয় লোকের ইংরেজী শিক্ষায় অনুরাগ।

ইহার পর প্রাদেশিক বিচারক বা জজের পদ প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সকল দেশীয় রীতি নীতি অনভিজ্ঞ ইংরেজ জজেরা যখন বিচারের পরিবর্ত্তে ব্যভিচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই ইংরেজ জজদিগকে, হিন্দুর শাস্ত্র ও মুশলমানের সরার অনুযায়ী পরিচালিত করিতে প্রত্যেক জজের সঙ্গে এক এক জন করিয়া হিন্দু জজ-পণ্ডিত ও মুশলমান জজ-মৌলবী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা তৎ কালীন সহৃদয় রাজ পুরুষগণের মনে উদিত হয়। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস এই দুই পদের উপযুক্ত দেশী লোক প্রস্তুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে থাকেন।

জাতীয় ভাবে মুশল-মানদিগের উচ্চ শিক্ষার সূত্রপাত।

Hindoo of caste who crossed the "black wave" to visit the shores of England. He returned to India with the new Judges sent out in 1774 to establish a Crown Court in Calcutta and was appointed to the office of interpreter and translator, one of the most lucrative in those days of fortune. *History of the Serampore Mission* &c.

ওয়ারেন হেষ্টিংস দেখিলেন নবদ্বীপ ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে তখনও শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত হইতেছে, কিন্তু শাস্ত্রদর্শী মুশলমান মৌলবী প্রস্তুত হইতে পারে এমন কোন বিশ্বাস যোগ্য মাদ্রাসা এদেশে নাই। এই শেষোক্ত অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি কলিকাতার কতিপয় শ্রেষ্ঠ মুশলমান নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া ১৭৮১ অব্দে নিজ ব্যয়ে কলিকাতা-মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এইরূপে জাতীয় ভাবে বঙ্গীয় মুশলমানদিগের উচ্চ শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

অতঃপর আরও দশ বৎসর চলিয়া গেলে ১৭৯২ অব্দে * বারাণসীর রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকান সাহেব সেই স্থানের পণ্ডিতদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য বারাণসীতে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই সময় দিল্লী নগরীতেও একটী আরবি-পার্শি-সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এইরূপে এ দেশীয়-দিগের শিক্ষা দানের নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ-পুরুষেরা আপনাদের অভাব ও প্রয়োজন বুঝিয়া দেশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৬৫ হইতে ১৭৯২ অব্দ পর্য্যন্ত পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে এই দুইটী কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদান ব্যতীত আর কিছু করিতে যাওয়া নিরাপদ মনে করেন নাই।

বারাণসী সংস্কৃত কলেজ

১৭৯৩ অব্দে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় দেশের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাব আলোচনার সহিত ভারতবর্ষে শিক্ষাদানের ও তথাকার অশিক্ষিত সমাজে ধর্ম্মনীতি প্রচারের প্রশ্ন উত্থিত হয়।

* Report of the Gl. Committee P. I. (1838—39)

এই সময় পর্য্যন্তও ইংলণ্ড হইতে কোন মিসনারি সম্প্রদায় ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচার জন্য আসিয়া উপস্থিত হন নাই। ১৭৮৭ অব্দে মিঃ থমাস নামক ইংলণ্ডের জনৈক ডাক্তার কলিকাতা আসিয়া চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম প্রচারেরও চেষ্টা করেন। তাঁহার এই চেষ্টা আপত্তি জনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং মালদহে যাইয়া নীলকরের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই নীলের ব্যবসায়ে থাকিয়াও তিনি অবসর ক্রমে অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের নিকট খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উপদেশ প্রচার করিতেন।

মিঃ থমাসের ধর্ম্ম প্রচার চেষ্টা।

একাকী এইরূপ কার্য্যে ফল প্রসবের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মিঃ থমাস ১৭৯২ অব্দে ইংলণ্ডে চলিয়া যান এবং তথায় যাইয়া বঙ্গদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লোক-মত সংগ্রহে যত্নবান্ হন। ইঁহারই চেষ্টার ফলে সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম কেরি প্রভৃতিকে লইয়া ১৭৯২ অব্দের ২রা অক্টোবর বিলাতের নর্দ্দামটন সায়ারের অন্তর্গত কেটারিং নামক স্থানে এক "ব্যাপটিষ্ট মিসন সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিলাতে ব্যাপটিষ্ট মিসন সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা।

এই সময় বিলাত হইতে কোন লোককে ভারতবর্ষে যাইতে হইলে ডাইরেক্টার সভার নিকট হইতে অধিকার পত্র (license) লইয়া যাইতে হইত। যাহার নিকট উক্ত অধিকার পত্র না থাকিত তাহাকে কোম্পানীর কোন জাহাজে স্থান প্রদান করা হইত না। এতদ্ব্যতীত দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম মতের উপর বিধর্ম্মীর হস্তক্ষেপ সুশাসন সংস্থাপনের

সোসাইটীর বঙ্গদেশে মিসন স্থাপনের চেষ্টা।

বিরোধী বলিয়া কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল, সেজন্য বিলাত হইতে কোন মিসনারি যাহাতে বঙ্গদেশে না যাইতে পারে তৎপ্রতি ডাইরেক্টার সভার এবং ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

সুতরাং কোর্ট অব ডাইরেক্টারের নিকট হইতে অধিকার পত্র লইয়া ভারতবর্ষে যাওয়ার চেষ্টা সুদূরপরাহত দেখিয়া এই নবীন ব্যাপটিষ্ট সোসাইটী পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসা করাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

এখন—১৭৯৩ অব্দে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তন উপলক্ষে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রস্তাবের সময় এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। মিসনারি সম্প্রদায় মহাসভায় জয়লাভ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

মহাসভায় আন্দোলন।

ভারতবর্ষের সুখ সুবিধার প্রশ্ন এই সময় মহাসভায় বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছিল। মহাত্মা পিট, ফক্স, বার্ক, সেরিডেন, উইণ্ডহাম প্রভৃতি মহাসভার সভ্যগণ ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় প্রশ্ন অত্যধিক মনোযোগের সহিত মীমাংসা করিতেছিলেন।

যথাসময়ে মিসনারি সম্প্রদায়ের পক্ষে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদকারী মহাত্মা মিঃ উইলবার ফোর্স মহাসভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ঃ—

"That it is the opinion of this House that it is the peculiar and bounden duty of the legislature to promote by all just and prudent means, the interests and happiness of the inhabitants of the British dominions in the East; and that for these ends such measures ought to be adopted as may gradually tend to their

advancement in useful knowledge and to their religious and moral improvement."

অর্থাৎ এই মহাসভার পক্ষে প্রস্তাব এই যে আমাদের বৃটীশ রাজ্যের প্রাচ্য অধিবাসীগণের সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য; সেই কর্ত্তব্য সমাধানের জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহা দ্বারা তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি ও ব্যবহারিক বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে পারে।

এই সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস, হলহেড প্রভৃতি ভারত অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। মহাসভা তাঁহাদিগের অভিমত ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিসনারি সম্পর্কীয় মন্তব্যগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ভারতবাসীর ধর্ম্মনীতি ও শিক্ষা নীতির উপর বিধর্ম্মী রাজার হস্তক্ষেপ করিবার এই প্রস্তাব গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। সুতরাং মিসনারিদিগের পক্ষে উত্থাপিত প্রস্তাব সে বার মহাসভায় পরিত্যক্ত হইল। *

মিসনারিদিগের প্রস্তাব মহাসভায় পরিত্যক্ত হইলেও তাঁহাদিগের বিপুল উদ্যম প্রশমিত হইল না। মিঃ কেরি ও মিঃ থমাসের ভারত আগমন ইচ্ছা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাঁহারা অধিকার পত্র (license) সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতে না পারিয়া বিনা অধিকারপত্রেই গোপনে "Cron Princessa" নামক একখানা ডেনমার্ক দেশীয় পোতে আরোহন করিয়া আসিয়া ১৭৯৩ অব্দের ১১ই নবেম্বর কলিকাতায় উপনীত হন।

বিনা লাইসেন্সে মিসনারি দিগের বঙ্গদেশে আগমন।

* ১৮১৩ অব্দে পুনরায় সনন্দ পরিবর্ত্তনের সময় আসিলে মিসনারিগণ ভারতে ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার পাইবার জন্য পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত করেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর তখন দিনেমার দিগের শাসনান্তর্গত ছিল; সুতরাং কলিকাতায় দিনেমারদিগের কোন জাহাজ আসিলে তাহার যাত্রীদিগের অধিকার পত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হইত না। এই সুযোগে কেরি তাঁহার সহযাত্রীকে লইয়া কলিকাতায় অবতরণ করিয়া নিরাপদে তথায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময় কলিকাতার কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায়ও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ইংরেজ বণিকদিগের ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহায্য করিতেছিলেন। রাম রাম বসু ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। কেরি সাহেব কলিকাতা আসিয়া এই রামরাম বসুকে নিজ মুন্সী নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষালাভ করিতে থাকেন।

কেরি সাহেবের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা।

এবার মহাসভা (Parliament) তাঁহাদিগের অধিকার প্রমাণের সুযোগ প্রদান করেন। মহাসভায় ১৮১৪ অব্দের ৩০শে মার্চ্চ হইতে ৬ সপ্তাহ কাল তথাকার ভারত অভিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। কি জন্য মিশনারিদিগকে ভারতবর্ষে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই, সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংস সাক্ষ্য দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন :—"It was not consistent with the security of the Empire to treat the religions established in the country with contempt, and that if such a declaration of war was made between the professors of our religion and those of the established religions of the country, I knew not what would be the consequence."

বঙ্গদেশের সিভিলিয়ান মিঃ কাউপার বলিয়াছিলেন :—"If the missionaries went into India under the authority of Goverment, the utmost

১৭৯৪ অব্দের জুন মাসে কেরি মালদহের নিকটবর্ত্তী মদনাবতী নামক স্থানের নীল কুঠীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং সেই স্থানে দেশীয় বালকদিগের শিক্ষার্থ একটী দেশী স্কুল স্থাপন করেন। ইহাই এদেশের আধুনিক রীতিতে প্রথম বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়।

কেরি সাহেবের প্রথম বঙ্গ বিদ্যালয়।

মিঃ কেরি যে কেবল একটী স্কুল স্থাপন করিয়া কয়েকটী বালককে বর্ণমালা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা নহে, এদেশের প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিয়া তিনি ছেলে দিগকে অন্ন বস্ত্র এবং বাসস্থান দিয়া বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা দিবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্কুলে প্রথমে কয়েকটী বালক পড়িতে আসিত। কিন্তু কিছুদিন পরেই যখন তাহাদের দরিদ্র পিতা মাতা দেখিল, আপাততঃ ছেলেদিগের দ্বারা সংসারের যে কাজ হইত, স্কুলে যাওয়ায় তাহাদিগের দ্বারা সংসারের সে কার্য্যত হইতেছেই না, অধিকন্তু পরে যে এই লেখা পড়া দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা তাহাদের ছেলে দিগকে স্কুল ছাড়াইয়া আনিতে চাহিলেন। কেরি ছেলেদিগের অভিভাবক দিগকে তাহা করিতে দিলেন না। তিনি শিক্ষার্থী দিগের অন্নবস্ত্রের ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পার্শি ভাষায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগের জন্যই কেরি নিউটেষ্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহা

শিক্ষায় আপত্তি।

---

danger to our dominion would be followed by our expulsion from Bengal and all our Indian possessions."

Life and Time of Carey and Marshman &c

মুদ্রণ জন্য মদনাবতীতেই একটী কাঠের অক্ষর যুক্ত বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপন করিয়াছিলেন।

ফ্রি স্কুল।

১৭৯১ অব্দে কলিকাতার "Old Calcutta Charity" সমিতিও একটী স্কুল স্থাপন করিয়া আহার এবং বস্ত্র যোগাইয়া খ্রীষ্টান বালক বালিকাদিগের পাঠের বন্দোবস্ত করেন। ঐ স্কুলে কলিকাতা ফ্রি স্কুল নামে পরিচিত ছিল।*

মিসনারিদিগের শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ।

১৭৯৯ অব্দের শেষ ভাগে মার্সম্যান প্রভৃতি চারিজন মিসনারি বিলাতের ডাইরেক্টার সভার কোন অধিকার পত্র (License) ব্যতিরেকেই আসিয়া কলিকাতা পঁহুছায় লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাদিগকে অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ প্রদান করেন। মিসনারিগণ ভীত হইয়া শ্রীরামপুরে ডেনিস গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই উপলক্ষে—এদেশে আরও কোন মিসনারি গোপন ভাবে বাস করিতেছে কিনা তাহার অনুসন্ধান হইতে থাকে; সুতরাং নিরুপায় হইয়া কেরি সাহেব ও তাঁহার মালদহের নীলকুঠির সংশ্রব ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন এবং সকল মিসনারি মিলিত হইয়া শ্রীরামপুরে ডেনিস পতাকার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদনাবতীর মুদ্রাযন্ত্রটীও কেরি শ্রীরামপুরে আনিয়া স্থাপন করিয়া ছিলেন।

শ্রীরামপুরের এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৮০০ অব্দে মিঃ কেরির অনূদিত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইতে থাকে। এই যন্ত্রে আর যে

* *Good Old Days of Hon'ble John Company.*

সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

এই সময় এদেশে যে সকল ইংরেজ সিভিলিয়ান বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, তাঁহারাও দেশীয় রীতিনীতি এবং দেশীয় ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রযুক্ত শাসন কার্য্যে পদে পদে মহা বিভ্রাট সৃষ্টি করিতেন। এই মহা অসুবিধা বিদূরীত করিবার জন্য তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় একটী শিক্ষানবিশী বিদ্যালয় (Training College) স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে ১৮০০ অব্দের ৪ঠা মে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নবাগত ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ও বিচারপতিদিগের শিক্ষানবিশীর জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়।

এই কলেজ স্থাপিত হইলে এদেশের সংস্কৃত অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে ইহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। লর্ড ওয়েলেসলি উইলিয়ম কেরির সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অধিকারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে (১৮০১ অব্দের ১২ই মে) ৫০০৲ টাকা বেতনে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই অধ্যাপকদিগের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা এদেশে যথা সম্ভব বিকাশ পাইয়াছিল। এই কলেজের ইংরেজ ছাত্রদিগের পাঠের জন্য যে সকল বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা ইঁহারাই যথাসম্ভব শক্তি ব্যয় করিয়া রচনা করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল পুস্তক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা এই সকল গ্রন্থের বিবরণ প্রদান করিয়াছি।

এই সময় পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজ প্রয়োজনে বঙ্গদেশে

একটী মাদ্রাসা ও এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটী ব্যতীত—দেশের জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন নাই। ইহার কারণ—এই সময় রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনে এ দেশীয় হিন্দু ও মুশলমান সমাজের মধ্যে ভীতির ভাব যেমন প্রবল ছিল, উত্তেজনার ভাবও তেমনি বিলক্ষণ ছিল। বিদেশীয়-দিগের কোন কার্য্যে এদেশীয় লোকের ধর্ম্মে বা মর্ম্মে কোন আঘাত না লাগে ইহা প্রত্যেক রাজপুরুষই সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতেন। এ সম্বন্ধে ২।১টী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

দেশীয় শিক্ষায় গবর্ণ-মেণ্টের হস্তক্ষেপ না করিবার কারণ।

১৮০০ অব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামপুরের মিসনারিগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণ নামক এক হিন্দুর খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ লইয়া ডেনিস গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় জন সাধারণের বিরাট হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ইহাতে লর্ড ওয়েলেসলি এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে কিছু দিনের জন্য কোন মিসনারিই তাহার নিকট অগ্রসর হইতে অধিকার পাইতেন না।

১৮০৭ অব্দে পাদ্রি বুকানন "Literary Intelligence" নামে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিলে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাহা এ দেশবাসীগণের আপত্তি জনক হইবে বলিয়া ইহার মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেন। বুকানন তাহা অবশেষে বাঙ্গালা গবর্ণ-মেণ্টের নিকট উপস্থিত করেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টও তাহা মুদ্রিত হইতে দেওয়া নিরাপদ মনে না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করেন। বুকানন স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোক ; তিনি কাহারও আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া বড় বড় অক্ষরে তাহার পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া রাজপুরুষদিগের মনে ঝড় তুলিয়া দিয়াছিলেন।

১৮০৭ অব্দের শেষ ভাগে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে মুশলমান ধর্ম্মের উপর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া একখানা পারস্য ভাষার পুস্তিকা প্রচারিত হয়। কলিকাতার এক মুশলমান ব্যবসায়ীর পুত্র এই পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহার অধ্যাপককে একটা প্রতিবাদ লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। এই পুস্তিকা ঘূরিয়া ফিরিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী এড্‌মনষ্টোনের হস্তে উপস্থিত হয়; তখন গবর্ণমেণ্ট হাউসে বিষম ভীতি-ভাব সঞ্চারিত হইয়া উঠে। ডাঃ কেরি আহূত হন। লর্ড মিণ্টো ডেনিস গবর্ণরকে মিসনারিদিগের হস্ত হইতে এই পুস্তিকা ছিনাইয়া লইয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। অবিলম্বে সমস্ত কাগজ ভস্মে পরিণত হইয়া যায়।

এইরূপ ভীতিভাব লইয়াই সে কালের রাজপুরুষগণ এদেশে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে সহসা কোন প্রকার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা তাঁহারা একেবারেই নিরাপদ ও সঙ্গত মনে করেন নাই।

শ্রীরামপুরে বঙ্গ বিদ্যালয়।

রাজপুরুষগণ শিক্ষা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিরাপদ মনে না করিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী মিসনারিদিগের ন্যায় কেরি প্রভৃতি মিসনারিগণ তদ্বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহারা স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যেই হউক, আর এদেশীয় দিগকে মানুষ করিবার জন্যই হউক—যীশু খৃষ্টের সুসমাচার প্রচারের সুবিধার জন্যই হউক, অথবা অজ্ঞ "বাঙ্গালী মেরদা মেরদী-গণের" মধ্যে জ্ঞানালোক প্রবেশ করাইবার জন্যই হউক—মদনাবতী হইতে শ্রীরামপুর আসিয়া তথায়ও ১৮০০ অব্দে একটী দেশীয় পাঠশালা স্থাপন করিয়া দেশীয় বালকদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এ জন্য বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী, বাঙ্গালা

ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য এই মিসনারি মহাত্মাদিগের নিকট যে অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ সে সম্বন্ধে বোধ হয় ভিন্ন মত নাই।

মালদহে বঙ্গ-বিদ্যালয়।

ইহার পর মালদহের নীলকর এলার্টন সাহেব মালদহেও কয়েকটী দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশীয় বালকদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের চেষ্টা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এমন কয়েকজন ইংরেজ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, যাঁহারা এদেশের প্রাচীন ভাষা ও শাস্ত্রে একান্তই ভক্তিমান হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ইঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে এত উচ্চ স্থানীয় মনে করিতেন যে অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাহারই আলোচনায় সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণেতা হলহেড (N. B. Halhead), ভগবদ্‌গীতার ইংরেজী অনুবাদক উইলকিন্স্ (Sir Charles Wilkins), হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের প্রণেতা কোলব্রুক (Sir Henry Thomas Colbrooke), সংস্কৃত শকুন্তলা, মুদ্রারাক্ষস, গীতগোবিন্দ প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদক উইলিয়াম জোন্স, (Sir William Jones), স্যার ইলাইজাইম্পির আইনের বঙ্গানুবাদক জোনাথান ডানকান (Jonathan Duncan) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এই সময় এদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের খুব উচ্চ রীতিতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত না। বঙ্গদেশের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চতুষ্পাঠি সমূহে কেবল অর্থকরী বিদ্যারই আলোচনা হইত। ব্যাকরণের প্রহেলিকা, স্মৃতির ব্যবস্থা ও ন্যায়ের কূট অর্থ সমাধানে যিনি যত বেশী পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন, তিনিই তত বড় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতেন। বিপুল

সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার এইরূপ সংকীর্ণ পরিণতি চিন্তা করিয়া এই পাশ্চাত্য মহাত্মগণ সংস্কৃত শাস্ত্রের সমগ্র শাখার অধ্যাপনার জন্য কয়েকটী উচ্চশ্রেণীর কলেজ যাহাতে এদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইতে পারে তাহার জন্য সময় সময় চেষ্টা করিতেছিলেন। জোনাথান ডানকান কাশীতে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন। ১৭৯৫ অব্দে মিঃ কোলব্রুক মৃজাপুর অবস্থান কালে কাশীর এই সংস্কৃত কলেজের সংশ্রবে আসেন—সে স্থান হইতে তিনি ১৮০১ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান জজ হইয়া আসিয়া কলিকাতায়ও এইরূপ একটী উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত কলেজ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য লর্ড ওয়েলেসলির সহিত পরামর্শ করেন। লর্ড ওয়েলেসলি এই সময় চারিদিক হইতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পশ্চিমে মহারাষ্ট্র শক্তি দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গপত্তম ও কর্ণা-টের বিভীষিকা ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, উত্তরে—দেনমার্কের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায়—শ্রীরামপুর অধিকার করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে নিজ গৃহে—কলিকাতার ইংরেজী পত্রিকাগুলি অদম্য ও উশৃঙ্খল হইয়া চারি দিকে অসন্তোষের বীজ বপন করিতেছিল; ইহার উপর উর্দ্ধ হইতে বিলাতের ডাইরেক্টার সভা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের জন্য ওয়েলেসলিকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। এইরূপ চারিদিকে বিপদ লইয়া লর্ড ওয়েলেসলি আর কিছুতেই কোন নূতন অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হইলেন না। ওয়েলেসলি কোলব্রুককে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের ও হিন্দু আইনের সম্মানিত অধ্যাপক (Honorary) নিযুক্ত করিয়া সেই কলেজের দ্বারাই কিরূপে তাহার

কল্পনা কার্য্যকরী করা যাইতে পারে আপাততঃ তাহারই চিন্তা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার পর ডাইরেক্টার সভা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনুকরণে সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদিগের জন্য বিলাতে হেলিবরি কলেজ স্থাপন করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটী একেবারে তুলিয়া দিতে আদেশ করিলে লর্ড ওয়েলেসলি অকুতোভয়ে তাহা রক্ষা করিতে প্রতিবাদ করেন ও কলেজটীকে রক্ষা করেন।

এই উপলক্ষে ওয়েলেসলিকে যেরূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাগণকেও এইরূপ দ্বিতীয় একটী কার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করে নাই। কাজেই আরও কতিপয় বৎসর নীরবে চলিয়া গেল।

অবশেষে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব বৎসর ইংলণ্ডের ডাইরেক্টার সভা ভারতবর্ষের সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন তুলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য চাহিয়া পাঠাইলে সকাউন্সেল গবর্ণর জেনারেল ভারতের হিতাহিত প্রশ্নের আলোচনা করেন। এই সময় মহাত্মা কোলব্রুক সুপ্রিম কাউন্সিলে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সুসময় বুঝিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো দ্বারা এদেশে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে উচ্চ শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্যের এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তদনুসারে ১৮১৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্ত্তনের সময় পার্লিয়ামেণ্টে এই মন্তব্য আলোচিত ও গৃহীত হয় এবং ডাইরেক্টার সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অবগত করান যে "That a sum of not less than a lack of Rupees, in each year shall be set apart, and applied

দেশীয় সাহিত্যের ও পণ্ডিতদিগের উন্নতির জন্য ডাইরেক্টার সভার আদেশ।

৫—

to the revival and improvement of literature, and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the British territories of India."

অর্থাৎ প্রতি বৎসর অন্যূন এক লক্ষ টাকা ভারতীয় সাহিত্যের এবং পণ্ডিতদিগের উন্নতির জন্য এবং ভারতীয় প্রজাগণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার জন্য প্রদত্ত হউক।

ডাইরেক্টার সভা এইরূপ অনুকূল আদেশ প্রদান করিলেও ১৮২১ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আদেশ অনুসারে যে কোন কার্য্য হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অবশেষে ১৮২১ অব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়। ১৮২৩ অব্দে কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাক্সন্ নামে এক কমিটী স্থাপিত হয়। এই কমিটীর ব্যবস্থায় ১৮২৪ অব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি এই কলেজ গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। *

সংস্কৃত কলেজ স্থাপন।

ইতিমধ্যে—১৮১৪ অব্দের জুলাই মাসে চুঁচুড়ার মিশনারি মে সাহেব নিজ কুঠিতে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী বালকদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৫ অব্দে তাঁহার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১৫টী হয় এবং তাহাতে ৯৫১টী ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। ইহার পর ক্রমেই তাঁহার স্কুলের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। †

মে সাহেবের বঙ্গবিদ্যালয়।

* Report of the Gl. Committee of P. I. of the Presidency of Fort William in Bengal. (1838—39)

† Adam's Report.

এই সময় মার্কুইস অব হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল। তিনি এই সকল বঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তাহাতে ৬০০৲ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য প্রদান করিতে অগ্রসর হন। ইহাই বোধ হয় দেশীয় ভাষা শিক্ষা কল্পে গবর্ণমেণ্টের প্রথম সাহায্য দান।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া মিশনারি সমাজ শিক্ষা বিস্তারে পরম উৎসাহিত হন। তাঁহাদের এই উৎসাহে অচিরেই স্কুলগুলি ছাত্র সমাগমে পূর্ণ হইয়া গেল। ১৮১৬ অব্দেই এই সকল স্কুলে ২১৩৬ জন ছাত্র উপস্থিত হয়।

গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ দেখিয়া এই সময় বর্দ্ধমানের চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটী বর্দ্ধমানেও কতকগুলি দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অগ্রসর হন। এইরূপে দেশীয় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখা গেলে, দেশীয় গুরুমহাশয় প্রস্তুত করাও প্রয়োজন হইয়া উঠে। সুতরাং চুঁচুড়ার মিশনারি সম্প্রদায় গুরুশিক্ষার জন্যও একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

গুরু বিদ্যালয়।

১৮১৮ অব্দে মে সাহেবের দেশীয় স্কুলের সংখ্যা ৩৬টী ও তাহাতে ছাত্র-সংখ্যা তিন হাজারে দাঁড়ায়। এই সময় মে সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় মিঃ পিয়ার্সন তাঁহার স্কুল সমূহের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

১৮১৯ অব্দে কলিকাতার লণ্ডন মিশনারি সোসাইটীও কলিকাতা এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে কয়েকটী দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার এই স্কুলগুলির মধ্যে শরবোরণ সাহেব ও আরাটুন পিদ্রূস সাহেবের স্কুল বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল। * এইরূপে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ও জেলা সমূহে

* হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত।

দেশীয় স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিলে কোর্ট অব ডাইরেক্টারও দেশীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ দান কল্লে ভাল ভাল স্কুল গুলিতে সাহায্য প্রদান করিতে অগ্রসর হন।

দুই দলের কথা। ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী দল।

যখন মিশনারি সম্প্রদায় এদেশে দেশীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বিপুল উদ্যমে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন এদেশীয় শিক্ষিত লোক তাহাতে বড় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন না। তাঁহাদের অনেকেই দেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও অধ্যাপনার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন রায় ছিলেন এই দলের অগ্রণী।

হিন্দু কলেজ স্থাপন।

১৮১৪ অব্দে জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক এক ধনবান্ বাঙ্গালী হিন্দু, মৃত্যুকালে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার জন্য ২০ বিশ হাজার টাকা দান করিয়া গেলে, ইংরেজ বাঙ্গালী অনেকেরই মনে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা জাগ্রত হইতে থাকে। এই সময় কলিকাতার ঘড়ি নির্ম্মাতা ডেভিড হেয়ারও একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্যোক্তা হইয়া রামমোহন রায় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিলে তিনি কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত এ বিষয় আলোচনা করেন। অতঃপর ১৮১৬ অব্দে * (মতান্তরে ১৮১৭ অব্দের ২০শে জানুয়ারী) সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Edward Hyde East, লেফটেনেণ্ট আর্ভিন, রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ

* Report of the Gl. Committee of P. I. (1838—39.)

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু কলেজে ইংরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাই শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়।

মিশনারিদিগের চেষ্টায় ও যত্নে কতকগুলি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইল; কিন্তু তখনও বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত পুস্তকের অভাব রহিয়া গেল। এই সময় পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল—বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ইসপের গল্প, রাজাবলী প্রভৃতি—এগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং এখন বালকদিগের উপযোগী করিয়া ধারাপাত, জমিদারী হিসাব, ভূগোল, প্রভৃতি লিখিত ও মুদ্রিত হইল। এবং এই পুস্তকগুলির সঙ্গে বাইবেলের মুদ্রিত উপদেশও বালকগণের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইল।

বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক রচনা।

কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলেও দেশের আভ্যন্তরীণ পল্লিসমূহে তখনও এই ব্যবস্থা অচিন্তনীয় ছিল। এই সময় পল্লিগ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহে পার্শিভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ কোন একটী স্থানে হিন্দু ও মুশলমান পল্লি-বালকেরা সমবেত হইয়া পার্শি 'হরপ' লিখিত ও পার্শি 'বয়াত' মুখস্থ পাঠ করিত। স্থানে স্থানে পার্শি ও বাঙ্গালা উভয় বিষয়েই লিখান ও পড়ান হইত।

পল্লিগ্রামের শিক্ষার অবস্থা।

এডাম সাহেব এই সময়ের পল্লি-শিক্ষা-ব্যবস্থার যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

পল্লিগ্রামে বালকদিগকে পড়ান অপেক্ষা লিখানতেই অধিক সময়

দেওয়া হইত। লিখাইবার নিয়ম ছিল চারি প্রকার। (১) মাটীতে অক্ষর আঁকিয়া তাহার উপর মক্স করান; এইরূপে এক একটী অক্ষর করিয়া মাটিতে লিখিয়া শিক্ষা হইলে (২) অক্ষরগুলি তাল পাতায় দাগিয়া দিতে হইবে, বালক তাহার উপর খাগের কলম দ্বারা পুনঃ পুনঃ মক্স করিবে। এইরূপে বালকের অক্ষর জ্ঞান হইলে (৩) বালককে নিজে নিজে কলার পাতে লিখিতে দিতে হইবে। (৪) অতঃপর দেশী কাগজে লিখা।

লিখাইবার রীতি।

বাঙ্গালা লিখার বিষয় ছিল—স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, এক-দুই, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া ইত্যাদি। মুখে মুখে শিক্ষার বিষয় ছিল—শুভঙ্করের আর্য্যা, এবং তৎসংক্রান্ত মানসিক গণনা। পাঠের বিষয় ছিল—সরস্বতী বন্দনা ও চাণক্য শ্লোক। একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্থ বালক সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জোড় হস্তে সরস্বতী-বন্দনা আবৃত্তি করিত, তাহার পশ্চাতে ঐরূপ ভাবে বসিয়া অন্যান্য বালকগণ সেই পাঠ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে পাঠ করিত। তার পর দাঁড়াইয়া চাণক্য শ্লোক সমস্বরে মুখস্থ বলিত। ইহাই ছিল সে কালের পল্লিগ্রামের লেখা পড়া শিক্ষার রীতি।

বাঙ্গালা লিখার ও পাঠের বিষয়।

মিশনারিগণ প্রথম প্রথম তাঁহাদের স্কুল সমূহেও এই রীতিই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; ক্রমে পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত হইলে, সেই দেশীয় রীতির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন লিখিত ছাপার পুঁথি গুলিও বালকদিগের পাঠের জন্য নির্দ্ধারিত হয়।

পাঠ্যপুস্তক।

জমিদারী হিসাব—	স্মিথ সাহেব কৃত।
ধারাপাত—	মে সাহেব কৃত।
ভূগোল—	পিয়ার্সন সাহেব কৃত।
ইসপের গল্প—	তারিণীচরণ মিত্র কৃত।

খৃষ্টচরিত——রামরাম বসু প্রণীত।

ধর্ম্মগ্রন্থ (বাইবেল)—কেরি সাহেব অনূদিত।

খৃষ্টান মিশনারিগণ স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহার জন্য পুস্তক ও লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইল। দেশীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা ও যত্ন যতদূর করিতে হয়—তাঁহারা করিলেন, কিন্তু হিন্দু সমাজ সে উপকার নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিলেন না। স্কুল স্থাপনের প্রথমেই বঙ্গীয় সমাজের ব্রাহ্মণ নেতারা একটি আপত্তি উথাপন করিলেন। সে আপত্তি—ব্রাহ্মণ ছেলেরা কি প্রকারে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর বালকদিগের সহিত এক আসনে বসিয়া পড়িবে? প্রথমে মিশনারিরা এই আপত্তির কোন প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইলেন না; কিন্তু দেশীয় গুরু মহাশয়গণ মাথা কাত করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের এই প্রতিবাদ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন; সুতরাং এ প্রতিবাদ বিচার-সাপেক্ষ হইয়া রহিল এবং মাঝে মাঝে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। সময়ে স্কুল সমূহে ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল পরিচালক খৃষ্টানগণ এ ভেদনীতি উপেক্ষা করিয়া চলিলেন। তখন আপত্তিকারীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রয়োজন বোধ করিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের বালকদিগকে অন্য জাতীয় ছেলেদের সঙ্গে বসিয়া পড়িতে দিলেন; যাঁহারা তাহা সম্মান-হানি-জনক বলিয়া মনে করিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের বালকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন না।

স্কুলে শিক্ষার আপত্তি।

ব্রাহ্মণ সমাজের আপত্তি।

এই সময় আর একটী আপত্তি উত্থাপিত হইল। সেটী—ছাপার পুঁথি পড়া। এদেশে ছাপার পুঁথির প্রচলন না থাকায়—পুঁথি যে ছাপার অক্ষরে থাকিতে পারে, এ জ্ঞান সাধারণ ভদ্রলোকদিগেরও তখন ছিল না। সরস্বতী

ছাপার পুঁথি পাঠে আপত্তি।

বন্দনা, চাণক্য শ্লোক ও শুভঙ্করের আর্য্যা—যাহা বালকদিগকে গৃহে ভদ্র-গৃহস্থ পিতামাতা সন্ধ্যার পরে বিছানায় শুইয়া মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন, তাহাই চূড়ান্ত শিক্ষা বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। তাহার পর খৃষ্টানের স্কুল, তাহাও যে ভয়ের কারণ না হইয়াছিল, তাহা নহে; ইহার পরে হঠাৎ ছাপার পুঁথি দেখিয়া অনেকেই ভয় পাইয়া গেলেন। প্রথম আপত্তিটী উঠিয়াছিল কেবল ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে, এই দ্বিতীয় আপত্তি উঠিল, হিন্দু মুশলমান উভয় সমাজ হইতে।

খ্রীষ্টীয় পুঁথি পাঠে আপত্তি।

এই সময় বর্দ্ধমানের চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটীও তথায় কয়েকটী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য মুদ্রিত খ্রীষ্টীয় উপদেশ ও বাইবেল প্রভৃতি পাঠ্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এইরূপ খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ পাঠ্য করায় সে স্থানের লোকেরা তাহাদিগের ছেলেপিলে-দিগের জাতি নাশের ভয় করিয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করে। এই জাতি নাশের ভয় তথায় এত প্রবল হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তি যখন কিছুতেই তাহার ছেলেকে খ্রীষ্টানি পুঁথি ত্যাগে সম্মত করাইতে পারিল না, তখন তাহাকে শৃগালের মুখে পরিত্যাগ করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিত হইল না। "এমন ছেলেকে শৃগালে খাওয়া মঙ্গল" বলিয়া সে ব্যক্তি তাহার শিশু পুত্রকে সারারাত্রি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল। রেভারেণ্ড লং সাহেব এই ঘটনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন:—"It was then sufficient objection to a book being read if it contained the name of Jesus and a case occurred near Burdwan where a Hindoo rather than give up his child to be educated by the missionary left it out at night to be devoured by jackals!"

এই ব্যাপারেও যাঁহারা আপত্তি জনক বলিয়া মনে করিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদিগকে খ্রীষ্টানদিগের স্কুলে যাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে দিলেন না; যাঁহারা তাহা আপত্তি জনক মনে করিলেন না, তাঁহারা মিশনারিদিগের বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগের বালকদিগকে পাঠাইলেন।

এই সময় পর্য্যন্তও বাস্তবিকই বালকদিগের উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অভাব ছিল। মিশনারিরা যদিও তখন "বাইবেল" ও "ইসপের গল্প" কোমলমতি বালকদিগের হস্তে দিয়া তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূরণ করিতেছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিবার ও বুঝিবার শক্তি তখন দেশের অনেক লোকেরই কম ছিল; বালকদিগের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। সুতরাং ঐ সকল পুস্তক বালকদিগের ব্যবহারে কদাচিৎ আসিত। *

স্কুল বুক সোসাইটী।

এই প্রকৃত অভাব লক্ষ্য করিয়া প্রথম শিক্ষার্থী বালকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রকাশ জন্য ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় "স্কুল বুক সোসাইটী" নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। এবং তাহা হইতে বালকদিগের পাঠ উপযোগী করিয়া বিবিধ পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। এই স্কুল বুক সোসাইটীতেও শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮১৮ অব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংসের সভাপতিত্বে

* এই সময় পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠ্যরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল, জেনারেল কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন ইহার অধিকাংশ পুস্তকই বালকদিগের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

(Vide Gl. C. P. I's Report 1838-39.

কলিকাতা "স্কুল সোসাইটী" স্থাপিত হইলে সেই "স্কুল সোসাইটী"ও বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮২১ অব্দে এই সোসাইটীর স্থাপিত স্কুলের সংখ্যা হইয়াছিল ১১৫টী এবং তাহাতে ছাত্র হইয়াছিল ৩৮২৮টী। এখন—"স্কুল বুক সোসাইটী"কে উৎসাহিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িলে, ঐ সনেই গবর্ণমেণ্ট উক্ত "সোসাইটী"কে এক কালীন ৭০০০৲ টাকা দান করেন ও প্রতি মাসে পাঁচ শত টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান করিতে আরম্ভ করেন।

স্কুল সোসাইটী।

স্কুল বুক সোসাইটী—শিশুবোধক, চাণক্য শ্লোক, বানান শিক্ষা, সচিত্র বর্ণমালা, বর্ণমালা ১ম ও ২য় ভাগ, নীতিকথা প্রভৃতি শিশু ও বালকদিগের উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্কুল স্থাপনের চেষ্টা লইয়া বহু সমিতি অগ্রসর হইলেও ১৮৩০ হইতে ১৮৩২ অব্দ পর্য্যন্ত এই চেষ্টার ফল কেবল কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী জেলার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এমন কি কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগর পর্য্যন্তও সে চেষ্টা অগ্রসর হইতে পারে নাই।

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী পল্লিসমূহের সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী গৃহের চণ্ডীমণ্ডপে তখনও পন্দনামার উচ্চ 'বয়াত' ও সরস্বতী বন্দনা, শুভঙ্করী ও চাণক্যশ্লোক পাঠের উচ্চ ধ্বনি, এবং মাঝে মাঝে নির্দ্দয় গুরু-মহাশয়ের ক্রোধকম্পিত উচ্চ-নিনাদ ও সঙ্গে সঙ্গে অসহায় বালকের পরিত্রাহি চীৎকার ব্যতীত অন্য কোন রকমের পাঠের আভাস কর্ণ-গোচর হইত না। সুদূর মফস্বলের কথা ত দূরের কথা।

এই সময়ের বিদ্যা শিক্ষার চিত্র কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবনী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল।

"তদানীন্তন গুরুমহাশয়দের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। তাহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিসুলভ কোন পাঠ্য পুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্ট গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত না। কেবল ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্ব্বাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরু মহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত আর "পড়ে পড়ে লেখ তুই বেটা বড় হারামজাদা" এইরূপ কর্কশ ধ্বনি মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত।......

সে কালের চিত্র।

"প্রথমে আমরা সেখ মসলহদ্দিন সাদীর রচিত পন্দনামা (উপদেশ পুস্তক) নামে নীতিগর্ভ পদ্য পুস্তক একখানি পাঠ করি। ... তৎকালে কোন পারস্য পুস্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শিখান হইত না। উর্দ্দু ভাষায় অর্থ শিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ বালককে পন্দনামার অর্থ অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না; কেবল তাহার আবৃত্তি করান হইত। ......

"আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে ঐ সাদির বিরচিত গোলস্তাঁ অর্থাৎ গোলাব-ফুল-কানন নামক গ্রন্থের পাঠারম্ভ হয়। ... ... প্রথমে আমরা এই গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে থাকি। পরে এক অধ্যায় পাঠ হইলে পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উর্দ্দু ভাষায় ইহার অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি; দুই অধ্যায় পঠিত হইলে ঐ গ্রন্থকর্ত্তার বিরচিত বুঁস্তাঁ (সৌরভাধার) নামে একখানি নীতিসার পদ্য পুস্তকের পাঠারম্ভ হয়। ...

"উর্দ্দু-ভাষায় অর্থ শিখাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের নীতিশিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার

সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে ও উর্দ্দু ভাষায় তাহার অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তুষ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের প্রকৃতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। এবং বালকের সুনীতিশিক্ষা যে বিদ্যার প্রধান অঙ্গ, ইহাও তাঁহারা জ্ঞান করিতেন না। কতদিনে বালকেরা এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা করিতেন।

"গোলেস্তাঁ ও বুঁস্তাঁর কিয়দংশ পাঠ করণান্তর আমি জামেজল কাওয়ালিল, মতলুব এবং জোলেখাঁ নামে গদ্য ও পদ্য পুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম।"

এই চিত্র ১৮৩০—৩২ অব্দের। তখন রায় মহাশয়ের বয়স ১০।১২ বৎসর।

এই সময় বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা এক রকম ছিলই না। ক্কচিৎ কোথাও ২।১ জন সামান্য বাঙ্গালা জানিতেন; যাঁহারা কিছু কিছু বাঙ্গালা লিখিতে জানিতেন তাঁহারা নিজের কাজ কর্ম্মের বিষয় ব্যতীত যদি অন্য কোন বিষয় লিখিতেন, তবে পুনরায় পাঠকালে তাহাই শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিতে গলদ্-ঘর্ম্ম হইতেন। *

বাঙ্গালা ভাষার বিদ্যা যখন বাঙ্গালীর নিকট এই প্রকার ছিল, তখন বাঙ্গালা অধ্যাপনার জন্য গুরু মহাশয় নিযুক্ত হইতেন কাহারা, এইটী একটী প্রহেলিকার বিষয় ছিল সন্দেহ নাই।

মিঃ এডাম তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, এই সময় গুরু-মহাশয় ছিল—গ্রামের পূজারী ব্রাহ্মণ অথবা জমিদারের গোমস্তা।

---

* Early Bengali Literature and Newspapers.
—Calcutta Review 1850.

বাস্তবিক এ কথা ভুল নহে। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে পূজারী ব্রাহ্মণ ও জমিদারের গোমস্তাই গুরু মহাশয়ের কার্য্য করিত, তাহা নহে। "রামতনু লাহিড়ী ও তৎসাময়িক বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থে লেখা হইয়াছে—"সচরাচর বর্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন।" কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ও তাহাই লিখিয়াছেন। ইহা দক্ষিণ বঙ্গের কথা।

পূর্ব্ববঙ্গের পল্লিসমূহে এখনকার ন্যায় তখনও বিক্রমপুরের আধিপত্য ছিল কিনা জানি না, কিন্তু পদ্মার বিভীষিকা অতিক্রম করিয়া পশ্চিম বঙ্গের লোক যে লাউটী বেগুণটীর প্রত্যাশায় সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে বা উত্তর বঙ্গে ছেলে ঠেঙ্গাইবার জন্য যাইতেন না, ইহা সুনিশ্চিত। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের পল্লি সমূহে তখন তথাকার গ্রাম্য অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই গ্রামের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির আশ্রয়ে তাঁহার বাহিরের ঘরে পাটি বা জল-চৌকিতে বসিয়া পাঠশালা জমাইতেন। পড়ুয়ারা মাটিতে বা কাঠের লম্বা "আলিসায়" বসিয়াই কর্ত্তব্য সমাপন করিত।

শিক্ষা সম্বন্ধে মফস্বলের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা কোম্পানীর রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৩৭ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ্য ভারগ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ১৮৩৩ অব্দে কোম্পানীর গৃহীত সনন্দের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতশাসন সম্বন্ধীয় পূর্ব্বব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ভারতবাসীকে উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগকে শাসক জাতির সহিত সমান অধিকার প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যপ্রাপ্তি।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষাব্যাপার লইয়া এ দেশীয়দিগের মধ্যে

বিষম দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮১৩ অব্দে বিলাতের মহাসভা—দেশীয় শিক্ষাদানে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতি বর্ষে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া মুক্তহস্তের পরিচয় প্রদান করিতে উপদেশ দিলে—এ দলাদলির সূত্রপাত হয়, সুতরাং তখন দেশীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা স্থগিত থাকে এবং তাহার বার্ষিক দান বিনা ব্যয়ে সঞ্চিত হইতে থাকে। ১৮২১ অব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ খোলা হইলে এ দলাদলি আত্মপ্রকাশ করে। তখন রামমোহন রায় তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে অর্থ ব্যয় না করিয়া ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই অর্থব্যয় করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর মহাসভার উপদেশ মতে এই কার্য্যের সূচনা করিয়া যাওয়ায় লর্ড আমহার্ষ্ট রামমোহন রায়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে দলাদলি চরম সীমায় পঁহুছিল। ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী দল দেশীয় শিক্ষার সমর্থন করিতে লাগিলেন; উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজপুরুষগণও এই দলাদলি মীমাংসার জন্য তাহাতে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন।

উচ্চশ্রেণীর স্কুল ও কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা।

এই সময় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনারেল। তিনি দেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা সমীচীন তাহার সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার জন্য দেশের এই অবস্থা মহাসভায় লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৩৫অব্দে মহাসভা—শিক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সহিত এক যোগে মিলিত হইয়া দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার করিবার উপদেশ প্রদান করিলে গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মিঃ ট্রেভিলিয়ানকে এই শিক্ষা সমস্যা মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করেন।

দেশীয় শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষা লইয়া দলাদলি যখন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ইতি মধ্যে সেই মহাকলেজের বহু ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়া কলিকাতার অবস্থাপন্ন লোক ও মিশনারিদিগের দ্বারা আরও কয়েকটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করাইয়াছিলেন; তাহাতেও ছাত্র সংখ্যা প্রচুর হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরাও এই সময় একটী কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন সুতরাং এই সময় কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারী দেশীয় লোকের অভাব ছিল না।

যথা সময়ে সুপ্রিম কাউন্সিলে এই শিক্ষা সমস্যার শেষ মীমাংসা হইয়া যায়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, সার চার্লস মেটকাফ্ ও মিঃ মেকলে দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষা সমিতিকে (General Committee of Public Instruction) তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আদেশ করেন। এবং প্রাচীন মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ নূতন বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। *

* ১৮৩৫ অব্দে ৭ই মার্চ্চের সুপ্রিম কাউন্সিলের মত মার্সম্যান সাহেব এইরূপ প্রদান করিয়াছেন:—

"The great object of the British Government ought to be the promotion of European science and literature among the natives of India. All the existing professors and students in the Public Institutions would continue to receive their stipends but no fresh stipend should be henceforward granted to any student and any public money be appropriated to the printing of oriental books, but the funds at the disposal of the Committee of Public Instruction were to be employed in imparting to the native population a knowledge of English science and literature, through the medium of the English language."

—*Life and Times of Carey, Marshman &c. Vol. II. Page 411.*

এই আদেশ অনুসারে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে নিম্নলিখিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গুলি স্থাপিত হইয়া গেল। †

ঢাকা কলেজ—	১৮৩৫	কলিকাতা মেডিকেল কলেজ	১৮৩৫
পুরী কলেজ—	১৮৩৫	হুগলী মহম্মদ মহসিন কলেজ	১৮৩৬
মেদিনীপুর কলেজ—	১৮৩৫	বোয়ালিয়া কলেজ—	১৮৩৬
গৌহাটী কলেজ—	১৮৩৫	কুমিল্লা কলেজ ২০শে জুলাই	১৮৩৭
পাটনা কলেজ—	১৮৩৫	চট্টগ্রাম কলেজ (জানুয়ারী)	১৮৩৭
ভাগলপুর কলেজ—	১৮২৩	যশোহর স্কুল (জুন)	১৮৩৮
ঐ ইনিষ্টিটিউসন—	১৮৩৭	দিনাজপুর স্কুল (২৭ জুন)	১৮৩৮

কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারী লোকের অভাব না থাকিলেও সুদূর মফস্বলে তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থনকারী দূরে থাকুক, কোন শিক্ষারই সংস্কার-সমর্থনকারী লোক বড় অধিক ছিলেন না। তাহার কারণ জীবন সংগ্রাম রাজধানীর সংশ্রবে তথায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল কিন্তু রাজধানী হইতে সুদূরবর্ত্তী পল্লি-গ্রামের হিন্দু মুসলমান ভদ্রসমাজ তখনও জমিদারী মহাজনী শিক্ষা অপেক্ষা অধিক শিক্ষার আবশ্যকতা অন্তরের সহিত অনুভব করিতেন না। তাঁহারা ক্ষেতের ধান, গরুর দুধ ও পুকুরের মাছ খাইয়া এবং শুভঙ্করের নিয়ম অনুসারে বুঝ-প্রবোধ করিয়া নিশ্চিন্তে দিনপাত করিতেন, শিক্ষার হেরে-ফেরে জাত খোয়ান অপেক্ষা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মূর্খ থাকা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। সুতরাং দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইলে তাহা যে দেশীয় লোকেরা খুব কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নয়।

† Report of the Gl. C. P. I, (1838-39)

গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক যখন শিক্ষা সংস্কারের বিষয় লইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার চিন্তার ফলে যখন ইংরেজী শিক্ষার স্রোত বাঙ্গালার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঢেউ তুলিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সংস্কারের যুগেও বাঙ্গালার আভ্যন্তরীণ পল্লিসমূহে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পাঠ—সেই "সরস্বতী বন্দনা" ও "চাণক্য শ্লোকে"ই আবদ্ধ রহিয়াছিল। পল্লিগ্রাম সমূহে শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মিঃ এডাম (W. Adam) বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নত প্রণালীতে প্রবর্ত্তন জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ককে অনুরোধ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক মিঃ এডামকে তাঁহার এ প্রস্তাব যথারীতি আলোচনার জন্য লিখিয়া উপস্থিত করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে ১৮৩৫ অব্দের ২রা জানুয়ারী মিঃ এডাম গবর্ণর জেনারেলের নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এই নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মিঃ এডামের এই প্রস্তাব আলোচনা করিয়া সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল ঐ অব্দের ২০শে জানুয়ারী এক মন্তব্য (minute) লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত মিঃ এডামকেই বাঙ্গালার পল্লিসমূহের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বর্ত্তমান দেশীয় শিক্ষা প্রণালীর বিবরণ জ্ঞাপন করিতে ও তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ প্রদান করেন।

মিঃ এডামের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান।

১৮৩৫ অব্দের জানুয়ারী হইতেই মিঃ এডাম এই অনুসন্ধান কার্য্যে বঙ্গ ও বিহারের নানা জেলা ভ্রমণ করিতে থাকেন। এবং বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা সম্বন্ধীয় শোচনীয় অবস্থার বিবরণ ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেণ্টে প্রদান করিতে থাকেন। ১৮৩৮ অব্দের ২৮শে এপ্রিল তাঁহার শেষ রিপোর্ট প্রদত্ত হয়। তাঁহার এ রিপোর্টে সকল প্রকার প্রাদেশিক শিক্ষারই আলোচনা করা হইয়াছিল।

এডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়,—"১৮৩৫ সাল পর্য্যন্তও পূর্ব্ব বঙ্গের কোন গ্রাম্য পাঠশালায় কোন মুদ্রিত পুস্তক পাঠ হইত না। ঐ সময় ঢাকায় ও তাহার চতুর্দ্দিকে মিসনারি দিগের ৮টী দেশীয় স্কুল ছিল, প্রথম প্রথম এই খৃষ্টান-স্কুলগুলির প্রতি দেশীয় লোকের একেবারেই শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু এখন এগুলিতে মোট ৬৯৭ জন বালক পাঠ করিতেছে। কেবল এই মিসনারি স্কুলের বালকেরাই বাঙ্গালা ভাষায় খৃষ্টীয় উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতেছে।" *

পূর্ব্ব বঙ্গের অবস্থা।

উত্তর বঙ্গের রাজসাহী জেলা পরিদর্শন করিয়া এডাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন—"এ জেলার পাঠশালা গুলিতে ছাপার পুঁথি পড়ান দূরে থাকুক, আমি যে পুস্তক গুলি উপহার স্বরূপ স্কুলে দিয়াছিলাম, সে পুস্তক কয়েক খানা দেখিয়াই গুরু মহাশয়েরা একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিস্ময়ের কারণ এই যে, ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা আর কখনও ছাপার পুঁথি দেখেন নাই। আমি এ অঞ্চলে কোথাও ছাপার পুঁথি দেখি নাই। কোন কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাড়ীতে দুই এক খানা মুদ্রিত পঞ্জিকা দেখিয়াছি। এক স্থানে এক খানা মুদ্রিত খৃষ্টীয় উপদেশও দেখিয়াছি। বোধ হয় তাহা মুর্শিদাবাদ হইতে কোন প্রকারে পদ্মা পার হইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই অঞ্চলে যে মুদ্রিত পুস্তকই শুধু অপরিচিত তাহা নহে,প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্যেও এই সকল পাঠশালায় পাঠ দেওয়া হয় না। মুখে মুখে সরস্বতী বন্দনা ও শুভঙ্করীই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।" †

উত্তর বঙ্গের অবস্থা।

* Adam's Report, Page—56.

† Ibid—96.

দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিষয়ে কলিকাতার সংশ্রবে অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিল। এই দক্ষিণ এবং পশ্চিম বঙ্গেরও অনেক স্থানে এডাম সাহেব মুদ্রিত পুস্তকের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার এক গুরু মহাশয়কে তিনি হস্তলিখিত গ্রন্থের সাহায্যে বালকদিগের পাঠ দিতে দেখিয়াছিলেন। এই পুঁথিগুলি—শুভঙ্করী, সরস্বতী-বন্দনা, আরাধন দাসের প্রণীত "মানভঞ্জন" ও "রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন" প্রভৃতি! দক্ষিণ বঙ্গের স্থানে স্থানে এডাম স্কুলবুক সোসাইটীর প্রকাশিত "চাণক্য শ্লোক", "হিতোপদেশ", "নীতিকথা","দিগ্দর্শন" মাসিক পত্র প্রভৃতিও পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে দেখিয়াছিলেন। *

দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা।

মোটের উপর এই সময় শিক্ষণীয় বিষয় পূর্ব্ব অপেক্ষা কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শতাব্দীর প্রথমভাগে কেবল সরস্বতীবন্দনা ও চাণক্য শ্লোকই পড়ান হইত, এখন মাঝে মাঝে দলিল, পাট্টা, তমঃশুক প্রভৃতির পাঠ, চিঠি পত্র লিখা, কাঠাকিয়া গণ্ডাকিয়া, ইত্যাদি লেখান ও মুখস্থ পড়ান হইত। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—জমিদারী তালুকদারী অথবা মহাজনী বুঝিয়া স্বাধীন ভাবে কারবার করা, অথবা জমিদার তালুকদার বা মহাজনের অধীন গোমস্তাগিরি করা। এগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিলেই পড়ুয়া উপযুক্ত বলিয়া বিদায় পাইত।

সে কালের গুরুমহাশয়দিগের উপযুক্ততা অনেক সময়েই তাঁহাদের দণ্ডের কঠোরতার উপর নির্ভর করিত। যে শিক্ষকের নামে ছাত্রের ভীতির সঞ্চার যত অধিক হইত, সে শিক্ষক ততখানি উপযুক্ত বলিয়া পরিচিত হইতেন।

গুরু মহাশয়দিগের উপযুক্ততা।

* Adam's Report, Page 163.

ছাত্র শাসনের বিধি।

এই সময় ছাত্রদিগের প্রতি অমানুষিক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। আমরা লং সাহেবের সংগ্রহ হইতে তাঁহার সংগৃহীত পনরটী দণ্ডের পরিচয় নিম্নে প্রদান করিলাম।*

১ম দণ্ড—সন্মুখের দিকে হেলিয়া অবনত হইয়া দাঁড়ান। এই অবস্থায় পৃষ্ঠে ও ঘাড়ে দুইটী মাটির চাকা রাখিতে হইবে। এই চাকা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে পড়িয়া গেলে অতিরিক্ত দণ্ড—বেত্রাঘাত।

২য় দণ্ড—এক পদে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা। নড়িলে, কাঁপিলে বা পা নামাইলে অতিরিক্ত দণ্ড।

৩য় দণ্ড—একটী পা ঘাড়ে তুলিয়া বসিয়া থাকা। বা ঘুঘু হাঁটা।

৪র্থ দণ্ড—মাটির দুইটী চাকার উপর বসিয়া মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে নোয়াইয়া দুই পায়ের নীচে দিয়া হাত নিয়া কাণ ধরিয়া রাখা।

৫ম দণ্ড—উপরে দড়ি বাঁধিয়া বালকের পদদ্বয় ঐ দড়িতে আবদ্ধ করিয়া মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া রাখা।

৬ষ্ঠ দণ্ড—হাত ও পা বাঁধিয়া, বাঁধা হাতের দীর্ঘ দড়ি ধরণার (Beam) উপর দিয়া নৌকার পাল তুলিবার মত বালককে বদ্ধাবস্থায় টানিয়া উপরে উঠান।

৭ম দণ্ড—বিছুটী লাগান। বিছুটীর যন্ত্রণায় শরীর চুলকাইতে চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত দণ্ড।

৮ম দণ্ড—বিছুটী অথবা বিড়ালের সহিত একত্র ছালাতে বাঁধিয়া গড়াইয়া দেওয়া। ইহাদ্বারা বিছুটীর জ্বালা সহ্য করা এবং বিড়ালের কামড় ও আচর খাওয়া।

৯ম দণ্ড—উভয় হস্তের অঙ্গুলী একটীর মধ্যে আর একটী প্রবেশ করাইয়া দুইদিক দিয়া বাঁশের কঞ্চিদ্বারা বাঁধিয়া কষ্ট দেওয়া।

* Adam's Report,—Page 10.

১০ম দণ্ড—নাকে খত্ অর্থাৎ বারংবার হাতে স্থান মাপিয়া নাকে চিহ্ন দিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যাওয়া।

১১শ দণ্ড—দোল খাওয়া। চারিজনে একটী বালককে চারি হাতে পায়ে ধরিয়া তার পর তাহাকে ঝুলাইয়া হঠাৎ দূরে নিক্ষেপ করা।

১২শ দণ্ড—সাক্ষী গোপাল। ২ জন বালক অপরাধীকে দুই কাণে ধরিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া আনা।

১৩শ দণ্ড—নিজ হস্তে কর্ণদ্বয়কে টানিয়া প্রচুর লম্বা করা। লম্বা অপ্রচুর হইলে অতিরিক্ত দণ্ড।

১৪শ দণ্ড—নারিকেল ভাঙ্গা। দুই অপরাধীর মস্তকে মস্তকে সজোরে আঘাত।

১৫শ দণ্ড—সংখ্যা গণনা। সকলের প্রথমে যে বালক স্কুলে আসিবে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের 'বহনী' হইবে। অর্থাৎ সে একটী বেত্রাঘাত লাভ করিবে। যে ২য় আসিবে সে দুইটী, যে ৩য় আসিবে সে তিনটী। এইরূপ যে যখন স্কুলে আসিবে তখন যতটী ছাত্র উপস্থিত হইয়াছে, ততটী বেত্রাঘাতের আস্বাদ পাইবে। বেত্রাঘাত প্রাপ্ত বালকই পরবর্ত্তী বালকের বেত্রাঘাতের সংখ্যা বলিয়া দিবে।

এতদ্ব্যতীত লাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ, অসুর ইত্যাদি হাস্যকর দণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল।

এইরূপে গুরুমহাশয়ের বেত্র তখন অবিরাম চলিতে থাকিত।

গুরু নির্য্যাতন ব্যবস্থা।

এইরূপে অহরহ আপ্যায়িত হইয়া ছাত্রগণ যে কেবল গুরুমহাশয়ের মঙ্গল কামনাই করিত তাহা নহে। গুরুমহাশয়কেও নির্য্যাতন করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য তাহারাও নানা উপায় আবিষ্কার করিত।

১ম—গুরুমহাশয়ের জন্য তামাক সাজিতে গিয়া তাহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে লঙ্কা মরিচ মিশ্রিত করিয়া আনিত। গুরুমহাশয় তামাক টানিয়া কাসিতে আরম্ভ করিলে ছেলেরা সকলে মিলিয়া হাস্য করিত।

২য়—গুরুমহাশয় যে মাদুরে বসিতেন, তাহার নীচে তাঁহার অজ্ঞাতে কাঁটা ফেলিয়া রাখিত।

৩য়—রাত্রিতে লুকাইয়া সময় সময় গুরুমহাশয়ের উপর ঢিল নিক্ষেপ করিত।

৪র্থ—কালী দুর্গার নিকট গুরুমহাশয়ের মৃত্যুকামনা অথবা হরির লুট মানসিক করিত।*

এই সময় রীতিমত স্কুলে যাইবার কোন বাঁধবাধি নিয়ম ছিল না। ছাত্রের স্কুলে যাইবার ইচ্ছা না হইলেই সে স্কুল কামাই করিত।

স্কুল কামাইর ছলনা।

পূজা পার্ব্বণেও স্কুল কামাই হইত। ছাত্র স্কুলে না গেলে গুরুমহাশয় অপেক্ষাকৃত বলবান্ ছাত্র পাঠাইয়া পলায়িত ছাত্রকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেন। সে ছাত্রও তখন উচ্ছিষ্ট ছুইয়া বসিয়া থাকিত। কেহ তাহাকে স্পর্শ করিত না। পলায়িত ছাত্র কখন কখন গাছে উঠিয়া গুরুমহাশয়ের প্রেরিত দূতগণের দৃষ্টি এড়াইতেও চেষ্টা করিত।

অনেক চতুর বালক দণ্ডের ভয়ে সকাল-বিকাল গুরুমহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া যথেষ্ট খাটিত,—তাঁহার রান্নার কাঠ সংগ্রহ করা,

গুরুমহাশয়কে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা।

বাগান প্রস্তুত করা, হাট বাজার করা, তামাক সাজা প্রভৃতি কার্য্য প্রচুর মনোযোগের সহিত সম্পাদন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র হইতে চেষ্টা করিত। কেহ কেহ নিজ গৃহ হইতে পিতা

* Adam's Report,—Page 11.

মাতার অজ্ঞাতে তামাক টিকা, চাউল দাইল, তরিতরকারি, এমন কি টাকা পয়সা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া গুরুমহাশয়কে উপঢৌকন দিয়া তাঁহার দণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় করিত।

এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁহার আত্মজীবন চরিতে লিখিয়াছেন :—

"আমার সমবয়স্ক স্বসম্বন্ধীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণনগরে চৌধুরীদিগের বাটীর পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। ঐ পাঠশালার গুরু মহাশয় বর্দ্ধমান অঞ্চল নিবাসী এবং কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। তাঁহাকে যে বালক কিছু খাদ্যদ্রব্য দিতে পারিত, তাহার প্রতি সদয় থাকিতেন, এবং তাহার অনুপস্থিতি বা শিক্ষায় অমনোযোগ জন্য কোন শাস্তি হইত না। আমার এক সুচতুর বাল্যসখা তাঁহার পাঠশালার ছাত্র ছিলেন। তিনি কখন কখন তাহার মাতুলালয়ে আসিয়া ২।৪ দিন থাকিতেন। প্রতিগমন কালে আমাদের এক প্রসিদ্ধ সুমিষ্ট বিল্ববৃক্ষ হইতে দুই একটী বেল পাড়িয়া গুরু মহাশয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিতেন, 'মহাশয়! আপনার নিমিত্ত দুইটী উত্তম বেল আনিয়াছি।' তিনি আহ্লাদ প্রকাশিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি এ কয়দিন কেন আইস নাই। বালক উত্তর করিতেন, মামার বাড়ী যাইয়া আমার জ্বর হইয়াছিল। ইনি যখনই অনুপস্থিত থাকিতেন, তখনই এইরূপে গুরু মহাশয়ের রাগের শান্তি করিতেন। কখন তিরস্কৃত বা প্রহারিত হন নাই। এই পাঠশালায় আমার এক পিশ্তুত ভ্রাতা ভালরূপে শিক্ষা না করাতে সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমাদের বাটীতে আসিতেন। কিন্তু গুরু মহাশয়ের দুতেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার অনুপায়

দেখিয়া একদা এক বারোয়ারী ঘরের মাচার উপর অনাহারে এক দিবা ও রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র মধ্যে রজনী যাপন করেন। ঐ গুরু মহাশয় চৌধুরী বাটীর এক বালকের গণ্ডদেশে এরূপ বেত্রাঘাত করেন যে তাহার চিহ্ন তাঁহার যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ছিল।"

অন্যত্র—"আমাদের গুরু মহাশয় আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক তিন কি চারিটাকা বেতন পাইতেন। এবং ভাণ্ডার হইতে কোন কোন খাদ্যদ্রব্য আমাদের দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন, এ কারণ তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা করিতাম। নিবারণ রায় নামক একটী প্রতিবেশী বালক আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার উপনয়ন উপস্থিত হইলে আমার অজ্ঞাতসারে মধ্যম দাদার ও ঐ বালকের সহিত পরামর্শ স্থির হয় যে উপনয়নের লব্ধ ভিক্ষার টাকা হইতে মধ্যম দাদার দ্বারা ৫৲ টাকা ওস্তাদের নিকট পাঠাইবেন। নির্দ্ধারিত দিবসে মধ্যম দাদা উপস্থিত হইলে নিবারণ কহিল যে বাক্সের চাবি পিতার নিকট আছে। দাদা মহাশয় আপন চাবি দ্বারা বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া ওস্তাদকে দিলেন।

"আমাদের পঞ্চম ওস্তাদের সময় আমার অগ্রজের বিবাহ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ওস্তাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। মধ্যম দাদা ভাণ্ডার গৃহের জানালা দিয়া খাদ্য দ্রব্য আমার হস্তে দিতেন, আমি তাহা ওস্তাদের গৃহে পৌঁছিয়া দিতাম। বিবাহের ৩।৪ দিন পূর্ব্বে এক রাত্রিতে ভাণ্ডার হইতে কোন কোন দ্রব্য চুরি করিয়া আনিবার নিমিত্ত আমি প্রেরিত হইলাম। আমি দ্রব্যজাত সহিত প্রত্যাগত হইলে দেখিলাম,

ওস্তাদজি মহা আনন্দে মধ্যম দাদার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিবা মাত্র কহিলেন, অদ্য আর পড়িতে হইবে না।"

গুরু মহাশয়ের বেতন।

এই সময় গুরু মহাশয়দিগের পারিশ্রমিক সর্ব্বত্র একরূপ ছিল না। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে গুরু মহাশয়কে অর্থ দিয়া বড় কেহ লেখা পড়া করিতে পারিত না, ধান দিয়াই লেখা পড়া শিখিত। অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহের বালকেরা অর্থদ্বারা গুরুর পারিশ্রমিক দিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে ১॥০ টাকা দুই টাকা হইতে চারি পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত গুরুদিগের মাসিক বেতন ছিল। নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক ব্যতীত পূজাপার্ব্বণেও গুরু মহাশয়দিগের কিছু কিছু প্রাপ্য ছিল।

মিঃ এডামের মন্তব্য।

বাঙ্গলা দেশের এই শোচনীয় অজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এডাম সাহেব উপসংহারে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"I am not acquainted with any facts which permit me to suppose that, in any other country subject to an enlightened Government, and brought into direct and immediate contact with European civilization in an equal population, there is an equal amount of ignorance with that which has been shewn to exist in this District."

"অর্থাৎ যেরূপ অজ্ঞতা এই প্রদেশে সাক্ষাৎভাবে বিরাজমান ইয়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্রবে থাকিয়া অথবা কোন সভ্য জাতির শাসনাধীন আসিয়া এই পরিমাণে লোক সংখ্যা বিশিষ্ট একটী দেশ যে এরূপ অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এমন কি অনুমানও করিতে পারি না।"

দুঃখের বিষয় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক মিঃ এডামের প্রস্তাব অনুসারে মফঃস্বলের শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার কল্পে আপাততঃ কোন অর্থব্যয় করিতে পারিলেন না। সুতরাং পল্লি পাঠশালাগুলি সেইরূপ "ছেলে ঠেঙ্গান গুরু মহাশয়ের পাঠশালা"ই রহিয়া গেল। মনোদুঃখে মিঃ এডাম কার্য্য ত্যাগ করিলেন।

পল্লিগ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইলেও মফঃস্বলের কলেজ সমূহে ও কলিকাতার স্কুল ও কলেজ সমূহে বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষাদান ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহাতে যে খুব যত্নের সহিত পড়ান হইত তেমন বোধ হয় না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই সময় হিন্দু কলেজে পড়িতেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে তাঁহাদের হিন্দু কলেজের বাঙ্গালা-পণ্ডিত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

ইংরেজী স্কুলে বাঙ্গালা পড়াইবার রীতি।

"আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গালা পণ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময় রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম।"

রাজধানীর হিন্দু কলেজের সহিত তুলনা করিয়া পাঠকগণ সহজেই পল্লিগ্রামের গুরুমহাশয়দিগের বিদ্যার দৌড় কল্পনা করিতে পারেন।

যাহাহউক বঙ্গভাষার এই দুর্দ্দিন অধিক দিন রহিল না। ১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের বিধান মতে পার্শি ভাষার স্থানে বাঙ্গালা ভাষা সরকারী আদালত সমূহে প্রচলিত হইবার আদেশ হইলে বাঙ্গালা ভাষার সমাদর দেখা যাইতে লাগিল। অতঃপর ১৮৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে পার্শি ভাষা আদালত সমূহ হইতে একেবারে উঠিয়া গেলে, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রত্যেকেরই পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন

আদালতে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন।



লর্ড হার্ডিঞ্জ।

সকলেই নিজ নিজ বালকদিগকে বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করাইতে আরম্ভ করিলেন। পল্লি পাঠশালাগুলিরও আপনা হইতে সংস্কার হইতে লাগিল।

হার্ডিঞ্জ স্কুল-স্থাপন।

সময় বুঝিয়া ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া ১০১টী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশীয় শিক্ষা বিস্তারে ও দেশীয় শিক্ষার উন্নত রীতি প্রবর্ত্তনে সহায়তা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। এই ১০১টী বঙ্গ বিদ্যালয় হার্ডিঞ্জ স্কুল নামে সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এইরূপে বাঙ্গালী মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার বিপ্লব-বিলুপ্ত-বৈভবের পুনরুদ্ধার ও মৃত ভাষার জীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ক্রম বিকাশ ও বঙ্গ সমাজ।

সাহিত্য সমাজের প্রাথমিক অবস্থা।

সে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা। তখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের প্রভাব। মিশনারিরা মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া, বর্ণমালার পুঁথি ছাপাইয়া, সাহিত্য ও ব্যাকরণ লিখিয়া, অভিধান বাহির করিয়া, বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষা শিক্ষা দিতেছিলেন। বাঙ্গালী তখন বাঙ্গালা লিখিতে পারিত না, ছাপার পুঁথিও ভাল করিয়া পড়িতে পারিত না। বাঙ্গালা উন্নত গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা মুন্সি রামমোহন সবে কালেক্টরের মুন্সিখানার দেওয়ানী ছাড়িয়া বেদান্ত দর্শন ও উপনিষদের অনুবাদ করিতে করিতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের মক্স করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রভাকরের গুপ্ত কবি "রাতে মসা দিনে মাছি" তাড়াইয়া কলিকাতায় বর্ণমালা শিক্ষা করিতেছিলেন; "আলালী ভাষার" জন্মদাতা টেকচাঁদ তখন সবে হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া চলিতে শিখিতেছিলেন; বাঙ্গালা 'শিশু শিক্ষার' রচয়িতা মদন মোহন জননীর ক্রোড়ে স্তন্য পানে রত, 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জননীর জঠরে অবস্থিত; বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তি ও সম্পদ্‌দাতা অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই;—বাঙ্গালা সাহিত্যের তেমন দুর্দ্দিনে—মুসলমানী বাঙ্গালায় লিখা রাম বসুর

"প্রতাপাদিত্য" ও গোলক বসুর "হিতোপদেশ"ই ছিল যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; চণ্ডীচরণের "তোতার ইতিহাস" ও রাজীব-লোচনের "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত"ই যখন ছিল বাঙ্গালা ভাষার আদরের জিনিস; বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী ও বঙ্গ সাহিত্যের মুখ রক্ষার জন্য যখন উৎকলী পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তেমনই উৎকলী দন্ত ভাঙ্গা "অতি উৎকট মহা শক্তী" ভাষায় বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা দেখাইয়া নবাগত সিভিলিয়ান বিচারপতিদিগকে ভীত করিতেছিলেন—বঙ্গ সাহিত্যের তেমন শোচনীয় দিনে—বাঙ্গালার একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কলিকাতা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। সে পত্রের নাম ছিল—"বেঙ্গল গেজেট।"

বেঙ্গল গেজেট।

বেঙ্গল গেজেটের সেই ভট্টাচার্য্য সম্পাদকের নাম—গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালা ১২২৩ সালে (ইংরেজী ১৮১৬ অব্দে) গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। এজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারি যে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন বাঙ্গালী!

'বেঙ্গল গেজেট' উঠিয়া গেলে ১৮১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে মার্স্ম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ শ্রীরামপুর হইতে "দিগ্দর্শন" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

দিগ্দর্শন।

এই সময়ও গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার কার্য্য রীতিমত চলিতেছিল।

"দিগ্দর্শন" বাহির হইলে মিশনারিদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত

হইল। কেরীসাহেব গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে পত্রিকা বাহির করিবার বিরোধী ছিলেন। "দিগ্দর্শন" বাহির হইবার পর যখন গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন প্রতিবাদ বা 'কৈফিয়ৎ তলপ' হইল না, তখন মার্সম্যান একখানা বাঙ্গালা সপ্তাহিক সংবাদপত্রও বাহির করিতে উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ইহাতেও কেরীসাহেব বিরোধী হইলেন। শেষ আপোষ মীমাংসায় পত্রিকা বাহির করাই স্থির হইলে, মার্সম্যান ঐ সনের ২৩শে মে শ্রীরামপুর হইতেই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" বাহির করেন।

পত্রিকা প্রচারে মিশনারিদিগের মতভেদ।

'সমাচার দর্পণ' বাহির হইলে মার্সম্যান তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া একখানা 'দর্পণ' সহ ঐ অনুবাদ গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব হেষ্টিংস নিকট পাঠাইলেন। সাধারণে জ্ঞান প্রচার করিতে মার্কুইস অব হেষ্টিংস মুক্ত-হৃদয় ছিলেন।* তিনি সমাচার দর্পণের অনুবাদ পাঠ করিয়া মার্সম্যানকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করেন এবং ১৮১৮ অব্দের ১৯শে আগষ্ট পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার কঠোর প্রথা উঠাইয়া দিয়া সাহিত্যচর্চ্চা ও সাময়িক পত্রিকা পরিচালনের পথ সুগম করিয়া দেন।

সমাচার দর্পণ।

*মার্কুইস অব হেষ্টিংস একদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—"It is humane, it is generous to protect the feeble ; it is meritorious to redress the injured; but it is godlike bounty to bestow expansion of intellect, to infuse the promethean spark into the statue and waken it into a man." অর্থাৎ—দুর্ব্বলকে রক্ষা করা দয়ার্দ্রতা ও সদাশয়তার পরিচায়ক ; ব্যথিতের ব্যথা দূর করা প্রশংসনীয়; কিন্তু জড়ে জীবনীশক্তি প্রদান করা—অজ্ঞানকে জ্ঞানালোকে আনয়ন করা দেবোচিত কার্য্য।

'দিগ্দর্শন' মাসিক পত্রে রামমোহন রায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন, এই সময়ে মিশনারিদিগের সহিত তাঁহার বেশ সৌহৃদ্য ছিল।

গস্পেল ম্যাগাজিন।

১৮১৯ অব্দে কলিকাতার মিশনারিরা "গস্পেল ম্যাগাজিন" নামে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বপূর্ণ একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন; এই পত্রে ও 'সমাচার দর্পণে' হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা প্রকাশিত হইতে থাকিলে রামমোহন রায় "সংবাদ কৌমুদী" নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রাহ্মণ-সেবধি" নামে আর একখানা মাসিকপত্র বাহির করিয়া তাহাতে মিশনারিদিগের পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের প্রতিবাদ করেন।

সংবাদ কৌমুদী ও ব্রাহ্মণ সেবধি।

এই সময় রামমোহন রায় বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ হিন্দু-সমাজে প্রচার করিতে উদ্যত হন। "সংবাদ কৌমুদীতে" এই মত প্রচারিত হইতে থাকিলে হিন্দুসমাজে মহাবিপ্লবের সূচনা হয়। অপরদিকে উইলিয়ম এডাম্ নামে তাঁহার জনৈক খ্রীষ্টান বন্ধুকে তিনি একেশ্বরবাদে দীক্ষিত করেন। এই কার্য্যে মিশনারিদিগের সহিতও তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময় তাঁহার সতীদাহ নিবারণ বিষয়ক প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে আলোচিত হইতেছিল; এই তিন দিক রক্ষা করিবার জন্য তিনি "সংবাদ কৌমুদীতে" প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'সতীদাহ নিবারণের' স্বপক্ষে ও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষে যখন কৌমুদীতে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল তখন তাঁহার সহকারী বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "সংবাদ কৌমুদীর" কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেবের দলে যাইয়া, হিন্দু সমাজের দল ও বল বৃদ্ধি করিলেন। সহমরণ প্রথার সমর্থন জন্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে

সামাজিক দলাদলি ও সাময়িক সাহিত্যের বিকাশ।

উক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব হিন্দুধর্ম্মসভা হইতে "সমাচার চন্দ্রিকা" সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন।

এই দলাদলি উপলক্ষে আরও দুইখানা সংবাদ-পত্রিকা ও কয়েক-খানা পুস্তক পুস্তিকার উদ্ভব হইয়াছিল। এই পত্রিকাদ্বয়ের একখানা কৃষ্ণমোহন দাসের "সংবাদ তিমির নাশক," অপরখানা নীলরতন হালদারের "বঙ্গদূত"। ১৮২৩ অব্দে চন্দ্রিকার সমর্থনে "সংবাদতিমির নাশক" ও ১৮২৫ অব্দে নীলরতন হালদার, আর্ মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রামমোহন রায়ের উদ্যোগে কৌমুদীর সমর্থন জন্য বাঙ্গালা ও পার্শি দ্বিভাষী "বঙ্গদূত" বাহির হয়।

প্রতিবাদ পুস্তকগুলির মধ্যে উমানন্দ ওরফে নন্দলাল ঠাকুরের "পাষণ্ড পীড়ন" গ্রন্থ উল্লেখ যোগ্য! পাষণ্ড-পীড়নের প্রত্যুত্তরে রাম মোহন রায় কৌমুদীতে 'পথ্যদান' প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় উভয়পক্ষে অনেক শাস্ত্রদর্শি পণ্ডিতলোক নিযুক্ত থাকিয়া এই সকল বাদ-প্রতিবাদ লিখায় সাহায্য করিতেছিলেন।

উভয়পক্ষ দশবৎসরের অধিককাল এইরূপ মতবিরোধের তুমুল তর্কে আত্ম-নিয়োগ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবনসঞ্চারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই দলাদলি চলিত থাকা কালেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ "সংবাদ প্রভাকর" সাহিত্য-জগতে আবির্ভূত হয়; এবং বঙ্গসাহিত্যকে রসসিঞ্চনে সজীব করিয়া তুলিতে থাকে।

সংবাদ প্রভাকর।

প্রাগুক্ত দালাদলির সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব হইলেও ঐ সকল দুরূহ ধর্ম্মকথার বাদ-প্রতিবাদে তিনি যোগদান করিলেন না; পরন্তু তিনি সকল সমাজের উপরই ব্যঙ্গ করিয়া কাব্য গড়িতে লাগিলেন।

বলিতে গেলে ঈশ্বরগুপ্তই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। "প্রভাকরের" হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসের লেখাই ছিল সেই আকর্ষণের বিষয়। ঈশ্বরচন্দ্র যে শুধু বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের প্রতিই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা নহে; বাঙ্গালা সাহিত্যে নব যুগ প্রবর্ত্তন এবং সেকালের সাহিত্য-সমাজ গঠন—এ দুটীও তিনি প্রভাকরের সাহায্যে করিয়াছিলেন।

এই যে আমরা আজ সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছি, এইরূপ সাহিত্য-সম্মিলন, বান্ধব-সম্মিলন বা পূর্ণিমা-সম্মিলনের ন্যায় অনুষ্ঠান ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'প্রভাকর' কার্য্যালয়ে এইরূপ একটী সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সহরের এবং মফঃস্বলের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ও পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মিলনে উপস্থিত করিতেন। সম্মিলনে প্রবন্ধাদি পাঠ, আলাপ পরিচয় ও ভোজের ব্যবস্থা ছিল।

সাহিত্য সম্মিলন।

এই সময় অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তৎপর অক্ষয়কুমারের ন্যায় কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রভাকরের' দপ্তরে শিক্ষানবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য হইয়াছিলেন।

প্রভাকরের প্রভাব।

সাহিত্য জগতে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব প্রকৃতই মৃত বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাণে এক নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাকরের পদানুসরণে অল্পকাল মধ্যেই প্রায় ২০।২৫ খানা সাময়িক পত্র বাহির হইয়া পড়িল, এবং কোন কোন পত্র বাহির হইয়া বঙ্গ সাহিত্যে অভিনব কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করিল। বঙ্গ সাহিত্যে

এই সমবেত উদ্যম, বঙ্গ-ভাষার পক্ষে প্রচুর কল্যাণ কর হইয়াছিল — মৃত বঙ্গভাষাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাজসম্মানে সম্মানিত করিয়াছিল।

১৮৩০ অব্দে 'প্রভাকর' প্রকাশিত হইবার পরেই প্রেমচাঁদ রায় "সংবাদ সুধাকর" ও ব্রজমোহন সিংহ "সংবাদ রত্নাকর" বাহির করেন। ১৮৩১সনে বেণীমাধব দের "সার সংগ্রহ," প্রসন্নকুমার ঠাকুরের "অনুবাদিকা," মৌলবী আলিমোল্লার "সমাচার সভা রাজেন্দ্র," দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির "জ্ঞানান্বেষণ," পি, রায়ের "সংবাদ সুধাকর" প্রভৃতি ৫।৬ খানা পত্রিকা বাহির হয়।

১৮৩২সনে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের "শাস্ত্রপ্রকাশ", গঙ্গাচরণ সেনের "বিজ্ঞান সেবাধীশ", জ্ঞানচন্দ্র মিত্রের "জ্ঞানোদয়", মহেশচন্দ্র পালের "সংবাদরত্নাবলী", এবং "পাশাবলী" প্রভৃতি আরও ৬।৭ খানা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মফঃস্বলের অবস্থা।

এই সময় রাজধানী কলিকাতায় পত্রিকা প্রচারের এইরূপ ধূম থাকিলেও সুদূর মফঃস্বলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থান এবং হুগলী, বৰ্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ব্যতীত বিশাল বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানেই এই সকল পত্রিকা যাওয়া দূরে থাকুক, ছাপার পুঁথিও প্রবেশ করিতে পারে নাই। দেশের এই অবস্থা উল্লেখ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সেই একেশ্বরবাদে দীক্ষিত বন্ধু উইলিয়ম এডাম গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে দেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেন। উইলিয়ম এডামের এই প্রস্তাব সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল আলোচনা করিয়া উক্ত এডামকেই এবিষয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

এডাম সাহেব এই সময় শিক্ষাসম্বন্ধে দেশের যে শোচনীয় অবস্থা

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছি।

এই সনেই সার চার্লস মেটকাফ্ গবর্ণর জেনারেল হন। এডামের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান তখনও চলিতেছিল। মেটকাফ্ পূর্ব্ব হইতেই মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। তিনি গভর্ণর জেনারেল হইয়াই ১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রগুলি অবিশ্রাম পত্রিকা প্রসব করিতে লাগিল। এই বৎসরই বেণীমাধব দের "সংবাদ সংগ্রহ", হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়", কালীশঙ্কর দত্তের "সংবাদ সুধাসিন্ধু" প্রভৃতি কতকগুলি পত্রিকা বাহির হইল।

ইহার পর "সংবাদ দিবাকর," "সংবাদ গুণাকর", "সংবাদ সৌদামিনী", "সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়", "ভৃঙ্গদূত", "সংবাদ অরুণোদয়", "সুজন রঞ্জন", প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বাহির হইলে পর, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ "সংবাদ ভাস্কর" ও "সংবাদ রসরাজের" আবির্ভাব হয়।

১৮৩৭ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যেরও এই সময় হইতে উন্নতির সূচনা হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

উক্ত অব্দের ২৯ আইন অনুসারে বাঙ্গালা ভাষা গবর্ণমেণ্টের আদালত সমূহে পার্শি ভাষার পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় রাজভাষা রূপে গৃহীত হইবার সম্মান লাভ করে। এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে এই আদেশ অনুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়। ফলে পার্শিভাষা বাঙ্গালার রাজকীয় দপ্তর হইতে একেবারে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

বাঙ্গালা ভাষা—রাজভাষা।

গবর্ণমেণ্ট মৃত বঙ্গভাষাকে রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, ঐ সনের জানুয়ারী হইতেই লর্ড অকলেণ্ড মার্সম্যান সাহেবের সম্পাদকতায় "বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেট" বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করাইতে আরম্ভ করিয়া এবং ১৮৪৪খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশ জুড়িয়া১০১টী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুগ্রহ লক্ষণ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ-ভাষার আদর ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনারও ক্রম বিকাশের পথ বিস্তৃত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

১০১টী বঙ্গবিদ্যালয়।

"সংবাদ ভাস্কর", এবং "সংবাদ রসরাজ" আবির্ভূত হইয়াই "সংবাদ প্রভাকরের" সহিত তুমুল সাহিত্যিক কুরুক্ষেত্রের সূচনা করে।

ভাস্কর ও রসরাজ।

"রসরাজের" সম্পাদক ছিলেন "প্রভাকরের" লেখক, ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্য-সুহৃদ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, "ভাস্করের"ও তিনিই সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন।

ভাস্করে প্রথমে বেশ সুরুচি সঙ্গত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। "রস-রাজের" সহিত "প্রভাকরের" সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেলে "প্রভাকর" এবং "ভাস্কর" উভয়ই পঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকে। তখনকার এই সকল পত্রের রচনা পাঠ করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত বাবুরা নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ বাঙ্গালা রচনা অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন।

এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে "প্রভাকর" পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে বুঝিয়া, গুপ্ত কবি রসরাজের সহিত দ্বন্দ্ব পাকাইয়া তুলিবার জন্য "পাষণ্ড পীড়ন" নামে আর একখানা অভিনব পত্রিকা বাহির করেন। তখন

"রসরাজ" ও "পাষণ্ড পীড়নে" যে উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া সে কালের একজন সুধী পাঠক লিখিয়াছেন—'সে অভদ্র অশ্লীল ব্রীড়াজনক উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গসাহিত্য-জগতে এরূপ অশ্লীলতার স্রোত বহিয়াছিল যাহার অনুরূপ নিকৃষ্ট রুচি আর কোনও দেশের ইতিবৃত্তে দেখা যায় না।"

পাষণ্ড পীড়ন।

১৮৩৯ অব্দের জানুয়ারী হইতে বাঙ্গালা ভাষা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে রাজকীয় কার্য্যালয় সমূহে দ্বিতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে, তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অল্পে অল্পে দেশীয় জনগণের মনে উদয় হইতে লাগিল।

সুদূর মফঃস্বলে সে সময় বঙ্গভাষার শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবেশ না করিলেও রাজধানীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এবং মিশনারিদিগের অবস্থিতির স্থান সমূহে তাঁহাদিগের চেষ্টায় লোকে বাঙ্গালা শিখিতে ও বাইবেলের মুদ্রিত উপদেশ পাঠ করিতে অভ্যস্থ হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে কলিকাতার এই রাশি রাশি বাঙ্গালা পত্রিকারও ২।১ খানা সেই সেই স্থানে গৃহীত ও পঠিত হইত।

মফঃস্বলে পত্রিকা প্রচার।

এই সমস্ত পাঠক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ছিলেন না, তাহার কারণ উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজী নবীশেরা তখন বাঙ্গালা ভাষা পড়িতেন না; সে ভাষায় যে পাঠ করিবার ও জানিবার কিছু আছে, তাহা বিশ্বাসও করিতেন না।

সমাজের রুচি।

এই সময় বঙ্গীয় সমাজের রুচি কবির টপ্পা ও খেয়ালের উপরই আবদ্ধ ছিল। অশ্লীল গালাগালি, কবির লড়াই, চুটকী খেউর সাধারণের পাঠের ও উপভোগের সামগ্রী ছিল। সমাজের এইরূপ

অবস্থায় কিরূপভাবে পত্রিকা চালাইলে অধিকাংশ লোকে পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া পত্রিকা পড়িবে এবং তাহাতে পত্রিকারও পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে, ইহা না বুঝিয়া যিনি পত্রিকা চালাইতে অগ্রসর হইতেন, পৈত্রিক অর্থের জোর না থাকিলে, তিনি পত্রিকা চালাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এইজন্য "প্রভাকর" ও "ভাস্করের" পূর্ব্বে যতগুলি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মিসনারিদিগের "সমাচার দর্পণ" রাজা রামমোহন রায়ের "সংবাদ কৌমুদী" ও রাধাকান্ত দেবের "সমাচার চন্দ্রিকা" ব্যতীত কোন পত্রই দীর্ঘজীবী হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত ও তদীয় বন্ধু গৌরীশঙ্কর সমাজের অবস্থা ও রুচি প্রত্যক্ষ করিয়াই "প্রভাকর" ও "ভাস্কর", "রসরাজ" ও "পাষণ্ড পীড়ন"কে সেই সাময়িক রুচির স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এবং তাহাতেই বোধ হয় তাঁহারা আমরণ তাঁহাদের পত্রিকাগুলিকে জীবিত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। এবং সঙ্গতিও কিছু কিছু করিয়া গিয়াছিলেন।

"প্রভাকর" ও "ভাস্কর" প্রভৃতি পত্রিকা যে কেবল অশ্লীল ও কুরুচি সম্পন্ন লেখায় পূর্ণ থাকিত, তাহা নহে। এই উভয় পত্রে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক লেখক ছিলেন। এই পত্রিকাগুলিতে এবং সে কালের অন্যান্য পত্রিকায় উচ্চ নীতি কথাও যথেষ্ট থাকিত। তথাপি সে কালের শিক্ষিত লোক ও 'ইয়ংবেঙ্গলের' দল বাঙ্গালা পত্রিকা অপাঠ্য বলিয়া ত্যাগ করিতেন। বাঙ্গালা বুলি মুখে আনা অসভ্যতা মনে করিতেন। তাহার কারণ—সে কালের আদর্শ।

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলেই সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহাদিগের ছেলে-দিগকে ইংরেজী শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষার ফল সে কালে এই হইয়াছিল যে—যুবকেরা যাহা কিছু ইংরেজের আচরণীয়

দেখিল বা জানিল, তাহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিল। ইংরেজী কায়দায় চলা, ইংরেজী কায়দায় বলা, ইংরেজী ধরণে স্নান, ইংরেজী সুরে গান, ইংরেজের মত চাওয়া, টেবিলে বসিয়া খাওয়া—এমন কি স্কুল কামাই করিয়া মদ্যপান করাও যুবকেরা সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া অভ্যাস করিল।

শিক্ষিত যুবকদের চাল চলতি।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেই যুগের একজন "এজু"।* তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"তখন হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। আমি, ঈশ্বর ঘোষাল, প্রসন্নকুমার সেন, নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে কালেজের গোলদিঘীতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক কবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদিঘীর রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কার্য্য মনে করিতাম।"

রাজনারায়ণ বসুর কথা।

এই সময় বসু মহাশয়ের বয়স ছিল ১৫।১৬ বৎসর মাত্র। এই বয়সে তিনি পাছে অপরিমিত মদ্যপায়ী হইয়া উঠেন, সেজন্য রাজনারায়ণ বাবুর পিতা তাঁহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া বসিয়া নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় মদ্যপান করিতেন।

স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ও সে কালের লোক ছিলেন। তিনিও তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন :—

* ইংরেজী পড়ুয়া Educated দিগকেই তখন "এজু" বলা হইত।

"আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এ দেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে যখন এমন বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদরপূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে, আর কুসংস্কারইবা কিরূপে যাইবে?"

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কথা।

ইংরেজের আচরণ অনুকরণ করাই তখনকার সভ্যতার লক্ষণ ছিল। তাই সে কালের যুবকগণ দেশীয় প্রথা, দেশীয় ভাব, দেশীয় ধর্ম্ম, দেশীয় ভাষা, এমন কি পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে সম্পর্ক অনুসারে দেশীয় ডাকে ডাকা পর্য্যন্ত সভ্যতা অনুমোদিত বলিয়া মনে করিতেন না।

এই রকম যখন দেশীয় যুবকগণের মনে সংস্কার দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ব্যবস্থা-সচিব মেকলে সাহেব তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যে প্রচার করিলেন :—"That a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia."

যুবকগণের উপর মেকলের প্রভাব।

মেকলের এই উক্তি আলোচনা করিতে যাইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "বলা বাহুল্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণে মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে

কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বত্র ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও মেকলের ধূয়া ধরিলেন, বলিতে লাগিলেন যে—এক সেল্‌ফ ইংরেজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল। বাইবেলের সম্মুখে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।"

কেবল যে সে কালের ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুকলেজের যুবকেরাই এইরূপ চাল অবলম্বন করিলেন তাহা নহে, সংস্কৃত কলেজের পড়ুয়ারাও সময়ের গুণে দেশীয় ভাব বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথাই উল্লেখ করিতেছি। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, কিন্তু কোট পেণ্টুলন না পড়িয়া কোথাও যাইতেন না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার এই সময়ের মালদহ ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"তর্কালঙ্কার মহাশয় একটী হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন; কোট ও পেণ্টুলন পরা, হাতে বন্দুক কিন্তু মাথায় টিকি ফরফর্ করিয়া বাতাসে উড়িতেছে। দৃশ্যটা দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছিল।"

সংস্কৃত পড়ুয়াদের রুচি।

বাঙ্গালার নবীন উদীয়মান যুবকদলের যখন মনের ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তখন অপুষ্ট অব্যক্ত ভাষায় লিখিত সেকালের বাঙ্গালা পত্রিকা—বিশেষতঃ "প্রভাকর," "ভাস্কর," "রসরাজ," ও "পাষণ্ড পীড়নের" খেয়াল "কাব্যি" যে তাহাদিগের ঘৃণার সামগ্রী হইবে তৎসম্বন্ধে কি আর কথা আছে?

ইহাঁদের সকলেই যে দেশীয় ভাষাকে ঘৃণা করিতেন ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে। তাঁহাদের কাহারও কাহারও প্রাণে স্বদেশ হিতৈষণার ভাবও বিলক্ষণ ছিল। বাবু রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনি, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনে মিলিত হইয়া দেশী ভাষায় জ্ঞান সংগ্রহ ও দেশী সাহিত্যকে উন্নত করিতে "জ্ঞানান্বেষণ" নামে একখানা পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁরা কেহই বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন না, সুতরাং "জ্ঞানান্বেষণ" ইংরেজী বাঙ্গালা দ্বিভাষিকরূপেই চলিয়াছিল।

এজুদিগের বঙ্গ-সাহিত্য চর্চ্চা।

"জ্ঞানান্বেষণ" উঠিয়া গেলে ইহারাই "Bengal Spectator" বাহির করেন ; এখানাও 'ইঙ্গ-বঙ্গ' দ্বিভাষিক ছিল। এই 'ইঙ্গ-বঙ্গের' দল বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের বাগান বাটীতে সাহিত্য-সম্মিলনী সভা করিয়া মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলে, হিন্দু কলেজের অপর ছাত্র রসিককৃষ্ণ "জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ," হিন্দু কলেজের আর কতিপয় যুবক "সর্ব্বরস রঞ্জিনী" ও হিন্দু কলেজের পণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র মিত্র "জ্ঞানোদয়" পত্রিকা বাহির করিয়া বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতে অপরাপর ছাত্রদিগকে আহ্বান করেন। ইহার কিছুকাল পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র সীতানাথ ঘোষও "জগদ্বন্ধু" পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন।

মোট কথা, বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের অনেকেরই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা পত্রিকার প্রতি ঘৃণার ভাব ছিল। ঐ ভাব "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রচারের পরে অনেকটা মন্দীভূত হইতে থাকে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"সংবাদ ভাস্কর" ও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" প্রচার কালের মধ্যে

উপর্য্যুক্ত "Bengal Spectator," "জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ," "সর্ব্বরস-রঞ্জিনী" ও "জ্ঞানোদয়" ব্যতীত ভবানী চট্টোপাধ্যায়ের "জ্ঞানদীপিকা," শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত বন্ধু" নীলকমল দাসের "ভৃঙ্গদূত," অক্ষয়কুমার দত্তের "বিদ্যাদর্শন," শ্রীনারায়ণ রায়ের "অয়নবাদ দর্শন" প্রভৃতি আরও কয়েকখানা সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া লয় পাইয়া যায়। অতঃপর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যে নূতনযুগ প্রবর্ত্তিত হয়।

রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ দেশী ভাষাকে ঘৃণা না করিলেও দেশীয় পত্রিকার অপরিপুষ্ট ভাষা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' যখন দেখা দিল, তখন এই সকল লোক তাহার ভাষা পাঠ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বাহির হইলে অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভাষাতেও গভীর ভাব প্রকাশ করা যায় এবং তাহারও একটা শক্তি আছে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা তাহার চর্চ্চায় অধিক অগ্রসর হইলেন না; বরং ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেই অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিলেন। তাহার কারণ বাঙ্গালা প্রবন্ধ ইংরাজেরা পড়িতেন না, ইংরেজী প্রবন্ধ তাঁহারা পড়িতেন এবং সে প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইলে লেখককে প্রচুর সম্মানিতও করিতেন। এইরূপ প্রলোভনের কয়েকটা কারণও তখন ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটী—বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্তি।

যুবকগণের ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিবার কারণ।

হিন্দুকালেজের "এজু" দিগের মধ্যে কিশোরীচাঁদ ছিলেন একজন।

তিনি ১৮৪২ অব্দের "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় "রাজা রামমোহন রায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হেলিডে সাহেব (পরে বঙ্গের ছোটলাট হইয়াছিলেন) কিশোরীচাঁদকে ডাকাইয়া নাটোরের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। এইরূপ ভাবী প্রলোভনে সেকালের "এজুর" দল প্রায় সকলেই ইংরেজী রচনার দিকে অধিকতর নিবিষ্ট ভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই উচ্চপদলাভে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। যাঁহারা কোন চাকুরীর প্রত্যাশী ছিলেন না, তাঁহারাও সম্মান লাভের জন্য ইংরেজী লিখিয়া ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাবু নন্দগোপাল "Golden Moon" নামক কাব্য লিখিয়াছিলেন। বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করিতে লাগিলেন, রাজনারায়ণ বসু তাহার অনুসরণ করিলেন; মধুসূদন দত্ত ইংরেজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতেছিলেন, এইবার "Captive Lady" লিখিতে আরম্ভ করিলেন; এই পরিবারের গোবিন্দ দত্ত "Cherry Blossom" ও শশীদত্ত "Vision of Sumeru" লিখিয়াছিলেন, কাশী প্রসাদ ঘোষ ইংরেজী কবিতা লিখিতেন, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনু-সংহিতার ইংরেজী অনুবাদ করিতে লাগিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র "এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেলে" ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। ভোলানাথ চন্দ্র, রাজেন্দ্র দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বানার্জ্জি, শম্ভু মুখার্জ্জি, রামশর্ম্মা ওরফে নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি যুবক বৃদ্ধ সকলেই ইংরেজী লিখিতে লাগিলেন।

"তত্ত্ববোধিনীর" প্রচারের পর যখন ইহাদেরও কেহ কেহ অল্পে অল্পে আসিয়া বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সঙ্গে

সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সে দুর্দ্দিন ক্রমেই অপসারিত হইয়া যাইতে লাগিল।

তত্ত্ববোধিনীর প্রভাব।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে "তত্ত্ববোধিনী" বাহির হইলে হিন্দুসমাজে আন্দোলন উপস্থিত হয়। হিন্দুদিগের সভা সমিতিগুলি হইতে "নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা," 'ধর্ম্মরাজ', "হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়", "হিন্দু বন্ধু" প্রভৃতি পত্র বাহির হইতে থাকে। এই সকল পত্রিকায় ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্ট সমাজ— উভয় সমাজের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে; তখন খ্রীষ্টান মিসনারীদিগের পক্ষ হইতে রেভারেণ্ড ডবলিউ স্মিথ্ "সত্যার্ণব", এম্ টাউনসেণ্ড "সত্যপ্রদীপ", রেভারেণ্ড জে, ওয়েঙ্গার প্রভৃতি "উপদেশক," 'ইবেঞ্জিলিষ্ট' প্রভৃতি পত্রিকা বাহির করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য ঘোষণা করিতে থাকেন। মুসলমান সাহিত্যিকগণও নীরবে বসিয়া রহিলেন না, তাঁহারা মৌলবী রজবালীকে সম্পাদক করিয়া "জগদ্দীপক ভাস্কর" বাহির করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সমস্ত সমাজই যখন স্ব স্ব চিন্তা ও ভাব বঙ্গভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন বাঙ্গালা সাহিত্য অল্পে অল্পে ভাব প্রকাশক হইয়া শক্তিশালী হইতে লাগিল।

অন্যান্য সমাজের আন্দোলন।

এই দলাদলির সময়ই পাষণ্ড পীড়ন, দুর্জ্জন-দমন মহানবমী, কাব্য-রত্নাকর, ভৈরব দণ্ড, আক্কেল গুড়ুম, রস মুদ্গর, রস সাগর' প্রভৃতি আরও কতকগুলি অভিনব পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্র বন্ধনে কাঠ বিড়ালীর সাহায্যের ন্যায় বঙ্গভাষার সাহায্য করিয়াছিল।

আধুনিক সুধী লেখকগণ আমাদের শেষ উল্লিখিত পত্রিকাগুলিকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক প্রভাকর, ভাস্কর ও রসরাজের ন্যায় এগুলির অসংযত ও অশ্রাব্য ভাষা বাঙ্গলার নৈতিক বায়ুকে প্রচুর পরিমাণে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এবং শিক্ষিত সমাজের চক্ষে বাঙ্গালা পত্রিকা গুলিকে হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি এই সকল অশ্লীল এবং অশ্রাব্য লেখা দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষেও কোন সাহায্য হয় নাই?

বাঙ্গালা সাহিত্যে পঙ্কিলতা।

অশ্লীল এবং অশ্রাব্য কথাকেও ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ সম্ভারের প্রয়োজন। শব্দ সমূহের মনোরম যোজনা সাহিত্যিক কলা-কৌশল-সাপেক্ষ। ঐরূপ লেখা সমাজের অহিতকর হইলেও, কোন নবীন সাহিত্যের পুষ্টি বিধানের পক্ষে তাহা যথেষ্ট সাহায্যকারী। ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" ও মদনমোহনের "বাসবদত্তাকে" নিতান্ত আবর্জ্জনার জিনিষ বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সকল বিষয়েই দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া বিচার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—"সুদৃশ্য রোম-নগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই।" বাঙ্গালার "বঙ্গদর্শন"ও বাঙ্গালা ভাষা রাজকীয় সনন্দ পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হয় নাই।

দলাদলি এবং খেউর চুট্‌কীতেও সাহিত্য ভাব-প্রকাশক ও শক্তিশালী হয়, আধুনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে; যে কোন জাতির প্রাথমিক ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে—প্রাচীন ইয়ুরোপের সাহিত্য প্রচারের আলোচনায় আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

এই সময়ে আরও নানা বিষয়ে অনেক রকম দলাদলি চলিয়াছিল এবং তাহাতেও কতকগুলি সাময়িক পত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। আন্দুল হইতে বাবু রাজনারায়ণ মিত্র "কায়স্থ কিরণ" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট 'কিরণের' প্রবন্ধ সকল মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ১৮৪৮ অব্দে "মুক্তাবলী" নামে আর একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া "কায়স্থ কিরণে" প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের প্রতিবাদ করেন।

সমাজিক আন্দোলন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন চরম সীমায় উঠিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের প্রতিবাদে ও শ্লেষকারীদিগের বিদ্রূপ রচনায় সাময়িক সাহিত্য কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভাকরে গুপ্তকবি বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ—

স্ত্রীশিক্ষা।

"যত ছুড়ীগুলি তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ, বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বুল কবেই কবে।
আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখ্‌তে পাবে,
আপন হাতে হাকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

এই কঠোর বিদ্রূপের প্রতিবাদ করিবার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০ অব্দে "সর্ব্ব শুভকরী" নামে একখানা পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকার ভাষা "তত্ত্ববোধিনীর" চেয়েও উচ্চ দরের হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় 'সর্ব্ব শুভকরী' সম্বৎসর কালও জীবিত থাকিয়া সাহিত্যের সেবা করিতে পারে নাই। ইহার পর ১৮৫৬ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের আন্দোলন উপস্থিত করিলেও

বিধবা বিবাহ।

কয়েক খানা পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইরূপ সাময়িক উত্তেজনার ফলেও সেকালে বিস্তর পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছিল।

হিন্দু সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ ও অপরাপর সমাজের দলাদলি চলিতে থাকা কালে মনোরঞ্জন, জ্ঞান চন্দ্রোদয়, ভৃঙ্গদূত, জ্ঞান রত্নাকর, সংবাদ অরুণোদয়, সংবাদ দীনমণি, সংবাদ রত্নবর্ষণ, সংবাদ সৌন্দর্য্যসার, জ্ঞান প্রদায়িনী, সংবাদ সুধাংশু, সঞ্চারিণী, নিশাকর, ভক্তিসূচক, জ্ঞানোদয়, জ্ঞানদর্শন, বিবিধার্থ সংগ্রহ, সুলভ পত্রিকা, সুধাবর্দ্ধন, বঙ্গবার্ত্তাবহ প্রভৃতি আরও কতকগুলি সাময়িক পত্র বাহির হইয়াছিল। এই পত্রগুলির মধ্যে নিরপেক্ষ থাকিয়া যে কয়খানা সাময়িক সাহিত্য পরিচালিত হইয়াছিল ও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষণীয় বিষয় দ্বারা বঙ্গ-সমাজের তৃপ্তি বিধান করিয়াছিল, সে কয়খানার মধ্যে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৮৫১ অব্দে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মাসিক পত্রিকা খানা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই "বিবিধার্থ সংগ্রহের" চিতা-ভস্ম হইতেই ১৮৬২ অব্দে "রহস্য সন্দর্ভ" উদ্ভূত হয়।

ইতোমধ্যে ১৮৫৩ অব্দ হইতে গুপ্ত কবি "প্রভাকরের" একটা মাসিক সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রভাকরের প্রভায় ভবিষ্যৎ নবীন যুগের সাহিত্য প্রতিভার পূর্ব্বাভাষ উষার অরুণ কিরণের ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই সময় বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মনোমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি প্রভাকরের দপ্তরে বঙ্গ সাহিত্যের শিক্ষানবীশ রূপে অবতীর্ণ হন। এই দলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন কবি দ্বারকানাথ অধিকারী।

নবীন যুগের সাহিত্যিকগণ।

১৮৫৪ সনে বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম সুলেখক "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার মিলিত হইয়া

"মাসিক পত্রিকা" নামে একখানা কাগজ বাহির করেন। ইহাই ছিল প্রথম স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। ইহার অন্যূন দশ বৎসর পরে ১৮৬৩ সনে বর্ত্তমান সময়ের জীবিত মহিলা-পাঠ্য পত্রিকা "বামা-বোধিনী" বাহির হইয়াছিল।

মাসিক পত্র ও বামাবোধিনী।

ইতিমধ্যে ১৮৫৫ অব্দে মুক্তারাম তর্কবাগীশ, জগমোহন তর্কালঙ্কার ও আরও কতিপয় পণ্ডিত মিলিত হইয়া "সর্ব্বার্থ-পূর্ণচন্দ্র" নামে এক-খানা মাসিক পত্র: বাহির করেন। কিছুদিন পরেই এই পত্রিকার পরিচালকগণের মধ্যে মনো-বাদের কারণ হইয়া উঠিলে জগমোহন তর্কালঙ্কার "বিজ্ঞান কৌমুদী" নামে আর একখানা পৃথক পত্রিকা বাহির করেন—'পূর্ণচন্দ্র' বিলুপ্ত হইয়া যায়।

সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র ও বিজ্ঞান কৌমুদী।

১৮৬৪ অব্দে ব্রাহ্মসমাজে প্রাথমিক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে কেশবচন্দ্রের উদার মতাবলম্বী দল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল সমাজ হইতে পৃথক হইয়া গিয়া "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" গঠন করেন; এবং সেই সমাজ হইতে "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই "ধর্ম্মতত্ত্ব" আজও জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

অতঃপর ১৮৬৭ সনে "নবপ্রবন্ধ" ও "অবোধ বন্ধু", ১৮৬৮ সনে "অবকাশ-বন্ধু", হিতসাধক", "জ্ঞানরত্ন" এবং ১৮৬৯ সনে খ্রীষ্টান মিসনারিদিগের "জ্যোতিরিঙ্গণ" প্রভৃতি বাহির হয়। এ গুলির মধ্যে "সারদামঙ্গল" প্রণেতা কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' ও প্যারীচরণ সরকারের "হিতসাধক" উল্লেখযোগ্য।

দুঃখের বিষয় আমাদের আলোচিত রাশি রাশি মাসিক পত্রিকা-

গুলির মধ্যে মাত্র তিনখানা পত্রিকা অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া সাহিত্যের সেবা করিতে সমর্থ হইতেছে। সে তিন খানার নাম (১) "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", (২) "বামা বোধিনী পত্রিকা", (৩) "ধৰ্ম্মতত্ত্ব"। ১ম খানা ৭৪ বর্ষে, ২য় খানা ৫৪ বর্ষে, ও ৩য় খানা ৫২ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

ইহার পর এক মধুর বসন্ত-প্রভাতে নবীন যুগের আগমনের সাড়া পড়িয়া গেল। বঙ্গবাসী পুলকবিহ্বল চিত্তে শুনিতে পাইলেন—

নবীনযুগ—বঙ্গদর্শন।

"আগামী ১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে 'বঙ্গদর্শন' নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবে। সে পত্রের সম্পাদক হইবেন—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখক থাকিবেন—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি।"

১২৭৮ সালের চৈত্রমাসে ভবানীপুর মুদ্রাযন্ত্রের ব্রজমাধব বসু এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। তখন "দুর্গেশ নন্দিনী" ও "নীল দর্পণ" বাঙ্গালাদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালী "বঙ্গদর্শনের" সাদর সম্ভাষণের জন্য উৎফুল্ল চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাঙ্গালায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের জীবন-সংগ্রাম।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে শান্তিপ্রদ জীবনের ইতিহাস পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাকেই যদি সেকালের সাময়িক পত্র বা মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে বলা যাইতে পারে, যে সাময়িক পত্র অথবা মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন বিষয়ে কোম্পানীর আমল শান্তির যুগ ছিল।

বাস্তবিক বাঙ্গালা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি যে কোম্পানীর শাসন কালে শান্তিপ্রদ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; তাই আমরা সে কালের সাময়িক পত্রের আলোচনায় মুদ্রাযন্ত্র আইনের বিভীষিকার কথা উল্লেখ করিয়াও তাহার আলোচনার অবসর পাই নাই।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের এই শান্তিময় জীবন যাপনের একমাত্র কারণ—রাজভক্ত বাঙ্গালীর শান্ত স্বভাবে ও রাজভক্তিতে সে কালের রাজপুরুষগণের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল। দেশীয় সাময়িক পত্র পরিচালকগণের প্রতি রাজপুরুষগণের এ বিশ্বাস মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথমার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রগুলি শান্তিসুখে জীবন অতিবাহিত করিলেও ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজী সাময়িক পত্রগুলি কোম্পানীর শাসনকালে শান্তি-প্রদ জীবন অতিবাহিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজ বাঙ্গালীর ন্যায় শান্তিপ্রিয় নহে।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার কথা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের বিষয় উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি; এই অধ্যায়ে এই দুইটী বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষে বাঙ্গালায় ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজী সাময়িক পত্রের জীবনসংগ্রামের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্রের অভাব।

মুদ্রাযন্ত্র এবং সাময়িক পত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার দুইটী শ্রেষ্ঠ উপকরণ হইলেও ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই দুইটীকে এ দেশে আনিয়া প্রচলন করিবার চেষ্টা করেন নাই। * তাহা না করিবার কারণ, তখন রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সত্ত্বেও সুশাসকের অভাবে দেশে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছিল। † এবং দেশময় অরাজকতা উশৃঙ্খল ভাবে বিরাজ করিতেছিল। শাসন-

---

* ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র পরবর্ত্তীকালের আমদানী হইলেও দক্ষিণ ভারতে গোয়া (Goa) নগরে পর্ত্তুগীজেরা বহু পূর্ব্বেই মুদ্রাযন্ত্র আনিয়া স্থাপন করিয়াছিল। এসম্বন্ধে W. H. Carey লিখিয়াছেন—"It is known that the Hindoos and Chinese contend for the invention of the Press. It is first brought into use in India by the Portuguese who established some presses at Goa" —*The Good Old Days of Hon'ble John Company.*

† সে কালের অশিক্ষিত ও আইনে অনভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাদিগের একটী চিত্র কোল্‌ব্রুক্ সাহেব (Sir H. T. Colebrooke) তাঁহার পিতার নিকট লিখিত এক খানা চিঠিতে যেরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"These harpies were no sooner let loose upon the country, than they plundered the inhabitants with or without pretences. . . . Justice was dealt out to the highest bidders by the Judges, and thieves paid a regular revenue to rob with impunity."

কর্ত্তাদিগের এইরূপ ক্রটী বিচ্যুতির সময় এবং প্রকৃতিপুঞ্জের ভয় ও উত্তেজনার সময়, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন এবং সাময়িক পত্রের পরিচালন ইংলণ্ডের ডাইরেক্টার সভা নিরাপদ্ মনে করিয়াছিলেন না। তাই ভারত প্রবাসী ইংরেজগণের পক্ষে এই দুইটী জিনিসের অভাবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন ব্যতীত আর উপায়ান্তর ছিল না।

কিন্তু যাহার প্রয়োজন নিত্য, তাহার অভাব সভ্যজাতি অধিক দিন ভোগ করিতে পারে না। ইংরেজ দেওয়ানী গ্রহণ করিয়াই মুদ্রা যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী মিঃ বোণ্টস্ কাউন্সেল হাউসে ও নানা প্রকাশ্য স্থানে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইতে চেষ্টা করেন যে যদি কেহ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাহাতে সম্যক প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। মিঃ বোণ্টস্এর সেই দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের বিজ্ঞাপনটী ছিল এইরূপ :—

মিঃ বোণ্টস্এর মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন চেষ্টা।

"To the Public.

"Mr. Bolts takes this method of informing the public that the want of a printing press in this city being of great disadvantage in business and making extremely difficult to communicate such intelligence to the community as is of the utmost importance to every British subject, he is ready to give the best encouragement to any person or persons who are versed in the business of printing, to manage a press, the types and utensils of which he can produce. In the meantime he begs leave to inform the public that having in manuscript many things to communicate which most intimately concern every individual, any person who may be induced by

curiosity or other more laudable motives will be permitted at Mr. Bolt's house to read or take copies of the same. A person will give due attendence at the hours of from ten to twelve any morning." *

বোল্টস্ সাহেবের এই বিজ্ঞাপনে কোন ফল হয় নাই। তাঁহার এই প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইল দেখিয়া বাঙ্গালার তৎকালীন গবর্ণর

উইলকিন্সের মুদ্রাযন্ত্র।

জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানীর কর্ম্মচারী উইল্‌কিন্স সাহেবকে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। † উইল্‌কিন্স গবর্ণরের অনুরোধে নিজে অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে একটী বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ইহাই বাঙ্গালার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। কিন্তু তখনও কোন ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র বৃটীশ ভারতে স্থাপিত হয় নাই।

এই সময় গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিত। ইহাতে ব্যয় এবং সময় উভয়ই অত্যন্ত অধিক

গবর্ণমেণ্টের মুদ্রন-ব্যবস্থা।

লাগিত। এই অসুবিধা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে সরকারী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন নাই।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের রাজত্বের শেষ ভাগে, ১৭৮০ অব্দে, কলিকাতায় কয়েকটী ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার একটীর স্থাপয়িতা ছিলেন

কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র।

হিকি সাহেব; ইঁহার সম্পূর্ণ নাম ছিল James Augustus Hicky. এই হিকি সাহেব তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে ১৭৮০

* *Echoes from Old Calcutta.*

† Calcutta Review, 1909 January.

অব্দের ২৯শে জানুয়ারী শনিবার হইতে বেঙ্গল গেজেট (Bengal Gazette) নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। হিকির এই Bengal Gazetteই ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র। বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র বেঙ্গল গেজেট বোধ হয় এই নামের অনুকরণেই বাহির হইয়াছিল। হিকির বেঙ্গল গেজেটের নামের নীচেই লেখা ছিল—"A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none." অর্থাৎ কাহারও প্রভাবে পরিচালিত নহে অথচ সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাজনীতি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক পত্র।

বাঙ্গালায় প্রথম সাময়িক পত্র—হিকির বেঙ্গল গেজেট।

বেঙ্গল গেজেট জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে বেশ শান্তভাবেই পরিচালিত হইতেছিল। হিকিও তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে গবর্ণমেণ্টের কোন কোন বিভাগের মুদ্রণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন; সে কার্য্যও বোধ হয় কিছুদিন সুনিয়মেই চলিয়াছিল *। কয়েক মাস

হিকির যন্ত্রে গবর্ণমেণ্টের মুদ্রণ কার্য্য।

* হিকির প্রেসে গবর্ণমেণ্টের ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকার মুদ্রণকার্য্য হইয়াছিল। এই ছয় হাজার টাকায় কি কি কার্য্য হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া রবার্ট কিড (Robert Kyd) নামক কর্ম্মচারী ১৭৮৮ সনে গবর্ণমেণ্ট সমীপে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন,তাহাতে প্রকাশ—হিকি Sir Eyre Coot হইতে অনেকগুলি মুদ্রিতব্য বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং তাহা ছয় সপ্তাহে অথবা দুই মাসে শেষ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হিকি অনেক গোলমাল করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই গোলমাল হইতেই ক্রমে রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ বাঁধিয়া যায় এবং ক্রমে তাঁহাদের বিরুদ্ধে হিকি লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করেন।

ভদ্রভাবে চলিয়া বেঙ্গল গেজেটের সুর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন তাহাতে নাটক, কবিতা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনায় সে সময়ের সম্রান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাদিগের নিন্দা ও কুৎসা বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গবর্ণর জেনারেল, গবর্ণর জেনারেলের পত্নী, এবং প্রধান বিচারপতি ও তাঁহার পত্নী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকদিগের সম্বন্ধেও বেঙ্গল গেজেট আপত্তিজনক ইঙ্গিত প্রকাশিত হইল। *

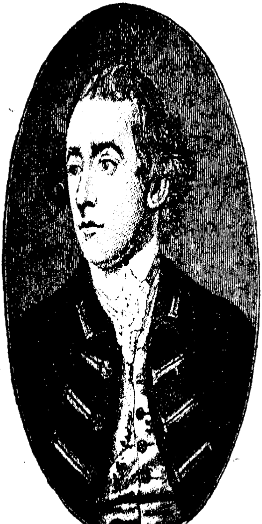
বেঙ্গল গেজেটের সুর পরিবর্ত্তন।

এই সময় সিমন ড্রোজ (Simeon Droze) নামক জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সম্বন্ধে এবং আরও কতিপয় প্রবাসী ইংরেজের নামে গেজেটে গ্লানি-জনক উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত কর্ম্মচারী সিমন ড্রোজ সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া আবেদন করেন। এই আবেদন পাইয়া ১৪ই নবেম্বর গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস—হিকির গেজেট যাহাতে আর পোষ্টাফিসের মারফত প্রচারিত হইতে

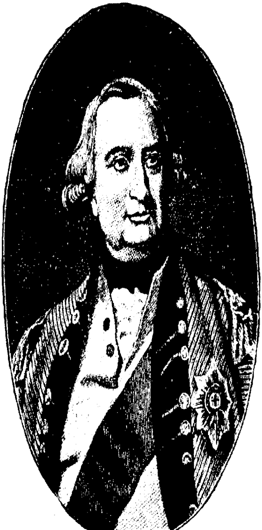
হিকির বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা।

* As an example of the scurrilous attacks against the Governor-General and his friends, we shall quote the *dramatis parsonæ* of a "Play bill Extraordinary" inserted in its (Bengal Gazette) columns. There Warren Hastings figures as "Don Quixote fighting with wind-mills by the Great Mogul, commonly called the Tygar of War"; Impey as "Judge Jeffreys, by the Ven'ble Poolbudy"; Chambers as "Sir Simber, by Sir Viner Pliant"; Justice Hyde as "Justice Balance by Cram Turkey"; and the Rev. W. Johnson the senior chaplain of the settlement as "Judus Iscariot touching the forty pieces by the Rev. Mr. Tally Ho!" &c.

—The Good Old Days of Hon'ble John Company Vol. 1.



ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস।



লর্ড কর্ণওয়ালিস।

না পারে তাহার আদেশ প্রদান করেন। এদিকে আর কতিপয় ব্যক্তি হিকিকে পথে ঘাটে পাইয়া বিস্তর অপমান করিতে প্রয়াস পাইল এবং কেহ কেহ নাকি তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার জন্যও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। হিকি তাহাতে বিচলিত হইলেন না; পরন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহার গেজেট ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিলে, হিকি ২০ জন হরকরা নিযুক্ত করিয়া বাড়ী বাড়ী পত্রিকা বিলি করাইতে লাগিলেন এবং ঘোষণা করিলেন, যদি তাঁহাকে হোমারের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গলিতে গলিতে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে হয়, তথাপি তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত হইবেন না।

ইণ্ডিয়া গেজেট।

হিকি যখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে ইঙ্গিত করিয়া গ্লানিজনক নাটক ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরাগ-ভাজন হইতেছিলেন, সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া মেসিঙ্ক (B. Messink) ও পিটর্ রীড্ (Peter Reed) নামক দুই ব্যক্তি ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন জন্য ইণ্ডিয়া গেজেট্ "India Gazette" নামক আর একখানা ইংরেজী সংবাদ পত্র বাহির করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হিকির অন্যায় আচরণে ওয়ারেন হেষ্টিংস এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তিনি সংবাদ-পত্রিকা প্রচারের একজন বিরোধী হইয়াও "ইণ্ডিয়া গেজেট" প্রচারের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন এবং ঐ পত্রিকা বিনামাশুলে ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। *

* ১৭৮২ অব্দের ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বোধ হয় এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ঐ তারিখে পূর্ব্ব আদেশের ম্যাদ শেষ হইলে India Gazette এর পরিচালক B. Messink

১৭৮০ অব্দের নবেম্বর মাসেই ইণ্ডিয়া গেজেট (India Gazette) বাহির হয় এবং তাহা বিনা মাশুলে ডাকে বিলি হইতে থাকে।

পোষ্ট আফিস দ্বারা বেঙ্গল গেজেটের প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়ার পরও হিকির গ্লানিকর লেখনীর নিবৃত্তি হইল না; বরং ইণ্ডিয়া গেজেটের প্রতি গবর্ণর জেনারেলের এই অতিরিক্ত অনুগ্রহের কথা প্রচারিত হইলে, হিকির অসংযত লেখনী আরও অধিকতর দুর্দ্দমনীয় হইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাঁহার তোষামোদকারী কর্ম্মচারিগণের কুৎসা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ অব্দে হিকির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ও দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন।

হিকির অসংযত আচরণ ও তাঁহার পরিণাম।

সুপ্রিম কোর্টে স্যর ইলাইজা ইম্পের বিচারে হিকি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও কারারুদ্ধ হন। যথাসময়ে কারামুক্ত হইয়া হিকি পুনরায়

সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল নিকট যে নূতন প্রার্থনাপত্র প্রদান করেন, তাহাতে দেখা যায়—অতঃপর পরিচালকগণ কিছু টাকা অগ্রিম জমা দিয়া সে অধিকার গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। সেই পত্রের একাংশ এইরূপ :—"Hon'ble Sir & Sirs; The time for which you were pleased to grant me free postage for the "India Gazette" being expired, permit me to return my grateful thanks for a privilege that has been of such advantage to me and to request you will still allow it to pass at the different post offices on my agreeing to pay such annual sum as you shall think fit to stipulate." ইহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। তবে বোধ হয় Bengal Gazette উঠিয়া গেলে India Gazetteকে আর সে অধিকার প্রদান করা প্রয়োজন হয় নাই।

আসিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। পুনরায় লেখনী-মুখে প্রধান রাজপুরুষ ও প্রধান বিচারকের কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় হিকির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইল। এই অভিযোগে হিকি পুনরায় ১ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রও বাজেয়াপ্ত হইল। ফলে—"বেঙ্গল গেজেট" গড়ে আড়াই বৎসরকাল মাত্র পরিচালিত হইয়া অকালে লীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইল।

হিকির বেঙ্গল গেজেটকে প্রশ্রয় দিয়া ওয়ারেন্ হেষ্টিংস যথেষ্ট বিপন্ন হইয়াছিলেন। শেষে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য ও সরকারী পক্ষ সমর্থন জন্য তিনি "ইণ্ডিয়া গেজেট" বাহির করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তাহার অতিরিক্ত আব্দারও মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিকির গেজেট বন্ধ হইয়া গেলে পর "ইণ্ডিয়া গেজেট" আর কত দিন জীবিত ছিল, তাহার বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। বোধ হয়, ইহার পর ইণ্ডিয়া গেজেটও উঠিয়া গিয়াছিল।

গ্লেডুইন সাহেবের কলিকাতা গেজেট।

অতঃপর ১৭৮৪ অব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেণ্টের সিনিয়ার সিভিলিয়ান ফ্রান্সিস্ গ্ল্যাডুইন সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও উপদেশ প্রচার করিবার জন্য একখানা গেজেট বাহির করিবার অনুমতি, এবং ঐ পত্রিকা প্রচলিত মাশুলের অর্দ্ধ মাশুলে চালাইবার অধিকার প্রার্থনা করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ওয়ারেন্ হেষ্টিংস এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে—৪ঠা মার্চ্চ হইতে গ্ল্যাডুইন সাহেব একটী নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহা হইতে "কলিকাতা গেজেট" বাহির করিতে আরম্ভ করেন।

এই গেজেটে গবর্ণণ্টের আদেশ, উপদেশ ও বিজ্ঞাপন সমূহ প্রকাশিত

হইতে থাকিলেও ইহা গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত পত্রিকা বলিয়া গণ্য ছিল না। সুতরাং ইহাতে গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ এবং নানা বিষয়ের স্বাধীন আলোচনা থাকিত। ১৭৮৪ অব্দের ৩০ শে সেপ্টেম্বর এই পত্রে কোন বিলাতি পত্রের আপত্তি জনক অংশ উদ্ধৃত হওয়ায় গবর্ণ-মেণ্ট সম্পাদক গ্লেডুইনকে ইহার জন্য দায়ী করেন। এবং তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। সিভিলিয়ান সম্পাদকের উপর এই কড়া হুকুমের সংবাদ ১০ই ফেব্রুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইলে * অনেকেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ফলে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে আর কোন নূতন পত্রিকা প্রকাশের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কলিকাতা গেজেটের উপর গবর্ণমেণ্টের কড়া হুকুম।

১৭৮৫ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তিনি স্বদেশে পহুঁছিতে না পহুঁছিতেই সেই ফেব্রুয়ারী মাসেই "বেঙ্গল জার্ণাল" নামে একখানা সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল এবং ইহার অল্পদিন পরে "ওরিয়্যাণ্টাল এড্‌ভাইসার" নামে আর এক খানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বেঙ্গল জার্ণাল ও ওরিয়্যাণ্টাল এডভাইসার।

এই সময় স্যর জন ম্যাকফারসন অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর জেনারেলের

* "We are directed by the Honorable the Governor-General & Conucil to express their entire disapprobation of some extracts from English newspapers which appeared in this paper, during a short period when the editor was under the necessity of entrusting to other hands the superintendence of the Press."

কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি অস্থায়ী অবস্থায় কোন বিষয়ে কোন কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে অগ্রসর না হওয়ায় সুযোগ বুঝিয়া এই সময় আরও কয়েক খানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সে গুলির মধ্যে "ওরিয়্যাণ্টাল ম্যাগাজিন বা কলিকাতা এমিউজমেণ্ট" (Oriental Magazine or Calcutta Amusement) ও "কলিকাতা ক্রনিক্যালের" নাম প্রাচীন কলিকাতা গেজেটের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৮৫ অব্দের ৬ই এপ্রিল Oriental Magazine or Calcutta Amusement বাহির হয় ও পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে ক্রনিক্যাল * বাহির হয়।

ওরিয়্যাণ্টাল মেগাজিন ও কলিকাতা ক্রনিক্যাল।

* এই সময় মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন ব্যাপার বহু ব্যয়সাধ্য ছিল। অনেকেই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া শেষে বিপন্ন হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাচীন কলিকাতা গেজেট হইতে একটী বিজ্ঞাপন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "কলিকাতা ক্রনিকেলের" এক অংশীদার প্রেস পরিচালন ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত হইয়া ১৭৯২ সনের কলিকাতা গেজেটে মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয়ের এই বিজ্ঞাপনটী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"To be sold by Public Auction.

By Dring, Rothman and Co, at their auction Room. In Wednesday next 31st instant one sixth share in the Calcutta Chronicle" and business of the Chronicle Press, together with a proportionable part of the outstanding debts, presses, types foundry for types which includes several complete sets of matrices for casting the neatest and most perfect Persian, Nagri & Bengalee Types & other materials appertaining thereto. The debts due to the concern now exceed sicca Rupees 51,000. A particalar statement of the monthly collections and expenses for the last twelve months may be seen at the Auction Room."

১৭৮৬অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর লর্ড কর্ণওয়ালিস আসিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। হিকির অন্যায় আচরণ হইতেই রাজ পুরুষদিগের মনে সংবাদ পত্রের প্রভাব দমনের উপায় নির্দ্ধারণের ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। ১৭৯১ অব্দে বেঙ্গল জার্ণালে কলিকাতা প্রবাসী ফরাসী রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় লর্ড কর্ণওয়ালিস বেঙ্গল জার্ণালের সম্পাদককে আটক করিয়া বিলাত প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। * এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে নূতন রাজ-বিধান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের বিরুদ্ধেও গুরুতর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন। ১৭৯৩ অব্দের এই নূতন রাজবিধি অনুসারে গবর্ণমেণ্টের যে কোন কার্য্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। † যে সংবাদ পত্র সম্পাদক বা পরিচালক এই

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ও সংবাদ পত্র পরিচালন বিধি।

N, B. The share will be positively sold to the highest bidder, it being the property of Mr. Up John, and sold by order of the mortgagees" —Selections from Calcutta Gazette Vol II Page 541.

এই বিজ্ঞাপন হইতে অবগত হওয়া যায় যে পার্সি, নাগরি এবং বাঙ্গালা অক্ষরও তখন কলিকাতার প্রেসে ছিল। এবং অক্ষর ঢালাই কারখানাও তথায় ছিল।

* বেঙ্গল জার্ণালের সম্পাদক সুপ্রিম কোর্টে এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়া হেবিয়াস কর্পাস বলে মুক্তিলাভের আদেশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও সুপ্রিম কোর্টের তর্ক বিতর্কে সে আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে গোলযোগ ঘটে। শেষে সেই ফরাসী রাজকর্ম্মচারীরই মধ্যস্থতায় সম্পাদক সে যাত্রা রক্ষা পান।

† নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

All observations respecting the public Revenues and finances of the country ; all observations respecting the embarkations on

নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পত্রিকা পরিচালন করিবেন, তিনি দেশীয় হইলে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হইবেন এবং ইউরোপীয় হইলে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত বা নির্ব্বাসিত হইবেন।

এই সময় দেশীয় লোকের দ্বারা কোন সংবাদ পত্রই পরিচালিত হইত না। তখন যে কয়েক খানা সংবাদ পত্র-পত্রিকা পরিচালিত হইতেছিল, তাহা সকলই ইংরেজদিগের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী সংবাদ পত্রিকা ছিল।

এই সময় মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা কলিকাতায় এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা হইতে কোন পত্রিকা বাহির না করিয়া প্রেস পরিচালন করা প্রেস অধ্যক্ষগণের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং এইরূপ কঠোর আইন বিধিবদ্ধ হইলেও পত্রিকা পরিচালনে ও নূতন পত্রিকা উদ্ভবে বিরতি দেখা যাইতেছিল না। ইতিমধ্যে ১৭৯১ অব্দের ৩রা অক্টোবর "কলিকাতা ম্যাগাজিন" ও "ওরিয়্যাণ্টাল মিউজিয়ম" বাহির হইয়াছিল। ইহার পর ১৭৯৪ অব্দে "ইণ্ডিয়ান ওয়ারেল্ড", ঐ সনের ১লা নবেম্বর "কলিকাতা মান্থলি জার্ণাল"; ১৭৯৫ অব্দের ২০শে জানুয়ারী "বেঙ্গল হরকরা," * ৪ঠা অক্টোবর "ইণ্ডিয়ান এপোলো" এবং অতঃপর

ইণ্ডিয়ান ওয়ারেল্ড ও অন্যান্য পত্রিকা।

---

board ship of stores or expeditions & their destination, whether they belonged to the Company or to Europe ; all statements of the propability of war or peace between the Company and the native Powers ; all observations calculated to convey informations to the enemy and the republication of paragraphs from the European papers which might be likely to excite dissatisfaction or discontent in the Company's territories." *The Good Old Days* &c Vol I P. 248.

* "বেঙ্গল হরকরা"—১৮৬৪ অব্দের ১৮ই আগষ্ট হইতে "The Indian Daily News" এর সহিত মিলিত হইয়া যায়।

"এসিয়াটিক মিরার", "কলিকাতা কুরিয়ার", "টেলিগ্রাফ", "ওরিয়্যাণ্টাল ষ্টার" প্রভৃতি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল।

বেঙ্গল গেজেটের অপরিণামদর্শী সম্পাদক হিকির ন্যায় "Indian World" এর সম্পাদক ডুয়ানির পরিণামও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

উইলিয়ম ডুয়ানি (William Duane) একজন আইরিশ-আমেরিকান ছিলেন। ১৭৯৪ অব্দে তিনি "ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড" বাহির করেন।

ইণ্ডিয়ান ওয়ারেল্ড সম্পাদক ডুয়ানির পরিণাম।

১৭৯৫ অব্দের ১লা জানুয়ারী ডুয়ানি পত্রিকার স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগের আয়োজন স্থির করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ২৭শে ডিসেম্বর তিনি গবর্ণর জেনারেল স্যর জন সোরের প্রাইভেট সেক্রেটারী কাপ্তেন কলিন্সের এক চিঠি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হইতে অনুরুদ্ধ হন। ডুয়ানি নিজের কোন অপরাধের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না। সুতরাং তিনি সানন্দমনে কাপ্তান কলিন্সের আহ্বানকে—তাহার ভারতবর্ষ ত্যাগ উপলক্ষে গবর্ণর জেনারেলের সহিত একত্র ভোজের নিমন্ত্রণ বলিয়া বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন!

ডুয়ানিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত পাইয়া কাপ্তেন কলিন্স বলিলেন—"আপনি ঠিক সময়ে অসিয়াছেন, ইহাতে বড়ই সুখী হইলাম।" *

মিঃ ডুয়ানি—"আমিও সুখী হইলাম। আশা করি গবর্ণর জেনারেল কুশলেই আছেন!"

* এই কথোপকথন W. Digbyর লিখিত প্রবন্ধ হইতে অনূদিত হইল। Selections from the Calcutta Review (Second Series) Vol III—12.

কাপ্তান কলিন্স—"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, এবং—"

মিঃ ডুয়ানি—"আমি মনে করিয়াছিলাম—আমি তাঁহা দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছি।"

কাপ্তান—"হাঁ, তাই, কিন্তু আমি গবর্ণর জেনারেলের আদেশক্রমে আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি নিজকে এখন একজন কয়েদী বলিয়া বিবেচনা করুন।"

এই সময় কাপ্তানের ইঙ্গিতে এক দল সঙ্গিনধারী সিপাহি আসিয়া সঙ্গিন খুলিয়া ডুয়ানির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করতঃ দাঁড়াইল। ডুয়ানি খোলা দরজা দিয়া দেখিলেন গবর্ণর জেনারেল তাঁহার দুইজন পারিষদ সহ (Members of the Supreme Council) বসিয়া আছেন।

ডুয়ানি বলিলেন, "যেরূপ কার্য্য করিলেন, আমার মনে হয় না, এরূপ নীচ ও অবিশ্বাসের কার্য্য স্যর জন সোর কিম্বা আপনি করিতে বা চিন্তা করিতে পারেন।"

কাপ্তেন—"চুপ করুন, মহাশয়। রক্ষিগণ, ইহাকে লইয়া যাও!"

তখন ডুয়ানি সৈনিক পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মৃদু ব্যবহার হউক, আমি নিজেই যাইতেছি।" তৎপর কাপ্তেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইহার পর কি শূল না ফাঁসি?"

কাপ্তেন—"বেয়াদব!" (সৈন্যগণের প্রতি) "লইয়া যাও ইহাকে।"

ডুয়ানি—"দেখিতেছি, কলিকাতা কনষ্টাণ্টিনোপোল হইয়া দাঁড়াইল। —স্যর জন সোর সুলতান, আর আপনি তাঁহার উজিরের কার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

সম্পাদক ডুয়ানিকে তিন দিন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তৎপর কড়া পাহারায় ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় নিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। ডুয়ানি কি অপরাধে ভারতবর্ষ হইতে

বিতাড়িত হইলেন, তাহা তিনি অবগত হইবার সুযোগ পাইলেন না। তিনি ভারতবর্ষে যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মূল্য প্রায় ৫০ হাজার ডলার (দেড় লক্ষ টাকা) ছিল, তাহারও কিছুই তিনি প্রাপ্ত হন নাই। এই সকল কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন, এবং ফিলাডেলফিয়া যাইয়া 'অররা' (Aurora) পত্রের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন এবং ঐ পত্রকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদী করিয়া পরিচালনা করেন।

ডুয়ানির পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ।

১৭৯৬ অব্দে কতকগুলি কাগজে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ-জনক লেখা বাহির হয়। স্যর জন সোর ঐ সকল পত্রের সম্পাদকদিগের 'কৈফিয়ৎতলপ' করেন। সম্পাদকেরা আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিকার নেওয়া হয় নাই। *

স্যর জন সোরের পর, ১৭৯৮অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি গবর্ণর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময় 'মেণ্টর' (Mentor) নাম স্বাক্ষরিত হইয়া কলিকাতার "টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় ভারতীয় সৈন্যদিগের অসন্তোষ উৎপাদক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কাপ্তান উইলিয়াম্‌সন্ নামক বঙ্গীয় সেনাদল ভুক্ত কোন কর্ম্মচারী এই প্রবন্ধের লেখক বলিয়া জানা গেলে † গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার কিছুদিন পরে টেলিগ্রাফ পত্রেই চার্লস্ ম্যাক্‌লিন্ (Charles

টেলিগ্রাফ লেখকের নির্ব্বাসন।

* J. Malcolm's History of India.

† Captain Williamsonএর পরিণাম সম্বন্ধে Malcolm লিখিয়াছেন—"The court of Directors afterwards gave this officer the half pay of his rank, but refused to comply with his petition to be allowed to return to India."

যাইয়া সেই কর্ম্ম করিব রাজা তাহা শুনিয়া সুমতিকে মন্ত্রি করিলেন। পরে এক দিন রাজা মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন যে হে মন্ত্রবর তুমি আমাকে আকাশে এক মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেও সুমতি তাহা স্বীকার করিয়া কহিল আমি ছয় মাস পরে মহারাজকে আকাশে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব রাজাকে ইহা কহিয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত এক শুক পক্ষিকে পাঠ করাইয়া তাহাকে কহিল হে শুক পক্ষি তুমি আকাশে গিয়া কহিবা যে মহা রাজ আমি রাজমেস্ত্রি আকাশে মন্দির প্রস্তুত করিতে আসিয়াছি এখানে ইষ্টক ও মসালা পাঠাওন ইহা কহিয়া আপনি অদৃশ্য হইয়া থাকিবা। পরে শুক পক্ষী আকাশে যাইয়া ঐ রূপ বৃত্তান্ত কহিল রাজা তাহা শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া সে স্থানে ইষ্টক ও মসালা দিতে না পারিয়া

কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত ইতিহাস মালার এক পৃষ্ঠা।



লর্ড ওয়েলেস্‌লি।

M'Lean) নামক জনৈক ব্যক্তি গাজীপুরের জজ ও মাজিষ্ট্রেটের সম্বন্ধে এক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র মানহানী-জনক সাব্যস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্পাদক ও পত্র প্রেরককে জজ ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। লেখক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করায় তাঁহার পরিচয় ও অধিকার সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান হয়। অনুসন্ধানে তাঁহার নিকট ভারতবর্ষ বাসের কোন অধিকার পত্র না পাওয়া যাওয়ায় তাহাকে ধৃত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। *

এসিয়াটিক মিরার সম্পাদকের প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ড।

লর্ড ওয়েলেসলি কার্য্যভার লইবার পরেই দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের সহিত টীপু সুলতানের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ঠিক এই সময় এসিয়াটিক্ মিরর্ (Asiatic Mirror) পত্রিকায় ইয়ুরোপীয় জন-শক্তির সহিত দেশীয় জন-শক্তির তুলনা-মূলক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক মিরারের এই প্রবন্ধ লর্ড ওয়েলেসলির নিকট "ক্ষতি-জনক" বিবেচিত হওয়ায় তিনি এসিয়াটিক মিরারের সম্পাদক মিঃ ব্রুস্-(Mr. Bruce)কে অনতি বিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। লর্ড ওয়েলেস্লি তখন যুদ্ধ ব্যাপারে মাদ্রাজ অবস্থান করিতেছিলেন ; সম্পাদকের প্রতি এই আদেশ প্রদান করিয়াও তিনি তাঁহার ভারপ্রাপ্ত শাসন কর্ত্তা স্যর্ অল্‌ফ্রেড্ ক্লার্ক (Sir Alfred Clarke)কে লিখিলেন "যদি এই সম্পাদককে ও এইরূপ আপত্তি-জনক লেখাপূর্ণ পত্রিকাসমূহকে দমন করা সহজ-সাধ্য না হয়, তবে শক্তি প্রয়োগে পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়া পত্রিকার পরিচালকগণকে ইয়ুরোপে বিতাড়িত করিবেন।" †

* J. Malcolm s History of India.

† Life & Times of Carey &c Page 119 Vol I.

পর বৎসর (১৭৯৯ অব্দে) পুনরায় টেলিগ্রাফ পত্রে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ জনক কতিপয় প্রবন্ধ বাহির হয়। এই সকল ব্যাপার হইতে লর্ড ওয়েলেসলি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ সম্বন্ধে ও গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য সম্বন্ধে কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে না পারে তজ্জন্য ১৭৯৯ অব্দে সংবাদ পত্রের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকের এক নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া সংবাদ পত্র পরিচালন সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত নূতন বিধি প্রণয়ন করেন।

পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকের পদ ও সংবাদ পত্র পরিচালন বিধি।

১। সংবাদ পত্রের প্রত্যেক প্রিণ্টারকে পত্রিকার তলদেশে নিজ নাম মুদ্রিত করিতে হইবে।

২। সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদিগকে গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরীর আফিসে নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা দিয়া রাখিতে হইবে।

৩। রবিবারে কোন পত্রিকা বাহির করিতে পারিবে না।

৪। এই বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরীকে অথবা তাঁহার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে না দেখাইয়া কোন লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবে না।

৫। উপর্য্যুক্ত রাজ-বিধির অমান্যকারী তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষ হইতে ইয়ুরোপে প্রেরিত হইবে।

মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার জন্য এই পদ প্রতিষ্ঠিত হইলে মুদ্রাকরদিগকে অক্ষর-যোজনা করিয়া, শেষ প্রুফ সংশোধন করিয়া পত্রিকার পাদদেশে মুদ্রাকরের নাম মুদ্রিত করিয়া, পত্রিকা ছাপাইবার ঠিক পূর্ব্ব সময়ে মুদ্রিতব্য বিষয়ের প্রুফ পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইত। পাণ্ডুলিপি পরীক্ষক যাহা যাহা আপত্য-জনক মনে

পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার ধারা।

করিতেন, তাহা কলমে কাটিয়া ফেরত দিলে, সেই কর্ত্তিত স্থানের হরপ (matter) ফেলিয়া দিয়া সেই সকল শূন্য স্থান কেবল তারকা চিহ্নে (* asterisks) ভূষিত করিয়া পত্রিকা বাহির করা হইত। এইরূপ অবস্থায় কোন কোন পত্রিকার কোন কোন সংখ্যার অর্দ্ধাধিক অংশও তারকাচিহ্ন লইয়া বাহির হইত। কেন না, ঐ অংশে নূতন লেখা সন্নিবেশ করিতে হইলে, তাহা পুনরায় পরীক্ষকের পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হইতে চলিত না। তাহা করিতে গেলে, সপ্তাহের পত্রিকা সপ্তাহে বাহির করা সম্ভবপর হইত না।

এই রূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অনেক পত্রিকার সম্পাদকেরই সম্পাদকীয় স্পৃহা নিবারিত হইল,—তাঁহারা পত্রিকা উঠাইয়া দিলেন।

Declaration বা অঙ্গীকার পত্র।

যাঁহারা নিতান্ত বেহায়াপনা করিয়াও তাঁহাদের পত্রিকা কিছুদিন জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহারা সেন্সারের আদেশ ও তাঁহার নির্দ্দয় কলমের খোঁচা শিরোধার্য্য করিয়া চলিবেন বলিয়া অঙ্গীকার পত্র (Declaration) প্রদান করিলেন।

নিম্নলিখিত কয়েক খানা পত্রিকার পক্ষেই অঙ্গীকার পত্র (declaration) দাখিল করা হইয়াছিল। ১৭৯৯ অব্দের ১৩ই মে "বেঙ্গল হরকরার" পক্ষে উক্ত পত্রের স্বত্বাধিকারী হণ্টার্ (B. Hunter) সাহেব, ১৫ই মে "কলিকাতা মর্ণিংপোষ্টের" পক্ষে স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক ও মুদ্রাকর (যথাক্রমে A. Thomson, P. Ferris ও S. Greenway), ঐ তারিখেই "কলিকাতা কুরিয়ারের" পক্ষে তাহার স্বত্বাধিকারী ও প্রিন্টার (যথাক্রমে Thomas Hollingbery এবং Robert Kneln)এবং "টেলিগ্রাফের" পক্ষে তদীয় সম্পাদক মেক্‌কেন্‌লী এবং ১৬ই মে "ওরিয়্যাণ্টাল ষ্টারের" সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী এ, ফ্লেমিং অঙ্গীকার পত্র

প্রদান করেন। এই সনের ৪ঠা এপ্রিল "দি রিলেটর্" (The Relator) নামে একখানা পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্গীকার পত্র প্রদাতৃগণের তালিকায় তাহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই কয়েক খানা ইংরেজী পত্রিকা বক্ষে লইয়াই উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালায় পদার্পণ করে।

১৮০৬—০৭ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ পাদরি বুকানন কলিকাতায় কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য থাকে। ইহাতে দেশীয় দিগের মনে একটু আঘাত লাগে। তখন গবর্ণমেণ্ট বুকাননের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দেন— এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বিরোধ সৃষ্টি হয়। * তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে যান ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষককে দেখাইয়া "লিটারেরী ইণ্টেলিজেন্স" (Literary Intelligence) নামে একখানা আকস্মিক পুস্তিকা ছাপাইতে চেষ্টা করেন। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পাণ্ডুলিপি আপত্তিজনক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন; তখন তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টে পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। এখানেও তাহা আপত্তি জনক বলিয়া অগ্রাহ্য হয়। অধিকন্তু বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরিটীও উঠাইয়া দিয়াছেন। তখন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তিনি বিলাতে গিয়া বড় বড় অক্ষরে লিটরেরী ইণ্টেলিজেন্স (Literary Intelligence)

পাদরি বুকাননের বক্তৃতা।

লিটেরেরি ইণ্টেলিজেন্স।

* বুকানন বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—"I fear of a rupture with this Govt. The case is of the Gospel. They are endeavouring to restrain the exertions of the missionaries in Bengal".

—*Buchanan's Journal—Page 126.*

ছাপাইয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। এবং ভারতবাসীর জন্য দুঃখ করিয়া ভারতের বক্ষঃস্থল হইতে মুদ্রাযন্ত্রের পাষাণ চাপ উঠাইবার জন্য আন্দোলনের সৃষ্টি করেন।

এই আন্দোলনের ফলে ও মহাসভার কতিপয় ভারতহিতৈষী সভ্যের চেষ্টায়, মহাসভায় ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র আইনের কঠোরতার বিধান আলোচনার জন্য এক প্রস্তাব ধার্য্য হয়। তদনুসারে ১৮১১ অব্দের ২১শে মার্চ্চ মহাসভার সভ্য লর্ড হেমিণ্টন ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজ পত্র দেখিয়া ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র আইনের কঠোর ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। স্যর থমাস টার্টন তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন। মিঃ ডাণ্ডাস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তখন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয়। লর্ড হেমিণ্টনের পক্ষে মাত্র ১৮ ভোট এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ৫৩ ভোট হওয়ায় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। *

মহাসভায় ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র বিধানের আলোচনা।

ইহার পর ১৮১৩ অব্দে মুদ্রাযন্ত্র বিধানে আরও কতিপয় কঠোরতর ধারা সংযোজিত হয়। † বলা বাহুল্য এই সময় পর্য্যন্তও কোন দেশীয়

* এই সভার বিস্তৃত বিবরণ—The Good Old Days of Hon'ble John Company গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

† ১৮১১ অব্দে এবং তৎপরে ১৮১৩ অব্দে মুদ্রাযন্ত্র বিধান কিরূপ কঠোরতর হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Malcolm লিখিয়াছেন :—

"In 1811 the names of the printers were directed to be affixed to all works, advertisements, papers &c ; two years after words further regulations directed not only that the newspapers, notices, handbills and all ephemeral publications should be sent to the Chief Secretary for revision, but that the titles of all works intended for publication should be transmitted to the same officer, who had the option of requiring the work itself to be sent for his examination, if he deemed it necessary."

লোক মুদ্রাযন্ত্রের সংশ্রবে যায় নাই; দেশীয় ভাষায় কোন সাময়িক পত্র প্রচারের উদ্যমের আভাসও পাওয়া যায় নাই।

১৮১৬ অব্দে বঙ্গদেশে প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়; ঐ পত্রের নামও ছিল "বেঙ্গল গেজেট।" ইহার পর ১৮১৮ অব্দে আরও দুই খানা বাঙ্গালা পত্রিকা বাহির হয়। এই দুই খানা (দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণ) বাহির করিয়াছিলেন—শ্রীরামপুরের মিশনারি সাহেবেরা। এই সময় মার্কুইস অব হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। হেষ্টিংস সাধারণের মতের উপর বড়ই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন; এবং সাধারণে যাহাতে অনায়াসে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিলেন। মিসনারিরা তাঁহাদের বাঙ্গালা পত্রিকা "সমাচার-দর্পণের" ইংরেজী অনুবাদ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে, তিনি তাহা পাঠ করিয়া এতদূর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই বৎসরই নিরাপদে মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িক পত্রিকা পরিচালনোপযোগী নিয়ম অবধারিত রাখিয়া * পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার

প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্র—'বেঙ্গল গেজেট' 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার' দর্পণ।

মার্কুইস অব হেষ্টিংসের বিশেষ অনুগ্রহ।

---

* অবধারিত নিয়মগুলি ছিল—(ক) ভারত শাসন উপলক্ষে কোর্ট অব ডাইরেক্টার যাহা করিবেন বা ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ যাহা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ, (খ) ভারত গবর্ণমেণ্টের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ, (গ) কৌন্সিলের মেম্বর, সুপ্রিম কোর্টের জজ কিম্বা লর্ড বিসপের কার্য্যের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ (ঘ) দেশীয় লোকের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ (ঙ) উপর্যুক্ত নিষিদ্ধ কোন বিষয় ইংলণ্ডীয় কোন পত্রিকায় বাহির হইলে তাহা পুনঃপ্রকাশ ও (চ) ব্যক্তি বিশেষের কুৎসা বা অপবাদ ইত্যাদি কোন পত্রিকায় প্রচার—করিতে পারিবে না।



লর্ড হেষ্টিংস।

কঠোর নিয়মটী রহিত করিয়া দেন। এই সময় শ্রীরামপুর হইতে মিশনারিদিগের নূতন পরিচালিত বাঙ্গালা পত্রিকা দুই খানা ব্যতীত কলিকাতা হইতে নয় খানা ইংরেজী পত্রিকা বাহির হইতেছিল। (১) ইণ্ডিয়াগেজেট ; (২) টাইম্‌স্ (The Times); (৩) এসিয়াটিক মিরার (৪) গবর্ণমেণ্ট গেজেট; (৫) বেঙ্গল হরকরা; (৬) অরিয়্যাণ্টালষ্টার; (৭) কলম্বিয়ান প্রেস গেজেট; (৮) মর্ণিংপোষ্ট; ও (৯) কলিকাতা গেজেট। *

সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি।

পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার নিয়ম উঠিয়া যাওয়ায়, সুযোগ পাইয়া ঐ সময়ই কলিকাতা হইতে "কলিকাতা জার্ণাল," "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া", "কলিকাতা একচেঞ্জ," "প্রাইস্ কারেণ্ট," "এসিয়াটিক ম্যাগাজিন" প্রভৃতি আরও কতকগুলি ইংরেজী পত্রিকা চলিতে আরম্ভ করিল। এই নূতন পরিচালিত পত্রিকাগুলির মধ্যে "কলিকাতা জার্ণাল"ও"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার" † নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮১৮ অব্দের ৩০শে এপ্রিল "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" বাহির হইতে আরম্ভ করে ; এবং ঐ অব্দের ২রা অক্টোবর "কলিকাতা জার্ণাল" প্রথম বাহির হয়। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ছিলেন পাদ্রি মার্সম্যান এবং কলিকাতা জার্ণালের সম্পাদক হইয়াছিলেন জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম (Mr. James Silk Buckinghum)।

জেমস সিল্ক বাকিংহাম ও কলিকাতা জার্ণাল।

১৮১৮ অব্দে বাকিংহাম একখানা অধিকার-পত্র (license) লইয়া কলিকাতা আসেন, এবং তথায় কলিকাতা গেজেট ‡ ও মর্ণিংপোষ্ট নামক দুইখানা সংবাদপত্রের ও তৎসংসৃষ্ট

* Calcutta Review No 250.

† ১৮৭৫ অব্দে রবার্ট নাইট এই পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া তাহা বর্ত্তমান ষ্টেটস্‌ম্যানের সহিত মিলাইয়া চালান।

‡ কলিকাতা গেজেটের স্বত্ব বিক্রয় হইয়া গেলেও ১৮১৮ অব্দের নবেম্বর হইতেই পুনরায় গেজেট বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়া তাহা হইতে "কলিকাতা জার্ণাল্" (Calcutta Journal)বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৮অব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বরের 'কলিকাতা গেজেটে' 'কলিকাতা জার্ণালের' অনুষ্ঠান পত্র বাহির হয়। ইতিমধ্যে ২৬শে সেপ্টেম্বর বাকিংহাম তাঁহার প্রস্তাবিত কলিকাতা জার্ণালের ১ম সংখ্যা বিনামাশুলে কোম্পানীর অধীন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানে পাঠাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। ২রা অক্টোবর হইতে সপ্তাহে দুই বার করিয়া 'কলিকাতা জার্ণাল' বাহির হইতে আরম্ভ করিল। কলিকাতা জার্ণালের মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক টাকা। তিন মাস মধ্যেই বাকিংহাম সে সময়ের অন্যান্য পত্রিকাগুলির প্রভাব খর্ব্ব করিয়া কলিকাতা জার্ণালকে পত্রিকাসমূহের শীর্ষস্থানীয় করিতে সমর্থ হন। ১৮১৯ অব্দের ১লা মে হইতে জার্ণাল সচিত্র দৈনিক পত্রিকারূপে পরিচালিত হইতে থাকে। এই সময় কলিকাতা জার্ণালের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, ভারতীয় কোন পত্রিকাই ইতঃপূর্ব্বে আর এত সম্মান ও অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। *

মাদ্রাজ গবর্ণর সম্বন্ধে কলিকাতা জার্ণালের অপ্রীতিকর মন্তব্য।

হিকির বেঙ্গল গেজেটের ন্যায় বাকিংহামের "কলিকাতা জার্ণালও" প্রথম ছয় মাস বেশ শান্তি-প্রদ জীবনই যাপন করিয়াছিল। ক্রমে ইহার ভাষা সংযমের বাঁধ অতিক্রম করিতে লাগিল। ১৮১৯ অব্দের ২৬শে মের পত্রিকায় মাদ্রাজের গবর্ণর এলিয়ট (Mr. Hugh Elliott) সাহেবের সম্বন্ধে এক অপ্রীতিকর মন্তব্য বাহির হয়। †

* Calcutta Review. October 1907.

† Calcutta Journalএ লিখিত হইয়াছিল—"We have received a letter

এই লেখার বিরুদ্ধে মাদ্রাজের গবর্ণর, গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। গবর্ণর জেনারেল বাকিংহামের এই প্রথম অপরাধ ক্ষমা করেন; বাকিংহামও দুঃখ প্রকাশ করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

ইহার পর আরও ২।৩ মাস "কলিকাতা জার্ণাল" নির্ব্বিবাদে চলিয়াছিল। অতঃপর আবার তাহাতে আপত্তিজনক লেখা বাহির হইতে লাগিল। এবারও মাদ্রাজ গবর্ণরের উপরেই তীব্র মন্তব্য বাহির হইল। মন্তব্য পাঠ করিয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা জার্ণালের মাদ্রাজ প্রবেশের নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। মাদ্রাজের প্রবেশ দ্বার গঞ্জাম পোষ্ট আফিস হইতে কলিকাতা জার্ণাল ব্যারিং * গণ্য হইয়া ফেরত আসিতে লাগিল, কোন কোন গ্রাহকের কাগজ বা ব্যারিং

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের উপর জার্ণালের দ্বিতীয় আক্রমণ ও তাহার ফল।

from Madras with a deep mourning border, announcing the fact that Mr. Elliott is continued in his Presidency of Madras for three years longer. This appointment is regarded as a public calamity in Madras & we fear it will be looked upon in no other light throughout India generally." —Good Old Days &c Vol I. 249.

* এই সময় ডাকের টীকেট প্রচলিত ছিল না। পত্র-পত্রিকা ব্যারিং যাইত, গ্রাহক মাশুল দিয়া গ্রহণ করিতেন। স্থানের দূরত্ব অনুসারে সেই মাশুল ধার্য্য হইত। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ ডাকের মাশুল একএক খানা পত্রে বা পত্রিকায় ৪।৫৲ টাকা ছিল। বাকিংহাম গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ লাভ করিয়া অগ্রিম চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার পত্রিকা এই অগ্রিম টাকার উপর বিলি হইত, গ্রাহককে আর মাশুল দিয়া রাখিতে হইত না। এখন ব্যারিং গণ্য হওয়ায় তাহাতে ডবল মাশুল ধার্য্য হইয়া ফেরত আসিতে লাগিল এবং গ্রাহকের নিকট যাইতে লাগিল।

হইয়া বিলির জন্য দেওয়া হইল—গ্রাহক তাহা মাশুল দিয়া না রাখায় পুনরায় কলিকাতা প্রেরিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ জন্য সম্পাদকের উপর কৈফিয়তও তলপ হইল। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এবং কৈফিয়ত(Explanation) দিয়া বাকিংহাম কয়েকদিন নীরবে পত্রিকা চালাইলেন।

পুনরায় ১৮২০ অব্দের নবেম্বর মাসের কোন এক সংখ্যা জার্ণালে 'Emulus"স্বাক্ষরে"Merit and Interest"শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয়।

কলিকাতা জার্ণালের ৩য় অপরাধ।

এই প্রবন্ধ এড্‌ভোকেট জেনারেলের মতে দোষাবহ ও ক্ষতিজনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় গবর্ণর জেনারেল বাকিংহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। অবশেষে বাকিংহাম ক্ষমা প্রার্থনা করায় এ অভিযোগ দায় হইতেও লর্ড হেষ্টিংস তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন।

এই সময় একদল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী গবর্ণর জেনারেল লর্ডহেষ্টিংসকে বাকিংহামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন।

বাকিংহাম ও তাঁহার বিরোধী দল।

বাকিংহামের দলেও এই সময় খুব উৎসাহী কতিপয় যুবক মিলিয়াছিল। এই অপরিণামদর্শী যুবকেরা কলিকাতা জার্ণালের স্তম্ভে সেই সকল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর দোষ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম-চারিগণ তখন লর্ড হেষ্টিংসের নিকট জার্ণালের এই উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় জ্ঞাপন করিলে উদারমতি হেষ্টিংস তাহার বিশেষ কোন প্রতিকার করিতে অগ্রসর হইলেন না। ফলে বাকিংহামের আচরণ সম্বন্ধে হেষ্টিংস একটু উদাসীন থাকায় এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়ায় বাকিংহামের সাহস বৃদ্ধি হইয়া গেল।

কলিকাতা জার্ণালের আক্রমণ ক্রমেই তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ বাকিংহামের বিরোধী আরও কতিপয় ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ১৮২১ অব্দের ২রা জুলাই জন বুল (John Bull in the East) নামে কলিকাতা জার্ণালের প্রতিদ্বন্দ্বী একখানা দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার সহিত মসীযুদ্ধে ব্রতী হইলেন।

'জনবুল।'

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ইণ্ডিয়া গেজেটকে বিনামাশুলে বিলি হইতে দিয়া হিকির যেমন আক্রমণের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, জন বুলের অনুষ্ঠান পত্রও বিনা মাশুলে বিলি হইতে আদেশ দিয়া লর্ড হেষ্টিংস বাকিংহামের সেই প্রকার আক্রমণের পাত্র হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা জার্ণালের আক্রমণ নিবারণ জন্য যখন গবর্ণমেণ্ট হাউসে পরামর্শ হইতেছিল, সেই সময়ের এক সংখ্যা (১৮২১ অব্দের ১০ই জুলাইর সংখ্যা) জার্ণালে কলিকাতার বিসপ রেভারেণ্ড মিডলটন (Right Rev. Thomas Fanshaw Middleton.)কে লক্ষ্য করিয়া এক গ্লানি-জনক প্রবন্ধ বাহির হইলে কলিকাতার বিসপই বাকিংহামের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইলেন। তখন গবর্ণমেণ্ট বাকিংহামের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের পরামর্শ পরিত্যাগ করিয়া বিসপের অভিযোগই সুপ্রিম কোর্টে বিচারার্থ প্রেরণ করিলেন।

বিসপ মিডলটন বনাম বাকিংহাম।

এই বিচার চলিত থাকা কালেই প্রধান বিচার পতির বিরুদ্ধেও কলিকাতা জার্ণেলে মন্তব্য বাহির হইতে লাগিল। এই সময় বাকিংহামের সৌভাগ্য বশতঃ বিচারপতিদিগের তিনজনের একজন মাদ্রাজ বদলি হইয়া চলিয়া গেলেন, দ্বিতীয় জন বিলাত চলিয়া

গেলেন; সুতরাং তৃতীয় জজ (Sir Francis Macnaghten) কিছু দিনের জন্য বাকিংহামের বিচার স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর Sir Henry Blosset বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আরও কিছু কালের জন্য সে বিচার চাপা পড়িয়া রহিল। এদিকে বাকিংহামের লেখনী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চলিতেই লাগিল। *

কলিকাতা জার্ণালে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে মন্তব্য।

পুনঃ পুনঃ মুক্তি পাইয়া ও সুযোগ পাইয়া বাকিংহামের ঔদ্ধত্য সীমা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র গ্লানি-জনক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই প্রবন্ধে বাকিংহাম গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগকে রাজ্যের পঁচা ঘা (Gangrene of the state) বলিয়া অভিহিত করিলেন। অপমানিত হইয়া সেক্রেটরিগণ একযোগে বাকিংহামের বিরুদ্ধে মান-হানির অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। ইহাতে বাকিংহাম অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফলে গবর্ণমেণ্টও বাকিংহামের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। গবর্ণমেণ্টের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে কলিকাতা জার্ণালে Freedom of the Indian Press শীর্ষক এক তীব্র মন্তব্য পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কাউন্সেলারগণ বাকিংহামকে দমন করিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে ১৮২২ অব্দের জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্টের আনীত মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া যায়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারে

গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরিগণের বিরুদ্ধে কলিকাতা জার্ণালের মন্তব্য।

* *The Good Old Days &c Vol I.*

বাকিংহাম নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তি লাভ করেন। ইহার পর আর বাকিংহামের সাহসের সীমা রহিল না। তখন কলিকাতা জার্ণালে অপ্রতিহত গতিকে চলিতে লাগিল! গবর্ণমেণ্ট বিপদ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

তখন গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সেলারগণ বাকিংহামের অধিকার পত্র 'বাজআপ্ত' করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাত্মা হেষ্টিংস সংবাদ পত্র সম্পাদকের প্রতি এইরূপ গুরুতর দণ্ড অনুমোদন করিলেন না।

লর্ড হেষ্টিংসের উদারতা।

অবশেষে ১৮২৩ অব্দের ১লা জানুয়ারী লর্ড হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেলের পদ 'ইস্তিফা' * দিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য মিঃ জন এডাম কিছু দিনের জন্য গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। জন এডাম সংবাদ পত্রের স্বাধীন সমালোচনার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

গবর্ণর জেনারেল মিঃ জন এডাম।

ইতঃপূর্ব্বে মার্সম্যান সাহেব যখন "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায়" সতীদাহ নিবারণ সমর্থন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের উপর তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা দেশীয় লোকের মনে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-বিদ্বেষ জাগ্রত করিয়া দিতেছিলেন, তখন এই জন এডাম গবর্ণর জেনারেলকে তাহা নিবারণ করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

* পামার কোম্পানীর কবল হইতে নিজামকে রক্ষা করিতে যাইয়া লর্ড হেষ্টিংস কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স কর্তৃক অযথা ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন। সে জন্য তিনি পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহার পর বাকিংহামও যখন শ্লেষপূর্ণ লেখা দ্বারা ভারতীয় ইংরেজ রাজ পুরুষদিগকে "রাজ্যের পঁচা ঘা" (Gangrene of the state) বিশেষণে বিশ্লেষিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দেশীয় ভদ্র সমাজের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিয়া দিতেছিলেন, তখনও তাহার প্রতিকার জন্য জন এডাম লর্ড হেষ্টিংসকে বিশেষভাবে জেদ করিয়াছিলেন। উদার-নৈতিক হেষ্টিংস তাঁহার কথায় তখন বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। অধিকন্তু এই কাউন্সেলারদিগের সমবেত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াই তিনি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকের পদটীও উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

জনবুল সম্পাদকনামে বাকিংহামের অভি-যোগ।

এখন, জন এডাম গবর্ণর জেনারেল হইয়া কলিকাতা জার্ণালের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করিলেন। এই সময় "কলিকাতা জার্ণালের" সম্পাদক বাকিংহাম প্রতিদ্বন্দী "জনবুল" সম্পাদক নামে সুপ্রিম কোর্টে মানহানীকর প্রবন্ধ প্রকাশ জন্য এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারে জনবুলের প্রবন্ধ মানহানীকর বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও গবর্ণমেণ্ট জনবুলের সেই পাদ্রি (Rev. Mr. Bryce) সম্পাদককে দমন করা দূরে থাকুক তাঁহাকে উচ্চ বেতনে গবর্ণমেণ্ট ষ্টেসনারি ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে হিকির ন্যায় বাকিংহামেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। বাকিংহাম ৮ই ফেব্রুয়ারির জার্ণালে এই ধর্ম্মযাজকের কেরাণী গিরি উপলক্ষে "কামার মানুষের কুমার কামের" মত একটী শ্লেষ পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করেন। *

রেভারেণ্ট ব্রাইস্ সম্বন্ধে বাকিংহামের আপত্তিজনক প্রবন্ধ।

* এই সম্বন্ধে মার্সম্যান সাহেব লিখিয়াছেন—"In the beginning of February the Presbyterian Chaplain in Calcutta, who was under-

এই প্রবন্ধ উপলক্ষে অস্থায়ী গবর্ণর জন এডাম বাকিংহামের অধিকার-পত্র (license) বাজেআপ্ত করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নূতন-আইন বিধিবদ্ধ করেন। *

বাকিংহামের পরিণাম ও নূতন মুদ্রা-যন্ত্র আইন।

১৮২৩ অব্দের ৪ঠা এপ্রিল অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল এডামের মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হয়। বাকিংহামের নির্ব্বাসনের পর গবর্ণমেণ্ট মিঃ জন ফ্র্যানসিস স্যানডিস্ (John Francis Sandys) কে কলিকাতা জার্ণালের সম্পাদক বলিয়া অধিকার-পত্র (license) প্রদান করেন। এই সম্পাদক ভারতবাসী ছিলেন, সুতরাং তাহার নির্ব্বাসন দণ্ডের ভয় ছিল না। তিনি আরও অধিকতর ঔদ্ধত্যের সহিত জার্ণাল চালাইতে আরম্ভ করিলেন। ৮ই এপ্রিলের কলিকাতা জার্ণালে "একটী যুবক কর্ম্মচারী" স্বাক্ষরে এক আইন বিরুদ্ধ লেখা বাহির হইলে গবর্ণমেণ্ট সম্পাদককে লেখকের

কলিকাতা জার্ণালের নূতন সম্পাদক

পুনরায় কলিকাতা জার্ণালে আপত্তি-জনক প্রবন্ধ।

stood to be connected with the party then in power, was appointed clerk to the committee of stationary and on the 8th of that month an article appeared in the 'Calcutta Journal' ridiculing the anomaly of giving such an office to a minister of the Gospel who might thus be employed in counting sticks of sealing-wax, and measuring yards of tape when he ought to be in his study composing his sermon." Life & Times of Carey &c. Vol. II. Page 275.

* "Calcutta Review." & "The Good Old Days of John Company" Vol I দ্রষ্টব্য।

নাম দিতে আদেশ করেন। অনেক বাদানুবাদের পর গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা জার্ণালের কর্ম্মচারিগণের নাম গ্রহণ করেন ও জার্ণালের সহকারী সম্পাদক মিঃ আর্ণট ও অপরাপর কয়েক জনের নিকট কলিকাতা বাসের কোন অধিকার পত্র না পাইয়া তাহাদিগকে ২৩শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইবার আদেশ প্রদান করেন।

সহকারী সম্পাদক আর্ণটের প্রতি ভারতবর্ষ ত্যাগের আদেশ।

ইতিমধ্যে ১৮২৩ সালের ১৮ই আগষ্ট লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। আর্ণট লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া আপিল করেন। আর্ণটের সে প্রার্থনা আগ্রাহ্য হয়। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বিলাতে প্রেরিত হইবার জন্য আর্ণট ধৃত হইয়া ফোর্ট উইলিয়মে আবদ্ধ হন। সেখান হইতে তিনি বিলাতি হেবাস কর্পাস (Habeas Corpus) আইনের দোহাই দিয়া সাময়িক মুক্তি লাভ করতঃ পলায়ন করিয়া দিনেমার শাসনান্তর্গত শ্রীরামপুর গমন করেন, ও তথা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন। *

আর্ণটের কৃপা প্রার্থনা।

আর্ণটের ভারতবর্ষ ত্যাগ।

ইংলণ্ডে যাইয়া ১৮২৫ অব্দের ২৩শে মে বাকিংহাম সাহেব প্রিভি কাউন্সিলে অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল মিঃ জন এডামের আদেশ ও আইনের বিরুদ্ধে আপিল করেন। দেশীয়দিগের পক্ষ হইতেও রামমোহন রায় প্রভৃতি মুদ্রাযন্ত্র আইন স্থাপনের বিরুদ্ধে সম্রাট নিকট এক প্রার্থনা-

প্রিভি কাউন্সেলে বাকিংহামের প্রতিকার প্রার্থনা।

* Calcutta Review Vol. CXXV Page 97

পত্র (Memorial) প্রেরণ করেন। কিন্তু কোন পক্ষের আবেদনই ফল প্রসব করিল না। *

প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে বাকিংহাম † কোন প্রতিকার পাইলেন না দেখিয়া আর্ণট সেদিকে গেলেন না। তিনি লিডেন হল ষ্ট্রীটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টার সভার নিকট ও হাউস অব কমন্সে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এবম্বিধ আচরণ জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া এক আবেদন উপস্থিত করিলেন। আর্ণটের এই অভি-যোগ উপলক্ষে কয়েকবার সদস্য মণ্ডলীর মধ্যে বেশ বাদানুবাদ হয়; শেষে তাঁহাকে পনর হাজার পাউণ্ড ক্ষতি-পূরণ দেওয়ার আদেশ করিয়া ও

ডাইরেক্টার সভায় আর্ণটের প্রতিকার প্রার্থনা।

---

* Adam's Regulationএর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টেও দেশীয় জনগণের পক্ষে এক মেমরিয়েল দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে দস্তখত করিয়াছিলেন—চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরচরণ বানার্জি ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। Calcutta Review No. 250.

† বাকিংহাম বিলাতে গেলে সাধারণে তাঁহাকে চাঁদা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিল। ঐ চাঁদায় তিনি Oriental Herald নামে একখানা পত্রিকা বাহির করেন। অতঃ-পর তিনি পার্লামেণ্টের একজন সভ্য নিযুক্ত হন এবং হাউস অব কমন্সে তাঁহার ক্ষতি পূরণের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ফলে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার পূর্ব্ব ক্ষতির জন্য শেষ বয়সে তাঁহাকে বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড লাইফ-পেন্‌সন্‌ প্রদান করেন। Sir John Kaye লিখিয়াছেন—"এইরূপ সাহায্য করিবার পূর্ব্বে "he had been a continual running sore in the flesh of the East India Company and the British Parliament."

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রচুর তিরস্কার করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও হাউস অব কমন্স ব্যাপার নিষ্পত্তি করেন। *

কলিকাতা জার্ণালের পরিণাম।

১৮২৩অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড হইতে"ইংরেজ শাসিত ভারতে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রভাব ও তাহার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" ("Sketch of the History and Influence of the Press in British India") নামক একখানা পুস্তিকা আইসে। এই পুস্তিকা বহু সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতা জার্ণালে অবিকল প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮২৩ অব্দের ৩০শে অক্টোবর "জার্ণালে" এই পুস্তিকার পুনঃ প্রকাশ শেষ হইলে, ১০ই নবেম্বর গবর্ণমেণ্ট "কলিকাতা জার্ণাল" বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন।

ডাঃ মেষ্টনের "ব্রিটীশ লায়ন" পরিচালনের প্রস্তাব।

গবর্ণমেণ্ট আদেশে "কলিকাতা জার্ণাল" বন্ধ হইয়া গেলে মেডিকেল বোর্ডের সদস্য ডাঃ মেষ্টন কলিকাতা জার্ণালের সাজ সরঞ্জাম ও আফিস ১ বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়া তাহা হইতে "ব্রিটীশ লায়ন" (British Lion) নামে একখানা নূতন পত্রিকা বাহির করিতে প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট বাকিংহাম সংসৃষ্ট কারবারের সহিত ডাঃ মেষ্টনের সংযোগ নিরাপদ্ মনে করিলেন না। পুনরায় এক বৎসর পরে বাকিংহামের প্রভাব "ব্রিটীশ লায়নের" উপরও সংক্রামিত হইতে পারে সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন।

* Life and Times of Carey &c. Vol. II & Calcutta Review 1908. এই উপলক্ষে জনবুলের কথা উঠিয়াছিল। কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স ভবিষ্যতে যাহাতে কোন রাজ কর্ম্মচারী সংবাদ পত্রিকার সহিত সম্পর্ক না রাখিতে পারেন তাহার সম্বন্ধে কড়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ১৮২৬ অব্দের ১১ই মে লর্ড আমহার্ষ্ট এই আদেশ গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইয়া দেন।

১৮২৪ অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি ডাঃ মেষ্টন নিজে ঐ প্রেস ক্রয় করিয়া প্রাচ্য-দেশে স্কট-জাতি (The Scotsman in the East) নামে পত্রিকা বাহির করিবেন বলিয়া পুনরায় গবর্ণমেণ্টের অধিকার-পত্র (license) প্রার্থনা করেন। এইবার গবর্ণমেণ্ট ডাঃ মেষ্টনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। ১লা মার্চ্চ হইতে দি স্কট্‌স্‌ম্যান্ ইন্ দি ইষ্ট (The Scotsman in the East) বাহির হইতে থাকে। এই পত্রিকাখানা ৭ মাসের অধিক জীবিত ছিল না। সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে "বেঙ্গল হরকরা"র স্বত্বাধিকারী মিঃ সেমুয়েল স্মিথ এই পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া নিয়া হরকরার সহিত মিশাইয়া ফেলেন।

'দি স্কটস্‌ম্যান ইন দি ইষ্ট ও অন্যান্য পত্রিকা।

অতঃপর ৩১শে অক্টোবর উইক্‌লী গ্লীনার্ (Weekly Gleaner) ও ১৮২৫ অব্দে রিচার্ডসনের (D. L. Reehardson) কলিকাতা লিটররি গেজেট্ (Calcutta Literary Gazette) বাহির হয়।

ইতিমধ্যে বেঙ্গল জার্ণালের মুদ্রাকর ডি রজারিও (De Rozario) কলম্বিয়ান্ প্রেস্ গেজেট্ (Columbian Press Gazette) নামে ক্ষুদ্র একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া নিজের জীবন উপায়ের সংস্থান করিলেন। মিঃ সাদার্‌ল্যাণ্ড্ (J. C. Sutherland) হইয়াছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। ১৮২৬ অব্দে এই পত্রের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "বেঙ্গল ক্রনিকল" (Bengal Chronicle) রাখা হয়।

১৮২৭ অব্দের ২১শে মার্চ্চ গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল ক্রনিকল (Bengal Chronicle) বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ করেন। এই আদেশ প্রচারিত হইলে ক্রনিকল সম্পাদক সাদারল্যাণ্ড ক্রনিকলের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, এবং স্বত্বাধিকারী ডি রজারিও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব আদেশ প্রত্যাহার করেন;

বেঙ্গল ক্রনিকলের অপরাধ।

ক্রনিকল চলিতে থাকে। সাদারল্যাণ্ড সম্পাদকতা ত্যাগ করিলে একেশ্বরবাদী পাদরী উইলিয়ম এডাম * বেঙ্গল ক্রনিকল্ (Bengal Chronicle এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর মধ্যে মতভেদ দাঁড়াইলে স্বত্বাধিকারী পত্রিকার স্বত্ব মিঃ সেমুয়েল স্মিথের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন; বেঙ্গল ক্রনিকলও "বেঙ্গল হরকরার" সহিত মিলিয়া যায়।

বেঙ্গল ক্রনিকল উঠিয়া গেলে উইলিয়ম এডাম "কলিকাতা ক্রনিকল" নামে আর একখানা পত্রিকা বাহির করেন। এই

কলিকাতা ক্রনিকল।

পত্রিকার ২৯শে মের কাগজে ষ্টাম্প আইনের সম্বন্ধে আইন-বিরুদ্ধ প্রবন্ধ বাহির হইলে ৩১শে মে তারিখে গবর্ণমেণ্ট এই পত্রিকার অধিকার পত্র খারিজ করিয়া ফেলেন। এই সময় কলিকাতা কুরিয়র্(Calcutta Courior)নামে একখানা পত্রিকা

কলিকাতা কুরিয়ার।

বাহির হইবার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। ১৮২৭ অব্দের ৬ই জুন কুরিয়ার বাহির হইবার কথা ছিল।

১৮২৮অব্দের ১০ইমার্চ্চ লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেও বেঙ্গল হরকরাকে শাসাইয়াছিলেন।

ইহার পর ভারতীয় সংবাদ পত্রের শুভদিন ঘোষণা করিয়া লর্ড

উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও ইণ্ডিয়া গেজেট।

উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন। ১৮২৮ অব্দের ৪ঠা জুলাই লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ভারত গবর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করেন; এবং ডিসেম্বর মাসেই তিনি সুপ্রিম কউন্সিলের মেম্বার সার চার্লস মেটকাফের সহিত পরামর্শ করিয়া ডাইরেক্টারের আদেশের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের

* জন এডাম—ইনিই শেষে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কর্ম্মচারি বেঙ্গল মেডিকেল এষ্টাব্লিসমেণ্টের ডাঃ জন গ্রাণ্টকে গবর্ণমেণ্ট প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এই উপলক্ষে সার চার্লস মেটকাফ গবর্ণর জেনারেলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রূপে যে সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্যর চার্লস মেটকাফ গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের সমর্থন করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যতে বিলাতের ডাই-রেক্টার সভাকেও মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় কঠিন পণ ক্রমে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

এই সময় (১৮২৯ অব্দে) কেলিডোস্কোপ্ (Kaleidoscope) বেঙ্গল য়্যানুয়েল (Bengal Annual) কলিকাতা খ্রীষ্টান সংবাদবহ (Calcutta Christian Intelligencer) কলিকাতা খ্রীষ্টান পরিদর্শক (Calcutta Christian Observer) প্রভৃতি পত্রিকা বাহির হয়।

বেণ্টিঙ্কের শাসন কালে মেটকাফের মন্ত্রণায় মুদ্রাযন্ত্র আইনের কঠোরতা হ্রাস হইলেও এ দেশের ইংরেজী সংবাদ-পত্রগুলির ঔদ্ধত্য ভাব কিছুতেই বিদূরিত হইতেছিল না। ১৮২৯ অব্দে "জন বুল" ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান দিগকে উগ্র ভাষায় আক্রমণ করতঃ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। ইহার আক্রমণ যখন দেশীয় জনগণের মনে উচ্চ রাজপুরুষ দিগের প্রতি ঘৃণার ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিল, তখন ডাইরেক্টার সভা গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ককে প্রচুর ভর্ৎসনার সহিত মুদ্রাযন্ত্র বিধানের প্রতি কঠোরতর দৃষ্টি প্রদান জন্য ও সংবাদ পত্রের সহিত রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্পর্ক রহিত করিয়া দিবার জন্য এবং ডাইরেক্টার সভার পূর্ব্বাদেশ অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য কড়া আদেশ প্রদান করিলেন।

জনবুলের আক্রমণ ও ডাইরেক্টার সভার আদেশ।

এই সময় ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অর্দ্ধ বাট্টা (Half Batta) সম্বন্ধীয় আপত্তির আলোচনা উত্থিত হইলে সৈনিক বিভাগের ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ এ দেশের ইংরেজী সংবাদ পত্র বেঙ্গল হেরাল্ড (Bengal Herald) প্রভৃতিতে অত্যন্ত অভদ্র ভাবে গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিতে থাকিলে, লর্ড বেণ্টিঙ্ক চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি বেঙ্গল হেরল্ডের সম্পাদকের উপর মিঃ এডামের মুদ্রাযন্ত্র আইন পরিচালন করিতে ইচ্ছাকরিয়াও মন্ত্রী সভার উপদেশে ক্ষান্ত হইয়া থাকেন। অতঃপর ১৮৩০ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারের অর্দ্ধ বাট্টা সম্বন্ধীয় চূড়ান্ত আদেশ এ দেশে পঁহুছিলে, তাহা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করিতে যাইয়া লর্ড বেণ্টিঙ্ক অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভয় পাইলেন, কোর্ট অব ডাইরেক্টারের শেষ মীমাংসার সমালোচনা করিয়া যদি বাঙ্গালার ইংরেজী সংবাদ-পত্রগুলি গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করে, তবে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত লঘু হইয়া দাঁড়াইবে, এবং মুদ্রাযন্ত্র ব্যাপারে তাঁহার উদারতাই যে এইরূপ স্বাধীন সমালোচনার মূল কারণ, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। সুতরাং এই ব্যাপারে সংবাদ পত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার সমীচীন তাহা স্থির করাই এখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

অর্দ্ধ বাট্টার আন্দোলন।

তিনি সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যদ্বয়ের সহিত পুনরায় এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শ সভায় মতভেদ আসিয়া দাঁড়াইল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও কাউন্সিলের সভ্য বাটারওয়ার্থ বেইলের মতে কলিকাতার সংবাদ পত্র-সম্পাদকগণকে কোর্ট অব ডাইরেক্টারের আদেশ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রদানই যুক্তিযুক্ত বলিয়া

সংবাদ পত্রের মুখবন্ধ করিবার মন্ত্রনা।

ধার্য্য হইল। এই পরামর্শে কাউন্সিলের অপর সভ্য সার চার্লস মেটকাফ সায় দিতে পারিলেন না। তিনি সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করিয়া তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অযুক্ত বলিয়া মত প্রদান করিলেন।

মেটকাফ তাঁহার ৬ই সেপ্টেম্বরের মন্তব্যে (minute) লিখিলেন—"অর্দ্ধ বাট্টা সম্বন্ধে কোর্ট অব ডাইরেক্টার যে আদেশ দিয়াছেন তাহা জন সাধারণের চিন্তার অগম্য নহে। সুতরাং এই আদেশ প্রচারিত হইলে সংবাদপত্র সমূহে যে দুই চারিটী উগ্র কথা প্রকাশিত হইবে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে গুরুতর হইবে, তাহা আমার মনে হয় না। সুতরাং এই বিষয়ের জন্য সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণ দ্বারা নূতন অসন্তোষের বীজ বপন করিবার চেষ্টা না করিয়া প্রাচীন অসন্তোষেরই একটা শেষ হইতে দেওয়া ভাল। যদি সংবাদ পত্রের দ্বারা আমাদের সাম্রাজ্যের কোন অনিষ্ট হয়, তবে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকের (Censorship) পদ স্থাপন করিয়া অথবা যথোচিত আইন প্রবর্ত্তন করিয়া সাম্রাজ্য নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা করা হউক। একেবারে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিবার আমি বিরোধী।"

সার চার্লস মেটকাফের মত।

দুই জনের মতই এখানে অধিকাংশের মত (Majority) বলিয়া গণ্য হওয়ায় গবর্ণর জেনারেলের মত অনুসারেই কার্য্য হইবে স্থির হইল। এবং তদনুসারে ১৮৩০ অব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার সংবাদপত্র-সম্পাদক সমূহের নিকট গবর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটরী নিম্নলিখিত সার্কুলার প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের পত্রিকা সমূহে বিলাতের কোর্ট অব ডাই-

সংবাদ পত্র সমূহের প্রতি আদেশ।

রেক্টারের পত্রের কোনও রূপ আলোচনা বা উল্লেখ করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রদান করিলেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট সার্কুলার এইরূপ :—

Circular letters to the Editors of John Bull, Bengal Hurkara and Chronicle, Bengal Chronicle, India Gazette, Government Gazette, Bengal Herald, Calcutta Literary Gazette, Oriental Observer, Mirror of the Press, Calcutta Domestic Retail Price Current and Miscellaneous Register.

Sir, I am directed by the Right Hon'ble the Governor-General in Council to acquaint you that you are prohibited from admitting into your paper any comments on the letter from the Hon'ble Court of Directors, No. 37 dated 31st March 1830, which will be published in the Government Gazette of this day.

Council Chamber
8th September 1830

I am &c
George Swinton
Chief Secretary to Govt.

অর্থাৎ আমি সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আপনারা মাননীয় কোর্ট অব ডাই-রেক্টারের ৩৭নং চিঠি—যাহা অদ্য গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইবে, তাহার কোন উল্লেখ আপনাদের পত্রিকায় করিতে পারিবেন না। *

* এই চিঠি খানা হইতে ইহাও অনুমান করা যায় যে, তৎকালে কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অবিশ্বাস ছিল না। বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলিও রাজনৈতিক চর্চ্চায় তখন অগ্রসর হয় নাই। হিন্দু ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও খৃষ্ট ধর্ম্মের দলাদলিতেই সে গুলি নিবিষ্টভাবে জড়িত ছিল। রাজনৈতিক চর্চ্চায় আসিলে

কলিকাতার ইংরেজী পত্রিকাগুলি এক একটী কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হইত। ১৮৩০অব্দে কলিকাতার কতগুলি কোম্পানীর হঠাৎ পতন হওয়ায় অনেকগুলি পত্রিকা জীবন হারাইল এবং কতকগুলি পত্রিকার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইল। 'জনবুল' পরিচালকগণের কারবারের পতন হওয়ায় জনবুলের স্বত্ব বিক্রয় হইয়া যায়। 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' স্বত্বাধিকারিগণও পত্রিকার স্বত্ব দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। কলিকাতা কুরিয়র্ Calcutta Courior জীবন-মৃত হইয়া পড়িল। এইরূপে কলিকাতার ব্যবসায়ী সমাজের অকস্মাৎ পতনে ইংরেজী সংবাদপত্র মহলে একটা অভূতপূর্ব্ব নিরাশার সঞ্চার দেখা যাইতে লাগিল। কলিকাতার ইংরেজ সমাজও মুহূর্ত্তে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। সুতরাং লর্ড বেণ্টিঙ্কের এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে কোন পত্রিকাই টু শব্দটী করিতেও সাহস পাইল না। অধিকন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীগণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় যে ২। ১ খানা পত্রিকা কোন মতে জীবিত রহিল, তাহাও শক্তিহীন হইয়া পড়িল।

কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানী সমূহের পতনে সংবাদপত্রের অবস্থা।

১৮৩১ অব্দের ১লা জুন ডি রোজিও তাহার "ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান" (East Indian) নামক দৈনিক পত্রিকা পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩২ অব্দের ২৯শে মার্চ্চ গবর্ণমেণ্ট গেজেট (বাহির হইয়া) বন্ধ হইয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের পরিচালক মিলিটারী অরফেন সোসাইটী ৪ঠা

বোধ হয় ইংরেজী পত্রিকাগুলির পার্শ্বে তাহাদেরও নাম দেখিতে পাইতাম। এই সময় (১৮৩০ অব্দে) বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টানদিগের সমাচার দর্পণ, ব্রাহ্মদিগের সংবাদ-কৌমুদী ও বঙ্গ-দূত এবং হিন্দুদিগের সমাচার-চন্দ্রিকা, ও সংবাদ-তিমির-নাশক" এই কয় খানা পত্রিকা চলিতেছিল।

এপ্রিল হইতে মৃতপ্রায় "কলিকাতা কুরিয়ারে"র প্রকাশভার গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্টও ১লা এপ্রিল হইতে নিজ হস্তে লইয়া "কলিকাতা গেজেট" নূতন ভাবে চালাইতে আরম্ভ করেন।

১৮৩৩ অব্দের ইংরেজী পত্রিকা।

১৮৩৩ অব্দের প্রথম ভাগে নিম্নলিখিত ইংরেজী পত্রিকাগুলি কলিকাতা হইতে বাহির হইতেছিল।

দৈনিক——বেঙ্গল হরকরা ও ক্রনিকল।

ইণ্ডিয়া গেজেট। (১) কলিকাতা কুরিয়ার। জনবুল। (২)

সপ্তাহে দুইদিন——(Twice-Weekly)

কলিকাতা গেজেট।

সপ্তাহে তিনদিন——(Thrice Weekly)

বেঙ্গল কুরিয়ার। ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টার।

সাপ্তাহিক——লিটররি গেজেট

ওরিয়্যাণ্টাল এডভাইসার। বেঙ্গল হেরাল্ড।

রিফরমার। ফিলানথ্রপিষ্ট। ইঞ্জিনিয়ার।

জ্ঞানান্বেষণ (দ্বিভাষিক)।

মাসিক——কলিকাতা মান্থলি জার্ণাল। বেঙ্গল স্পোর্ট মেগেজিন।

খ্রীষ্টীয়ান ইণ্টেলীজেন্সার। খ্রীষ্টীয়ান অবজারভার।

দ্বিমাসিক——ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ সার্ভিস জার্ণাল।

ত্রৈমাসিক——কলিকাতা মেগেজিন ও রিভিউ। বেঙ্গল আরমী লিষ্ট।

---

(১) ১৮৩৩ অব্দেই দ্বারকানাথ ঠাকুর ইণ্ডিয়া গেজেট ক্রয় করিয়া বেঙ্গল হরকরার সহিত মিলিত করিয়া চালাইয়াছিলেন।

(২) এই অব্দেই ষ্টকলার সাহেব (J. H. Stocquler) 'জনবুলের' স্বত্ব ক্রয় করিয়া তাহা ইংলিশম্যান (The Englishman) নাম দিয়া পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় প্রাচীন প্রতিপত্তিশালী পত্রিকাগুলির অবস্থান্তর ঘটায়, নূতন পুরাতন সকল পত্রিকারই সুর নরম হইয়া যায়; সুতরাং লর্ড বেণ্টিঙ্ক সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন দৃষ্টিতেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

১৮৩৫ অব্দের ২৭শে জানুয়ারী লর্ড বেণ্টিঙ্ক কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ হইতে ১৮২৩ অব্দে স্থাপিত জন আদমের মুদ্রাযন্ত্র আইন রহিত করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান জন্য এক আবেদন প্রাপ্ত হন। এই আবেদন প্রাপ্ত হইয়া লর্ড বেণ্টিঙ্ক আবেদনকারিগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের বর্ত্তমান অপ্রীতিকর অবস্থার প্রতি সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার ব্যবস্থিত হইবে।"

শিক্ষিত সমাজের আবেদন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই বেণ্টিঙ্কের কার্য্যকাল শেষ হইয়া যাওয়ায় তিনি তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বেণ্টিঙ্ক চলিয়া গেলে ভূতপূর্ব্ব সুপ্রিম কাউন্সিলের সভ্য (তৎকালীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণর) স্যর চার্লস মেটকাফ অস্থায়ী ভাবে তাঁহার স্থানে অভিষিক্ত হন। ইনি যে সর্ব্বদাই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্থানে এতৎসম্বন্ধে তাঁহার আর একটী আচরণের কথা উল্লেখ করিব।

স্যর চার্লসমেটকাফ।

১৮৩২অব্দে তিনি যখন বাঙ্গালার প্রতিনিধি গবর্ণর ছিলেন, ঐ সময় কলিকাতার একখানা ইংরেজি পত্রে বোম্বের গবর্ণর লর্ড ক্লেয়ারের বিরুদ্ধে একখানা প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়। লর্ড ক্লেয়ার উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট অভিযোগ উপ-

লর্ড ক্লেয়ারের অভিযোগ।

স্থিত করেন এবং সম্পাদকের অধিকার-পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে থাকায় ঐ অনুরোধ পত্র তিনি কলিকাতার প্রতিনিধি গবর্ণর নিকট প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি গবর্ণর স্যর চার্লস মেটকাফ লর্ড ক্লেয়ারের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার চিঠির যে উত্তর দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

মেটকাফের প্রত্যুত্তর।

"গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর যাবৎ মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং আপনার লিখিত প্রণালী অনুসারে এখন গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। আমার হস্তে শাসন কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইবার পর, আমি মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতায় একবারও হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার অবলম্বিত এই প্রণালী আমার নিকট এরূপ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে যে, যতদিন আমার হস্তে শাসন বিভাগের ভার থাকিবে, আমি ইহার অন্যথাচরণ করিব না। * * আপনি মনে করিতেছেন যে, কেবল মাদ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণরের বিরুদ্ধেই কলিকাতার সংবাদ পত্রে নিন্দার কথা প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহা নহে। আপনি যদি কিঞ্চিৎ কষ্ট করিয়া সমুদয় সংবাদ পত্র পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, স্বয়ং গবর্ণর জেনারেলের বিরুদ্ধে কত প্রকার অপবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি অদ্যকার কাগজেও—গবর্ণর জেনারেল নিজের লোকদিগকে চাকুরী দেন বলিয়া তাঁহার নামে দোষারূপ করা হইয়াছে। আমি ক্ষুদ্র লোক। আমার ক্ষুদ্রতাই আমাকে রক্ষা করে। তথাপি সময় সময় আমার বিরুদ্ধেও নিজের লোক নিয়োগের অপবাদ এই সকল পত্রে লিখিত হয়। এই সকল মন্তব্য সম্বন্ধে আমি উদাসীনতাই প্রকাশ করিয়া থাকি।



মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতৃগণ।

স্যার চার্লস মেটকাফ্।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড।

লর্ড মেকলে।

"আপনার লিখিত বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলে, আমাকে আপনার পক্ষে সম্পাদকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয়। আমার নিজের বিরুদ্ধে যদি এইরূপ কিছু লিখিত হইত, আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই পথ অবলম্বন করিতাম। কেন না মোকদ্দমা করিলে অপমানিতই হইতে হয়।"

স্যর চার্লস মেটকাফ গবর্ণর জেনারেল হইয়াই সুপ্রিম কাউন্সিলের ব্যবস্থা-সচিব মিঃ মেকলেকে মুদ্রাযন্ত্র আইনের নূতন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। ১৮৩৫ অব্দের ১৮ই মে-ব্যবস্থা সচিব মেকলে নূতন মুদ্রাযন্ত্র আইনের পাণ্ডুলিপি সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যগণের মন্তব্য সহ উপস্থিত করেন। স্যর চার্লস মেটকাফ ঐ দিনই তাহা বিলাতে কোর্ট অব ডাইরেক্টারের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করেন। এবং বিলাত হইতে অনুমোদন আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার কার্য্যকাল অবসান হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি ৩রা আগষ্টের কাউন্সেল সভায় এই নূতন আইন বিধি বদ্ধ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ফেলেন।

মেকলের মুদ্রাযন্ত্র আইনের পাণ্ডুলিপি।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা।

এদিকে এই নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি পাইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে তুমুল বাদানুবাদ উত্থিত হইল। অনেকেই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিলেন। সুতরাং আইন অনুমোদিত না হইয়া পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত আসিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভায় বাদানুবাদ।

১৮৩৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টারগণের বিরুদ্ধ মন্তব্য সহ পাণ্ডুলিপি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত আসিল। তাহার

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ৪ঠা এপ্রিল লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতবর্ষে পঁহুছিয়া ডিরেক্টার সভার মত। স্যর চার্লস মেটকাফ হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

মেটকাফ গেলেন, অকল্যাণ্ড আসিলেন। কিন্তু মন্ত্রী-পরিবর্ত্তন হইল না। সুতরাং মেকলের সে উচ্ছ্বসিত ভাষার পাণ্ডুলিপিই ইণ্ডিয়া হাউসে পুনরায় উপস্থিত হইল। ডাইরেক্টারগণ নিরুপায় হইলেন। স্যর চার্লস মেটকাফের সম্মান রক্ষিত হইল।

নূতন গবর্ণমেণ্টের সমর্থন।

এইরূপে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার আইন—লর্ড বেণ্টিঙ্কের সহায়তায়, স্যর চার্লস মেটকাফের আগ্রহাতিশয্যে, লর্ড অকল্যাণ্ডের সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহারে এবং সর্ব্বোপরি ব্যবস্থা-সচিব লর্ড মেকলের যুক্তিপূর্ণ লেখনীর প্রভাবে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সর্ব্ববিধ বাদ প্রতিবাদ ও কোলাহল অগ্রাহ্য করিয়া—অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল।

ইহার পর ১৮৫৭ অব্দে এক বৎসরের জন্য গ্যাগিং য়্যাক্ট (Gagging Act) প্রবর্ত্তন করিয়া লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্র আইনের একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন মাত্র। এতদ্ব্যতীত ১৮৭৭ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্যর চার্লস মেটকাফের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাযন্ত্র বিধিই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল।

গেগিং য়্যাক্ট।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৮৪০ অব্দে বাঙ্গালায় যে সকল ইংরেজী সংবাদ পত্র পরিচালিত হইতেছিল, নিম্নে তাহাদের নামের তালিকা প্রদান করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করা গেল।

চল্লিশ সনের ইংরেজী সাময়িক পত্র।

দৈনিক পত্রিকা। **প্রকাশক।**

ইংলিসম্যান (Englishman) জে, জে, ম্যাক্ ক্যান্ (J. J. Mc Cann)

বেঙ্গল হরকরা (Bengal Hurkara) Samual Smith & co.

কলিকাতা কুরিয়ার (Calcutta Courier) G. H. Huttman

কমার্সিয়েল এডভারটাইজার (Comercial Advertiser) L. Mendes

একচেইঞ্জ গেজেট (Exchange Gazette) C. Burdon.

মার্কেন্টাইল এডভারটাইজার (Mercantile Advertiser)

W. Rushton & co.

সপ্তাহে তিন দিন (3 times a week)

ইণ্ডিয়া গেজেট (India Gazette) G. H. Huttman.

কলিকাতা কুরিয়ার (Calcutta Courier) Do

সাপ্তাহিক পত্রিকা।

বেঙ্গল হেরাল্ড ও লিটেরারি গেজেট (Bengal Herald & Literary Gazette) S. Smith & co.

ওরিয়্যাণ্টাল অবজারভার (Oriental Observer) Wm. Rushton & co.

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (Friend of India) Serampore Press.

ইষ্টারন্ ষ্টার (Eastern Star) J. J. Mc. Cann. J.

উইকলি একজামিনার (Weekly Examiner) D. Drummond.

খ্রীষ্টিয়ান এডভোকেট (Christian Advocate) Baptist Mission.

কেথলিক এক্স্পজিটর (Catholic Expositor) P. S. D. Rozazio.

কলিকাতা একচেঞ্জ প্রাইস্ কারেণ্ট (Calcutta Exchange Price Current) Mackenzie Lyall & co.

হরকরা কমার্সিয়েল কারেণ্ট (Hurkara Commercial Current) Samual Smith & co.

পাক্ষিক

টেলেস্কোপ (Telescope). W. Rushton & co

মাসিক

কলিকাতা মান্থলি জার্ণাল (Monthly Journal) Samual Smith & co

এসিয়াটিক সোসাইটি জার্ণাল (A. S. Journal) The Secretary

ইণ্ডিয়া জার্ণেল অব মেডিকেল সায়েন্স (India Journal of Medical Science) F. Corbyn

ইণ্ডিয়া রিভিউ (India Review) Do

সায়েন্স সিলেকসন (Circular of S. Selection) Medical Society.

খ্রীষ্টীয়ান অবজারভার (Christian Observer) W. Thacker &co

খ্রীষ্টীয়ান ইণ্টেলিজেন্সার (Christian Intelligencer) T. Ostell &co

বেঙ্গল স্পোর্টিং মেগেজিন (Bengal Sporting Magazine) J. J. Mc. Cann. Junier

ত্রৈমাসিক।

বেঙ্গল আর্ম্মি লিষ্ট (Bengal Army list) Samual Smith &co

কলিকাতা কোয়ার্টারলি রেজিষ্টার (C. Quarterly Regester) Do.

জার্ণেল অব নেচারেল হিষ্টরি (Journal of Natural History) Bishop's College

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বার্ষিক-রিপোর্ট, গাইড, ডাইরেক্টরি প্রভৃতিও বাহির হইত।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাহিত্য প্রচারে প্রাচীন রাজ-বিধি।

আমাদের প্রাচীন ভারতে সাহিত্য প্রচারের কোন বিধি-নিয়ম ছিল না। প্রাচীন ভারতে রাজার উপর ব্রাহ্মণের অসীম প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণ-ব্যবস্থাপক যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাই রাজবিধি বলিয়া গণ্য ও মান্য হইত। সেই লিপিবদ্ধ সাহিত্য রাজার এবং রাজ্যশাসনের বিরোধী হইলেও তাহা রাজা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেন। এই বিধি অনুসারে চার্ব্বাক মতাবলম্বিগণ দণ্ডনীয় ছিলেন। তাঁহাদের মুখ বন্ধ করা হইত; তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াও দেওয়া যাইত। প্রাচীন ভারতে ইহার অধিক এ সম্বন্ধে কোন বিধি নিয়ম প্রচলিত ছিল, দেখিতে পাওয়া যায় না।

> প্রাচীন ভারতের রাজবিধি।

প্রাচীন ইউরোপে সাহিত্য প্রচার লইয়া এবং মধ্য যুগের ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র লইয়া যে সংগ্রাম চলিয়াছিল, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব।

ইউরোপে গ্রীস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেই প্রাচীন গ্রীসে দুই প্রকার দোষে গ্রন্থকারদিগকে দণ্ডনীয় করা হইত। (১) প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী লেখার জন্য ও (২) ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর লেখার জন্য। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক পেতাগোরাসকে প্রথমোক্ত অপরাধে অপরাধী করা হইয়াছিল। তিনি দেব-বাদ বিশ্বাস করিতেন না।

> প্রাচীন গ্রীসের রাজ-বিধি।

তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেই মতের বিরোধী ছিল। এই কারণে ৪১১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্ব্বাসিত হন এবং তাঁহার লিখিত পাণ্ডুলিপি সমূহ অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়।

দ্বিতীয় দোষ অনুসারে গ্রীসের কতকগুলি নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ নাটকগুলিতে অনেক জীবিত সম্ভ্রান্ত লোকের সম্বন্ধে অনেক গ্লানিকর বিষয় লিপিবদ্ধ ছিল; কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে ঐ নাটকগুলি মূল্যবান্ সাব্যস্ত হওয়ায় রাজকীয় পরীক্ষকগণ ঐ নাটকগুলির কেবল অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। সাধারণে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে কোন আপত্তি উথাপন করেন নাই। প্লেটো তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যকে সাহিত্যের হিসাবে এই গ্লানিকর একখানা নাটক পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এবং ধর্ম্মপ্রচারক ক্রাইসোস্তোম এই জঘন্য নাটকের একখানা পাঠ করিতে একাধিক রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

স্পার্টার অধিবাসীগণ কবি আর্কিয়োলোকাসকে তাঁহার কবিতা পুস্তকের দোষ হেতু নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক কি দোষে দুষ্ট ছিল, তাহা সাধারণে প্রকাশ হয় নাই।

গ্রীস্ হইতে সভ্যতা রোমে যায়। নেবিয়স গ্রীক সাহিত্যের আদর্শে রোমে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। নেবিয়সের তীব্র শ্লেষপূর্ণ কবিতা যখন রোমের অভিজাত সম্প্রদায়কে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করিল, তখন রোমেও গ্লানিপূর্ণ রচনার নিষেধ আইন বিধিবদ্ধ হইল। আইনের প্রভাবে নেবিয়স কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

প্রাচীন রোমান্ রাজবিধি।

রোম সম্রাট অগষ্টাসের সময় লোকনিন্দা ও দেবনিন্দা সম্পর্কীয় গ্রন্থ সকলই কেবল দগ্ধ করা হইয়াছিল এবং সেই সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারদিগকে

দণ্ডিত করা হইয়াছিল। এই সময় রোমীয় সাহিত্যে দুর্নীতি বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়া রোমীয় সাহিত্যকে গ্রীক সাহিত্যের ন্যায় কলঙ্কিত করিয়াছিল। এই দুর্নীতির প্রশ্রয়ে যখন রাশি রাশি অশ্লীল গ্রন্থ বাহির হইতে লাগিল, তখন অক্টেবিয়াস সিজার ওবিদ নামক জনৈক কাব্য-লেখককে তাহার অশ্লীল গ্রন্থ প্রচারের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

রোমে সাধারণ-তন্ত্র তিরোহিত হইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক বিপ্লবকারীমত-প্রচারক গ্রন্থের সহিত অনেক সৎ সাহিত্যও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরোধী মত সম্বলিত গ্রন্থগুলি পরীক্ষার জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সভা হইতে গ্রন্থ পরীক্ষা হইত এবং গ্রন্থকারগণ দোষী সাব্যস্ত হইলে দণ্ডনীয় হইতেন। অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকগণ ও মন্ত্রী সভা কোন্ গ্রন্থ পাঠ্য ও কোন্ গ্রন্থ অপাঠ্য, তাহাই কেবল নির্ণয় করিয়া দিতেন। অতঃপর রোমের পোপ রাজকীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বসিলে—তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধীন যে পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে নিয়মে আপত্তি-জনক যে কোন পুস্তকই দগ্ধ করা হইত। এই নিয়ম সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে বিষম অনিষ্ট কর হইয়াছিল। এবং এই নিয়মে রোমের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলিও অনলগর্ভে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পঞ্চম মার্টিনের শাসন-কাল পর্য্যন্ত এই কঠোর নিয়ম অব্যাহত ছিল।

পঞ্চম মার্টিন এ সম্বন্ধে যে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, কেবল খ্রীষ্টিয় মতের বিরোধী গ্রন্থ এবং তাহার গ্রন্থকারগণই দণ্ডার্হ। এই শাসন-ব্যবস্থা স্পেনেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

অতঃপর ১৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে ট্রেণ্টে গ্রন্থ বিচার সভার অধিবেশন হয়। ৪র্থ পায়াস এই সময় রোমের পোপের পদে সমাসীন। এই সভা পুস্তক পুস্তিকা সম্বন্ধে দশটী নিয়ম অবধারিত করেন। এই নিয়মে স্থির হয়—সভা অগ্রে পাণ্ডুলিপি পরিদর্শন করিবেন। পাণ্ডুলিপিতে আপত্তিকর বিষয় থাকিলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকা রাখা হইবে। সে তালিকা দুই প্রকারের। (ক) সর্ব্বাংশে দোষিত পাণ্ডুলিপি। (খ) সংশোধন-যোগ্য পাণ্ডুলিপি। নিষিদ্ধ গ্রন্থ প্রচারে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে ৬১ জন মুদ্রাকর নিষিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দণ্ডিত হন; তাঁহাদের মুদ্রিত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। এই কঠোর আইন ইউরোপীয় সাহিত্যের উন্নতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল। ৫ম পায়াসের মৃত্যুর পর এই কঠোর নিয়ম কতক পরিমাণে শিথিল হইয়া যায়।

ইংলণ্ডের প্রাচীন রাজ বিধি।

অতঃপর আমাদের ইংলণ্ডের কথা। অষ্টম হেন্‌রীর সময় সকল প্রকার পুস্তকই দগ্ধ করা হইয়াছিল। তারপর এডওয়ার্ডের রাজত্বে কাথলিক গ্রন্থ সমূহ, রাণী মেরীর রাজত্ব সময় প্রটেষ্টাণ্ট গ্রন্থ সমূহ, এলিজাবেথের সময় রাজনৈতিক গ্রন্থ সমূহ এবং ১ম জেমস্ ও তাঁহার পুত্রদিগের সময় ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থসমূহ দগ্ধ করা হয়। রাণী এলিজাবেথ কেবল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; এক জন গ্রন্থকারের দক্ষিণ হস্তটী—যাহা দ্বারা সে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল—কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং অন্য এক গ্রন্থকারের প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রথম চার্লসের সময় ইংলণ্ডে পুস্তক প্রণয়ন বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। পরীক্ষকগণ যে পুস্তক দোষণীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহা মুদ্রিত

হইত না। অতঃপর ঘাতকের কুঠারাঘাতে ১ম চার্লসের পতন হইলে, ইংলণ্ডে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই কবিবর মিল্টন তাঁহার এরিওপেজিটিকা(*Areopagitica*)প্রকাশ করিয়া সাহিত্য প্রচারে স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এইবার সাধারণ-তন্ত্রের অধিপতি ক্রমওয়েল, তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন ক্রমওয়েল গ্রন্থ পরীক্ষার কঠোরতা হ্রাস করিয়া দেন। এবং কিছু দিন পরে মিল্টনকেই সেই গ্রন্থ পরীক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। মিল্টনের সময়ে পার্লামেণ্টের অগ্রাহ্য কতকগুলি পুস্তকও তিনি ছাপাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

সাধারণ-তন্ত্র উঠিয়া গিয়া পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, নূতন মুদ্রাযন্ত্র আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনের নিয়মে—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক পুস্তকের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। মুদ্রাযন্ত্রের জামিন প্রচলিত হয়। ২০ জন মুদ্রাকরকে প্রধান মুদ্রাকর করা হয়। তাঁহারা জামিন দিয়া ২০টী যন্ত্র মাত্র চালাইবেন স্থির হয়। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইতে পারিবে না। নিষিদ্ধ পুস্তক মুদ্রিত করিলে মুদ্রাকরের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

এই আইনের কঠোরতায় মিল্টনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট্" (*Paradise Lost*) উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। পরীক্ষকগণ "প্যারাডাইস্ লষ্ট্" (*Paradise Lost*)কে নিষিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিধি বিলুপ্ত হয় এবং ইংলণ্ডীয় মুদ্রা যন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে।

ইহার পর ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রের উপর পুনরায় কড়াকড়ি আইন প্রবর্ত্তিত হয়।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে টাইম্‌স্ পত্র প্রকাশিত হয়। এই সময় ইংলণ্ডে সংবাদ-পত্রের উপর দেড় পেনি করিয়া ষ্টাম্প কর (Postal Revenue) লওয়া হইত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কর বৃদ্ধি করিয়া দুই পেনি করা হয়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাকমাশুল তিন পেনি করিয়া ধার্য্য হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদ পত্রের প্রত্যেক পাতার উপর চারি পেনি করিয়া কর ধার্য্য হয়; কাগজের উপরও উচ্চ কর ধার্য্য হইয়াছিল। ইহাতেও সংবাদ পত্রের প্রভাব হ্রাস হইল না দেখিয়া সংবাদ পত্রের আয়ের উপর টেক্স ধার্য্য হইয়াছিল। প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের উপর চারি শিলিং করিয়া কর লওয়া হইত।

১৮৩১ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ বৎসরে ইংলণ্ডের প্রায় সাত হাজার সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছিল এবং প্রায় ৫০০ শত ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই রূপ অসংখ্য প্রতিবন্ধক ভোগ করিয়া ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্র জগতে জয়লাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ও মফস্বলের সাময়িক পত্র।

মুদ্রাযন্ত্র যেমন পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উপায়, ডাকের ব্যবস্থাও তেমনি পত্রিকা প্রচারের শ্রেষ্ঠ সহায়। বাঙ্গালা ভাষা দ্বিতীয় রাজভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা ও শ্রীরামপুর ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য কোনও স্থান হইতে কোনও পত্রিকা বাহির হইত না। কলিকাতা হইতে যে সকল পত্রিকা বাহির হইত, তাহারও প্রায় সমস্তই স্থানীয় গ্রাহকের নিকট নগদ মূল্যে বিক্রয় হইত। ফিরিওয়ালারা গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করিত।

পল্লিপথ।

সেকালে মফস্বলের ডাকের ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দেশে ভাল রাস্তা-ঘাট ছিল না। গরু চলাচলের গোপাট দ্বারাই লোক চলাচল করিত। বস্তি অতিক্রম করিলেই বিজন বন-ভূমি। সেই বনভূমিতে লোক যাতায়াতের সামান্য চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া মসাল সাহায্যে অথবা ভীষণ শব্দ উৎপাদনকারী কোন যন্ত্র বাদন করিয়া তাহা অতিক্রম করিতে হইত। এইরূপ অবস্থায় ডাকের বন্দোবস্ত যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ তাহা করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন।

মুসলমান শাসন কালেও ডাকের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ডাকের প্রথা ইয়োরোপীয় সভ্যতার একটী সহচর। সুতরাং তাহা ইংরেজের বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে এদেশে প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

১৭৪৮ অব্দের একখানা গবর্ণমেণ্টের চিঠিতে অবগত হওয়া যায় যে, সে বৎসর মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৭ মাস কলিকাতা হইতে কোন ডাক মাদ্রাজ যায় নাই। এই দীর্ঘকাল ডাক চলাচল বন্ধ থাকার কারণ উল্লেখ করিয়া কলিকাতার গবর্ণর লিখিয়াছেন "it is not worth while to put the Company to the expense of *kasids* when we have nothing to advise." অর্থাৎ প্রেরণ যোগ্য সংবাদ কিছু না থাকায় অনর্থক ডাক বাহকের খরচ বহাল রাখা সঙ্গত মনে করা গেল না।

সেকালের ডাকের কথা।

ঐ সময় কটক ও গঞ্জামে ডাক যাতায়াত করিতেছিল। গবর্ণমেণ্টের আর এক খানা চিঠিতে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ ডাকবাহকগণ পথশ্রমে অপটু হেতু তাহাদিগের স্থলে অশ্বারোহী (mounted postman) নিযুক্ত করা হইল। *

অশ্বারোহী হরকরা।

পলাসির যুদ্ধের পর হইতে রীতিমত ডাক চলিবার বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হয়। ঐ সনেই কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ এবং তাহার অব্যবহিত অরে, ঢাকা, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে সরকারী দৈনিক-ডাক গমনাগমনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। †

মফস্বলে ডাক।

১৭৬৩ অব্দে গবর্ণরের লিখিত রাজ মহলের ফৌজদার কুতুব আলমের নামীয় চিঠিতে ‡ অবগত হওয়া যায় যে ঐ ফৌজদার ঢাকার ডাক বাহকদিগকে ধরিয়া কয়েদ রাখায় রাজমহল অঞ্চলের ডাক বাহকগণ ডাক লইয়া সে পথে যাতায়াত করিতে অনিচ্ছুক হয়। ফলে গবর্ণর পাটনা হইতে যে ডাক

ডাকের গোলমাল।

* Selections from Unpublished Records of Govt. Vol I Page lii. † Do. Record Nos. 325,667,704. ‡ Ibid.

প্রতি দিন প্রাপ্ত হইতেন, তাহা চারি দিন যাবত একেবারে পাইতেছেন না। এ সম্বন্ধে গবর্ণর ফৌজদারের নিকট—ডাক বন্ধ করিয়া ডাক বাহককে যে কয়েদ রাখা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে—নবাবের আদেশের প্রতিলিপি চাহিয়াছেন।

এই সরকারী ডাকে সরকারী চিঠি পত্রই প্রেরিত হইত। সাধারণের কোন চিঠি গৃহীত হইত না। ইহাতে দেশীয় লোকের না হউক, দেশের বণিক সম্প্রদায়ের ভয়ানক অসুবিধা হইত। তাঁহাদের বিভিন্ন স্থানের আরৎ সমূহ হইতে সংবাদ পাইবার এবং মফস্বলের বাণিজ্য কুঠি সমূহে সংবাদ প্রেরণ করিবার কোন উপায় ছিল না।

সরকারী ডাকে সাধারণের চিঠি।

উপায়ান্তর না দেখিয়া বণিক সম্প্রদায়ও গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে বেসরকারী (Private) ডাক-প্রথা প্রবর্ত্তিত করতঃ নিজ নিজ সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। * সুদূর মফস্বলের জমিদারেরা তাঁহাদের কলিকাতাস্থ উকীলের † উপর কার্য্যের ভার ন্যস্ত রাখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন। প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইলে উক্ত উকীল চিঠি সহ লোক পাঠাইয়া সংবাদ প্রেরণ অথবা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা সেকালের রাজা জমিদারদিগের চিঠি পত্র আদান প্রদানের দুই একটী ব্যবস্থার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

বেসরকারী ডাক।

জমিদারী ব্যবস্থা।

---

* The History of India (J. C. Marshman) II. Page 778.

† তখন পরীক্ষোত্তীর্ণ উকীল মোক্তার ছিল না। বড় বড় জমিদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ যাঁহারা রাজধানী বা প্রধান নগরে থাকিয়া জমিদারদিগের কার্য্য করিতেন, তাঁহাদিগকেই উকীল বলা হইত; কোন কোন স্থলে তাঁহাদিগকে মোক্তারও বলা হইত।

জঙ্গলবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান সাহেবদিগের ও সুসঙ্গের রাজাদিগের বাসস্থান রাজধানী কলিকাতা হইতে প্রায় চারিশত মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত দেওয়ান সাহেবেরা ও রাজারা তাঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য সেকালে মুর্শিদাবাদে ও ঢাকায় এবং পরে কলিকাতায় ও ঢাকায় উকীল নিযুক্ত রাখিতেন। কলিকাতার উকীল জমিদার সরকারের প্রয়োজনীয় চিঠি "আরিন্দা" সহ তাঁহাদের ঢাকার উকীলের নিকট পাঠাইতেন এবং ঢাকার উকীল ঐ চিঠি নির্দ্দিষ্ট পাইক দ্বারা জঙ্গলবাড়ী ও সুসঙ্গ প্রেরণ করিতেন।

কলিকাতায় সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা হইলে এবং বঙ্গদেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে জেলা স্থাপিত হইলে, ডাকের সুব্যবস্থা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন প্রতি জেলার প্রধান নগরে ডাকঘর স্থাপিত হয়।

গবর্ণমেণ্টের ডাক যখন রীতিমত চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার সেই বিরাট ব্যয় সংকুলন জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীদিগের প্রবর্ত্তিত বেসরকারী ডাক চলাচল-প্রথা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এবং তাহার প্রবর্ত্তকদিগকে দণ্ডিত করিয়া তাহা উঠাইয়া দিয়া সরকারী ডাকে জনসাধারণের চিঠি গ্রহণ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন। *

বে সরকারী ডাকের উচ্ছেদ।

এই সময় গবর্ণমেণ্ট যে হারে ডাক মাশুল ধার্য্য করিয়াছিলেন,

---

* "Private posts had long been established in India by the mercantile community, but Government had thought fit to abolish them under heavy penalties." —J. C. Marshman.

তাহা এত অধিক হইয়াছিল যে, সাধারণের কথা দূরে থাকুক, বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেই সেই হারে মাশুল দিয়া সংবাদ আদান প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। এই উচ্চ হারের উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিক মার্সম্যান লিখিয়াছেন—"সরকারী ডাকে পত্র প্রেরণ—ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে এক রকম অসাধ্য ব্যাপার ছিল, এমন কি বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত তাহা একটী গুরুতর ভার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।" *

সরকারী ডাকের উচ্চ মাশুল।

এত অধিক ডাক মাশুলে পত্রিকা চালান অসম্ভব মনে করিয়া অনেক পত্রিকা পরিচালক ডাকের মাশুল কমাইয়া দিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস নিকট প্রার্থনা করেন।

অতঃপর ১৭৮৪ অব্দের ২রা ডিসেম্বর পোষ্টমাষ্টার জেনারেল কলিকাতা হইতে ডাকের চিঠি পত্রের নিম্নলিখিতরূপ মাশুল নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। †

২॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—কলিকাতা হইতে—বরাকপুর, হুগলী ও চন্দননগর—এক আনা। বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রাজাপুর, কুলপী, মেদেনীপুর, বালেশ্বর—দুই আনা। রাজমহল, ভাগলপুর, ঢাকা, কটক—তিন আনা। দিনাজপুর, মুঙ্গের—চারি আনা। পাটনা ও গঞ্জাম—পাঁচ আনা। চট্টগ্রাম ও বক্সার—ছয় আনা। কাশী—সাত আনা।

* "The postage by the public mail was, for a poor population like that of India, prohibitory and it was felt to be a severe tax even by the merchants."—History of India.

† Selections from Calcutta Gazette I. Page 9.

৩॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর, হুগলী ও চন্দননগর—দুই আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—চারি আনা। রাজমহল প্রভৃতি—ছয় আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি—আট আনা। পাটনা প্রভৃতি—দশ আনা। চট্টগ্রাম * ও বক্সার—বার আনা। কাশী—চৌদ্দ আনা।

৪॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর, হুগলী, চন্দননগর—তিন আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—ছয় আনা, রাজমহল প্রভৃতি—নয় আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি—বার আনা। পাটনা প্রভৃতি—পনর আনা। চট্টগ্রাম ও বক্সার—আঠার আনা। কাশী—এক টাকা পাঁচ আনা।

৫॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর প্রভৃতি চারি আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—আট আনা। রাজমহল প্রভৃতি বার আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি এক টাকা। পাটনা প্রভৃতি—পাঁচ শিকা। চট্টগ্রাম প্রভৃতি—দেড় টাকা। কাশী—পৌনে দুই টাকা।

৬॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর প্রভৃতি—পাঁচ আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—দশ আনা। রাজমহাল প্রভৃতি—পনর আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি—পাঁচ শিকা। পাটনা প্রভৃতি—এক টাকা নয় আনা। চট্টগ্রাম প্রভৃতি—এক টাকা চৌদ্দ আনা এবং কাশী পর্য্যন্ত—দুই টাকা তিন আনা।

---

* ১৭৯৫ অব্দে ডায়মণ্ড হারবার হইতে কক্সবাজার পর্য্যন্ত সমুদ্রপথে ষ্টীমার-ডাক প্রচলিত হয়। অতঃপর এই পথে যাহারা ডাক পাঠাইতেন, তাহাদিগকে মাশুল—চিঠি প্রতি দুই আনা অতিরিক্ত দিতে হইত। *Vide* The Good Old Days &c.

চিঠির ডাকে ৪ ইঞ্চি × ৯॥ ইঞ্চি আয়তনের অপেক্ষা বড় চিঠি পাঠান যাইত না। ইহা অপেক্ষা বড় আয়তনের ও অধিক ওজনের দ্রব্য বা কাগজ পত্র সপ্তাহে দুইবার (সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রে) বাঙ্গি ডাকরূপে জেনারেল পোষ্ট আফিসে গৃহীত হইত।

বাঙ্গিডাক।

এই সময় ডাকের টিকেট প্রচলিত ছিল না। প্রেরক ডাকঘরে চিঠি-পত্র দিলে, তাহা ওজন করিয়া স্থানের দূরত্ব অনুসারে মাশুল ধার্য্য হইত। এবং প্রাপকের নিকট হইতে মাশুল লইয়া চিঠি-পত্র বা পত্রিকা প্রাপককে প্রদান করা হইত। কিছু দিন এই নিয়মে চলিয়াছিল। এই নিয়মে মাশুল আদায় করা কঠিন হইয়া উঠিলে, ১৭৮৫ অব্দের ১৭ই মে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ডাক মাশুলের পয়সা পিয়নের হস্তে না দিলে, প্রাপককে চিঠি দিবার নিয়ম রহিত করিয়া দেন। *

মাশুলের নিয়ম।

বঙ্গদেশের বহির্ভাগে ডাকের মাশুল আরও অধিক ছিল। ১৭৮৯ অব্দে কলিকাতা হইতে বোম্বাই ডাক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথম প্রথম গবর্ণমেন্টের ডাকের সঙ্গে বিনা মাশুলে সাধারণের চিঠি প্রেরিত হইত। ডাক প্রতি সোমবার অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে রওনা হইত এবং মছলীপট্টম ও পুনা হইয়া বোম্বাই যাইত। † ১৭৯০ অব্দের ১৪ই জানুয়ারী বোম্বাই হইতে ডাক প্রেরণের যে মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল, তাহা নিম্নে কলিকাতা গেজেট হইতে উদ্ধৃত হইল। ‡

বাঙ্গালার বাহিরে ডাক মাশুল।

* Selections from Calcutta Gazette I P. 193.

† Selections from Calcutta Gazette II P. 224.

‡ Selections from Calcutta Gazette II P. 16.

বোম্বাই হইতে—পুনা পর্য্যন্ত একখানা চিঠির মাশুল দুই টাকা। কুলজাপুর পর্য্যন্ত—তিন টাকা পাঁচ পাই। হায়দরাবাদ—তিন টাকা আট পাই। মছলিপট্টম—চারি টাকা এক আনা। মাদ্রাজ—ছয় টাকা এক আনা দুই পাই। গঞ্জাম—আট টাকা এক আনা চারি পাই। কলিকাতা—পাঁচ টাকা এক আনা নয় পাই।

এই মাশুল ডাকঘরে চিঠি দিবার সময়ই দিতে হইত।

১৭৯১ অব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে এই হার কমাইয়া নিম্নলিখিত হার বিজ্ঞাপিত হয়।

২॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠির মাশুল—কলিকাতা হইতে হায়দরাবাদ—এক টাকা এক আনা। পুনা—এক টাকা সাত আনা। বোম্বাই—এক টাকা নয় আনা।

৩॥ তোলা ওজনের চিঠির মাশুল—২॥ তোলা ওজনের চিঠির মাশুল অপেক্ষা দ্বিগুণ। ৪॥ তোলা চিঠির—ত্রিগুণ, ৫॥ তোলা চিঠির—চারি গুণ—ইত্যাদি।

১৭৯৩ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের রেগুলেসন অনুসারে এক আনা মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার প্রস্তাব হওয়ায়, এক আনার ঊর্দ্ধ ডাক-মাশুল তামার পয়সা দ্বারা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছিল। ঐ অব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে ঐ আদেশ রহিত করিয়া এক টাকার অনধিক মাশুল নগদ পয়সা দ্বারা লইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়।

মাশুল—নগদ পয়সা।

বাঙ্গালার ডাক বর্ষার সময় নৌকায় প্রেরিত হইত। ডাকের নৌকায় যাত্রিকও লওয়া হইত। যাত্রিকগণ পৃথক ভাড়া দিয়া টীকেট ক্রয় করিয়া ডাকের নৌকায় যাইতেন এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া অবতরণ

ডাকের নৌকা ও ডাকের পাল্কী।

করিতেন। এই সময় যাতায়াতের খরচ অত্যন্ত অধিক ছিল; সেই জন্য ডাক মাশুলের হারও এত অধিক ছিল; লোক যাতায়াতের জন্য ডাক-পাল্কিরও বন্দোবস্ত ছিল।

ডাক পাল্কীর ব্যয়।

১৭৮৫ অব্দের ৬ই জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে ডাক পাল্কীর যে ব্যয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উক্ত গেজেট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কলিকাতা হইতে চন্দন নগর ১৮ মাইল পথ, একটী মোট (বাঙ্গি) সহ একজন আরোহীর ভাড়া ১২৷৷০ টাকা। অতিরিক্ত মোট থাকিলে, প্রতি মোটের জন্য দুই টাকা করিয়া অধিক দিতে হইত।

চুঁচুড়া, হুগলি অথবা বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল, এক মোট সহ ৪২।৵। অতিরিক্ত প্রতি মোট ৩৶০।

মৃজাপুর—৫৬ মাইল—৭০৲; অতিরিক্ত থাকিলে প্রতি মোটের জন্য ৬৲।

বহরমপুর, কালকাপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি ১১৮ মাইল—১৪৭৷৷০; অতিরিক্ত থাকিলে প্রতি মোটে ১২৲।

রাজমহল—১৯১ মাইল—২৩৮৶০; অতিরিক্ত প্রতি মোট ১৯৲।

ভাগলপুর—২৬৩ মাইল—৩২৮৶০; অতিরিক্ত প্রতি মোট ২৬৲।

মুঙ্গের—৩০১ মাইল—৩০৬৲; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৩০৲।

পাটনা, বাঁকিপুর প্রভৃতি ৪০০ মাইল ৫০০৲; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৪০৲।

দিনাপুর—৪১০ মাইল—৫১২৷৷০; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৪১৲।

বক্সার—৪৯২ মাইল—৬১৫৶০; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৪৯৲।

কাশী—৫৬৬ মাইল—৭০৭৷৷০; অতিরিক্ত প্রতি মোট ৫৬৷০।

কলিকাতা হইতে নৌকায় কাশী ৭৫ দিনে ও ঢাকায় ৩৭৷৷ দিনে যাওয়া যাইত।

বিলাতী চিঠির মাশুল।

বিলাতে প্রেরিত চিঠি পত্রের মাশুলও এই সময় অত্যন্ত অধিক ছিল। ১৭৯৩ অব্দে কোম্পানীর জাহাজে যে সকল বেসরকারী (Private) চিঠি পত্র ও পুলিন্দা (Package) যাইত ও আসিত তাহার মাশুল নিম্নলিখিত হারে ছিল।

২ আউন্সের অধিক ওজনের চিঠির মাশুল—চারি সিক্কা টাকা।

৩ আউন্সের অধিক ওজনের চিঠির মাশুল—নয় সিক্কা টাকা।

৪ আউন্সের অধিক ওজনের চিঠির মাশুল—ষোল সিক্কা টাকা।

ইহার পর যত আউন্স ওজন হইত; তাহার চারি গুণ সিক্কা টাকা মাশুল ধার্য্য হইত। *

মাশুল ধার্য্যের কার্য্যালয়।

মিঃ রিচার্ড আমুটী (Richard Ahmuty) নামক পাবলিক ডিপার্টমেণ্টের হেড এসিষ্টাণ্ট মাশুল ধার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কাউন্সিল হাউসের নিম্নতলস্থ একটী কুঠরীতে তাঁহার কার্য্যালয় ছিল। বিলাতি ডাক রওয়ানা হইবার দশ দিন পূর্ব্বে—রবিবার ব্যতীত অন্যান্য বারে ১০টা হইতে ৪টার মধ্যে এবং রাত্রে ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে এই সকল চিঠি পত্র গৃহীত হইত। †

* The Good Old Days of John Company &c. দুই আউন্সের অনধিক ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল তখন কত ছিল, তাহার উল্লেখ এখানে দেখা গেল না।

† *The Good Old Days of John Company.*

ইয়ুরোপ হইতে যে সকল চিঠি আসিত, তাহা কলিকাতায় বিলি হইতে—বার তোলার অনধিক ওজনের মাশুল আট আনা এবং তদতিরিক্ত হইলে এক টাকা ধার্য্য ছিল। এই মাশুল অবশ্য প্রেরকের অগ্রিম প্রদত্ত বিলাত হইতে বোম্বাই বন্দরে আসিবার মাশুলের অতিরিক্ত ছিল। *

বিলাতী চিঠির অতিরিক্ত মাশুল।

১৭৯৫ অব্দের সরকারী এক ইস্তাহারে অবগত হওয়া যায় যে, এই সময় কোম্পানীর নোট (currency notes) ডাকে পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ঐ নোট প্রথমতঃ খোলা খামে ভরিয়া তাহার উপর প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত করিতে হইত। ঐ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহা পরীক্ষা করিয়া তাঁহার খাতায় উহা জমা করিয়া প্রেরককে তাহার রসিদ প্রদান করিতেন। ইহাই বোধ হয় বর্ত্তমান রেজেষ্টরী প্রথার আদিম ব্যবস্থা। †

নোট প্রেরণ প্রথা।

এই সময়ের (১৭৯৫—২১শে মে) আর একটী বিজ্ঞাপনী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আগ্রা এবং দিল্লী প্রভৃতি স্থানের ডাক চলাচলের রাস্তা জ্ঞাপক একখানা মানচিত্র প্রস্তুত হইয়া প্রতি খণ্ড ৮৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল। ‡

ডাকের-রাস্তার মানচিত্র।

এই সময় ফরাসিদিগের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ চলিতে থাকায়, ডাক মারা যাইবার অনেক কারণ ছিল; সে জন্য সরকারী চিঠি তিন পথে তিনখানা করিয়া বিলাতে পাঠাইতে হইত। সাধারণের চিঠি জলে ও স্থলে দুই পথে দুই খানা লওয়া হইত।

বিলাতী ডাকের পথ।

* The Good Old Days &c. † Ibid. ‡ Ibid.

এই সময় বিলাতে যাইবার জলে ও স্থলে তিনটী পথ প্রচলিত ছিল। জলপথ—বোম্বাই হইতে মহাসমুদ্র ঘূরিয়া এবং স্থলপথ বোসারা হইয়া ও এলেপ্পো হইয়া। পলাসি যুদ্ধের সংবাদ শেষোক্ত পথে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। *

১৭৯৪ অব্দের ৪ঠা জানুয়ারীর "বোম্বে কুরিয়ারে" বিলাতে চিঠি পাঠাইবার মাশুল নিম্নলিখিতরূপ বৃদ্ধিহারে বিজ্ঞাপিত হয়।

বিলাতি ডাকের মাশুল বৃদ্ধি।

সিকি তোলা ওজনের চিঠি বোম্বাই হইতে বোসারা হইয়া—দশ টাকা; অর্দ্ধ তোলা ওজনের চিঠি—পনর টাকা এবং একতোলা ওজনের চিঠি—কুড়ি টাকা। বিলাতি চিঠির মাশুল প্রাপককে চিঠিখানা প্রাপ্ত হইয়া দিতে হইত। †

এই সময় চিঠি পত্র জলপথে মহাসমুদ্র ঘুরিয়া ছয় মাস হইতে আট মাসে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিত। ‡ বৎসর কাল মধ্যে যিনি বিলাতের চিঠির উত্তর পাইতেন তিনি ত নিজকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়াই মনে করিতেন।

বিলাতি ডাকে চিঠি পত্রের সংখ্যা।

ডাকের মাশুল এইরূপ উচ্চহারে নির্দ্দিষ্ট থাকায় বিলাতি সংবাদ পত্র বড় অধিক এ দেশে আসিত না। এ দেশের পত্রিকাও মফস্বলে বড় অধিক যাইত না। কলিকাতার প্রধান প্রধান দুই এক জনের নিকট

---

* Selections from Unpublished Records

† Selections from Calcutta Gazette III Page I.

‡ Selections from Unpublished Recordএর ৩২৮ নম্বর রেকর্ডে প্রকাশ—১৭৫৭ সনে Syren নামে একখানা স্লুপ চারি মাসেরও নাকি কম সময়ে বিলাত হইতে বোম্বাই আসিয়াছিল। এই স্লুপ কি উপায়ে কোন পথে আসিয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় না।

বিলাতি পত্রিকা দুই একখানা আসিত। ১৭৯৮ অব্দে কোম্পানীর সরকারী কর্ম্মচারিগণের নিকট বিলাতের চিঠিপত্র ও এখান হইতে তাহাদের বিলাতে প্রেরিত চিঠিপত্র, বিনা মাশুলে যাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। কোম্পানীর কর্ম্মচারিদিগের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইলে বিলাতি ডাকে চিঠি পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

মাশুলের হার এদেশেও এইরূপ উচ্চ থাকায় কলিকাতা হইতে বাঙ্গালার বাহিরে বা ভিতরেই যে খুব বেশী সংখ্যক চিঠি বা পত্রিকা যাতায়াত করিত তাহা নহে। ১৭৯৫ অব্দের ৮ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে প্রেরিত ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের ডাক গঙ্গায় নৌকা ডুবি হইয়া মারা গেলে যে অনুসন্ধান হইয়াছিল, সেই অনুসন্ধানের ফল হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তখন অতি সামান্য কয়েকখানা করিয়া চিঠি ও পত্রিকা বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। সেই দিন ভাগলপুরের ডাকে সরকারী চিঠি ছিল—চারিখানা, অন্যান্য লোকের চিঠি ছিল চারিখানা, একখানা ছিল "মর্ণিংপোষ্ট" এবং বারখানা ছিল অন্যান্য সাময়িক পত্র। মুঙ্গেরের ডাকে ছিল—দুইখানা সরকারী চিঠি, তিনখানা বাজে লোকের চিঠি এবং আটখানা সাময়িক পত্র।*

দেশী ডাকে চিঠি পত্রের সংখ্যা।

ডাকের এই উচ্চ হারের বিষয় লইয়া অনেক পত্রিকা পরিচালকই গবর্ণর জেনারেলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ ব্যক্তিগত অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ২।১ জন ভাগ্যবান্ সম্পাদক ব্যতীত অন্য কেহ যে সেরূপ অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ অবগত হওয়া যায় নাই।

মাশুল সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ।

* *The Good Old Days of Hon'ble John Com. I.*

ইহার পর ক্রমে ডাকের ব্যবস্থা বিস্তৃত হইতে থাকে। সংবাদ-পত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে দূরবর্ত্তী মফস্বল হইতেও সাময়িকপত্র বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

মফস্বলে সাময়িক পত্র।

মফস্বলের প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র—"সমাচার দর্পণ"। ১৮১৮ অব্দে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস সমাচারদর্পণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহা অর্দ্ধ মাশুলে ডাকে বিলি হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে অন্যান্য পত্রিকা পরিচালকগণও লর্ড হেষ্টিংসের নিকট সংবাদ-পত্রিকার জন্য ডাকমাশুলের বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে মেমোরিয়েল প্রেরণ করেন। ফলে ১৮২১ অব্দের ৩০শে জানুয়ারি স-কাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল সংবাদ-পত্রিকার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম ও মাশুল নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

সংবাদপত্রের মাশুল।

১ম—যে সকল সংবাদ-পত্র সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইয়া একবার ডাকে বিলি হইবে, তাহা তিন সিক্কা তোলার অনধিক ওজনের হইলে, এক খানা চিঠির মাশুলে যাইবে।

২য়—যে সকল সংবাদ-পত্র সপ্তাহে দুই বা তিন বার প্রকাশিত হইয়া দুই বা তিন বার বিলি হইবে, তাহা ২॥ সিক্কা তোলার অনধিক হইলে একখানা চিঠির মাশুলের ¾ অংশ মাশুলে গৃহীত হইবে।

৩য়—যে সকল সংবাদ পত্র সপ্তাহে তিন বারের অধিক প্রকাশিত হইয়া তিন বারের অধিক ডাকে বিলি হইবে, তাহা সিক্কা দুই তোলার অনধিক হইলে এক খানা চিঠির অর্দ্ধ মাশুলে বিলি হইবে।

৪র্থ—পত্রিকার ওজন অতিরিক্ত হইলে চিঠির নিয়মে ডাক মাশুল বর্দ্ধিত হারে ধরা হইবে।"

মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে তখনও কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

এই সময় ডাকের কার্য্যে যে খুব সতর্কতা অবলম্বিত হইত, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সরকারী বিজ্ঞাপনী হইতেই একটী গুরুতর ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিতেছি। ঐ সরকারী বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ—১৮১২ অব্দের একটী ডাকের চিঠি-পূর্ণ বেগ কেরাণীর অনবধানতা বশতঃ ১৮২৮ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত ডাকঘরের একটী বাক্সের কোণে পড়িয়া রহিয়াছিল! *

ডাকের ত্রুটীর নমুনা।

এই সময়ও ব্যারিং ডাকের প্রথাই প্রচলিত ছিল। ডাকের চিঠিকে সেকালের লোক দেবতার বিশেষ দান বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন সমাজের চিত্র প্রদর্শন করিতে যাইয়া জনৈক সেকালের লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন—"আমাদের প্রাতর্ভোজনের সময় (৯টা—১০টা) দৈনিক ডাক আসিত; এবং তাহাই আমাদিগকে বাহিরের খবর প্রদান করিত। পত্র তখন প্রকৃত পক্ষেই একখানা পত্রিকা ছিল। তাহা বর্ত্তমান ৵১০ পয়সার চিঠি নহে; দুই আনা, কখন কখন বা চারি আনা মাশুলের চিঠী ছিল। এই সকল চিঠি সেকালের বৃদ্ধ লোকেরা পাড়া-গাঁ হইতে লিখিত। সেকালে চিঠিতে তাগিদদারের তাগিদ বা ব্যবসায়ীর বিল পরিষ্কার করিবার অনুরোধ থাকিত না। সুতরাং তাহা কেহই ভয়ের চক্ষে দেখিত না; বরং পরম সমাদরে গ্রহণ করিত। কোন চিঠীর উপর কাল রেখা চিহ্নিত থাকিলে তাহাই শোকসূচক বলিয়া গৃহীত হইত। সেকালের ডাকের গতি ধীর মন্থর ও বিরক্তিজনক হইলেও বর্ত্তমান সময় ডাকে যে গোলমাল হয়, সেকালে ডাকের চিঠি পত্রে সেরূপ গোলমাল হইবার আশঙ্কা ছিল না। ডাক-টীকেটের প্রচলন না থাকায় চিঠিপত্র ব্যারিং

সেকালের চিত্র।

* *Selections from Calcutta Gazette* V. 68.

যাইত। প্রত্যেকখানা চিঠিই ডাক ঘরে জমা হইত এবং প্রেরক তাহার রসিদ পাইতেন। বিলির সময়ও জমা পুস্তকে গ্রাহকের রসিদ লইয়া পত্র-পত্রিকা গ্রাহককে প্রদান করিতে হইত। পিয়ন গৃহে আসিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইত তাহার কাছেই পত্র ফেলিয়া যাইত না; মালীক উপস্থিত না থাকিলে বাড়ীর ভিতরে রসিদ পুস্তক সহ ডাক পাঠাইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিত। বর্ত্তমান সময়ের রেজেষ্টরী চিঠি পত্র সেই প্রাচীন রীতির অনুসরণে চলিতেছে।" *

১৮৩৭ অব্দের পোষ্টেল আইন অনুসারে সংবাদ-পত্রের মাশুল নিম্নলিখিত হারে ধার্য্য হয়। †

মাশুলের নিয়ম পরিবর্ত্তন।

২০ মাইল দূর পর্য্যন্ত দুই দিকে খোলা সংবাদ-পত্র, পুস্তিকা, ছাপার কাগজ প্রভৃতি ৩॥তোলা ওজনের পর্য্যন্ত এক আনা। ছয় তোলা পর্য্যন্ত, দুই আনা। চারি শত মাইল দূর পর্য্যন্ত—ঐরূপ প্যাকেট ৩॥তোলা ওজনের পর্য্যন্ত দুই আনা। ছয় তোলা ওজনের পর্য্যন্ত চারি আনা। চারি শত মাইলের উর্দ্ধে উপর্যুক্ত হারে তিন আনা ও ছয় আনা। এতদতিরিক্ত ওজনে প্রতি তিন তোলায় এক আনা হারে অধিক গৃহীত হইত।

সাধারণ চিঠি পত্রের মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল—

এক তোলা ওজনের চিঠি ২০ মাইল পর্য্যন্ত—এক আনা। ৫০ মাইল, দুই আনা। এক শত মাইল, তিন আনা। দেড় শত মাইল, চারি আনা। দুই শত মাইল পাঁচ আনা। আড়াই শত মাইল, ছয় আনা। তিন শত মাইল, সাত আনা। চারি শত মাইল, আট আনা। পাঁচ শত মাইলে, নয় আনা। ছয়

* Calcutta Review—1881.

† Directory of Calcutta—1840.

শত মাইলে, দশ আনা। সাত শত মাইলে, এগার আনা। আট শত মাইলে, বার আনা। নয় শত মাইলে, তের আনা। হাজার মাইলে, চৌদ্দ আনা। বার শত মাইলে, পনর আনা। চৌদ্দ শত মাইলে, এক টাকা।

চিঠির ওজন এক তোলার উর্দ্ধ হইলে প্রতি তোলায় এক আনা অধিক গৃহীত হইত।

৬০০ তোলার অনধিক এবং ১৫×১২×১২ অর্থাৎ ২১৬০ ঘন ইঞ্চি আকারের অনধিক বাঙ্গি প্যাকেটের মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল—

৫০ মাইলে প্রতি ৫০ তোলায়—ছয় আনা। এক শত মাইলে প্রতি ৫০ তোলায়—নয় আনা। তারপর প্রতি ৫০ মাইলে প্রতি ৫০ তোলায়—তিন আনা করিয়া বৃদ্ধি। ইত্যাদি।

সংবাদ-পত্র ও পুস্তক ইত্যাদি মুদ্রিত কাগজ পত্র বাঙ্গিতে ৪০ তোলা পর্য্যন্ত যাইত। ১০০ মাইলে প্রতি ২০ তোলা পর্য্যন্ত—দুই আনা। তৎপর প্রতি শত মাইলে, প্রতি বিশ তোলায়—এক আনা করিয়া অধিক। চল্লিশ তোলায় ডবল গৃহীত হইত।

বিলাতে চিঠি যাইবার ও বিলাত হইতে চিঠি আসিবার মাশুল ধার্য্য হইয়াছিল—প্রতি অর্দ্ধ আউন্স ওজনের চিঠির জন্য এক শিলিং। ডবল চিঠির জন্য (For every double letter.) দুই শিলিং। তিনখানা চিঠির জন্য (For every treble letter.) তিন শিলিং। একখানা এক আউন্স ওজনের হইলে এক খানাতেই চারি শিলিং মাশুল। এই চারি শিলিংএ তিনখানা পর্য্যন্ত চিঠি যাইত। এক আউন্সের অতিরিক্ত অর্দ্ধ আউন্স ওজনের জন্য এক শিলিং করিয়া অতিরিক্ত গৃহীত হইত।

বিদেশের চিঠির জন্য অতিরিক্ত জাহাজ মাশুল (Ship-

Postage)—তিন তোলা চিঠির জন্য দুই আনা ও ৬ তোলা মুদ্রিত পত্রিকাদির জন্য এক আনা ধার্য্য হইয়াছিল। এই মাশুল জাহাজের পরিচালক বা কমেণ্ডারের প্রাপ্য ছিল।

ডাক টিকেট প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রাপককে মাশুল দিয়া পত্র-পত্রিকা গ্রহণ করিতে হইত। সুতরাং কলিকাতার সংবাদ-পত্রিকা ও মাসিক পত্রিকা গুলির অব্যাহত গতিতে মফস্বল ভ্রমণ করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু যে সকল পত্রিকা পরিচালক পত্রিকার বৎসরের ডাক মাশুল অগ্রিম জমা দিতে পারিতেন, তাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের পত্রিকা গ্রাহকের নিকট বিনা মাশুলেই যাইত। কিন্তু এরূপ ব্যাপার সামান্য ব্যয় ও বিড়ম্বনা সাধ্য ছিল না।

সংবাদ-পত্রের অগ্রিম মাশুল।

পত্রিকা পরিচালন সেই সময় কিরূপ গুরুতর ব্যয় সাধ্য ব্যাপার ছিল, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে "কলিকাতা জার্ণালের" বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই পত্রিকা খানা ভারতের সর্ব্বত্র যাহাতে প্রেরণ করা যাইতে পারে, তজ্জন্য ইহার পরিচালকগণকে ডাক ঘরে অগ্রিম টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। এই সময় কলিকাতা হইতে নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানের ডাক মাশুল এক আনা হইতে ছয় টাকা পর্য্যন্ত ছিল। এইরূপ বিভিন্ন হারের অনুপাত ধরিয়া কলিকাতা জার্ণালের পরিচালকগণকে চল্লিশ হাজার টাকা এক বৎসরের অগ্রিম মাশুল স্বরূপ কলিকাতা ডাক ঘরে জমা দিতে হইয়াছিল। এই টাকা জমা দেওয়ায় 'কলিকাতা জার্ণালের' গ্রাহকগণকে পত্রিকা গ্রহণ করিতে আর মাশুল দিতে হইত না। সুতরাং অল্পদিন মধ্যেই কলিকাতা

পত্রিকা পরিচালনের গুরুতর ব্যয়ের দৃষ্টান্ত।

জার্ণালের গ্রাহক সংখ্যা আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই অর্থ ব্যয় করিয়াও "কলিকাতা জার্ণাল" শান্তিতে পরিচালিত হইতে পারিল না। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত কলিকাতা জার্ণালের বিরোধ বাঁধিয়া গেলে, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার শাসনাধীন স্থানে—অগ্রিম মাশুল জমা থাকা সত্ত্বেও—জার্ণাল বিনামাশুলে বিলি হইতে দিলেন না। সুতরাং মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশে কলিকাতা জার্ণালের কোন পুলিন্দা বা ব্যারিং দাবি করিয়া গ্রাহকের নিকট উপস্থিত করা হইল, কোনটা বা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রবেশ দ্বার গঞ্জাম হইতে ব্যারিং গণ্য করিয়া প্রেরকের নিকট হইতে পুনরায় ডাক মাশুল আদায় করিবার জন্য কলিকাতায় ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। *

এইরূপ ছিল—সে কালে পত্রিকা পরিচালনে ব্যয়।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালার দ্বিতীয় রাজভাষা বলিয়া গৃহীত হইলে, মফস্বলেও বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা সজীবতা লাভ করে। তখন মফস্বলে ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা সূচিত হয়। ১৮৪০ অব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে গুরুদয়াল চৌধুরী "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" বাহির করেন। শ্রীরামপুরের পর মুর্শিদাবাদই দূর মফস্বলের মধ্যে পত্রিকা পরিচালনে অগ্রগামী হয়।

দূর মফস্বলের পত্রিকা। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা ও রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ।

ইহার পর ১৮৪৭ অব্দে গুরুচরণ রায় রঙ্গপুর হইতে "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ", পর বৎসর উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য কাশীধাম হইতে "বারাণসী চন্দ্রোদয়" এবং আন্দুল হইতে রাজনারায়ণ মিত্র "কায়স্থ কিরণ" বাহির করেন।

* Calcutta Review (October—1907.)

১৮৫০অব্দে বৰ্দ্ধমান হইতে "সংবাদ বৰ্দ্ধমান" ও "বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়" মেদিনীপুর হইতে "মেদিনীপুর ও হিজলি গার্ডিয়ান", কোন্নগর হইতে "ধর্ম্ম প্রকাশিকা" এবং শ্রীরামপুর হইতে "সত্য-প্রদীপ" বাহির হয়।

অন্যান্য পত্রিকা।

এইরূপে মফস্বল হইতেও দুই চারি খানা সংবাদ-পত্র পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিলে চারি দিক হইতেই ডাকের সুব্যবস্থার আবশ্য-কতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন পুনরায় কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একযোগে গবর্ণর জেনারেলকে ডাক মাশুল হ্রাস করিয়া বিলাতের ন্যায় সমগ্র দেশে এক হারে মাশুল (uniform rate of postage) ধার্য্য করিতে অনুরোধ করেন ও যথা রীতি গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনাপত্র (memorial) প্রেরণ করেন।

একহারে মাশুল ধার্য্যের প্রার্থনা।

এই সময় সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের নায়ক লর্ড ডেলহাউসি ভারতের গবর্ণর জেনারেল। তিনি বিলাতে অবস্থান কালীন স্যর রোলাণ্ড হিলের * পেনিটিকেট প্রচলন সম্বন্ধীয় আন্দোলন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং তাহার উপ-যোগিতা সমর্থন করিয়াছিলেন। লর্ড ডেলহাউসি

লর্ড ডেলহাউসির পোষ্টেল-কমিসন।

---

* ১৮৪০ অব্দে Sir Rowland Hill বিলাতের পার্লামেণ্ট সভায় ডাক টিকেট প্রচলনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তখন বিলাতেও ডাক টিকেট ছিল না। এখানে আমরা এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তখন বিলাতেও আমাদের দেশের ন্যায় ডাক মাশুলের হার অত্যন্ত উচ্চ ছিল। লণ্ডনের ৪।৫ মাইল দূরে চিঠি পাঠাইতে মাশুল ছিল এক টাকারও অধিক। এজন্য গরীব লোক মাশুল দিয়া চিঠি-পত্র রাখিতে পারিত না। তখন বিলাতের কেবল সাধারণ লোককেই মাশুল দিতে হইত। যাঁহারা সরকারী

সার রোলেণ্ড হিল ও বিলাতের "পেনি-পোষ্টেজ" আন্দোলন।

এই আবেদন তাঁহার স্বাভাবিক উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং ভারতের প্রতি প্রদেশ হইতে এক এক জন সিভিলিয়ান লইয়া—একটী পোষ্টেল-কমিসন নিযুক্ত করতঃ তাহা দ্বারা ডাক বিভাগের সংস্কার ও উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করিলেন। *

১৮৫৩ অব্দে লর্ড ডেলহাউসি এই কমিশনের রিপোর্ট স্বীয় অনুকূল মন্তব্য সহ বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের সম্মতি ক্রমে ভারতীয় ডাক বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া ভারতীয় নরনারীর ধন্যবাদ ভাজন হন। †

কমিশনের রিপোর্ট।

কর্ম্মচারী বা মহাসভার সভ্য, তাঁহাদিগের চিঠি পত্রের উপর তাঁহাদিগের স্বাক্ষর থাকিলেই তাহা বিনা মাশুলে যাইত। রাজ কর্ম্মচারিদিগের এই সুবিধা থাকায় তাঁহাদের অনেক বন্ধুবান্ধবও চিঠির উপর তাঁহাদের স্বাক্ষর করাইয়া সে সুবিধা ভোগ করিতেন। অসুবিধা যা ছিল তা গরীব লোকের জন্যই। সুতরাং গরীব লোকও মাথা খাটাইয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইল। তাহারা পরস্পরের মধ্যে কতগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্থির করিয়া লইল। প্রেরক চিঠির ভিতরে কিছু না লিখিয়া খামের উপর সাঙ্কেতিক চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিত। প্রাপক চিঠি হস্তে লইয়া কিছুক্ষণ দেখিয়া প্রেরকের কুশল সংবাদ অবগত হইয়া—তাহার হাতে পয়সা নাই বলিয়া ফেরত দিত। Sir Rowland Hill অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, তিনি নিজ জীবনে চিঠি পত্রের জন্য দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল আলোচনা করিয়া পার্লেমেণ্টে 'পেনিটিকেটের' প্রচলন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে মহাসভায় ভয়ানক বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ হয়। বিলাতের সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলি একযোগে তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করে। প্রাদেশিক সভাসমিতি গুলিও তাহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। মহাসভায় তিনি জয় লাভ করেন। বিলাতে এক পেনি মূল্যের টিকেট (Penny postage) প্রচলিত হয়।

* History of India (J. C. Marshman) II. Page 778.

† Ibid.

লর্ড ডালহাউসির এই নূতন বিধান অনুসারে (ক) ডাক বিভাগ একজন ডাইরেক্টার জেনারেলের অধীন হয়। (খ) চিঠি-পত্র ডাকে প্রেরণ জন্য অর্দ্ধ আনা মূল্যের ডাক টিকেট প্রচলিত হয়। (গ) অর্দ্ধ আনার নির্দ্দিষ্ট ওজনের চিঠি ও পত্রিকা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা হয়। (ঘ) বিলাতে চিঠি-পত্র প্রেরণের মাশুলও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। *

ডাকবিভাগের সংস্কার।

এই নূতন নিয়মে সংবাদ-পত্রিকার মাশুলও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিন তোলা ওজনের সংবাদ পত্র অর্দ্ধ আনা মাশুলে ভারতের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত। এই নিয়ম সাময়িক পত্র পরিচালন পক্ষে খুব উৎসাহের এবং সাহায্যের বিষয় হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় অকস্মাৎ সিপাহী বিপ্লবের প্রবল আতঙ্ক এবং তদুপলক্ষে লর্ড ক্যানিংএর মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক নূতন বিধি (Gagging Act) লোকের মন ইহাতে সাময়িক পত্র পরিচালনার উৎসাহের ভাব ও কর্ম্ম-চেষ্টার চিন্তাকে কিছুকালের জন্য নিরস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

সংবাদপত্রের মাশুল।

সিপাহী বিপ্লবের আতঙ্ক নিবারিত হইলে এবং মুদ্রা-যন্ত্র আইন (Gagging Act) উঠিয়া গেলে ঢাকা হইতে ১৮৬০ অব্দে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'কবিতা-কুসুমাবলী' বাহির করেন। তৎপর ঐ নগরী হইতে বিদ্যাধর দাস ও মহেশচন্দ্র গাঙ্গুলী "গদ্য মাসিক" নামে আর এক খানা

মফস্বলের সাময়িক পত্র।

* "The Scotch recruit at Peshwar might write to his mother at John O'Grout's house for six pence."

এই প্রচলিত বাক্য হইতে বুঝাযায় ভারতবর্ষ হইতে বিলাতের নিম্ন মাশুল হয় পেন্স হইয়াছিল।

পত্রিকা বাহির করেন। ১৮৬১ অব্দে ঢাকা হইতে "ঢাকা প্রকাশ" এবং কাকিনা হইতে "দিকপ্রকাশ" বাহির হইতে আরম্ভ করে। ১৮৬২ অব্দে বালী হইতে "শুভকরি" ও চাঙ্গড়িপোঁতা হইতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের "সোমপ্রকাশ", ১৮৬৩ অব্দে কুমারখালী হইতে হরিনাথ মজুমদারের "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা", ১৮৬৪ অব্দে চুঁচুড়া হইতে ভূদেব বাবুর "শিক্ষা-দর্পণ" ও রামচন্দ্র দিচ্ছিতের "সুবোধিনী"; ১৮৬৫ অব্দে ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর হইতে হরচন্দ্র চৌধুরীর "বিদ্যোন্নতি-সাধিনী পত্রিকা", ১৮৬৬অব্দে যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা হইতে শিশির কুমার ঘোষের "অমৃতবাজার পত্রিকা," * ও ময়মনসিংহ হইতে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর "বিজ্ঞাপনী" প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা বাহির হইয়া মফস্বলের শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে আরম্ভ করে; এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-ভাষার ও বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সাময়িক পত্রিকার সম্বন্ধে ঢাকার স্থান।

মফস্বলের মধ্যে সাময়িক পত্রিকা সম্বন্ধে ঢাকার স্থান সকলের উপরে ছিল। ঢাকা হইতে এই সময় "ঢাকা বার্ত্তা," "ঢাকা দর্পণ", "হিন্দু হিতৈষিণী", "পল্লিবিজ্ঞান", "শুভ-সাধিনী", "ভারত বান্ধব", "বঙ্গবন্ধু" "আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা", "মিত্র প্রকাশ" প্রভৃতি কতকগুলি পত্র-পত্রিকা বাহির হইয়া ঢাকার সম্মান ও সম্পদের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

বঙ্গের অন্যান্য স্থানের কথা

ইহার পর বরিশাল, মাদারীপুর, কাকিনা, পাবনা, শিবসাগর যোড়হাট, সিরাজগঞ্জ, বহরমপুর, খাগরা, বালেশ্বর, কটক, গয়া প্রভৃতি বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে পত্র-পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। এইরূপ দেশময় পত্র পত্রিকার প্লাবন দেখা গেলে পর—১৮৭২অব্দে রামপুর বোয়ালিয়ার

* "অমৃত বাজার পত্রিকা" প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বাহির হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ দাস রাজসাহী হইতে "জ্ঞানাঙ্কুর" বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন * ও ১৮৭৪ অব্দে কাঁঠালতলা হইতে "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয়। † অতঃপর ১৮৭৬ অব্দে ঢাকা হইতে "বান্ধব" প্রচারিত হইয়া মফস্বলে সাহিত্য চর্চ্চার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে।

১৮৭৩ অব্দের শেষ ভাগে সমগ্র বঙ্গদেশ হইত ৮১ খানা সাময়িক পত্রিকা দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হইতে ছিল। এই একাশী খানা পত্রিকার মধ্যে বিয়াল্লিশ খানাই মফস্বল হইতে বাহির হইত; বাকী ৩৯খানা পত্রিকা কলিকাতা হইতে বাহির হইত।

১৮৭৩ অব্দের পত্রিকা।

নিম্নে দেশীয় লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে—

ঢাকা প্রকাশ—	ঢাকা।	পরিমল বাহিনী— ‡	
বঙ্গ বন্ধু—	"	বঙ্গ-দর্পণ ——	বরিশাল।
হিন্দু হিতৈষিণী —	"	বার্ত্তাবহ—	"
মহাপাপ বাল্যবিবাহ—	"	গ্রামদূত—	"
হিতসাধিনী—	বরিশাল।	বালরঞ্জিকা——	মাদারীপুর।

* জ্ঞানাঙ্কুর ১৮৭৩ অব্দে কলিকাতা হইতেই বাহির হইয়াছিল।

† বঙ্গদর্শন প্রথম বর্ষ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষ কাঁঠালতলা হইতে পরিচালিত হইয়াছিল।

‡ ১৮৭৭ সনের কলিকাতা রিভিউ পত্রে ডিগবী সাহেব দেখাইয়াছেন "পরিমল বাহিনী" মহারাজগঞ্জ হইতে বাহির হইয়াছিল। ১৮৭২ সনের Administration Reportএ দেখা যায় "পরিমলবাহী" বাকরগঞ্জ হইতে বাহির হইয়াছিল।

উত্তরবঙ্গ হইতে—

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ—কাকিনা।
পল্লি পরিদর্শক—পাবনা।
হিন্দু রঞ্জিকা—রাজসাহী।
Rajshahi News—Boalia. *
জ্ঞানবিকাশিনী পত্রিকা—পাবনা।
দেশহিতৈষিণী—সিরাজগঞ্জ।

দক্ষিণবঙ্গ হইতে—

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা—বহরমপুর।
সমবেদক— "
ভগবৎতত্ত্ব বোধিকা "
প্রজা-হিতৈষিণী— খাগড়া।
এডুকেশন গেজেট— চুঁচুড়া।
সাধারণী— "
চিকিৎসা দর্পণ— "
চন্দননগর পত্রিকা— "
প্রবকপ্রনন্দিনী—শ্রীরামপুর।
পাক্ষিক সমাচার—বরাহনগর।
কাঁচড়াপাড়া পত্রিকা-কাঁচড়াপাড়া
বিজ্ঞান বিকাশ—খড়দহ।
সোমপ্রকাশ—চাঙ্গরীপোতা।
বারৈপুর চিকিৎসা—বারৈপুর।
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা—কুমারখালী
গ্রামবাসী—রাণাঘাট।

উৎকল হইতে—

ভগবৎভক্তি প্রদায়িনী—কটক।
The Bideshi *—Cuttack.
Orissa Patriot * "
উৎকল দর্পণ— কটক।
উৎকল দীপিকা— "
উৎকল পত্রিকা— "
সংবাদ বাহিকা— বালেশ্বর।

বেহার হইতে—

Akbarul Akhyai *—Majafor-pur.
Chasm-i-Alem * Bankipur.
Gulduste Naizir * —Gaya.

আসাম হইতে—

অরুণ— শিবসাগর।
আসামবিলাসিনী—যোড়হাট।
আসাম মিহির—গৌহাটী।

---

* এই পত্রিকাগুলিকে ডিগবী সাহেব "Bengali Vernacular Papers" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত তাঁহার উদ্দেশ্য দেশীয় পত্রিকা বলিয়া উল্লেখ করা।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এই সম্পদরাশি বক্ষে লইয়া বাঙ্গালায় বঙ্গদর্শন-বান্ধবের নবীন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভগবানের অনুগ্রহে আমরা একদিন সে যুগের আলোচনা করিতে পারিলে নিজকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিব।

—•০•—

বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য

দ্বিতীয় অংশ।

বেঙ্গল গেজেট।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ। ১২২৩ বঙ্গাব্দ।

বেঙ্গল গেজেটই বাঙ্গালার প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বর্ত্তমান সময় হইতে ঠিক

পরিচালক।

একশত বৎসর পূর্ব্বে ১২২৩ সালে (ইংরেজী ১৮১৬ অব্দে) এই সাময়িক পত্রিকা খানা কলিকাতা হইতে বাহির করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালা পত্রিকার নাম কেন "বেঙ্গল গেজেট" রাখা হইয়াছিল, তাহার কোন কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। বোধ হয় সে সময় ইংরেজী ভাষা ও ভাবের অত্যধিক

"বেঙ্গল গেজেট" নামের কারণ।

প্রভাব হেতু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও সে ভাষা ও ভাবের প্রভাব সহজে অতিক্রম করিতে পারিতেন না। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যও বাঙ্গালার প্রথম ইংরেজী সাময়িক পত্র হিকির 'বেঙ্গল গেজেটের' নাম-প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য খ্রীষ্টান মিসনারীদিগের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। মিসনারিগণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন না করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সুদূর-পরাহত ছিল। তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া, ব্যাকরণ, আইন, অভিধান, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, এমন কি, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত এবং পঞ্জিকা প্রভৃতিও প্রকাশ করিয়া যে আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রদান করিয়া আসিয়াছি। সে জন্য আমরা মিসনারিদিগের নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা প্রথম সাময়িক-পত্রের সৃষ্টি-কর্ত্তা ছিলেন একজন বাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর গর্ব্বের বিষয়।

লং সাহেব তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থ তালিকায় * সাময়িক পত্র মাত্রকেই সংবাদ-পত্র (Newspaper) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে "বেঙ্গল গেজেট" সংবাদ-পত্র ছিল না; ইহা একখানা সাহিত্য-পত্র ছিল। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'বেঙ্গল গেজেট' সম্বন্ধে তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"১৮১৬ খৃঃ অব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামা এক ব্যক্তি বেঙ্গল গেজেট নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; উহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য সকল প্রতিকৃতি সহ মুদ্রিত হইত।"

পত্রিকার আলোচ্য বিষয়।

আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও বেঙ্গল গেজেট দেখিতে পাই নাই। রাজনারায়ণ বাবুর উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায়

* A Descriptive Catalogue of Bengali Books.

যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের এই প্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকাখানা ছিল একখানা সচিত্র পত্রিকা। ইহাও সেকালের বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার ইতিহাসে একটী সামান্ত গৌরবের বিষয় নহে।

বেঙ্গল গেজেট সাপ্তাহিক কি মাসিকরূপে পরিচালিত হইত, তাহাও অবগত হওয়া যায় না। লং সাহেব লিখিয়াছেন—বেঙ্গল গেজেটের মাসিক মূল্য ছিল এক টাকা এবং তাহা এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল।

পত্রিকার মূল্য।

দিগদর্শন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১২২৫ বঙ্গাব্দ।

বেঙ্গল গেজেট জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেলে, ১৮১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের মিসনারিরা মার্সম্যান সাহেবের উপদেশে

পরিচালক।

শ্রীরামপুর হইতে "দিগদর্শন" নামে একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন। দিগদর্শন ক্ষুদ্র আকারের (ডিমাই ১২ পেজির ন্যায়) ১৬ হইতে ২৪ পৃষ্ঠার মধ্যে ছিল।

দিগদর্শন বাহির হইবার সময় কোন "ভূমিকা" লইয়া বাহির হয় নাই। ইহার একটী নিগূঢ় কারণ ছিল। "দিগদর্শন" বাহির করিবার

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে মিশনারিরা একখানা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে ছিলেন। কিন্তু সে সময়ের ইংরেজী সংবাদ পত্রিকাগুলির প্রতি রাজপুরুষদিগের মানসিক ভাব বড় ভাল ছিল না, তাই তাঁহারা দিগদর্শনকে সেই সময়ের মুখে পরীক্ষার জন্য বাহির করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে মার্সম্যান সাহেব লিখিয়াছেন— *

---

* "It appeared (in 1818) that the time was ripe for a native newspaper and I offered the missionaries to undertake the publication of it. The jealousy which the Govt. had always manifested



ডাঃ উইলিয়ম কেরী।

"এই সময় (১৮১৮ অব্দে) একখানা বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রচারের ঠিক সময় হইয়াছে বুঝিয়া আমি মিসনারিদিগকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়াছিলাম। সাময়িক পত্রের উপর সাধারণত গবর্ণমেণ্ট যে বিতৃষ্ণা ভাব পোষণ করিতেছিলেন, তাহা আমাদের এই কার্য্যের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। * * * এইরূপ অবস্থায় একখানা দেশী কাগজ চালান কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কারণে সরকারী পক্ষকে বিরক্ত না করিয়া প্রথমে একখানা মাসিক পত্র বাহির করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাহাতেই ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে এই "দিগ্দর্শন" বাহির হইয়াছিল।"

দিগ্দর্শনকে তৎকালীন ইংরেজী পত্রিকা সমূহে সংবাদ পত্র * নামে অভিহিত করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এইরূপ ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল—যদি একখানা নূতন সংবাদপত্র বাহির হইতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়, তবে সূতিকাগারেই দিগ্দর্শনের বিলোপ সাধনের উপায় করা যাইবে। আর যদি আপত্তি উত্থাপিত না হয়, তবে তাহাই সংবাদ পত্ররূপে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

---

of the periodical press appeared however to present a serious obstacle. x x x In this state of things it was difficult to suppose that a native paper would be tolerated for a moment. x x x

It was resolved therefore to feel the official pulse by starting a monthly magazine in the first instance and the Dig Dursun appeared in April 1818."

* রেঃ লং তাহার বাঙ্গালা পুস্তক তালিকায়ও দিগ্দর্শনকে সংবাদ পত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা দিগ্দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছি—তাহাতে একটীও সংবাদ থাকিত না।

এই অভিসন্ধি গুপ্ত রাখিয়া মিসনারিরা ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে (১২২৫ সালের বৈশাখে) "দিগ্দর্শন" বাহির করেন।

"দিগ্দর্শন" প্রচারের পর এপ্রিল মাস চলিয়া গেল; গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন কথা উঠিল না। সুতরাং মে মাসের "দিগ্দর্শন"ও ছাপা হইতে লাগিল এবং অবশেষে বাহির হইল। মার্সম্যান সাহেবের একটু সাহস হইল, তিনি এপ্রিল ও মে মাসের দুইখানা দিগ্দর্শন গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দিলেন। এবং চারিদিকে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিগ্দর্শনের আবির্ভাব ঘোষণা করিয়া দিলেন।

দিগ্দর্শনকে সংবাদ পত্ররূপে পরিচিত করিয়া প্রকাশ করা সত্ত্বেও যখন রাজপুরুষদিগের মধ্য হইতে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইল না, তখন মিসনারিরা দিগ্দর্শন বন্ধ করিয়া দিয়া ভিন্ন নামে ও ভিন্ন আকারে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পত্রিকার নাম স্থির করিবার বৈঠক বসিল। বৈঠকে স্থির হইল, বিলাতের প্রাচীনতম সংবাদ পত্র "Mirror of News"এর নামকরণে এই পত্রিকার নাম "সমাচার দর্পণ" রাখা হউক। তখন সকলের সম্মতি ক্রমে নাম স্থির হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল।

সমাচার দর্পণ।

লোকে কথায় বলে "শুভ কার্য্যে শতেক বাধা।" এখানেও তাহার উপক্রম হইল। ডাঃ কেরী এই অনুষ্ঠানে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সংবাদ পত্র বাহির করিয়া অনর্থক রাজপুরুষদিগের শুভদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না; তিনি মার্সম্যান প্রভৃতিকে সংবাদ পত্র পরিচালনের এই যুক্তি পরিত্যাগ

মিশনারিদিগের মধ্যে মতভেদ।

করিতে উপদেশ দিলেন। পরামর্শের জন্য পুনরায় সকলে মিলিত হইলেন।

শেষে ডাঃ মার্সম্যান ও মিঃ ওয়ার্ড ডাঃ কেরীকে তাঁহার সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। উভয় পক্ষের পরামর্শে স্থির হইল

মীমাংসা।

যে, প্রথম সংখ্যা "সমাচার দর্পণ" যখন ছাপা হইতেছে তখন তাহার ছাপা শেষ করিয়া পত্রিকার ইংরেজী অনুবাদ সহ একখানা "সমাচার দর্পণ" গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিতে হইবে; গবর্ণমেণ্ট তাহা পরিচালনে অনুমতি প্রদান করিলে, তবে "সমাচার দর্পণ" পরিচালিত হইবে। যদি গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন, তবে তাহা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

পূর্ব্ব দিবস রাত্রে এই প্রস্তাব ধার্য্য হয়। পর দিবস ২৩শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) প্রথম সংখ্যা "সমাচার দর্পণ" মুদ্রিত করিয়া লইয়া ডাঃ

প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট সমাচার দর্পণ প্রেরণ।

মার্সম্যান কলিকাতা গমন করেন এবং অনুবাদ সহ এক খানা ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ এড্‌মনষ্টোনকে, একখানা চিফ্‌ সেক্রেটরীকে এবং এক খানা পত্রিকা গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসকে প্রেরণ করেন। লর্ড হেষ্টিংস তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি "সমাচার দর্পণ" পাইয়া ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া ডাঃ মার্সম্যানকে স্বহস্তে চিঠি লিখিয়া দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের বাঙ্গালা সংবাদ

গবর্ণর জেনারেলের উৎসাহ দান।

পত্র প্রচারের এই শুভ অনুষ্ঠানকে প্রচুর প্রশংসা করেন। গবর্ণর জেনারেলের স্বহস্ত লিখিত চিঠি পাইয়া মিসনারিগণ পরম উৎসাহের সহিত

বাঙ্গালার প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণের" প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং "দিগ্দর্শন" উঠাইয়া দিবার পরামর্শ ধার্য্য করিলেন।

"দিগ্দর্শন" বাহির করিবার যে গোপন উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বিবৃত করিবার জন্যই আমরা সমাচার দর্পণের উল্লেখ এখানে আবশ্যক মনে করিলাম। "দিগ্দর্শন" পরিচালনের প্রারম্ভ সময়ে তাহার উদ্দেশ্য গোপন ছিল; তাই বিনা আড়ম্বরে, বিনা ভূমিকায় "দিগ্দর্শন" বাহির হইয়াছিল। অতঃপর "দিগ্দর্শন" বন্ধ করিয়া 'সমাচার দর্পণ" বাহির করিবার পরামর্শ স্থির হইলে সমাচার দর্পণের 'ভূমিকায়' "দিগ্দর্শন" প্রচারের উদ্দেশ্য প্রদত্ত হয়। আমরা নিম্নে "দিগ্দর্শন" সম্পর্কিত সমাচার দর্পণের ভূমিকা-অংশ উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রথম প্রচারিত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ভাষা, বিশেষতঃ মিসনারিদিগের বাঙ্গালা লেখা তখন কিরূপ ছিল, এই ভূমিকা হইতে তাহা জানা যাইবে।

সমাচার দর্পণের ভূমিকা।

"কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসে মাসে ছাপিবার কল্প ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকট সকল প্রকার (জ্ঞান) * প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই (কারণ) যদি সে পুস্তক মাস মাস ছাপা হইত তবে কাহার ও উপকার হইত না। অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপা আরম্ভ করা গিয়াছে ইহার নাম সমাচার দর্পণ" * * *

সমাচার দর্পণ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ছিল। ইহাতে সংবাদ ব্যতীত প্রবন্ধ বিশেষ কিছুই থাকিত না, সুতরাং তাহার আলোচনা এখানে

* বন্ধনীর ভিতরের শব্দগুলি প্রাচীনতা হেতু ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় অনুমানে লিখিত হইল।

আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এই স্থানেই 'দর্পণের' আলোচনা বন্ধ করিলাম।

'সমাচার দর্পণ' যে সঙ্কল্প স্থির করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, পুনরায় তাহার পরিচালকগণের মধ্যে মত ভেদ হওয়ায় সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। "সমাচার দর্পণ" কেবল সমাচারই প্রদান করিতে লাগিল, "সকল প্রকার জ্ঞান প্রকাশের জন্য" "দিগ্দর্শন" জীবিত রহিয়া গেল।

দিগ্দর্শনের স্থায়িত্ব কাল।

আজ এই একশত বৎসর পরে যদি কেহ 'সমাচার দর্পণের' ভূমিকা পাঠ করিয়া 'দিগ্দর্শনের" পরমায়ুর বিচার করিতে যান, তবে তিনি দিগ্দর্শনের পরমায়ু সূতিকাগারেই শেষ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারিবেন। এবং অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রচারও করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দিগ্দর্শন প্রায় তিন বৎসর সংসার গারদে আবদ্ধ থাকিয়া, বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়া এবং বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা চালাইবার উত্তম আদর্শ দেখাইয়া দিয়া সসম্মানে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল।

একশত বৎসর পূর্ব্বে "দিগ্দর্শনে" যে সকল বিষয় আলোচিত হইত অনেক মাসিক পত্র আগ্রহের সহিত এখনও সে সকল বিষয়েরই আলোচনা করিয়া থাকে। সে কালের একখানা পত্রিকার পক্ষে তাহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

দিগ্দর্শনে আলোচিত বিষয় সূচী।

"দিগ্দর্শন" তিন বৎসরে ২৬ সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। 'বেঙ্গল গেজেট' আমরা দেখিতে পাই নাই, 'দিগ্দর্শন'ও দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে; কালে তাহাও আর পাওয়া যাইবে না। সুতরাং "দিগ্দর্শনের" এই ২৬ সংখ্যায় কি কি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা গেল।

দিগদর্শনের সূচী।

১ম খণ্ড—প্রথম ভাগ—১৮১৮ এপ্রিল।

১ম খণ্ড—দ্বিতীয় ভাগ—১৮১৮ মে।

১ম খণ্ড—তৃতীয় ভাগ—১৮১৮ জুন।

চতুর্থ ভাগ। জুলাই

পঞ্চম ভাগ—আগস্ত।

ষষ্ঠ ভাগ—সেপ্তম্বর।

সপ্তম ভাগ—আক্টোবর।

অষ্টম ভাগ—নবেম্বর।

নবম ভাগ—দিসেম্বর।

অয়স্কান্ত অথবা চুম্বক মণি

পোলণ্ডে লবণের আকর

ইংলণ্ডের কয়লার আকর

লাপ্লাণ্ড দেশীয়দের ব্যবহার বিষয়

সিংহল দ্বীপে মুক্তান্বেষণ

দশম ভাগ—জানুআরি—১৮১৯।

হিন্দুস্থানের ইতিহাস (১০০০ সন হইতে)

মকর মৎস্যের বিবরণ

একাদশ ভাগ—ফিব্রুআরি ১৮১৯।

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস

মত্ততা বিষয়ে (উপদেশ)

উত্তরদিক নিরীক্ষণের আবশ্যকতা বিষয়ে

এক বাদসাহ ও দরবেশ ফকির

দ্রুইদ বিষয়ে

দ্বাদশ ভাগ—মার্চ—১৮১৯।

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস

পরিশ্রমের ফল

মাতৃভক্তি

প্রথম বর্ষের শেষদিকের সংখ্যাগুলি বিলম্বে বাহির হইয়া ক্রমে শেষ মার্চ্চ মাসের সংখ্যা "দিগ্দর্শন" বহু বিলম্বে বাহির হওয়ায় দ্বিতীয় বর্ষ এপ্রিল হইতে গণনা না করিয়া পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাস হইতে গণনা করিয়া পত্রিকা বাহির করা হইয়াছিল।

২য় খণ্ড—১৩ ভাগ—জানুআরি—১৮২০।

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস

চীনদেশের মহাপ্রাচীর বিষয়

নানা দেশীয় লোকের শব বিষয়ক ব্যবহার

মিসর দেশের ফিংক্স

১৪ ভাগ—ফিব্রুআরি ১৮২০।

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস — মেঘ বিষয়ে

বলুনের বিবরণ

মার্চ—১৮২০।

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস — সুশ্রীপদ ও সশ্রীপদের কথা (উপদেশ)

মধুমক্ষিকা — শীতকালে পশ্বাদির রক্ষা

এপ্রিল—১৮২০।

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস — ধূমকেতু বিষয়ে

বঙ্গভূমির মহাদুর্ভিক্ষ — ফেরো উপদ্বীপের পক্ষি ধরণোপায়

২য় খণ্ডের ১৭শ ভাগ হইতে ২য় খণ্ডের ২৫শ ভাগ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৮২০ অব্দের মে হইতে ১৮২১ অব্দের জানুয়ারী পর্য্যন্ত) প্রতি সংখ্যায় কেবল "হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস" শীর্ষক ক্রমশঃ প্রবন্ধই বাহির হইয়াছিল। শেষ সংখ্যায় (অর্থাৎ ২য় বর্ষের ২৬শ ভাগে—ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়) বাহির হইয়াছিল—

১। হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস (১৭৬০ অব্দ পর্য্যন্ত)

২। দিগদর্শনের শেষ অভিধান।

হিন্দুস্থানের ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার জন্যই বোধ হয় ইহার পরমায়ু কয়েক মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল ; কেননা ১৭শ সংখ্যা হইতে ইহাতে উক্ত ইতিহাস ব্যতীত আর কোন প্রবন্ধ বাহির হয় নাই। এবং ২৪শ সংখ্যা অতিক্রম করিলেও ইহাকে ২য় খণ্ড বলিয়াই অভিহিত করা হইতেছিল।

শেষ সংখ্যা পত্রিকার শেষ দুই লাইন পাঠ করিলেই বুঝা যায়, পত্রিকাখানা নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হওয়ায়ই বিদায় গ্রহণ করিল। ঐ দুই ছত্র এইরূপ :—

"এমত কহা যায় যে দ্বিতীয় আলমগীরের সময়ের শেষাবধি মোগলেরদের রাজ্যের সমাপ্তি হইল। ইতি"

ইহা যেমন প্রবন্ধের "ইতি", তেমনই বোধ হয় পত্রিকারও 'ইতি'; কেননা ইহার পরই "দিগ্দর্শনের শেষ অভিধান"। শেষ অভিধানের "শেষ" শব্দ হইতেও লীলা শেষের ব্যবস্থাই সূচিত হয়।

"শেষ অভিধানে' বাঙ্গালা শব্দগুলি লেখক যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থসহ একটী তালিকা দিয়াছেন। যেমনঃ— অন্বেষণ=চেষ্টা। অন্বেষণ শব্দের অর্থ ঠিক চেষ্টা না হইলেও দিগ্দর্শনের লেখক অন্বেষণকে চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; তাই তাহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন। অন্যত্র, ষষ্ঠ সংখ্যার সূচীতে দেখিবেন—নায়েগ্রার জলপ্রপাতকে "নওয়া গড়া নামে মতিঝিল" বলিয়া—লোক-বুঝানর চেষ্টা করা হইয়াছে।

দিগ্দর্শনের ভাষা সেকেলে বাঙ্গালা হইলেও ইহাতে অকারণ "বিদ্যালঙ্কারী" ফলাইবার উৎকট আড়ম্বর ছিল না; অতি সহজ সরল বাঙ্গালায় প্রকৃত বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা ছিল।

দিগ্দর্শনের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহার নিদর্শন জন্য দিগ্দর্শন হইতে একটী প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্র পত্রিকার সহিত মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধ অতি নিকট, দিগ্দর্শনের ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত "ছাপা কর্ম্মের উৎপত্তির বিবরণ" প্রবন্ধ হইতে পাঠকগণ মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস অবগত হইতে পারিবেন এবং মিসনারি বাঙ্গালার সহিত পরবর্ত্তী লেখকগণের লেখার তুলনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গতি ও পরিণতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন।

দিগ্দর্শনের ভাষার নমুনা।

"ছাপা কর্ম্মের উৎপত্তির বিবরণ.

পৃথিবীর মধ্যে ছাপাকর্ম্ম মনুষ্য সৃষ্ট অন্য অন্য সকল ক্রিয়া হইতে প্রশস্য ও উপযোগী এবং অন্য উপায় হইতে তাহার দ্বারা বিদ্যার বেগ অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে. এই ছাপাকর্ম্ম মনুষ্যেরদের মনে নূতন রাজ্যের মত জ্ঞান হয়. ছাপা সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন সকল গ্রন্থ কেবল হস্ত লিখিত মাত্র ছিল, তখন বিদ্যা অতি-মন্দগামিনী ছিলেন যে হেতুক কোন গ্রন্থ রচনা করা গেলে তন্নিকটবর্ত্তী লোকেরা ক্রমে ক্রমে বহুদিনে জানিতে পারিত কিন্তু অন্য অন্য দেশস্থেরা তাহা হইতেও অত্যন্ত বিলম্বে সে গ্রন্থ জানিত. ইহাতে বিদ্যার গমন অতি মৃদু ছিল এবং অত্যল্প লোকের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা ছিল. ছাপা উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে ইউরোপ দেশীয় লোকেরা অতি ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন ছিল, অত্যল্প লোক কেবল লিখা পড়া জানিত, প্রকৃত জ্ঞান প্রায় লুপ্ত ছিল. কিন্তু ছাপাকর্ম্ম প্রকাশ হইলে পর নানা বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ সৃষ্টি হইল, তাহাতে যেমন পূর্ব্বে ঘোরান্ধকার ছিল তেমন এখন বিদ্যার আলোক প্রজ্জলিত হইল.

"ছাপার দ্বারা কর্ম্মণ্য পুস্তক চিরজীবী হইয়া থাকে. গ্রীকেরদের ও রোমানেরদের পুস্তক কেবল লিখিত ছিল; এই নিমিত্ত নানা রাজ্যের উপপ্লবেতে ও সময়ের গমনেতে তাহার অনেক লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ছাপা কর্ম্মের আরম্ভ হইলে যে পুস্তক ভাগ্য ক্রমে ছিল সে সে পুস্তক নিত্য চিরজীবী থাকিবে. যে হেতুক ঐ পুস্তক এতৎ সংখ্যক ছাপান গিয়াছে এবং ইউরোপের নানা দেশে এমত ব্যাপ্ত হইয়াছে যে তাহাতে সকল আদর্শ কখনও লুপ্ত হইতে পারে না এবং ছাপার আরম্ভ অবধি কোন কর্ম্মণ্য পুস্তক লুপ্ত হয় নাই. পূর্ব্বে ছাপা কর্ম্ম না থাকাতে নানা দেশীয় লোকেরদের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে.

এবং পূর্ব্বকালীন লিখিত মাত্র ইতিহাস এমন লুপ্ত হইয়াছে যে তাহার দের সন্তানেরা জানেনা যে তাহারদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কি নামে খ্যাত-ছিল. পূর্ব্বকালীন হিন্দু অধ্যাপকেরদের অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে; তাহার নাম মাত্র শুনা যায় এখন অবশিষ্ট যে যে গ্রন্থ আছে সে সকল যদি ছাপান যায় তবে চিরজীবী হইবে; এই প্রকারে বাল্মীকিও চির জীবী হইয়া থাকিবেন.

"ছাপা কর্ম্মারম্ভের কারণ হলণ্ড দেশান্তর্গত হারলেম নগর ও জর্ম্মণী দেশান্তঃপাতি মেন্‌স নগরের বিরোধ আছে. পণ্ডিতেরা এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে হারলেম নগরে এই ছাপা কর্ম্ম প্রথম উৎপন্ন হইল, কিন্তু মেন্‌স নগরের লোকেরা তাহার সংস্কার করিল. অনুমান চৌদ্দশত ত্রিশ সনে হারলেম নগরে লারেনসিয়স নামে একজন ক্রীড়া নিমিত্ত এক বৃক্ষের উপরে অক্ষর ক্ষুদিয়া তাহার উপরে কালি দিয়া কাগজ ছাপাইলেন তাহাতে সুন্দর সুন্দর অক্ষর জমিল, ইহাতে আশা যুক্ত হইয়া তিনি কাষ্ঠের উপর অক্ষর ক্ষুদিয়া ছাপাইতে লাগি-লেন. পরে এক এক অক্ষর স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ও তাহা একত্র করিয়া তাহার দ্বারা পুস্তক ছাপাইলেন. এই ছাপা কর্ম্মের আরম্ভ কিন্তু সেই কাষ্ঠের অক্ষর ক্ষুদিতে এত বিলম্ব হইল, যে সাত আট বৎসরে এক পুস্তক ছাপা সমাপ্ত হইল.

"এই প্রথমোদ্যমের বার বৎসর পরে অর্থাৎ চৌদ্দশত বিয়াল্লিশ সনে সেই ছাপা গৃহ স্থিত ফষ্টস্ নামে এক ব্যক্তি একপ্রস্থ অক্ষর ও ছাপার উপযোগী তাবদ্বস্তু লইয়া রাত্রিতে পলায়ন করিয়া মেনস নগরে গিয়া সেখানে ছাপাঘর করিলেন. তাহার দুই তিন বৎসর পরে তাহারা দেখিলেন যে শীঘ্র কাষ্ঠ ক্ষয় হয় এই কারণে সীসার উপরে অক্ষর ক্ষুদিতে লাগিলেন ইহাতে দ্বিতীয় সংস্কার হইল.

"ইহার পোনর বৎসর পরে অর্থাৎ চৌদ্দশত সাতান্ন সনে শেক্কর নামে এক ব্যক্তির সহিত ঐ ফষ্টস্ এক পরামর্শ হইয়া সমানাংশে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; ইহার পূর্ব্বে যখন কাষ্ঠে ও সীসাতে অক্ষর ক্ষুদিতেন তখন অতিশয় বিলম্ব হইত কিন্তু ঐ ব্যক্তি প্রথম ইস্পাতের উপরে ছেনি ক্ষুদিলেন; পরে সেই ইস্পাত অতি দৃঢ়রূপে তাঁবার উপরে মারিলেন এবং সিসা গালাইয়া সেই তাঁবার উপর ঢালিলেন তাহাতে যত অক্ষর করিতে ইচ্ছা করিলেন সেই তাঁবাতে সীসা ঢালিবা মাত্র অত্যল্প কালে তত অক্ষর জন্মিতে লাগিল; এই সংস্কার তৃতীয়. পরে দেখিলেন যে সীসা অতি কোমল অতএব তাহার সহিত সুরমা মিশ্রিত করিয়া শক্ত করিলেন.

"চৌদ্দ শত বাষট্টি সনে ছাপার আরম্ভের বত্রিশ বৎসরের পরে জর্ম্মনি দেশীয় একরাজা ঐ নগরাধিকার করিলেন; তাহাতে ঐ ছাপা-ঘরের সকল লোক ও ছাপার তাবৎ সজ্জা নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িল; তাহাতে নানাদেশে ছাপা বিদ্যা প্রকাশ হইল. কয়েক বৎসর পরে ইয়োরোপ দেশের সকল প্রধান প্রধান নগরে ছাপা স্থাপন হইল; কিন্তু এই কর্ম্মের উৎপত্তি জন্য সংভ্রম হলণ্ড দেশের রহিল.

"ইংলণ্ডদেশে কোন সময়ে ছাপার আরম্ভ হইয়াছে তাহার নির্ণয় কারণ বিরোধ হইতেছে. অনেক কাল পর্য্যন্ত লোকেরদের জ্ঞান ছিল যে ইংলণ্ডে কাক্স্তন সাহেব চৌদ্দ শত একহত্তর সনে প্রথমে এক পুস্তক ছাপা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে অকস্ফোর্দ্দ নামে বিদ্যালয়ের পুস্তকের মধ্যে চৌদ্দশত আটষট্টি সনের ছাপা এক পুস্তক পাওয়া গেল. ইহাতে আমরা কাক্স্তান সাহেবকে ছাপার পিতা জানিয়া যে সংভ্রম করিতাম তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইল. অকস্ফোর্দ্দে যে ছাপা আরম্ভ হয় তাহার বিবরণ কিছু আশ্চর্য্য. যখন ইউরোপেতে প্রথম ছাপা ব্যাপ্ত

হইল তখন ইগ্নণ্ড দেশের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ আপন বাদসাহের নিকট অনেক বিনয় করিয়া যাচ্ঞা করিলেন যে কোন প্রকারে এই নূতন ও আশ্চর্য্য ছাপা বিদ্যা আপন দেশে আনেন। ইহাতে বাদসাহ সম্মত হইলেন ও বুঝিলেন যে এ কর্ম্মকেবল গুপ্ত রূপে করিলেই নিষ্পন্ন হইতে পারিবেক. এই কারণ আপন বিশ্বস্ত এক চাকর ও ঐ কাক্স্তন ও কতক টাকা হলণ্ড দেশে পাঠাইলেন. ঐ চাকর অন্য বেশ ধারণ করিয়া হলণ্ড দেশের দুই তিন নগরে কতক কাল বাস করিলেন. যে হেতুক হলণ্ডের হারলেম নগরের অধ্যক্ষেরা অন্যে এই কর্ম্ম শিক্ষা করিবে ইহা ভাবিয়া সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ ছিলেন এবং যে লোকেরা শিখিবার নিমিত্ত সে নগরে গিয়াছিল তাহারদিগকে ধরিয়া কয়েদ করিয়াছিলেন. পরে অনেক চেষ্টাতে ঐ ছাপা ঘরের কর্সিলিস নামে এক চাকরকে অধিক টাকা দিলেন, তাহাতে সে ইগ্নণ্ডদেশে যাইতে সম্মত হইল ও এক রাত্রিতে পলাইয়া সমুদ্র তীরে বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রস্তুত এক নৌকাতে আরোহণ করিয়া ইগ্নণ্ডে আইল. কিন্তু বাদসাহ লণ্ডন নগরে ছাপা ঘর করিতে ভয় করিলেন এই প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে সৈন্য দিয়া অকস্ফোর্দ্দ নগরে পাঠাইলেন এবং সেখানে যাবৎ দুই তিন জন ইগ্নণ্ডীয় লোক তাহার নিকটে ছাপা কর্ম্ম শিক্ষিত হইল তাবৎ তাহাকে প্রহরীর জিম্মাতে রাখিলেন. ইহার পরে ক্রমে ক্রমে ছাপার বৃদ্ধি অতিশয় হইল এবং প্রধান প্রধান নগরে ছাপাঘর হইল. ছাপা কর্ম্মের প্রকাশ হওনের পর পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে ছাপা ঘর না হইল ইউরোপের মধ্যে এমত দেশ ছিল না।" * * *

এই রচনায় ভাব প্রকাশের যে সরল উদ্যম ছিল, পরবর্ত্তী অনেক রচনাতে সেরূপ সরলতা ছিল না, তাহা পাঠক ক্রমে দেখিবেন।

দিগ্‌দর্শনের লেখকেরা পূর্ণচ্ছেদ স্থলে (।) দাঁড়ী ব্যবহার না করিয়া (.) ফুলষ্টপ ব্যবহার করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শনের মলাটের পৃষ্ঠা দুই ভাষায় লেখা ছিল। পাঠকের কৌতূহল নিবারণ জন্য আমরা নিম্নে দিগ্‌দর্শনের মলাটের পৃষ্ঠাটীতে কি লেখা ছিল তাহার প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম।

দিগ্‌দর্শনের মলাটের লেখা।

দিগ্‌দর্শন।

অর্থাৎ

যুব লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ।

ইংরেজী এপ্রিল—১৮১৮ লাং মার্চ্চ ১৮১৯

এবং

ইংরেজী জানুয়ারী লাং এপ্রিল ১৮২০।

DIG DURSHUN.

or the

Indian youths' Magazine

from April 1818 to March 1819

and from

January to April 1820

C. S. B. S.

১৮২২

১৮২০ সনের এপ্রিল সংখ্যার পরে বাকী দশ সংখ্যায় "হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস" নামক ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধটী ব্যতীত অন্য কোন

প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই; সুতরাং এই দ্বিভাষিক সংস্করণের মলাট দেখিয়া মনে হইতেছে ১৮২১ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা বাহির হইয়া "দিগ্দর্শন" বন্ধ হইয়া গেলে পর ১৮২২ সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী 'যুবলোক' গণের পাঠের কারণ ১৮২০ অব্দের এপ্রিলের পরে যে যে সংখ্যায় হিন্দুস্থানের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ ঐ সংখ্যাগুলি বাদে অবশিষ্ট ১৬ সংখ্যা লইয়া যে কতিপয় খণ্ড পত্রিকা একত্র বাঁধিয়া বিক্রয় করিবার উপযুক্ত ছিল, সে কয়েক খণ্ডের জন্যই ১৮২২ অব্দে এই মলাটের পৃষ্ঠাটী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রচার।

'দিগ্দর্শন' ২৬ সংখ্যায় মোট ১০৬৭৬ খানা পত্রিকা ছাপা হইয়াছিল, * সুতরাং গড়ে প্রতি সংখ্যা মাত্র ৪০০ করিয়া ছাপান হইত।

দিগ্দর্শনের প্রচার খুব অধিক না হইবার কারণ, সে সময় এ দেশীয় লোক বাঙ্গালা লেখা পড়া তেমন জানিত না। যাঁহারা শিক্ষিত মুন্সী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা পার্সী ও অল্প অল্প ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ডাকের অসুবিধাও যে অল্প প্রচারের আর একটী কারণ ছিল, তাহা আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

দিগ্দর্শনের লেখকগণ।

দিগ্দর্শনের লেখক ছিলেন ডাঃ কেরী, মিঃ ওয়ার্ড, ডাঃ মার্স্ম্যান ও তাঁহার পুত্র মিঃ মার্স্ম্যান, প্রভৃতি মিশনারিগণ ও রামমোহন রায় প্রভৃতি। রামমোহন রায়ের লিখিত "অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি", "মকর মৎস্যের বিবরণ", "বেলুন", "প্রতিধ্বনি" প্রভৃতি প্রবন্ধ—যাহা তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশক

* Descriptive Catalogue of Bengali Books.

"বঙ্গীয় পাঠাবলী" * হইতে উদ্ধৃত করিয়া সংবাদ কৌমুদীর প্রবন্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দিগদর্শনেই বাহির হইয়াছিল।

কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থের প্রথম অংশে আলোচিত হইয়াছে ; ডাঃ মার্সম্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

যশোয়া মার্সম্যান বিলাতের উইল্ট্সায়ারের (Wiltshire) অন্তর্গত ওয়েষ্টবারি নগরে (Westbury Leigh) ১৭৬৮ অব্দের ২০শে মে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ অব্দে ইনি বিলাতের বেপটিষ্ট মিসন কর্ত্তৃক মিসন-কার্য্যে ভারতবর্ষে যাইতে আদিষ্ট হন। এই সময়ে বিলাতের মিশনারিদিগকে ভারতবর্ষে আসিতে পাস (license) দেওয়া হইত না। মার্সম্যান অনোন্যপায় হইয়া লণ্ডনের ডেনিস কন্সাল (Denish Consul) হইতে একখানা পরিচয় পত্র লইয়া ঐ অব্দের ২০শে মে ক্রাইটিরিয়ন্ (Criterion) নামক ডেনিস পোতে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ ১৩ই অক্টোবর শ্রীরামপুর আসিয়া পঁহুছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ডাঃ কেরির সহিত সমভাবে কার্য্য করিতে থাকেন। অতঃপর ১৮১১ অব্দে তিনি "কন্ফিউসিয়সের গ্রন্থাবলী" (Works of Confucius) প্রকাশ করেন। ১৮১৪ অব্দে চীনা ভাষার ব্যাকরণ (Chinese Grammar), ১৮১৫ অব্দে ডাঃ কেরির সহিত এক যোগে একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ১৮১৮অব্দে ইঁহারই উপদেশে "দিগ্দর্শন" এবং "সমাচার দর্পণ" বাহির হয়। ১৮২২অব্দে রামমোহন রায়ের সহিত বাদ প্রতিবাদ

ডাঃ মার্সম্যান।

* ১৮৫৪ অব্দে জনৈক মিসনারি সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর দ্বারা বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য "বঙ্গীয় পাঠাবলী" নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি সেই প্রবন্ধগুলি ও দিগ্দর্শনের প্রবন্ধগুলি এক।

করিয়া "ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট কৃত প্রায়শ্চিত্ত" (The Deity and Atonement of Christ) প্রকাশ করেন। ১৮৩৭অব্দের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরেই ইনি দেহ ত্যাগ করেন।

মিঃ মার্সম্যান।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন ক্লার্ক মার্সম্যানও পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৭৯৪ অব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং পিতার সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া নিয়ত পিতার কার্য্যে সাহায্য করিতে থাকেন। ১৮১৮ অব্দে ইনি "সমাচার দর্পণের" সম্পাদক হন। ১৮৩৫অব্দে ইঁহার সম্পাদকতায় "ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া" (Friend of India) সাপ্তাহিক রূপে চলিতে আরম্ভ করে। ডাঃ কেরির সহিত মিলিয়া ইনি বৃহৎ বাঙ্গালা অভিধান বাহির করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত "ভারতের ইতিহাস" ও "শ্রীরামপুর মিসনের ইতিহাস" সুপরিচিত গ্রন্থ। ইনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং সি, এস্, আই (C. S. I.) উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। বিলাতে ১৮৭৭ অব্দের ৮ই জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়।

—•০•—

ব্রাহ্মণ সেবধি।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ। ১২২৮ বঙ্গাব্দ।

জগতের অনেক কার্য্য সংক্রামক। পত্র পত্রিকার উদ্ভব তাহার মধ্যে একটী। ১৮১৬ অব্দে প্রথম সাময়িক পত্র "বেঙ্গল গেজেট" বাহির হইবার পর ১৮১৮ অব্দে "দিগ্দর্শন" ও "সমাচার দর্পণ" বাহির হয়; তার পরই দিগ্দর্শনের অনুকরণে ১৮১৯ অব্দে কলিকাতার মিসনারিরা বাঙ্গালা ভাষায় "গস্‌পেল মেগেজিন" নামে খ্রীষ্টিয় তত্ত্ব পূর্ণ একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন। এইরূপে বাঙ্গালায় একটীর অনুসরণে আর একটী পত্রিকা বাহির হইবার স্রোত চলিতে আরম্ভ করে। গস্পেল মেগেজিন অতি অল্প কয়েক মাস চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায়।

গস্পের মেগেজিন।

১৮২১ অব্দে ব্রাহ্মণ সেবধি নামে একখানা ক্ষুদ্র আকারের ইংরেজী-বাঙ্গালা পত্রিকা বাহির হয়।

১৮২১ অব্দের ১৪ই জুলাইর শ্রীরামপুরের "সমাচার দর্পণে" হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন প্রকাশিত হয় এবং তাহার উত্তর দান জন্য লেখক আহ্বান করা হয়। রামমোহন রায় ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া তাহা "সমাচার দর্পণে" প্রকাশ জন্য প্রেরণ করেন। রামমোহন রায়ের এই সকল উত্তর 'দর্পণে' প্রকাশিত না হওয়ায় সেগুলি প্রকাশ জন্য ১৮২১ সনে (১৭৪৩ শকের মাঘ মাসে) রামমোহন রায় "ব্রাহ্মণ সেবধি বা ব্রাহ্মণ ও মিসনারি সংবাদ" নামে এই মাসিক পত্র খানা বাহির করেন।

উদ্দেশ্য।

এই পত্রিকার আবির্ভাব সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামপুরের কোন মিসন্‌রি হিন্দুদিগের বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্র এবং যোনি ভ্রমণ ও ভোগা-ভোগ প্রভৃতি মতের প্রতিবাদ করিয়া ১৮২১ খৃঃ অব্দের ১৪ই জুলাইয়ের একখানি পত্র "সমাচার চন্দ্রিকায়" * প্রকাশ করেন। 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' পত্রিকায় ঐ বিষয়ের শাস্ত্রীয় উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি তর্ক করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ সমেত মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজী অংশের নাম Brahmunical Magazine। পুস্তকের এক পৃষ্ঠায় ইংরাজী ও আর এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা—(বামে ও দক্ষিণে) সন্নিবেশিত।" * *

নিম্নোদ্ধৃত ভূমিকা লইয়া "ব্রাহ্মণ সেবধি" বাহির হইয়াছিল।

ভূমিকা। রামমোহন রায়ের ভাষার নিদর্শন স্বরূপ আমরা তাঁহার লিখিত বিস্তৃত ভূমিকাই উদ্ধৃত করিলাম।

"জগদীশ্বরায় নমঃ।

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু

* ভ্রমবশতঃ "সমাচার দর্পণ" স্থলে এখানে "সমাচার চন্দ্রিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। সমাচার চন্দ্রিকা ইহার অনেক পরে প্রকাশিত হয়।



স্বর্গীয় রামমোহন রায়।

ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানা বিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচ লোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশু-খ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকলদেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিলনা সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মতঃ কি লোকতঃ প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোন মতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয়শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্ব

প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাব সিদ্ধপ্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদ স্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে যখন মোছলমানেরা এদেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এইরূপ নানাবিধ ধর্ম্মগ্লানি করিলেক চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোনো ধর্ম্ম ছিল না। তাহারাও যখন বাঙ্গালার পূর্ব্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্ব্বদা হিন্দুর ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব্বকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎকর্ম্মে বিব্রত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদির ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব এদেশে অধিকার প্রাপ্ত ইংরেজ মিশনরিরা এরূপ ধর্ম্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা অসম্ভাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞ দেশ আক্রমণ কর্ত্তাদের ন্যায় ধর্ম্মঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ত্রুটী আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার সহ হয় না তবে বিচার বলে হিন্দুর ধর্ম্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ম্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া

হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তি সিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান যাইবেক ইতি।”

এই পত্রিকার আকার অতি ক্ষুদ্র ছিল। প্রথম সংখ্যায় নিম্ন-লিখিত তিনটী বিষয় মাত্র ছিল।

স্মূচী।

১। ভূমিকা।

২। ১৮২১—১৪ জুলাইয়ের লিখিত পত্র যাহা পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

৩। পূর্ব্বলিখিত পত্রের উত্তর যাহা সমাচার দর্পণে স্থান পায় নাই।

‘ব্রাহ্মণ-সেবধি’ ১২মাসে ১২ খানা মাত্রই বাহির হইয়াছিল। প্রতি সংখ্যায় মিসনারিদিগের মতের বাদ প্রতিবাদ ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই থাকিত না।

স্থায়িত্ব।

ফরাসি দেশের সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত মাসিক পত্র “Journal Des Scavans” এর ন্যায় ইহাও বিনামিতে বাহির হইত। রামমোহন রায় শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নাম প্রবন্ধের নীচে দিয়া পত্রিকা বাহির করিতেন; জানি না, শিবপ্রসাদ তাঁহার নিজের অন্য একটী নাম ছিল কি না।

সম্পাদক।

১৮২১ সনের ১৪ই জুলাইর "সমাচার দর্পণে" হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি-কর যে প্রেরিত প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছিল, পাঠকগণের দৃষ্টার্থে তাহার প্রথমাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করাগেল।

সমাচার দর্পণের প্রবন্ধ।

"সর্ব্ব দেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন এই বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আছেন শাস্ত্রার্থের সন্দেহচ্ছেদ স্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকন পূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণ দ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।

"প্রথম হিন্দুরদের বেদান্ত শাস্ত্র দৃষ্টে বোধ হয় যে আত্মা এক নিত্য কালত্রয় রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্য স্বরূপ বিভু নিরাময় অন্তর্ব্বহিঃ পূর্ণ তদ্ভিন্ন ভূতজীব পদার্থ পৃথক নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় শুদ্ধ মায়া রচিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম ও সপ্নাদিতে গন্ধর্ব্ব নগরী দর্শন তদ্রূপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা কেবল অজ্ঞান বশতো অহং ও জগৎ সত্যের ন্যায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে যদি এই মতের গৌরব মানি তবে আত্মাতে দোষস্পর্শে অথবা আত্মাও মায়ার এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয় দ্বিতীয়ত এক আত্মা হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন যেমত জলের বিম্ব উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয় তেমতি অজ্ঞানে আত্মাতে জগৎ এই উৎপত্তি স্থিতিলয় বারম্বার হইতেছে মায়ার বল এ গতিকে আত্মার

পর মানিলে আত্মা নির্দ্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন। শ্রুতি কহেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ। এ প্রমাণে জীবের সদসম্ভোগ কেন মানি ইতি।"

সমাচার-দর্পণের উক্ত প্রবন্ধের উত্তরে রামমোহন রায় শিব প্রসাদ শর্ম্মার বেনামিতে যে উত্তর ব্রাহ্মণ-সেবধির ১ম ও ২য় সংখ্যায় প্রকাশ করেন, তাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধেও তিনি অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিসনারিরা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামক তৎকালীন ইংরেজী সংবাদ পত্রে ইংরেজী ভাষায় প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ-সেবধির তৃতীয় সংখ্যায় রামমোহন রায় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'পত্রে প্রকাশিত উক্ত উত্তরের প্রত্যুত্তর বাঙ্গালায় ও ইংরেজীতে প্রদান করেন। এইরূপ জটিল বাদ-প্রতিবাদ লইয়াই "ব্রাহ্মণ-সেবধি" মাসে মাসে বাহির হইত।

উত্তর-প্রত্যুত্তর।

ব্রাহ্মণ-সেবধির যে তিন সংখ্যা রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু বান্ধবের সতর্ক যত্নে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, আমরা সে তিন সংখ্যাই মাত্র দেখিয়াছি; অবশিষ্ট নয় সংখ্যা বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

উপরিউদ্ধৃত সমাচার-দর্পণের ভাষায় এবং রামমোহন রায়ের ভূমিকার ভাষায় যাবনিক শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও এই উভয় লেখার ভাষা সহজবোধ্য নহে। এই উভয় রচনার ভাষা অপেক্ষা "দিগ্দর্শনের" ভাষা সহজ ও সরল ছিল।

ভাষার আলোচনা।

দিগ্দর্শনের ভাষা ব্রাহ্মণ-সেবধির ভাষা অপেক্ষা সহজ এবং সরল হইলেও রাজা রামমোহন রায়ের এইরূপ রচনাই বাঙ্গালা সাধু ভাষা রচনার ভাব জাগাইয়া দিয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর ইহারই সংস্কার সাধন ও সুষমা বিধান করিয়াছিলেন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। রাম মোহন শৈশবে সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া পাটনায় যান এবং তথা হইতে আরবি ও পারসি ভাষা শিক্ষা করিয়া আসেন। এই সময় মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ পাঠ করিয়া তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া দাঁড়ান এবং "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" নামে এক খানি গ্রন্থ পার্শি ভাষায় রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া তাঁহার পিতার সহিত মতভেদ হইলে তিনি পিতৃভবন ত্যাগ করেন ও সন্ন্যাসীদিগের সহ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন; এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিব্বতে উপনীত হন। সেখানে গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া রামমোহন রায় পুনরায় গৃহে আগমন করেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ। তিনি গৃহে ইংরাজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অচির কাল মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন সাধরণ কেরাণীগিরি চাকুরী গ্রহণ করেন। এই কেরাণীগিরি হইতে শেষে তিনি রঙ্গপুর কালেক্টরের দেওয়ান বা সেরেস্তাদার হইয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়।

কার্য্য ত্যাগ করিবার পর তিনি ১৮১৪ সনে কলিকাতা আগমন করেন। পাঠ্য অবস্থা হইতেই তাঁহার পুস্তক লিখিবার অভ্যাস ছিল। এখন অবসর হইয়া তিনি হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ও শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৫ হইতে "ব্রাহ্মণ সেবধি"র প্রচার কাল পর্য্যন্ত তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন।

রাজার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধ।

বেদান্ত দর্শনের অনুবাদ	১৮১৫
কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ	১৮১৫
বেদান্তসার	১৮১৬
তলবকার উপনিষৎ	১৮১৬
কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুবাদ	১৮১৭
হিন্দু একেশ্বরবাদ (ইংরাজী ও বাঙ্গালা)	১৮১৭
ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার	১৮১৭
সহমরণ বিষয় ১ম পুস্তক	১৮১৮
গোস্বামীর সহিত বিচার	১৮১৮
গায়ত্রীর অর্থ	১৮১৮
সহমরণ বিষয় ২য় পুস্তক	১৮১৯
সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার	১৮১৯
কবিতাকারের সহিত বিচার	১৮২০
যীশুর উপদেশাবলী	১৮২০
ব্রাহ্মণ-সেবধি	১৮২১

১৮১৭ অব্দ হইতে সহমরণের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিসনারিরা “দিগ্দর্শন” মাসিক পত্র বাহির করিলে রামমোহন রায় তাহাতে বেলুন, অয়স্কান্ত মণি, মকর মৎসের বিবরণ প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেন। ইহার পর ১৮২১খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিসনারি এডামকে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া একেশ্বরবাদের সমর্থনে আনয়ন করিলে শ্রীরামপুরের মিসনারিদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ বাঁধিয়া যায়। এই বিবাদের ফলে রামমোহন রায় একেশ্বরবাদ প্রচারে নিযুক্ত হন। মিসনারিরাও তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন।

মিসনারিরা "সমাচার দর্পণে" হিন্দুর বেদ-বেদান্তের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও "ব্রাহ্মণ-সেবধি" বাহির করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। এই সময় তিনি "সংবাদ কৌমুদী" নামক আর এক খানা সংবাদ পত্রিকা বাহির করিয়া তাহাতে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার এই পত্রিকার সহকারী ও একজন প্রধান লেখক ছিলেন। এই পত্রিকায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংবাদ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা হইত। রাজা রামমোহন ১৮২৭ অব্দে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলে এই পত্রিকা সেই অভিনব ধর্ম্মের মুখপত্র স্বরূপ ছিল।

সংবাদ কৌমুদী।

গোঁড়া হিন্দুরা যাহাই বলুন না কেন, রাজা রামমোহন রায় যে এই অভিনব ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া মিসনারিদিগের কবল হইতে বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যখন মিসনারি সাহেবেরা গ্রামে গ্রামে যাইয়া লক্ষে লক্ষে "মথি লিখিত সুসমাচার" প্রচার করিয়া "বাঙ্গালা মরদা মরদিগণকে" 'ত্রাণের উপায়' দেখাইয়া দিতেছিলেন, আর গড্ডলিকা প্রবাহের মত "বাঙ্গালী মরদা মরদিগণ"ও কথার মোহে ও স্বার্থের প্রলোভনে ভুলিয়া তাঁহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছিল, তখন মহাত্মা রামমোহন এই অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া উচ্ছন্ন পথারূঢ় মতিভ্রষ্ট বাঙ্গালীকে আশ্রয় দিয়া বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির যে উপকার করিয়াছিলেন সে উপকারের প্রতিদান হয় না। এই সময় রামমোহন লেখনী ধারণ করিয়া অগ্রসর না হইলে ও এই অভিনব ধর্ম্মের জাল বিস্তার না করিলে, বাঙ্গালায় হিন্দুজাতির নাম লুপ্ত হইবার পথে আসিত ইহা সুনিশ্চিত।

বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্ম-রক্ষা।

হিন্দুর বেদান্ত-ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার লেখনী অবিশ্রাম চলিয়াছিল; বাঙ্গালা সাধু সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া সে লেখনী নিবৃত্ত হইয়াছিল।

হিন্দুর বেদান্ত-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া রামমোহন রায় "সহমরণ" প্রথা রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে অবেদন ও প্রস্তাব উপস্থিত করেন। অতঃপর ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের প্রস্তাব অনুসারে সতীদাহ প্রথা রহিত করিয়া দেন।

সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা

রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলে তাঁহার সহযোগী বন্ধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার দল পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুসমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের পক্ষ অবলম্বন করেন ও "সংবাদ কৌমুদীর" প্রতিযোগী "সমাচার চন্দ্রিকা" নামে আর এক খানা সংবাদ পত্রিকা বাহির করেন।

সমাচার চন্দ্রিকা।

রামমোহন রায়ের "কৌমুদী" ও হিন্দু সমাজের "চন্দ্রিকার" মধ্যে কিছুকাল বেশ দলাদলি ও উত্তর প্রত্যুত্তর চলিয়াছিল।

১৮৩০ অব্দে দিল্লীর শেষ সম্রাট সাহ-আলম তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়া নিজ কার্য্যে বিলাতে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি দিল্লীশ্বরের কার্য্য উদ্ধার করিয়া এবং অন্যান্য কারণে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ফ্রান্স গমন করেন। ফ্রান্স হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রিষ্টল নগরে ১৮৩১ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাণ ত্যাগ করেন।

রাজা উপাধি ও বিলাত গমন।

তাঁহার মৃত্যুর পর "সমাচার কৌমুদী" আরও প্রায় ২ বৎসর চলিয়াছিল। অতঃপর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বাহির হইলে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও উপনিষদের অনুবাদগুলি বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লইয়া গিয়া "তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকাতে" প্রকাশ করেন।

অমুদ্রিত প্রবন্ধ।

সংবাদ কৌমুদীতে রামমোহন রায়ের যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কতিপয় প্রবন্ধ মিশনারিদিগের সাহায্যে রক্ষিত হইয়াছিল এবং ১৮৫৪ অব্দে "বঙ্গীয় পাঠাবলী" নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর সমস্ত বাঙ্গালা লেখাই বঙ্গ সাহিত্য হইতে লুপ্ত হইয়াছে।



স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ

জ্ঞানান্বেষণ।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ। ১২২৮ বঙ্গাব্দ।

বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি 'এজু'দিগের চেষ্টায় ও যত্নে ১৮৩১ অব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালিত হইতে আরম্ভ করে।

হিন্দু কলেজের যে সকল ছাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। ইঁনি যদিও দেশীয় ভাষা ও দেশীয় রীতি পছন্দ করিতেন না, তথাপি ইঁহার স্বদেশ হিতৈষণা অত্যন্ত প্রবল ছিল। উত্তর কালে তিনি তাঁহার জীবনে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পরিচালকগণ।

এই 'এজুর' দলে ছিলেন—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, তারকচন্দ্র বসু, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি। ইঁহারা প্রথম দেশীয় ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ক্রমে ইঁহাদের মন মাতৃভাষার চর্চ্চা ও মাতৃসাহিত্যের উন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে ইঁহারা "জ্ঞানান্বেষণ" নামে এই পত্রিকা খানা পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাগান বাটীতে "সাহিত্য সমালোচনী সভা" নামে এক সভা সংস্থাপন করেন। এই সভায় ইংরেজী বাঙ্গালা যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইত ও বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইত তাহা

পরিচালনের উদ্দেশ্য।

সাহিত্য সমালোচনী সভা।

'জ্ঞানান্বেষণে' প্রকাশিত হইত। এতদ্ব্যতীত রামচন্দ্র মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ইহাতে ইংরেজী বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতেন, এই সময় রাম গোপাল ঘোষ বাগ্মিতায় "বাঙ্গালার ডিমস্থানিস্" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরেজী অংশে তাঁহার বক্তৃতাও প্রকাশিত হইত। তাঁহার লিখিত ইংরেজী রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি জ্ঞানান্বেষণে 'সিভিস্'(Civis)নাম স্বাক্ষরিত হইয়া প্রকাশিত হইত। রাজনীতি ব্যতীত সমাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতিও ইহাতে আলোচিত হইত এবং হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচুর নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ লেখা থাকিত। সেকালের এই সকল ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বাঙ্গালা বক্তৃতার ও লেখার উপর বিদ্রূপ করিয়া সে সময়ের একখানা পত্রিকায় নিম্ন লিখিত ব্যঙ্গ বক্তৃতাটী বাহির হইয়াছিল।

লেখকগণ ও আলোচ্য বিষয়।

"বেঙ্গলের কি সোসিএল কি পলিটিকেল কি রিলিজিয়াস ম্যাটার, যে দিকেই যে পয়েণ্ট অব ভিউ থেকে দেখা যাউক না কেন সকলেতেই কেমন একটী রিভলিউসন উপস্থিত হইয়াছে এটী বেশ সহজে মার্ক করা যায়। বেঙ্গলী লিটেরেচরে যে সাধারণ নিয়মের কিছু অন্যথা হইতেছে না ইহা নহে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় (অবকোর্স আমরা কনফেস করিতে বাধ্য) ইহাতেও ভয়ঙ্কর রিভলিউসন উপস্থিত। আক্ষেপের বিষয় সকলের গতি এক ডাইরেকসনে। সেই এক বিলাতি জিনিসের ইমিটেসন। কেন? কেন আমরা নেসনালিটি ত্যাগ করে ফরেনার দের কাছে ভিক্ষা পাত্র হাতে করে দাঁড়াইব? আমাদের ওয়াণ্ট কিসের? আমাদের কি থটস নাই। না আমাদের আইডিয়া সকল

ইঙ্গ-বঙ্গ বক্তৃতার নমুনা।

আমাদের প্রিয় বাঙ্গালা ভাষায় এক্সপ্রেস করিবার শক্তি নাই? আছে, আছে, আমাদের এ সেমফুল জীবনে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত জেনটল ম্যান ও লেডিজ সমীপে আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে আমি অদ্যকার মিটিংয়ে এই একটী রিজলিউসন মুভ করিতে প্রস্তাব করি যে আমরা ন্যাসনাল লিট্রেচর ডিফেন্স ফাণ্ড নামক একটী ফাণ্ড স্থাপন করিয়া তদ্দারায় আমাদের ন্যাসনাল লিট্রেচরের রাইট রক্ষা করি।

নেপথ্যে বঙ্গ ভাষা— আমারই শ্রাদ্ধ করি মোর সুতগণ
করিছে কেমন দেখ উন্নতি সাধন।"

জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক ছিলেন প্রথম পাঁচ বৎসর—১৮৩১ অব্দ হইতে ১৮৩৫ অব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত—বাবু তারকনাথ বসু।

সম্পাদক।

তারক বাবু হুগলীর ডেপুটী কালেক্টর হইয়া গেলে, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৫ অব্দের শেষ ভাগ হইতে ১৮৩৭ অব্দের ৯ই জুলাই পর্য্যন্ত সম্পাদকের কার্য্য করেন। অতঃপর রসিক বাবুও ডেপুটী কালেক্টরের পদ লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলে জমিদার বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক হন। ১৮৩৭ অব্দের জুলাই হইতে ১৮৩৯ অব্দের ২৪শে নবেম্বর পর্য্যন্ত দক্ষিণারঞ্জন প্যারীচাঁদ মিত্রের সহকারিতায় জ্ঞানান্বেষণ পরিচালন করিয়া তাহা ত্যাগ করিলে রামগোপাল ঘোষ নিজে জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক হন। অতঃপর ১৮৪০ অব্দের জানুয়ারী মাসে রামগোপাল ঘোষ "জ্ঞানান্বেষণের" পরিচালন বন্ধ করিয়া "বেঙ্গল স্পেক্টেটার" নামে

বেঙ্গল স্পেক্টেটার।

আর একখানা দ্বিভাষিক পত্রিকা পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (Bengal Spectator) এক বৎসর মাত্র মাসিকরূপে চলিয়াছিল। অতঃপর সাপ্তাহিক রূপে পরিণত হয়; এবং নয় মাস চলিয়া উঠিয়া যায়।

লং সাহেব তাঁহার পুস্তকের তালিকায় জ্ঞানান্বেষণের স্থায়িত্বকাল ত্রয়োদশ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ১৮৪০ অব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারীর ইংলিসম্যান পত্রিকা হিন্দু স্কুলের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রকে * জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। আমরা এ দুটী বিষয়েরই কোন প্রমাণ পাইলাম না।

জ্ঞানান্বেষণ সাপ্তাহিক রূপে পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার মাসিক মূল্য ছিল এক টাকা ও বার্ষিক মূল্য ছিল বার টাকা। এত মূল্য দিয়া এই পত্রের বড় বেশী গ্রাহক হইত না।

গ্রাহক সংখ্যা।

উক্ত তারিখের ইংলিসম্যানে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে অবগত হওয়া যায়—জ্ঞানান্বেষণের গ্রাহক ছিল মোট ৪৯ জন। কলিকাতায় পঁয়তাল্লিশ জন ও মফস্বলে চারিজন মাত্র।

---

* "ইংলিসম্যান" রামচন্দ্র মিত্রকে "জ্ঞানোদয়ের" স্থানে জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক নির্দ্দেশ করিয়া বোধ হয় ভুল করিয়াছেন। এই সময় রামচন্দ্র মিত্র জ্ঞানান্বেষণে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং 'জ্ঞানোদয়' নামে একখানা মাসিক পত্র সম্পাদন করিতেন। "জ্ঞানোদয়" সম্বন্ধে General Committee of Public Instruction Bengal এর সংগৃহীত List of Bengalee Printed Books to the year 1839এ লিখিত হইয়াছে "Gyanodaya," a Native Magazine, 60 No. of 28 pages—this is a miscellany of Anecdotes, Moral and Historical. price 8as. may be introduced as a class book, requires changes.

জ্ঞানোদয়।

সংবাদ প্রভাকর।

—০()০—

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ—১২৩৭ বঙ্গাব্দ।

১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ "সংবাদ প্রভাকরের" জন্ম। সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন "প্রভাকরের" জনক। "সংবাদ প্রভাকর" স্বীয় ললাটে "সংবাদ" রাজটীকা লইয়া সাপ্তাহিক রূপে আবির্ভূত হইলেও ইহাতে সংবাদ অপেক্ষা পদ্য ও গদ্য রচনাই থাকিত অধিক। এই অজুহাতেই আমরা ইহাকে সাহিত্য-পত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম এবং তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পত্রিকা পরিচালনের উদ্দেশ্য ও বিবরণ।

কবি ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত পাথরিয়া ঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বন্ধুত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবির আসরে লড়াই করিয়া ও গান বাঁধিয়া দিন কাটাইতেছিলেন, এই সময় তাঁহার বন্ধু উক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে ভদ্রভাবে কবিত্ব প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন। ফলে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে লেখনী কণ্ডুয়ন বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র "সংবাদ প্রভাকর" বাহির করেন। এ সম্বন্ধে ১২৫৩সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন।—

"বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্য ক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমারদিগের যন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের

শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"

নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় সংবাদ প্রভাকরের কণ্ঠে শোভিত থাকিত।

"সতাং মনস্তামরস-প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎ-সকলঃ প্রভাকরঃ সদর্থ-সংবাদ-নব-প্রভাকরঃ॥"
"নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম
মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধা কাতরাঃ।
আশ্বোত্থবিমল-প্রভাকর-করঃ প্রোম্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং
দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফা রসং॥"

শ্লোক দুটী সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের রচনা। তিনি প্রভাকরের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। "প্রভাকরের" তৎকালীন লেখকগণের নাম শ্রদ্ধার সহিত "প্রভাকর" হইতে নিম্নে সংগৃহীত হইল।

লেখকগণ।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বাবু নন্দলাল ঠাকুর, বাবু নন্দকুমার ঠাকুর, বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু রামকমল সেন, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাবু শ্যামাচরণ সেন, বাবু রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু নীলমণি মতিলাল প্রভৃতি।

ইহারা সকলেই সেকালের সমাজে গণ্য-মান্য ব্যক্তি ও বাঙ্গালা ভাষার লেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সংবাদ প্রভাকরে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইত। নানাস্থানের সংবাদও থাকিত।

অতঃপর ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে "সংবাদ-প্রভাকরও" কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। ঈশ্বর চন্দ্র লিখিয়াছেন "এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর, আমাদিগের কর্ম্ম ও উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহু গুণধারী আশ্রয় দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দণ্ডে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তর গমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অনুরাগ শূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকরের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছুদিন গুপ্ত-ভাবে গুপ্ত হইলেন।"

প্রভাকরের বিদায় গ্রহণ।

"১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটা নিবাসী সাধারণ মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং তদনুজ বাবু গোপাল চন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটী করেন না। এ কারণে আমরা উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের ঋণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়িত্বকাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।"

প্রভাকরের পুনঃ প্রকাশ—বারত্রয়িক।

দেখিতে দেখিতে প্রভাকরের নাম ও যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া

পড়িল। তখন পরিচালকগণের উপদেশে ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরকে প্রাত্যহিকে পরিণত করিয়া ফেলিলেন।

প্রভাকর প্রাত্যহিক।

১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে "সংবাদ প্রভাকর" প্রাত্যহিক রূপে দর্শন দিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে আর বাঙ্গালা দৈনিক পত্র ছিল না। এই সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের—পরবর্ত্তী যুগের প্রবীণ ও যশস্বী লেখক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয় চন্দ্র দত্ত প্রভাকরের দপ্তরে বঙ্গ সাহিত্যের শিক্ষানবীশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের নামের সহিত আরো কতিপয় তৎকালীন নবীন সুলেখক ও শিক্ষানবীশের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

প্রভাকরের শিক্ষা-নবীশগণ।

অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরী শঙ্কর তর্কবাগীশ, নীলরতন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন। ধর্ম্মদাস পালিত, কানাই লাল ঠাকুর, নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উমেশচন্দ্র দত্ত, শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, সীতানাথ ঘোষ, গনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরনাথ ন্যায়রত্ন, প্রভৃতি। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি সংবাদ প্রভাকরের সহকারী সম্পাদকের কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

এই সময় এমন আরও কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা সাহিত্য চর্চ্চা সাক্ষাৎ ভাবে না করিলেও তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

সে কালের সাহিত্য ও সমাজের আলোচনায় তাঁহাদের নামের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিয়া আমরা গুপ্ত কবির 'সালতামামি খতিয়ান' করিয়া যাঁহাদের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করি নাই এখানে তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিলাম। ইঁহারা বোধ হয় সকলেই এখন স্বর্গধামে বিশ্রাম করিতেছেন।

সহানুভূতি প্রকাশকগণ।

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু গিরিশচন্দ্র দেব, বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, বাবু হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি।

বর্ত্তমান সময় যে পূর্ণিমা-সম্মিলন, বান্ধব-সম্মিলন, সাহিত্য-সম্মিলন প্রভৃতি হইয়া থাকে, এইরূপ সম্মিলনের অনুষ্ঠান প্রথম ঈশ্বরচন্দ্রই করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর কার্য্যালয়ে একটী সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। সহরের ও মফস্বলের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এবং পণ্ডিতগণকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মিলনে উপস্থিত করিতেন। সম্মিলনে প্রবন্ধাদি পাঠ, আলাপ পরিচয় ও ভোজের ব্যবস্থা ছিল। এবং শেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিদায়ের ব্যবস্থাও ছিল। এই বার্ষিক সম্মিলন পরে চৈত্রমাসে হইত।

নববর্ষে সাহিত্য সম্মিলন।

প্রভাকরের পূর্ব্বে যে কয়েক খানা সাময়িক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল সেগুলি প্রায় অধিকাংশ ভাগ গুরুতর ধর্ম্ম কথার কাটাকাটি ও বাদ-প্রতিবাদে পূর্ণ থাকিত; সুতরাং লোকে তাহা বড় মনোযোগ দিয়া পড়িত না, পড়িলেও সহজে তাহা হইতে কোন সরল ভাব গ্রহণ করিতে পারিত না।

প্রভাকরের প্রভাব।

"সতীদাহ নিবারণ" প্রথার আন্দোলন উপস্থিত হইলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত "সংবাদ কৌমুদীর" সহিত যখন নবসৃষ্ট হিন্দু ধর্ম্মসভার মুখপত্র "সমাচার চন্দ্রিকা" মসীযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বাঙ্গালী পাঠক বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠ করিয়া একটু কিছু উপভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ঐ সকল বাদ প্রতিবাদে শাস্ত্র কথা অধিক থাকায় তাহা স্বল্প শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট প্রীতিপ্রদ হইত না।

ঠিক এই সময়—যখন পাঠকের আগ্রহ হইতে ছিল, পরন্তু তাহা পূরণের উপকরণ পাওয়া যাইতেছিল না—বাঙ্গালার স্বল্প-শিক্ষিত পাঠকদিগের সম্মুখে ঈশ্বরচন্দ্র সহজ কাব্য-রসে ভরপূর করিয়া "সংবাদ প্রভাকর" উপস্থিত করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের "প্রভাকর" শ্লেষ ও রস-কথায় পূর্ণ থাকিত। সেই শ্লেষ ও রস-কথা সহজেই তখন বাঙ্গালী পাঠকের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে প্রভাকর অল্পে অল্পে বাঙ্গালায় পাঠক গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

প্রভাকর কেবল যে পাঠক সমাজই গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা নহে; বাঙ্গালা-লেখক সমাজও গঠন করিয়াছিল। তাহা আমরা দেখাইয়াছি; কিন্তু বর্ত্তমান উন্নত বাঙ্গালা সাহিত্য "প্রভাকরের" নিকট ও তদীয় সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট কতদুর ঋণী—"প্রভাকর" ও ঈশ্বরচন্দ্র সেই মৃত বঙ্গভাষা সঞ্জীবিত করিতে কতদুর সাহায্য করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবেন; এই স্থানে আমরা তাহার মাত্র একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

এই সময় যেমন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার জন্ম ২। ৪ খানা পত্র-পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিতেছিল, সেইরূপ বক্তৃতা-শিক্ষা এবং রচনা-শিক্ষার জন্যও স্থানে স্থানে সভা, সমিতি গঠিত

হইতেছিল। দর্জ্জিটোলার নরনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে এই সময় (১২৪৫ সালে) "বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনী সভা" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তখন উদীয়মান প্রতিভা। সভা সমিতি মাত্রেই তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ থাকিত। বাঙ্গালা সাধু-সাহিত্যের যিনি শক্তিদাতা সেই অক্ষয়কুমার দত্ত তখন উনিশ বৎসরের যুবক—পড়া শুনা শেষ করিয়া পরিবার প্রতিপালন চিন্তায় এদিক ওদিক ঘুরিতেছিলেন; এবং অবসর সময়ে অল্প অল্প কবিতা রচনা দ্বারা বীণাপাণির চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন। উক্ত "বঙ্গভাষা অনুশীলনী সভায়" অক্ষয়কুমার যোগদান করিতেন। একদা এই সভায় তিনি প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত বিশেষ-ভাবে পরিচিত হন এবং তৎপর হইতে প্রভাকর কার্য্যালয়ে যাইয়া পত্রিকাদি পাঠ করিতেন।

বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনী সভা ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

একদা প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক অসুস্থ হইয়া অনুপস্থিত থাকায় ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে ইংলিসম্যান পত্রিকার একটা স্থান দেখাইয়া তাহা প্রভাকরের জন্য অনুবাদ করিয়া দিতে বলেন। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে আমি কখনও গদ্য লিখি নাই এবং লিখিতেও পারি না। অক্ষয়কুমার এড়াইতে চেষ্টা করিলেও ঈশ্বর চন্দ্র তাহা শুনিলেন না, বলিলেন, "তুমি লেখা পড়া জান, যে রূপ ভাবেই হউক মনের ভাব প্রকাশ করিয়া লিখ, আমি দেখিয়া ছাপিব।" অনন্যপায় হইয়া অক্ষয়কুমার নির্দ্দেশিত অংশের অনুবাদ করিলেন। অনুবাদ পড়িয়া গুপ্ত কবি তাঁহাকে এতদূর প্রশংসা করিলেন এবং উৎসাহ প্রদান করিলেন যে, অক্ষয়কুমার সেই দিন হইতে পদ্য ছাড়িয়া

প্রভাকরে অক্ষয় কুমার।

গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহা "প্রভাকরে" প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এই সময় "প্রভাকরের" সহিত "ভাস্কর" ও "রসরাজ" পত্রের বিষম বাদানুবাদ বাঁধিয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র পদ্যে ও অক্ষয়কুমার গদ্যে ভাস্করের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে থাকেন। অক্ষয়কুমারের গদ্য প্রবন্ধগুলি এমন সুন্দরই হইত যে তাহা পাঠ করিয়া একদিন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—অক্ষয় বাবু দুর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়াইতেছেন।

বলা বাহুল্য সংবাদ প্রভাকরের এই নবীন লেখক, ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য অক্ষয়কুমার কালে গুরুকেও ছাড়াইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একটা যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গুরুর ন্যায় যুগ-প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমারের ন্যায় কবিবর রঙ্গলাল, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, নাটকার দীনবন্ধু ও মনোমোহন, কাঙ্গাল হরিনাথ, সোমপ্রকাশের দ্বারকানাথ, কবি দ্বারকানাথ প্রভৃতিও প্রভাকরের দপ্তরে শিক্ষা-নবীশ ও ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন।

১২৬০ সালের বৈশাখ মাস হইতে প্রভাকরের একটি মাসিক সংস্করণও প্রকাশিত হইতে থাকে। এই মাসিক সংস্করণের পত্রিকাখানাও প্রাত্যহিক সংস্করণের অন্তর্গত ছিল। যাঁহারা মাসিক সংস্করণের গ্রাহক ছিলেন, তাঁহারা প্রতি মাসের ১লা তারিখের সংবাদ প্রভাকর খানাই কেবল পাইতেন। ঐ ১লা তারিখের পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা অন্যান্য তারিখের পত্রিকা অপেক্ষা ৩।৪ গুণ অধিক থাকিত।

প্রভাকরের মাসিক সংস্করণ।

এতৎ সম্বন্ধে ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিত হইয়াছিল—



স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"যাহারা দৈনিক পত্র না লইয়া কেবল মাসিক পত্র গ্রহণ করেন ও করিবেন তাহারদিগের প্রতি অদ্যকার অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রের মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত করিলাম। * * কেবল বৈশাখ ভিন্ন অপর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।০ আনার অধিক লইব না। এই নবীন নিয়মের অধীন হইয়া যিনি মাসিক পত্রের গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হওয়ার অভিলাষ করিবেন, আমরা তাহার নিকট পত্র প্রেরণ করিব। * * মাসিক প্রভাকরের সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষ—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম্ম প্রকটিত হইবেক।"

মাসিক সংস্করণের বিবরণ।

প্রভাকর মাসিক হইয়াও "প্রাত্যহিক" শব্দটী স্বীয় ললাট দেশ হইতে বাদ দিতে পারেন নাই।

যুগব্যাপী সাহিত্যের সেবায় নিরত প্রভাকরের প্রভা তখন মধ্যাহ্ন গগণ হইতে বিকীর্ণ হইতেছিল এবং তাহার সেই প্রভায় বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ই বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম, নীলদর্পণের দীনবন্ধু ও সুধীরঞ্জনের হতভাগ্য কবি দ্বারকানাথ কলেজের ছাত্র ও প্রভাকরের দপ্তরে সাহিত্যের শিক্ষানবীশ।

প্রভাকরে নূতন শিক্ষা নবীশ গণের রচনা।

১২৫৯ সালের ২রা চৈত্রের সংবাদ প্রভাকরে সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘোষণা করিলেন—"হিন্দু কালেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলী কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্রত্রয়ের বিরচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত তিনটী প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,

এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমারদিগের সহযোগীগণ এবং গুণগ্রাহক গ্রাহকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া যাঁহার রচনা যেরূপে ও যে ভাবে উৎকৃষ্ট বোধ করিবেক, তাঁহাকে সেইরূপে সেইভাবে পুরস্কৃত করিবেন। আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথাই উল্লেখ করিব না।"

কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধ।

প্রভাকরের প্রতি সংখ্যায় এই তিন যুবক গদ্যে ও পদ্যে সাহিত্যিক লড়াইর সৃষ্টি করিতেন। সেই "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ" প্রত্যেক পাঠকের উপভোগের সামগ্রী ছিল।

দ্বারকানাথ দীনবন্ধুকে "সহুরে কবি" ও বঙ্কিমচন্দ্রকে "চট্টোকবি" বলিয়া লিখিতেন; দীনবন্ধু দ্বারকানাথকে "বুনো কবি" বলিয়া লিখিতেন। নমুনা স্বরূপ আমরা নিম্নে কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের একটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

দ্বারকানাথ লিখিলেন—

"শহুরে কবি।

আমার কশুর কিছু নাই গত বারে।
কথায় কথায় কটু কহিয়াছি তারে॥
সে যদি মানুষ হয় জ্ঞান থাকে তার।
আমার সহিত রণ করিত না আর॥

চট্টো।

তাই তাই তাই বটে অতি সুখময়।
এমন কবিতা আর হইবার নয়॥



স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র

ভাগ্যে তুমি বেঁচে আছ, তাই ভাই মোরা।
কবিতা দেখিতে পাই মূর্খ মন চোরা॥
কিন্তু কবিবর আমি, তার ঠাঁই ঠাঁই।
তব মনোগত কটু ভাব বুঝি নাই॥
কৃপা করি কহ স্বীয়, সরল স্বভাবে।
"শাখায় কুরঙ্গ" তুমি বলেছ কি ভাবে।

শহুরে।

হা হা ভাই বুঝিতে পারনি, এই গাল।
এর ভাব ঠিক যেন পাড়া গেঁয়ে ডাল॥
শাখায় কুরঙ্গ আমি, এ ভাবে লোয়েছি,
কৌশল করিয়া মিত্র, বানর বোলেছি॥
আর এক ঠাঁই দেখ, করি অনুমান।
কহিয়াছি তারে আমি, বীর হনুমান॥
বুক চিরে রাম লিখে, কে বেঁধেছে ঋণে।
রামচন্দ্র, দীনবন্ধু, হনুমান বিনে॥

চট্টো।

জ্ঞান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে।
মোরে আদি কবি বলে, দ্বিতীয় তোমারে॥

* * * *

তোমার সহিত কভু না পারিবে বুনো।
তার চেয়ে তুমি ভাই বুদ্ধি ধর দুনো॥

* * * *

শহুরে।

বুনোরে যদ্যপি আমি বলি কুবচন।
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবে না কখন॥
কারণ ভূলোক মাঝে ইহা জানে কে না।
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা॥"

প্রভাকরের "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে" দ্বারকানাথ অধিকারী জয়লাভ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম ও দীনবন্ধু দ্বারকানাথের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, বিজিত বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর প্রতিভা স্ফুরণের পূর্ব্বেই বিজয়ী দ্বারকানাথ তাঁহাদিগের জন্য স্থান মুক্ত করিয়া দিয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা এই সুযোগে এই উপেক্ষিত স্বর্গীয় কবির সম্বন্ধে এই স্থানে দুই একটী কথা বলিব।

কবিতা যুদ্ধের পুরস্কার

১২৩৭ সালের ৩০শে কার্ত্তিক নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে দ্বারকানাথ অধিকারী জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রামশঙ্কর অধিকারী। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া দ্বারকানাথ এক ইংরেজ মহিলার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। অতঃপর কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইলে তথায় গিয়া পাঠ করেন ও জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

দ্বারকানাথ অধিকারী।

দ্বারকানাথ বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে তিনি যে একখানা কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার একটী কবিতার কয়েক চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শুন শুন সর্ব্বজন করি কিছু নিবেদন,
কুলিনগণের বিবরণ।
হয় সবে প্রথমতঃ গাঁজা অহিফেণে রত
পরিশেষে মদে মত্ত হন॥
গেলে পরে ভিন্ন গ্রাম বিষ্ণুঠাকুরের নাম
লোক মাঝে অগ্রে বলা আছে।
যেন নীচ লোকে বলে অন্য লোকে জিজ্ঞাসিলে
রাজ বাড়ী আমার বাড়ীর পাছে॥
কুলভ্রমে হয়ে অন্ধ বিবাহের সম্বন্ধ
যদি কেহ করে উপস্থিত।
লোভদেবীর আজ্ঞা মতে আরোহিয়া স্পৃহারথে
অগ্রে করে পণের বিহিত॥

* * * *

না হইলে দক্ষিণান্ত কামিনী না পান কান্ত
শাশুড়ীর রাধা ভাত খান্‌না।
পদব্রজে মক্কা যান্‌ যদি একটী পয়সা পান্‌
শ্বশুর বাড়ী যান ভিন্ন যান্‌ না।"

দ্বারকানাথ যখন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র, তখন প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একবার কৃষ্ণনগর গমন করেন। দ্বারকানাথ "মনের প্রতি উপদেশ" নামে একটী কবিতা লিখিয়া নিয়া প্রভাকর সম্পাদককে উপহার প্রদান করেন। ইহা হইতেই ঈশ্বর গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গুপ্ত কবি এই নবীন কবির কবিতাটী পাঠ করিয়া তাঁহাকে "প্রভাকরে" ও "সাধুরঞ্জনে" লিখিতে অনুরোধ করেন এবং "মনের প্রতি উপদেশ"কবিতাটীও সম্পাদকীয় মন্তব্যের সহিত প্রভাকরে

প্রকাশ করিয়া দ্বারকানাথকে সাহিত্যচর্চ্চায় উৎসাহিত করেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ও দীনবন্ধু কলিকাতা হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন এবং প্রভাকরে কবিতা লিখিতেছিলেন। দ্বারকানাথ ইঁহাদের কবিতা পাঠ করিয়া "সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ" নামক একটী কবিতা লিখিয়া তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীন-বন্ধুকে ব্যঙ্গোক্তি করেন। ইহাতে তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে বেশ কবিতা যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়, এই কবিতা যুদ্ধই এক বৎসর কাল "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ" নামে প্রভাকরে বাহির হইয়াছিল। ঐ কবিতা যুদ্ধ পাঠ করিয়া রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুণ্ডির সাহিত্যসেবী জমিদার বাবু কালীচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী দ্বারকানাথকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়া পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। *

জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া দ্বারকানাথ কৃষ্ণনগর বাঙ্গলা পাঠশালার হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় প্রভাকর ও সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত কবিতা গুলি লইয়া ও আরও কয়েকটী নূতন কবিতা লিখিয়া তিনি "সুধীরঞ্জন" নামে একখানা কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। ১২৬২ সালে "সুধীরঞ্জন" প্রকাশিত হয়। ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মাত্র অষ্টাবিংশতি বর্ষেই কবি ইহ জগতের সকল খেলা শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ "নীল দর্পণ" ১২৬৫ সালে ও বঙ্কিমের প্রথম গ্রন্থ "দুর্গেশ নন্দিনী" ১২৭২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। হতভাগ্য দ্বারকানাথ তাঁহার

* এই পারিতোষিকের টাকা দ্বারকানাথ একা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সম্মতি ক্রমে প্রভাকর সম্পাদক, দ্বারকানাথ, বঙ্কিম ও দীনবন্ধু এই তিন প্রতিযোগীকে সমান অংশে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

নিকট পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের এই দুইখানা গ্রন্থের একখানাও দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

সুধীরঞ্জন গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া দ্বারকানাথ "সুধীরঞ্জন" নামেও পরিচিত ছিলেন। এই সুধীরঞ্জনের "বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইংরেজী ভাষার কথোপকথন" সেকালের একটী উল্লেখ যোগ্য গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ ছিল। আমরা প্রভাকরের লেখকদিগের গদ্য রচনার নমুনা স্বরূপ এবং এই মৃত কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য ঐ সুদীর্ঘ প্রবন্ধের মুখবন্ধ স্বরূপ যে গদ্য ভাগ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এক দিবস যখন সরোজিনী-স্বামী সূর্য্যদেব স্বীয় সাম্রাজ্যের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হওত বিশ্রামার্থ চরমাচল নামক শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং জগজ্জীবন পবন তাঁহাকে একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া আপনকরে তালবৃন্ত ধারণ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ ভাবে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, যখন মনোহারিণী সন্ধ্যাকাল কমনীয় বিনোদ বাস পরিধান পূর্ব্বক সুগন্ধি কুসুম সমূহের হার গাঁথিয়া বিশ্ব সবিতার শুশ্রূষার্থ বারণ-বিনিন্দিত মন্দ মন্দ গতিতে উপস্থিত হইল এবং বিহঙ্গম সকল বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া স্বস্ব সুমিষ্ট মধুর স্বরে জগদীষ্ট জগদীশ্বরের গুণগান করত পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।" * * *

গুপ্ত কবির গদ্য রচনার নমুনা।

এই সময়েও গৌরীশঙ্করের সংবাদ-ভাস্করের সহিত প্রভাকরের বচসা চলিত; "রসরাজ" ও "পাষণ্ড দলনে" যেরূপ অকথ্য ভাষা প্রয়োগ হইত "প্রভাকরে" সেরূপ দেখা যাইত না। প্রভাকর অপেক্ষাকৃত মুন্সীয়ানা ভাবে লিখিত হইত। নমুনা স্বরূপ "প্রভাকরের" একটী উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"পরন্তু মেং (মিষ্টার) লা সাহেবের বিষয়ে ঐ দিবসীয় ভাস্করের সম্পাদক শ্যালক শব্দে যে শ্লেষ করিয়াছেন তাহাতে হাসিই আইসে সুতরাং এতদ্রূপ সামান্য কথার অর্থাৎ শ্যালকের উত্তর কি লিখিব? ঐ শ্লেষ সহ্য করাই উচিত, অপিচ ভাস্কর কার শ্যালকের টীকা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, ফলতঃ ইহার টীকার আর অপেক্ষা কি? কেন না, তিনি "বিটন সাহেবের শ্যালক" এই শব্দ ধরিয়া যখন গদ্দি করিয়াছেন তখনিতো টীকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

"সৎ সম্পাদক শ্যালক শব্দে যে শ্লেষ করিয়াছেন"—এইরূপ অনু-প্রাসের বাহুল্য গুপ্ত কবির রচনার একটী বিশেষত্ব। গুপ্ত কবির এই আদর্শ যে সর্ব্বত্রই শ্রুতি সুখকর হইত তাহা নহে। স্থানে স্থানে কষ্ট-প্রয়াসে কোন কোন রচনা লঘু হইয়া যাইত।

"যদিও প্রভাকর গুণাকর পাঠকদিগের নয়ন নীরজের প্রফুল্লকর না হয় তত্রাচ তাহারা স্বস্ব সৌজন্য জন্য দোষাকর প্রভাকর সম্পাদকের প্রতি ক্রোধাকর না হইয়া কৃপাকর হইবেন।"

ইহার কতক স্বাভাবিক রচনা, কতক কষ্ট-রচনা।

ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক অদ্ভুত রচনা সেকালে গুপ্তকবির "কাষ্ঠ-লেখনী" মুখে নির্গত হইত ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহা হাস্য গদগদ কণ্ঠে পাঠ করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। একালের পাঠক হয়ত তেমন লেখা কিনিয়া পাঠ করিলে লেখকের নামে অর্থের এবং সময়ের ক্ষতিপূরণের অভিযোগ আনিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

গুপ্ত কবির এই সকল গদ্য রচনা এখন দুর্ল্লভ। সুতরাং আমরা যদি "প্রভাকর" হইতে তাঁহার এই অদ্ভুত গদ্যের নমুনা উদ্ধৃত করিয়া তাহা আরও দশ বিশ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যে সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা

করি, তবে হয়ত পাঠক আমাদের সে সাধু চেষ্টার উপর ক্ষুব্ধ হইয়া কোন অঘটন ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন না। পাঠক ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া পাঠ করুন, আমরা ১২৬১ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরের এক কলম গদ্য রচনা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এ দিগে যবন সেনারা বাহুবল বিস্তার পূর্ব্বক নগর তোল পাড় করিতে লাগিল। ঝম্প ধ্বনি করিয়া কতই দম্ভ করিতেছে, লম্ফ মারিতেছে, ঝম্পদিতেছে, ভূমিকম্প হইতেছে। হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্—দুড়্ দুড়্ দুড়্ দুড়্—গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্—শুড়্ শুড়্ শুড়্ শুড়্—কড়্ কড়্ কড়্ কড়্—মড়্ মড়্ মড়্ মড়্—হড়্ হড়্ হড়্ হড়্—পড়্ পড়্ পড়্ পড়্—ঝড়্ ঝড়্ ঝড়্ ঝড়্—সড়্ সড়্ সড়্ সড়্—চড়্ চড়্ চড়্ চড়্—দুম্ দুম্ দুম্ দুম্—গুম্ গুম্ গুম্ গুম্—দুপ্ দুপ দুপ্ দুপ্—গুপ্ গুপ্ গুপ্ গুপ্—ধর্ ধর্ ধর্ ধর্—ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্—কর্ কর্ কর্ কর্—সর্ সর্ সর্ সর্—থর্ থর্ থর্ থর্—গর্ গর্ গর্ গর্—ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘর্ শব্দে স্থান সকল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সকল দ্বারেই মহাগণ্ডগোল, সকল দ্বারেই সৈন্যের কোলাহল। ভুতোগত ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া উঠিল। ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়াই সকল দ্বারে আঘাত করিতেছে—যাহাকেই পাইতেছে তাহাকেই ধরিতেছে—যাহা দেখিতেছে তাহাই হরিতেছে—মারিতেছে—সারিতেছে। পৌর-জনেরা সকলেই হারিতেছে—বিপক্ষেরা উঠিতেছে, ছুটীতেছে—সর্ব্বত্রই লুটিতেছে—নির্ভয়ে লড়িতেছে—কখনো নীচে লড়িতেছে—কখনো উপরে চড়িতেছে—মার মার বলিতেছে—চলিতেছে—ছলিতেছে—টলিতেছে—ঢলিতেছে—দলিতেছে—কোপানলে জ্বলিতেছে। এইরূপে যখন সকল দ্বার আক্রমণ করিয়া সমস্ত নগর পরিবেষ্টন পূর্ব্বক দখল করিতে লাগিল,তখন কোন খানে খন্ খন্ খন্ খন্—কোন খানে টন্ টন্ টন্ টন্

কোন খানে ঝন ঝন ঝন ঝন—কোন খানে কন্ কন্ কন্ কন্—কোন খানে ফন্ ফন্ ফন্ ফন্—কোন খানে হন্ হন্ হন্ হন্—কোন খানে ভন্ ভন্ ভন্ ভন্—কোন খানে পন্ পন্ পন্ পন্—কোন খানে ঢন্ ঢন্ ঢন্ ঢন্—ধ্বনী উত্থিত হইল।”

সে কালে এই রচনার কিরূপ আদর ছিল, তাহা আজ অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পরে বিচার করিয়া বলা কঠিন। গুপ্ত কবির রচনার আদর্শ তাঁহার প্রতিভাবান্ শিষ্যেরা অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তত্ত্ব-বোধিনীর অক্ষয়কুমার, গুপ্ত কবির প্রধান শিষ্য। তিনি প্রথম প্রথম অনুপ্রাসে লিখিতেন এবং যে রচনায় অনুপ্রাস না থাকিত তাহা প্রকাশ করিতে তেমন পছন্দ করিতেন না। এ সম্বন্ধে সেকালের লেখক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—“অক্ষয় বাবু আমার বক্তৃতা পছন্দ করিতেন না। অনেক লোকের—তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম করিয়া বলিতেন, উহা তাহাদিগের পছন্দ হইত না। আমি মনে মনে করিতাম যে আমার বক্তৃতায় ত অনুপ্রাসের ছটা নাই। তাহা ঈশ্বর বাবুর পছন্দ হইবে কেন?”

রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতি সেকালের লেখক ও পাঠকেরা এইরূপ অনুপ্রাস বহুল রচনা ও খেয়াল রচনা মোটেই ভাল বাসিতেন না। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন“তাহার (ঈশ্বর গুপ্তের) অনুপ্রাস প্রিয়তা আমি আদোবে পছন্দ করিতাম না।” এ বিষয়েও দুই মত ছিল। গুপ্ত কবির প্রতিভা ও প্রভাব তখন এত অধিক ছিল যে, অনেকে তাঁহার দোষ দর্শনে অন্ধ ছিলেন। এবং সে সময়কার অধিকাংশ পাঠকই তিনি যাহা লিখিতেন তাহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিত। সময়ের পরিবর্ত্তনে ক্রমে সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার এরূপ খেয়াল রচনা পরবর্ত্তী কালে কেহ সম্পূর্ণ ভাবে অনুকরণ করিয়াছেন, ইহা দৃষ্ট হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র—গুপ্ত কবির অনুকরণে হইতেছে—যাইতেছে—খাইতেছে—চলিতেছে—বলিতেছে ইত্যাদি অনেক স্থলে লেখার সৌন্দর্য্য ও পাঠকের ধৈর্য রক্ষা করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—"নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল চল চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নড়িতেচে,—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে ইত্যাদি।" কিন্তু এই প্রকার একরূপ শব্দ দ্বারা "বঙ্গদর্শনের" কলম পূরণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। বরং তিনি এইরূপ রচনাকে যথেষ্ট বিদ্রূপই করিয়াছেন। যথা, কমলাকান্তের—১ম পত্রে—

"খোশনবীশ পুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছেন বটে, নায়িকার নাম চন্দ্র কলা কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন * * নাটকের আগু ও মধ্য ভাগ কি প্রকার হইবে * * তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। * * যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে আট টা "হা সখি" এবং তেরটা "কিহলো! কি হলো!" সমাবেশ করিয়াছেন।"

গুপ্ত কবির এইরূপ লেখাকে বিদ্রূপ করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল কি না তাহা কে বলিবে? এই লেখা হাস্য জনকই হউক আর অচলই হউক, এইরূপ লেখা লিখিয়াই ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন আধিপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পরও বহু অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন।

এই সময় (১২৬০ সালে) জাহানাবাদের শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, কুমার হট্টের বাবু যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কাঁচড়াপাড়ার তারাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও হরিমোহন সেন; নবীনচন্দ্র রায়, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফকির চাঁদ), হরচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি নূতন লেখকগণ ও

পরবর্ত্তি যুগের লেখকগণ।

হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রগণ “প্রভাকরে” প্রবন্ধ লিখিতেন। আর একজন প্রভাকরের সাহায্য করিতেন—তাঁহার সম্বন্ধে সম্পাদক লিখিয়াছেন—“আমাদের আর একটী জীবনাধিক স্নেহান্বিত লেখক বন্ধু যিনি সম্মুখেই বিরাজ করিতেছেন তাঁহার অক্ষয় গুণ বর্ণনা করিতে লেখনী মুখ কত ক্ষয় করিব। কারণ সে অক্ষয়, তাহার গুণ অক্ষয়, এইক্ষণে প্রার্থনা সকলেই অক্ষয় তুল্য অক্ষয় হউক।” বলা বাহুল্য প্রভাকরের এ অক্ষয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রভাকর সম্পাদকের পদ্য রচনা তুলনাহীন; বঙ্গ সাহিত্যে তাহা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা এখানে তাহার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া আর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের জীবনী।

১২১৮ সালের ফাল্গুন মাসে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। বাল্য কালে লেখা পড়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের তেমন দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু তাঁহার স্মরণ শক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি যাহা একবার শুনিতেন, তাহাই তাঁহার স্মরণে বিদ্ধ হইয়া থাকিত। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; সুতরাং তিনি শৈশব কাল হইতেই কলিকাতা যোড়াশাঁকোতে তাঁহার মাতামহের আলয়ে থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি কথায় কথায় কবিতা মিলাইয়া কথা বলিতে ভালবাসিতেন। কথিত আছে পঞ্চম বর্ষ বয়সেই নাকি তিনি বলিয়াছিলেন—

“রাতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে কল্‌কাতা আছি।”

দশ বৎসর বয়সে তাহার মাতৃ বিয়োগ হয়; ইহার কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন, অবস্থাও তাঁহাদের নিতান্ত



কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

(মৃত্যু শয্যায়)

শোচনীয় ছিল—এইরূপ নানা কারণে ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা পড়া অধিক হইল না। গান বাঁধিয়া ও কবির লড়াই করিয়া তাঁহার দিন যাইতে লাগিল। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা মহেশচন্দ্র গুপ্তও তাঁহার সহিত কবিতা যোজনা করিয়া ও ছড়া বাঁধিয়া লড়াই করিতেন। এই কবির লড়াই বড়ই আমোদপ্রদ বোধ হওয়ায় দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালেই ঈশ্বরচন্দ্র কবির দলে প্রবেশ করিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুত্ব জন্মে। যোগেন্দ্র মোহনও ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থ সাহায্যেই ১২৩৭ সালের মাঘ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে সংবাদ প্রভাকর উঠিয়া যায়, প্রভাকরের প্রাথমিক ইতিবৃত্ত আলোচনায় আমরা সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রদান করিয়া আসিয়াছি।

সংবাদ রত্নাবলী।

এই সময় (১৮৩২ অব্দের ১২ই জুলাই) আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের উদ্যোগে "সংবাদ-রত্নাবলী" নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মহেশচন্দ্র পাল নামে এক ব্যক্তি নামতঃ এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লিপিকার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতা না থাকায় রত্নাবলীর পরিচালকগণ ঈশ্বরচন্দ্রকে মহেশচন্দ্র পালের সাহায্যার্থ নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে ঈশ্বরচন্দ্র অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি তাঁহার পিতৃব্যের নিকট কটকে যাইয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। কটক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১২৪৩ সালের ২রা শ্রাবণ ঈশ্বরচন্দ্র 'প্রভাকর'কে পুনর্জ্জীবিত করেন। অতঃপর প্রভাকর সমভাবে চলিতে থাকে। গৌরীশঙ্কর

তর্কবাগীশ প্রভাকরের একজন লেখক ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে প্রভাকরের সহিত পাল্লা দিতে "সংবাদ রসরাজ" নামে এক খানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। পাথুরেঘাটার বাবুদিগের অর্থে "সংবাদ প্রভাকর" বাহির হইলে শোভাবাজারের বাবুরাও "সংবাদ ভাস্কর" নামে এক খানা পত্রিকা বাহির করেন। এবং কিছুদিন পরে "রসরাজের" ঋগরাটে সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকে নিয়া সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এই সময় "রসরাজ" "ভাস্কর" ও "প্রভাকরে" তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা হইত। এই বাক্‌বিতণ্ডার সমর্থন জন্য ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় হইতে "পাষণ্ড পীড়ন" নামে আর এক খানা পত্রিকা বাহির করেন। এই অভিনব পত্রের সম্পাদকের স্থলে সীতানাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইত।

পাষণ্ড পীড়ন।

১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত কার্য্যকারক সীতানাথ ঘোষ পাষণ্ড পীড়নের "হেডিং"টী লইয়া পলায়ন করাতে পাষণ্ড পীড়ন মাত্র ১৫ মাস জীবিত থাকিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। * "পাষণ্ড পীড়ন" প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। মূল্য ছিল বার্ষিক দুই টাকা।

* ১২৭৪ সালের "নবপ্রবন্ধ" পত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় জনৈক লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনী লিখিতে গিয়া লিখিয়াছেন "১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে উক্ত সীতানাথ ঘোষ "পাষণ্ড পীড়নে"র হেড চুরী করিয়া পলায়ন করাতে কয়েক সংখ্যা 'ভাস্কর যন্ত্র' হইতে মুদ্রিত হইয়াই 'পাষণ্ড পীড়নের' মৃত্যু হয়।" গুপ্ত কবির নিজ 'প্রভাকর যন্ত্র' থাকিতে তিনি "পাষণ্ড পীড়ন" গৌরীশঙ্করের 'ভাস্কর যন্ত্র' হইতে কেন বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহার কারণ অপ্রকাশ। গৌরীশঙ্করের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব থাকিলেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ভাব ছিল। বোধহয় প্রভাকর যন্ত্র বিকল হইয়া যাওয়ায়ই ঐরূপ ঘটিয়াছিল।

"পাষণ্ড পীড়ন" মস্তক-অভাবে দেহ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলে ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসেই গুপ্ত কবি "সংবাদ সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। ইহারও সংবাদ-প্রভাকরের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না। সংবাদ-সাধুরঞ্জন ১২৬২ সালে (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) বন্ধ হইয়া যায়।

সাধুরঞ্জন।

ঈশ্বরচন্দ্র একজন উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিতেন; কিন্তু কোন বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইলে নিজ বিবেক অনুমোদিত কার্য্য করিতে অণুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রাজনারায়ণ বসু, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতিকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইঁহাদের সহিত একত্র সমাজে যোগদান করিতেন।

রাজনারায়ণ বসু উপনিষদের অনুবাদ ও বেদের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাকে শ্লেষ করিয়া প্রভাকরে লিখিলেন—

"বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।"

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার অকপট বন্ধুতা থাকা সত্বেও তাঁহাদের স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন চেষ্টায় গুপ্ত কবি ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই।

১২৬২ সালে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় দেশব্যাপী বিধবাবিবাহের আন্দোলন উত্থাপিত হইলে ৺ কাশীধামের ঠাকুরদাস ন্যায়-পঞ্চাননের লিখিত বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রভাকরে

প্রচার করিয়া তিনি বিধবাবিবাহ বিরোধীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

ইহার পর পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করিলে গুপ্তকবি "প্রভাকরে" ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়া বন্ধু সমাজকে ক্ষুব্ধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শ্রীশ পণ্ডিত বিধবা বিবাহ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট হেলিডে সাহেবকে বলিয়া তাঁহাকে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট করিয়া দেন। এই উপলক্ষেও গুপ্তকবি "প্রভাকরে" প্রবন্ধ লিখিয়া বন্ধুবান্ধব অনেকের অপ্রিয় হইয়াছিলেন; এমন কি, হেলিডে সাহেবেরও নাকি বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের জীবনচরিত সংগ্রহের চেষ্টার গুপ্ত কবিই প্রথম পথপ্রদর্শক। প্রায় দশ বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়া বহু পরিশ্রমে ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন কবিদিগের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১২৬০ সাল হইতে প্রভাকরের মাসিক সংস্করণে—রাম বসু, ভারতচন্দ্র, হারুঠাকুর নিতাই দাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতির জীবনী ও সঙ্গীতমালা প্রকাশিত হইতে থাকে।

১২৬৪ সালের প্রভাকরে গুপ্ত কবির "প্রবোধ প্রভাকর", "হিত-প্রভাকর" ও "বুধেন্দু বিকাশ" নামক তিনখানা গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১২৬৫ সালে গুপ্ত কবি শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ভাগবতের অনুবাদ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। "কলি নাটক" নামে একখানা নাটকও তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাও শেষ করিতে পারেন নাই। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর গুপ্ত কবির

একজন গুণ-মুগ্ধ বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিকে খড়দহে একখানা বাগানবাটী প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহার উইলে মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেবকে একজিকিউটার করিয়া মাসিক প্রভাকর পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। গুপ্ত কবি যথেষ্ঠ অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রভাকর ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন আয়ের পন্থা ছিল না। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রভাকরের গ্রাহক সংখ্যা কিরূপ ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই সাহিত্য-বিরোধ উভয় দলের মধ্যে এত প্রবল হইয়াছিল যে তাহার প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য অল্প কয়েকদিন মধ্যেই "অশ্লীল ও ন্থক্কার-জনক সাহিত্য" বলিয়া কথিত হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সৌহৃদ্য ভাব ছিল। ভাস্কর সম্পাদনের পূর্ব্বে গৌরীশঙ্কর প্রভাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে রীতিমত বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই শোভাবাজারের রাজ বাড়ীতে যাইয়া রাজ পরিবারের তদানীন্তন সাহিত্যিকগণের সহিত সাহিত্যচর্চ্চা ও হাস্যামোদ করিতেন। ভাস্কর সম্পাদনে ব্রতী হইয়া গৌরীশঙ্কর আর প্রভাকরে লিখিতে পারেন নাই। ১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাই ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন—"ভাস্কর সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণ গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন তাহাতে কি প্রকারে লিপিদ্বারা অস্মৎপত্রের আনুকূল্য করিতে পারেন।"

গুপ্ত কবির মৃত্যুসংবাদ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তাঁহার "সংবাদ ভাস্করে" ঠিক সময়ে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইহাতে লোকে পাছে মনে করে যে, উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছে

তাই ভাস্কর সম্পাদক ভাস্করে একটী সুন্দর কৈফিয়ত দিয়াছিলেন। আমরা সংবাদ ভাস্করের আলোচনায় তাহা প্রকাশ করিলাম।

গুপ্ত কবির মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। তখন প্রভাকরের আর তেমন প্রভা রহিল না। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ-তাত ভ্রাতা মহেশ গুপ্ত অক্ষেপ করিয়া গাহিয়াছিলেন :—

"সাত মেড়াতে জড় হয়ে নষ্ট করলে প্রভাকর।
জন্মে কলম ধরেনিক, রাম হ'ল এডিটর ॥
আগাপাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হ'ল কমাণ্ডর।"

ইহার পর প্রভাকর কতকাল জীবিত থাকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সেবা ও গুপ্ত কবির স্মৃতি বহন করিয়াছিল, তাহা আমরা নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারিলাম না। ১২৮১ সালেও প্রভাকর জীবন্মৃত ভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছিল বলিয়া "মধ্যস্থের" * মুখে শুনিয়াছি।

---

* ১২৮১ সালের কোন এক সংখ্যা প্রভাকরে—৺ মনোমোহন বসু সম্পাদিত "মধ্যস্থ" পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে—এই অলীক সংবাদ বাহির হইলে ১২৮১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা "মধ্যস্থে" ঐ অলীক সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হয়। এই সঙ্গে প্রভাকরের অনিয়মিত প্রচারের জন্য তৎকালীন প্রভাকর সম্পাদকের প্রতি তীব্র মন্তব্য থাকে। এই মন্তব্যের মধ্যেই গুপ্ত কবির প্রভাকর পরিচালনের উইলের উল্লেখও আমরা পাইয়াছি। ইহাতেই অনুমিত হয় যে—প্রভাকর শেষ জীবন্মৃত অবস্থায় ১২৮১ সাল পর্য্যন্তও সাহিত্য গগণের এক কোণে কোন প্রকারে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৪৪ বঙ্গাব্দ।

বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস নামক একব্যক্তি "সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী" বাহির করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ী সাপ্তাহিক ছিল। ইহার আদি অন্ত কাব্যরসে ভরপূর থাকিত। সুতরাং বুঝা যায়, সাহিত্যের চর্চ্চাই এই পত্রিকা পরিচালনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

তখন পত্রিকা মাত্রেরই নাম সংবাদপত্রিকা ছিল, সে জন্যই সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী, সংবাদ রসরাজ, সংবাদ ভাস্কর, প্রভৃতি সাহিত্য পত্র গুলির নামের সহিতও 'সংবাদ' শব্দটীর এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ী মাস কয়েক চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পত্রিকায় যে সংবাদ প্রদত্ত হইত তাহার লেখার নমুনা ছিল এইরূপ :—

চারি ঘোড়ার গাড়ী চোড়ে গত দিন বৈকালে গো।
গিয়াছেন গভর্ণর সাহেব চানকের বাগানে গো॥

বিজ্ঞাপনের ভাষাও তথৈবচ। যথা :—

আমাদের পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
তাহার পংক্তির প্রতি চারি আনা লাগিবে গো॥

ইত্যাদি।

সংবাদ ভাস্কর।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৪৬ বঙ্গাব্দ।

সংবাদ প্রভাকরের ন্যায় "সংবাদ ভাস্কর"ও সাহিত্য চর্চ্চায় এক দলের মুখ-পত্র ছিল। শোভাবাজারের রাজ পরিবারের কাহারও কাহারও আনুকূল্যে "সংবাদ ভাস্কর" বাহির হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন প্রথম শ্রীনাথ রায়। শ্রীনাথ রায় বিপদে পড়িয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভাস্করের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

সম্পাদক।

ভাস্করের আদি সম্পাদক শ্রীনাথ রায়ের বিপদ কাহিনী ১৮৪০অব্দের ১৭ই ও ২১শে মার্চ্চের "ইংলিশম্যান" পত্রিকা হইতে সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সম্পাদকের বিপদ কাহিনী।

১৮৩৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সংখ্যা ভাস্কর পত্রে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ সম্বন্ধে একটী অপ্রীতিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে উক্ত রাজা ভাস্কর সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে ধৃত করিয়া আন্দুলে লইয়া যাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। ১৮৪০ অব্দের ১৩ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে শ্রীনাথ রায় যখন পটলডাঙ্গার রাস্তায় এক খানা গাড়ীতে উঠিতে ছিলেন সেই সময় রাজার লোকেরা তাঁহাকে ধৃত করে এবং তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে রাজপথ হইতে সরাইয়া লইয়া যায়। অতঃপর তাঁহাকে আন্দুলে লইয়া গিয়া তাঁহার শরীরে জল বিছুটী ধরাইয়া ও অন্যান্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে

অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয় ও অপমান করে। এ দিকে রাজার নামে অভি-যোগ উপস্থিত করিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করান হইলে আসামী পক্ষ সম্পাদককে আন্দুল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। ২৮শে জানুয়ারী রাজা আদালতে হাজির হইয়া জামিন চাহিলে তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইল না। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মোকদ্দমার তারিখ ধার্য্য হইল। সম্পাদকের খোঁজ পাওয়া গেল না, সুতরাং রাজা হাজত ভোগ করিতে লাগিলেন। পুনরায় ২রা মার্চ্চ তারিখ ধার্য্য হইল। ঐ তারিখে রাজার পক্ষে তাঁহার বারিষ্টারগণ পুনরায় জামিন প্রার্থনা করিলেন। জামিন অগ্রাহ্য হইল। ২০শে মার্চ্চ সম্পাদককে হাজির করা হইল; রাজাও হাজার টাকা জরিমানা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

ইহার পর সম্পাদক রায় মহাশয়ের আর ভাস্করের সম্পাদকীয় আসনে বসিবার সখ্ রহিল না। তিনি ভাস্কর ছাড়িয়া "অয়নবাদ দর্শন" বাহির করিয়া নিরাপদে হস্তকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইলেন।

শ্রীনাথ রায়কে আন্দুলের রাজা ধরাইয়া নিয়া গোপন করিয়া ফেলিলে ভাস্করের পরিচালকগণ গৌরীশঙ্করকে ভাস্করের সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। তিনি ১৮৪০ অব্দের জানুয়ারী হইতে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ভাস্করের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য ভাস্করের সম্পাদক হন।

পরবর্ত্তী সম্পাদকদ্বয়।

ভাস্করে প্রভাকরের ন্যায়ই সাহিত্যের আলোচনা হইত। ইহাতে গদ্য রচনার ভাগ বেশী থাকিত। প্রথম প্রথম ভাস্করে বেশ সুরুচিসঙ্গত প্রবন্ধই প্রকাশিত হইত। প্রভাকরের সহিত ভাস্করের সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব

আলোচ্য বিষয়।

বাঁধিয়া উঠিলে ইহার ভাষাও প্রভাকরের ভাষার ন্যায় স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠে। ক্রমে ভাস্করে এরূপ লেখাও বাহির হইতে লাগিল যে, তাহা সত্য সত্যই ভদ্র লোকের অপাঠ্য হইয়া দাঁড়াইল। তখন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এই সকল রচনা পাঠ করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ বাঙ্গালা রচনা অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন। এইরূপ অশ্লীল সাহিত্যের প্রচারে বাঙ্গালার আব্‌হাওয়া দোষিত হইয়া গিয়াছিল। অনাদৃত বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষিত সমাজে "অশ্লীল খেউরী-সাহিত্য" বলিয়া নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য হইয়াছিল।

আলোচনার সুর।

সংবাদ ভাস্কর প্রথম দৈনিক ছিল। প্রায় দশ বৎসর কাল দৈনিক চলিয়া পরে তাহা সপ্তাহে তিন দিন করিয়া বাহির হইত। দৈনিক সংস্কারণের মূল্য ছিল মাসিক এক টাকা ও বার্ষিক ১২৲ টাকা। পরে মূল্য হ্রাস হইয়া বার্ষিক আট টাকা হয়।

মূল্য।

ভাস্করের গ্রাহক সংখ্যা আন্দুলের মোকদ্দমার সময় ছিল—কলিকাতায় ৭০জন এবং মফস্বলে ১৫জন মাত্র! গৌরীশঙ্করের হস্তে যাইয়া ইহার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৫০ অব্দে ৫০০ ভাস্কর মুদ্রিত হইত।

গ্রাহক সংখ্যা।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রকৃতই একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সংবাদ কৌমুদীতে লিখিতেন; ঐ সময় তিনি সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে (রাজা) রামমোহন রায়ের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট হাউসে সতীদাহ সম্পর্কে যে পণ্ডিতসভা হইয়াছিল, তাহাতে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ জয় লাভ করেন। এই সভায় সমাগত ইংরেজ মহিলারা তাহার হ্রস্ব আকৃতি দর্শন করিয়া উপহাস করিলে গবর্ণর জেনারেল

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

বলিয়াছিলেন—"যিনি স্ত্রী জাতির এত উপকারী ও সমর্থক তাঁহাকে উপহাস করা স্ত্রী জাতির পক্ষে অন্যায়।" এই জয় লাভ ও উপহাসের পর হইতেই তিনি তাঁহার দেহের হ্রস্বতা হেতু—গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রভাকর বাহির হইলে গৌরীশঙ্কর "প্রভাকরে" লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কবি ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। উভয়ে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যাইয়া রাজ পরিবারের তদানীন্তন সাহিত্যিকগণের সহিত সাহিত্যচর্চ্চা ও হাস্যামোদ করিতেন।

ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় গৌরীশঙ্করও একখানা পৃথক পত্রিকা বাহির করিয়া স্বাধীন ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ১৮৩৯ অব্দে (১২৪৬ সালে) গৌরীশঙ্কর "সংবাদ রসরাজ" নামে একখানা পত্রিকা বাহির করেন। রসরাজ সপ্তাহে দুই দিন করিয়া বাহির হইত। কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি ছিল গৌরীশঙ্করের সহকারী।

সংবাদ রসরাজ।

গৌরীশঙ্কর রসিক লোক ছিলেন। ঝগরাটে লোকও তাঁহার ন্যায় তখন বড় বেশী ছিল না। কিন্তু প্রভাকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তিনি যখন "রসরাজ" রসের প্রস্রবণ ছুটাইলেন, তখন তাহা আর ভদ্র লোকের উপভোগ্য রহিল না।

লোকের অযথা নিন্দা প্রচার ও অশ্লীল গালাগালি প্রদান ব্যতীত রসরাজের অন্য বিশেষ কোন কার্য্য ছিল না। ইহার জন্য গৌরীশঙ্কর যথেষ্ট শাস্তিও ভোগ করিয়াছিলেন।

"রসরাজ" পরিচালন করিতে আরম্ভ করিয়া গৌরীশঙ্করও এক মহাবিপদে পড়িয়া গেলেন। জানুয়ারী মাসের এক সংখ্যা রসরাজে

কাশিমবাজারের মহারাজা কৃষ্ণনাথ রায় ও তাঁহার পত্নী রাণী স্বর্ণময়ীর নামে এক গ্লানিজনক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধ বাহির হইলে কাসিমবাজারের মহারাজার পক্ষ হইতে রসরাজ সম্পাদকের নামে হাইকোর্টে এক মানহানির অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের বিচারে গৌরীশঙ্কর দোষী প্রতিপন্ন হইয়া ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করিতে ও পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে উক্ত রাজার বিরুদ্ধে কিছু না লিখিবার জন্য এক হাজার টাকার জামিনও দিতে হইয়াছিল। এই মোকদ্দমা চলিত থাকা কালেই রাজা নরসিংহ রায় গৌরীশঙ্করের নামে ঐ আদালতেই আর একটী অভিযোগ উপস্থিত করেন। পূর্ব্ব অভিযোগের দণ্ডের কাল শেষ হইলে বর্ত্তমান অভিযোগ গৃহীত হইবে বলিয়া এই অভিযোগের বিচার আপাততঃ স্থগিত থাকে। *

রসরাজের মোকদ্দমা।

গৌরীশঙ্করের কারাবাসের সময় তাঁহার কতিপয় যুবক শিষ্য দ্বারা রসরাজ পরিচালিত হইয়াছিল।

এই সময় "সংবাদ রসরাজের" গ্রাহক ছিল ১৫০ জন মাত্র। গ্রাহকগণ সকলেই পত্রিকা হাতে হাতে গ্রহণ করিত। ডাকে বিলি এক খানাও হইত না। রসরাজের বার্ষিক মূল্য প্রথম বাহির হইবার সময় ছিল—চারি টাকা চারি আনা। পরে হইয়াছিল তিন টাকা মাত্র।

গ্রাহক ও মূল্য।

* এই সম্বন্ধে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারীর বেঙ্গল হেরাল্ডে প্রকাশিত বিবরণের সহিত ১৮৪০ অব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারীর "ইংলিসম্যানে" প্রকাশিত বিবরণের ঐক্য দেখা গেল না। আমরা যত দূর ঐক্য দেখিলাম সংক্ষেপে তাহাই গ্রহণ করিলাম।

ভাস্করের সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে আন্দুলের রাজা ধরাইয়া লইয়া গেলে গৌরীশঙ্করকে ভাস্করের পরিচালকগণ ভাস্করের সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তখন 'ভাস্কর' ও 'রসরাজ' উভয় পত্রিকাই গৌরীশঙ্করের হাতে চলিতে থাকে।

রসরাজ ও পাষণ্ড-পীড়নের ভাষা।

"ভাস্কর" ও "রসরাজের" উদ্দাম আক্রমণের সহিত পাল্লা দিবার জন্যই গুপ্ত কবি "পাষণ্ড পীড়ন" বাহির করেন। তখন "প্রভাকরে" ও "ভাস্করে" অপেক্ষাকৃত ভদ্র রীতিতে এবং "রসরাজে" ও "পাষণ্ড পীড়নে" অতি কুৎসিত ভাবে গালাগালি হইত। রসরাজে গদ্যে ও পাষণ্ড পীড়নে পদ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর হইত।

এই উভয় পত্রের নাম উল্লেখ করিয়া জনৈক সুধী লেখক লিখিয়াছেন "তখন বঙ্গীয় আসরে প্রতি নিয়ত যে কবির লড়াই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই কবির লড়াইকে অবতীর্ণ করা উক্ত পত্রদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিল। সে অভদ্র অশ্লীল ব্রীড়াজনক উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গ সাহিত্য জগতে এরূপ অশ্লীলতার স্রোত বহিয়াছিল, যাহার অনুরূপ নিকৃষ্ট রুচি আর কোনও দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না।"

১২৬০ সালের সংবাদ প্রভাকরে তৎকালীন জীবিত পত্রিকা গুলির একটী তালিকা বাহির হইয়াছিল; তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "সংবাদ রসরাজ" তখনও পরিচালিত হইতেছিল।

ইহার পর ১২৬৪ সালের ২৪শে মাঘ "ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ ত্যাগের পর তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাস্করের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। "রসরাজের" অস্তিত্বের কথার অতঃপর আর কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না।

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পূর্ব্বে "প্রভাকর" সম্পাদকের মৃত্যু হয়। গৌরীশঙ্কর শয্যাগত থাকায় ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু সংবাদ যথা সময়ে ভাস্করে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। গৌরীশঙ্কর যখন বুঝিলেন তাঁহার আরোগ্যের আর আশা নাই, তখন তিনি নিম্নলিখিত ভাবে 'ভাস্করে' সাহিত্য-সুহৃদ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু সংবাদ এবং তাহা প্রকাশের বিলম্বের কৈফিয়ত প্রকাশ করেন।

ভাস্করের লেখার নমুনা—ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু সংবাদ।

"প্রশ্ন—প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়?

উত্তর—স্বর্গে।

প্রশ্ন—কবে গেলেন?

উত্তর—গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে স্বর্গ গমন করিয়াছেন।

প্রশ্ন—তাঁহার গঙ্গা যাত্রা ও মৃত্যু-শোকের বিষয় শনিবাসরীয় "ভাস্করে" প্রকাশ হয় নাই কেন?

উত্তর—কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্রশ্ন—কত দিন?

উত্তর—এক মাস কুড়ি দিন। তিনি—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—এই দুই নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন। যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর সম্পাদকের মৃত্যুশোক, স্বহস্তে লিখিবেন। আর যদি প্রভাকর সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন-বিবরণ ও মৃত্যু শোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৫০ বঙ্গাব্দ।

সংবাদ প্রভাকরের উজ্জ্বল প্রভা যখন গুপ্ত কবির প্রতিভাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল—যখন তিনি সাহিত্য-সাম্রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সম্রাট—সেই সময় বাঙ্গালা সাহিত্য সাম্রাজ্যে "তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকার" আবির্ভাব হয়। বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (পরে মহর্ষি) ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

প্রতিষ্ঠাতা।

ইতঃপূর্ব্বে—১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "তত্ত্বরঞ্জিনী" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল—জ্ঞানোন্নতি সাধন, তথ্যানুসন্ধান, শাস্ত্রালোচনা, রামমোহন রায়ের গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও বিদ্যালয়াদি স্থাপন দ্বারা অশিক্ষিতদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। একপক্ষ মধ্যে (৩রা কার্ত্তিক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাকে "তত্ত্ববোধিনী সভা" নামে অভিহিত করেন।

তত্ত্বরঞ্জিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী সভা।

তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার ষোল বৎসর পূর্ব্বে (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে) ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের ৪ চারি বৎসর পরেই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় প্রাণ ত্যাগ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপনের বহুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইলেও রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজ

বড় বিশেষ কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময় তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পরে (১৭৬৪ শকে) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যোগদান করেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা।

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা তত্ত্ববোধিনীর আলোচনায় প্রয়োজন বলিয়া মহর্ষির 'আত্মজীবনী' হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল।

"১৭৬৪ শকে আমি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিই। ব্রাহ্ম সমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রামমোহন রায় ইহার ১১ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বৃষ্টল নগরে দেহ ত্যাগ করেন। আমি মনে করিলাম, যখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোপাসনার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার যোগ দিলে আমাদের সঙ্কল্প তো আরও অনায়াসে সিদ্ধ হইবে। এই মনে করিয়া আমি এক বুধবারে সেই সমাজ দেখিতে যাই। গিয়া দেখি যে, সূর্য্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে সমাজের পার্শ্বগৃহে একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষৎ পাঠ করিতেছেন, সেখানে কেবল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং আর দুই তিন জন ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই। সূর্য্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন সমাজের ঘরে প্রকাশ্যে বেদীতে বসিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতির সমান অধিকার ছিল। দেখিলাম, লোকের সমাগম অতি অল্প। বেদীর পূর্ব্বদিকে ফরাসে চাদর পাতা, তাহতে পাঁচ ছয় জন উপাসক বসিয়া রহিয়াছেন।

আর বেদীর পশ্চিম দিকে কয়েক খানা চৌকী পাতা রহিয়াছে, তাহাতে দুই চারি জন আগন্তুক লোক। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপনিষৎ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা বুঝাইতে লাগিলেন। বেদীর সম্মুখে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এই দুই ভাই মিলিয়া একস্বরে ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করিলেন। রাত্রি ৯টায় সভা ভঙ্গ হইল। আমি ইহা দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম এবং তত্ত্ববোধিনী সভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম। নির্দ্ধারিত হইল তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধান করিবে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূমিকা।

তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানের ভার লইবার পর বৎসরই, সেই সভা হইতে নিম্নোদ্ধৃত ভূমিকা লইয়া "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়।

"কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎ পত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এ স্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকার হইবেক! অতএব তাহারদিগের এ সকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

"অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্য ক্রমে অথবা অন্য কোন দৈব বিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে

অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

"মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

"পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পর ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্টবস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

"কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

"বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্তি হইল এবং সর্ব্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

"এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতিমাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাঁহারদিগের বন্ধুগণের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাঁহারদিগের



স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮ বৎসর বয়সে)।

স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবে।"

আকার, মূল্য ও সূচী।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আকার—ফুলস্কেপ কাগজের আকার। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ হইতে ১২ পৃষ্ঠা ছিল। মূল্য—তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের পক্ষে বার্ষিক তিন টাকা ছিল। প্রতি সংখ্যায় প্রবন্ধ থাকিত গড়ে ৩।৪টী করিয়া। প্রথম সংখ্যায় নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ গুলি ছিল।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের ভূমিকা ... ১

২। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখান ... ২

৩। ঐ ... ৩

৪। বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা ... ৪

৫। বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য ... ৬

৬। রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক।

তত্ত্ববোধিনী সভায়, অক্ষয়কুমার দত্ত।

তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয় বাবু তখন গুপ্ত কবির "প্রভাকরে" প্রবন্ধ লিখিতেন ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাকুরী অন্বেষণ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রভাকরে' অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই সময় এক দিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয় বাবুকে তত্ত্ববোধিনী সভায় আনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। পরিচয়ের পরই (১৭৬১ শকের ১১ই পৌষ) অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার একজন সভ্য মনোনীত হন। এই সময় অক্ষয় বাবুর বয়স মাত্র উনিশ বৎসর।

১৭৬২ শকে (১৮৪০ অব্দে) তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে ৮৲টাকা বেতনে সেই পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। দরিদ্র যুবক মাথা রাখিবার আশ্রয় পাইয়া চির অভীপ্সিত জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য দিবা রাত্রি গ্রন্থ অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়েন।

এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৭৬৪ শকে (১৮৪২ অব্দে) তিনি প্রভাকরের অন্যতম লেখক টাকী নিবাসী বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া "বিদ্যাদর্শন" নামে একখানা মাসিক পত্র বাহির করেন। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপূর্ণ সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইত। চারুপাঠ ১ম, ২য় ভাগ ও ধর্ম্মনীতির কোন কোন প্রবন্ধ প্রথমে বিদ্যাদর্শনেই প্রকাশিত হইয়াছিল। উত্তর কালে "বঙ্গদর্শন", "আর্য্যদর্শন" প্রভৃতি নামও নাকি এই বিদ্যাদর্শনের অনুকরণেই রক্ষিত হইয়াছিল। "বিদ্যাদর্শন" ছয় মাস মাত্র চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

বিদ্যাদর্শন।

'বিদ্যাদর্শন' উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের একটী সুন্দর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছিল। এই সময় প্রভাকর ও ভাস্কর ব্যতীত "রসরাজ", "সুজন রঞ্জন", * "কাব্যরত্নাকর" প্রভৃতি অশ্লীলতাপূর্ণ আরও কয়েকখানা পত্রিকা পরিচালিত হইতেছিল। সেগুলি শিক্ষিত ভদ্রসমাজে

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনের কল্পনা।

* রসরাজের প্রতিপক্ষকে রক্ষা করিবার জন্য ১২৪৭ সালে (১৮৪০) গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (মতান্তরে হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়) নামক জনৈক ব্যক্তি সুজনরঞ্জন নামক একখানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। তাহা সপ্তাহে দুইবার বাহির হইত। সুজনরঞ্জন দীর্ঘজীবী হইতে পারে নাই।

সুজন রঞ্জন।

সাদরে গৃহীত হইত না। 'বিদ্যাদর্শন' বন্ধ হইয়া গেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে একখানা উন্নত আদর্শের পত্রিকা পরিচালনের কল্পনা জাগ্রত হইয়া উঠে। ইহার ফলেই ১৭৬৫ শকের (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) ১লা ভাদ্র তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে সেই সভার মুখপত্র স্বরূপ "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা" বাহির হইতে আরম্ভ করে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক হওয়ায় পত্রিকার পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পদপ্রার্থীদিগের রচনা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাদিগকে "বেদান্ত ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিতে আহ্বান করেন। অক্ষয়-কুমার দত্ত, ভবানীচরণ সেন প্রভৃতি এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি রচনা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় অক্ষয় বাবুর রচনা উৎকৃষ্ট সাব্যস্থ হওয়ায় তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত হইলেন। তখন এই পদের নাম ছিল—গ্রন্থ সম্পাদক।

সম্পাদকের পরীক্ষা।

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় তত্ত্ববোধিনী ছাপিবার জন্য একটী মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করেন। তাহাতেই পত্রিকা মুদ্রিত হইত।

মুদ্রাযন্ত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথমে এক বৎসরের ম্যাদ লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল। এই এক বৎসর (ভাদ্র হইতে চৈত্র) আট মাসে শেষ হইয়াছিল। অক্ষয় বাবুকে প্রথম বৎসর সম্পূর্ণ-রূপে পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দ্দেশ মতেই পত্রিকা চালাইতে হইয়াছিল। অক্ষয় বাবু যাহা লিখিতেন মতের মিল না হইলে দেবেন্দ্রনাথ তাহা কাটিয়া দিতেন। সুতরাং প্রথম বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমোদিত

আলোচ্য বিষয়।

ধর্ম্মকথা, ব্রাহ্মসভার মামুলী বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান, রামমোহন রায়ের উপনিষদের চূর্ণক, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য বিবরণ ইত্যাদি ব্যতীত সাধারণের পাঠ্য কোন বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সম্পাদক অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনীতে তাঁহার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমারের মত বিরোধ উপস্থিত হইল। সুখের বিষয়, এই মতবিরোধের আলোচনা উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ধীরভাবে চলিত।

আলোচ্য বিষয়ে মতভেদ।

পূর্ব্বে বেদান্ত দর্শনের মতই ব্রাহ্মসমাজের মত ছিল। সে মতে একমাত্র পরম ব্রহ্মই সত্য—জগৎ মিথ্যা। কেবল ব্রহ্মই আছেন—আর কেহ নাই, জগৎ নাই, ছিল না, হইবেও না। জীবে ও ব্রহ্মে প্রভেদ নাই—এ উভয় এক। বেদান্ত দর্শনের এই অদ্বৈতবাদই রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের মত ছিল। অক্ষয় বাবু এই অদ্বৈতবাদ মতের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিলেন। ইহা লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়বাবুর অনেক বাদানুবাদ হয়। অতঃপর সুধী দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় কুমারের মত স্বীকার করিলে সে তর্কের নিষ্পত্তি হয়। এইরূপে কিছু কিছু করিয়া অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনীকে নিজ হাতে লইয়া স্বাধীনভাবে তাহাতে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন তত্ত্ববোধিনী কেবল ধর্ম্ম-বিষয়ক না হইয়া বিবিধবিষয়ক পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৪৬ অব্দের পৌষ মাসে ও ফাল্গুন মাসে "জগদ্বন্ধু * পত্রিকায়" "বেদ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র নহে" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

* সীতানাথ ঘোষ নামক হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র ১৮৪৬ অব্দে "জগদ্বন্ধু"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয় বাবুকে এই প্রবন্ধের একটী প্রতিবাদ লিখিতে আদেশ করেন। রাজা রামমোহন রায় বেদকে ঈশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সে মতে তখনকার ব্রাহ্মসমাজও বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; তাই দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক অক্ষয় বাবুকে "জগদ্বন্ধু" পত্রিকার প্রতিবাদ করিতে আদেশ করিলেন। অক্ষয়কুমার মহর্ষির এই মতেও প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "আমি এমন বিজ্ঞানবিরোধী মতের পোষকতা করিতে পারিব না, এবং ব্রাহ্মসমাজকেও এরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ভ্রান্ত মতে ডুবিয়া থাকিতে দিব না।" অক্ষয়কুমারের উত্তর শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজেই এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইলেন এবং রাজনারায়ণ বসুর সহিত মিলিয়া 'জগদ্বন্ধু' পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ১৭৬৮ শকের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা ''তত্ত্ববোধিনীতে" প্রকাশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয় বাবুর মত গৃহীত হয়। অক্ষয়বাবু বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে তাঁহার মত স্বীকার করিতে বাধ্য করেন এবং শেষে ১৭৭২ শকের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনীতে সেই বক্তৃতা প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মত পরিবর্তন সংবাদ ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মসমাজে নিরাকারের উপাসনা প্রবর্তন করিয়াও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীলোকদিগের মনে নিরাকারের ধারণা সহজে আসিবে না

বাহির করেন। এই পত্রিকাখানা খুব উদার মতাবলম্বী ছিল। সীতানাথ ঘোষ "অল্প বয়সে বিবাহের ফল" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া জগদ্বন্ধু। "হেয়ার প্রাইজ" একশত টাকা প্রাপ্ত হন। এই পুরস্কার প্রাপ্তিই তাঁহাকে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার সম্পাদক হইতে প্রলুব্ধ করে। ফলে উক্ত সীতানাথ ঘোষ ও তাহার কতিপয় বন্ধুর চেষ্টায় এই "জগদ্বন্ধু" বাহির হয়। জগদ্বন্ধু দুই বৎসর মাত্র চলিয়াছিল।

চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগের জন্য পুষ্প চন্দন নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিতে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—এই বিষয় লইয়াও অক্ষয় কুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথের তর্ক উপস্থিত হইল। শেষে অক্ষয় কুমারের মত স্বীকার করিয়া দেবেন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থাও রহিত করিয়া দেন। এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার সম্যক্ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া বসিলেন এবং তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাকে আপনার ইচ্ছানুরূপ পরিচালনা করিয়া সমাজে সুপরিচিত করিয়া লইলেন। এই সময়ের অবস্থা লইয়া মহর্ষি লিখিয়াছেন "আমি অধিক বেতন * দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়, আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি।"

তত্ত্ববোধিনীর প্রচার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয়। তত্ত্ববোধিনীর পূর্ব্বে

লেখা ও লেখকগণ।

যে সকল পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যালোচনা হইত, প্রকৃত পক্ষে তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় কিছুই থাকিত না। বাদ-প্রতিবাদ, ছড়া-কবিতা, এবং হাসি-ঠাট্টাই সে গুলির আলোচ্য বিষয় ছিল। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বাঙ্গালা সাহিত্যের

* অক্ষয়বাবু ৩০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৪৫৲ ও শেষে ৬০৲ টাকা হয়।

আসরে গুরু গম্ভীর আসন লইয়া উচ্চ দর্শন বিজ্ঞান ও নৈতিক আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। অক্ষয়কুমারের সংগৃহীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব সমূহ তাঁহার তেজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় প্রচারিত হইতে লাগিল। অক্ষয়কুমারের সহিত বিদ্যাসাগর মিলিত হইলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মধুর লেখনী নিঃসৃত মহাভারতের অমৃতসমান কথা তত্ত্ব-বোধিনীর অঙ্গে সোণায় সোহাগার কার্য্য করিল। তারপর রামমোহন রায়ের অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদের অনুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান ও রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা এবং তত্ত্বকথা তত্ত্ববোধিনীকে সহজেই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইল।

তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভাষার নমুনা প্রদর্শনের চেষ্টা না করিয়া এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের মণিমুক্তা স্বরূপ অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থ নিচয় "চারুপাঠ"ও "ধর্ম্মনীতির" অধিকাংশ প্রবন্ধ "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার," এবং "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রভৃতি তত্ত্ব-বোধিনীর গর্ভেই ভ্রূণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

অক্ষয় বাবুর এই প্রবন্ধগুলি যখন ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, তখন তাহা সমাজে এতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল, যে তাহা ভাবিবার ও আলোচনা করিবার বিষয়।

লেখার প্রভাব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে মাসে অক্ষয় বাবুর "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" প্রবন্ধের অন্তর্গত "শারীরিক নিয়ম পালন বিষয়ক আলোচনা" বাহির হইল, সেই মাসেই উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বহুলোক নিজ বাসগৃহে ব্যায়াম খানা নির্ম্মাণ করিয়া অঙ্গচালনা করিতে আরম্ভ করি-

লেন। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যায়াম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিরামিষ ভোজনের আন্দোলন ও নিরামিষ ভোজী পত্রিকা।

তত্ত্ববোধিনীতে "নিরামিষ ভোজনের শ্রেষ্ঠতা" প্রদর্শিত হইলে হিন্দু-ব্রাহ্ম বহু যুবক মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন (পরে ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। অক্ষয়কুমারের এই মত সমর্থন ও প্রচার জন্য একদল হুজুগে নিরামিষ ভোজী যুবক "নিরামিষ ভোজী পত্রিকা" নামে একখানা পত্রিকাও বাহির করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার নিজেও মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। *

প্রভাকরের মন্তব্য।

* মৎস্য মাংস মদ্য সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার মাথার ব্যারাম হইলে প্রভাকরের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

আমিষ অবিধি বোলে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল॥
নোদে শান্তিপুর ফিরে, ফিরিয়া হুগলি।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলি॥
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথা মুণ্ড, মাথা মুণ্ড লিখে॥
কোথা তার "বাহ্যবস্তু মানব প্রকৃতি"।
এখন ঘটেছে তার বিষম বিকৃতি॥
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ।
দিবা নিশি মাথা ঘোরে সদাই অসুখ॥
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার শক্তি তাঁর কই॥

তত্ত্ববোধিনীতে মদ্যপানের বিরুদ্ধে অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ বাহির হইলে বহু উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিও মদ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময় স্কুল-কলেজের ছেলেরাও মদ্যপান করা দোষণীয় মনে করিত না। কিন্তু অক্ষয় বাবুর উদ্দীপনা ও যুক্তিপূর্ণ-প্রবন্ধ পাঠে তাহারাও অনেকে লজ্জা বোধ করিয়া তাহা ত্যাগ করিল।

কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর কথা নাহি স্ফুরে॥
মাস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার।
কিছুদিন করিলেন বিপরীতে তার॥
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল।
ভাসালেন বল বুদ্ধি, হাসালেন দল॥
সমাজ হাসিছে তাঁর ভাব এ'চে এ'চে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি বসিলেন কেঁচে॥
দায়ে পোড়ে পূর্ব্বভাব ধরিলেন পিছু।
শুধু মাছ মাস নয়, আরো আছে কিছু॥
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত, পানের সহিত॥
ছেড়ে দেও ছেলে খেলা ফেলে দেও "কুম"।
মাস মাছ ভাত খেয়ে সুখে দেও ঘুম॥
করো নাকো ধুম্ ধাম্ টুম্ টাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার॥
মাখিতেছ বিষ্ণু তেল তাই মাথ গায়।
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায়॥
পাক তেল মাখ আর নিত্য কর স্নান।
সেরূপ আহার কর, যা হয় বিধান॥

এইরূপ স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, পৌত্তলিকতা নিবারণ প্রভৃতি প্রবন্ধ—যাহাই যখন "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" বাহির হইত তাহা নিয়াই তখন বঙ্গীয় সমাজে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইত।

সেকালে তত্ত্ববোধিনীর এই সকল উপদেশ যাহারা মানিয়া চলিতেন, তাঁহারা হিন্দু পরিবারের লোক হইলেও সাধারণের নিকট "ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিয়া বিশেষিত হইতেন।

তত্ত্ববোধিনী যে কেবল ধর্ম্ম-সমাজ-দর্শন--বিজ্ঞান লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন তাহাও নহে। বাঙ্গালী হিন্দুর জাতি রক্ষার জন্যও প্রাণপণে লেখনী চালনা করিয়া মিসনারিদিগের সহিত অনবরত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। মিসনারিদিগের অরাজক কাণ্ড সম্বন্ধে মহর্ষির আত্মজীবন চরিত

মিসনারি সংগ্রামে তত্ত্ববোধিনী।

কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখেছেন যাহা।
"কুম" ধরে একা কেন কাটো তুমি তাহা?
দেশ দেহ রোগ ভেদে খাদ্যের বিধান।
কেমনে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ?
গুরু হোয়ে উপদেশ করিয়াছ গোঁড়া।
মিছে মতে আনিয়াছ গোটাকত ছোঁড়া॥
তোমার হইয়া চেলা, গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে আর নাহি চলে॥
ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাক আর॥
শেষে তুমি চেলা হও, মন করি কথা।
আগে গিয়ে দেখে এসো, গুরুজির দশা॥
সেই গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যার।
গুরু নিজে লঘু হলে, কিসে হবে পার?"

হইতে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এই ঘটনা হইতে সেকালের মিসনারিদিগের কার্য্য, তত্ত্ববোধিনীর কার্য্য ও হিন্দুর জাতিরক্ষা কল্পে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের একদিন প্রাতঃকালে সংবাদ পত্র দেখিতেছি এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে 'গত রবিবার আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী দুইজনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয় এবং উভয়ে খৃষ্টান হইবার জন্য ডফ সাহেবের বাড়ী চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয়বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীষ্টান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গতকল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।' এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্ আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটী তেজস্বী প্রবন্ধ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে" প্রকাশ হইল—'অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে

লাগিল। এইসকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব। ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়। খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করিতেছে, আর আমাদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটীও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন কর্ম্ম না সিদ্ধ হয়।' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। * * এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ওদিকে রামগোপাল ঘোষ! আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে

লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে হইলেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খ্রীষ্টানেরা আর খ্রীষ্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক্ চেষ্টা হইতে লাগিল। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা। রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেইদিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল। এই সভা হইতে হিন্দু হিতার্থী নামে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল।"

মিসনারিদিগের কার্য্যকলাপ ও নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে এবং তৎসমর্থক বিচারকদিগের প্রতি—তত্ত্ববোধিনী সময় সময় এরূপ

কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন যে, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক পর্য্যন্ত ভয় পাইয়াছেন; কিন্তু কর্ত্তব্য পরায়ণ দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে অণুমাত্রও ভীত হইতে দেন নাই।

বাস্তবিক "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" সেকালে মিসনরিগণের হস্ত হইতে হিন্দুর জাতি রক্ষার্থ যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজের নায়কদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

প্রবন্ধনির্ব্বাচন সমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন একটী প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি (Paper Commitee) ছিল। সেই সমিতির সভ্য ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু, পণ্ডিত শ্রীধর ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু রাধাপ্রসাদ রায় ও বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়। ইহাদের মধ্যে যে কোন ৫ জনের মত লইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতির সভ্য দিগের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সম্পাদকের প্রবন্ধ এমন কি পত্রিকার স্বত্বাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধও নির্ব্বাচন কমিটির অনুমোদিত না হইলে তত্ত্ববোধিনীর প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না।

নির্ব্বাচন পদ্ধতি।

লেখক প্রবন্ধনির্ব্বাচন সমিতির সভ্য হইলে, তাঁহার মত ব্যতীত আর চারিজনের মত গ্রহণ করিতে হইত। প্রবন্ধ নির্ব্বাচন পদ্ধতির নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সম্পাদক তাঁহার নিজ প্রবন্ধের উপর মন্তব্য লিখিয়া সভ্যদিগের নিকট পাঠাইতেছেন।

"কবিরপন্থিদিগের বৃত্তান্ত" বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি। যথাবিহিত অনুমতি করিবেন নিবেদন মিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা
১৪ আশ্বিন ১৭৭০

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
গ্রন্থ-সম্পাদক।

প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে; অতএব পত্রিকার প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম ইতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিত পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশযোগ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ অভিপ্রায়ে একটী পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা এতৎপুস্তক সমভিব্যাহারে পাঠাইতেছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
গ্রন্থ-সম্পাদক।

পত্রিকায় প্রকাশ যোগ্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

ইহার অনেক অংশ সুন্দর বোধগম্য হয় না, অতএব সেই সেই অংশের পরিবর্ত্তে বোধসুলভ শব্দ দেওয়া ভাল হয়।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন, দৃষ্টি করিবেন। আপনারা দেখিবেন, তাহা অতি সুচারু শুদ্ধ ভাষায় পরিপাটীরূপে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন। এবং পত্রিকার বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। এতদ্ভিন্ন আমারদিগের পূর্ব্বকার আচার ব্যবহারাদির যেরূপ নিদর্শন মহাভারতে পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সন্ধায়ী এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদন মিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা }
২৬শা পৌষ ১৭৭০ }

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
গ্রন্থ-সম্পাদক।

গ্রন্থ সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন, ইহা অবশ্য প্রকাশ কর্ত্তব্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

অতি সুলোলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরূপ প্রকাশ ক্রমশঃ হয় তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

এতদ্রূপ মহাভারতের অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোক-প্রিয় করিবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঋগ্বেদসংহিতা অনুবাদিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আগামি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠাইতেছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

গ্রন্থ-সম্পাদক।

ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি যে বেদ জ্ঞাত হইবার জন্য সকল জাতি সকল লোকেরই প্রায় চেষ্টা এবং আশা হইয়াছে তাহা তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হয়। অতএব অবশ্য প্রকাশযোগ্য।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

সাধারণ লোকের পক্ষে বেদভাব জানিবার নিমিত্ত এমত উপায় হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে! ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত "বিবিধ উপায়ের" মধ্যে বেদের অনুবাদ এক প্রধান উপায় হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়। বহু কালাবধি বেদ সাধারণের অগোচর ছিল। এইক্ষণে সাধারণের অনায়াসে গোচর বেদে জ্ঞান যোগ হইবে ইহার পর আর আনন্দের বিষয় কি আছে। ইহা অবশ্য পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

ইউরোপের নানা দেশে এ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদ ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষাতে অনুবাদিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে ভারতবর্ষে সমুদয় বেদপারগ পণ্ডিতের সহায়তায় এ দেশস্থ উপযুক্ত পাত্র দ্বারা বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদিত হইলে মহোল্লাস ও গৌরবের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইহা অপেক্ষা সদুপায় আর কি হইতে পারে।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

কয় মাস হইল শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশার্থে এক প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহা নিতান্ত অপ্রকাশ্য বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের নিকট আর প্রেরণ করি নাই। সম্প্রতি তিনি সভার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন "যদি ঐ প্রস্তাব পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য না হয়, তবে ফিরিয়া পাঠাইবেন।" অতএব তাহা প্রতিপ্রদান করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। দৃষ্টি করিয়া যথাবিহিত অনুমতি করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা
২৬শা বৈশাখ ১৭৭২

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
গ্র.—স.।

আমার বিবেচনায় প্রেরিত পাণ্ডুলেখ্য পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য নহে, অতএব প্রতিপ্রদান করাই বিধেয়।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

১৭৮১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি লুপ্ত হইয়া যায়। পত্রিকা পরিচালন পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা যে একটী সুব্যবস্থা, তাহা আজকাল অনেক পত্র-পত্রিকার পরিচালকই স্বীকার করেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয় বাবুর পাণ্ডিত্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাকে স্কুল সমূহের ডিপুটী ইনিস্পেক্টরের পদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে অক্ষয় বাবুর নিকটও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংশ্রব এমনই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, দেড় শত টাকা বেতনের ডিপুটী ইনিস্পেক্টরের পদও তাঁহার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না।

সম্পাদকের পদত্যাগ।

অতঃপর ১৮৫৪ অব্দে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনরায় তাঁহাকে শিক্ষা-বিভাগে আনিতে চেষ্টা করিলেন এবং শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন ডাইরেক্টর ইয়াং সাহেবকে বলিয়া অক্ষয় বাবুকে উক্ত নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

অক্ষয় বাবু দ্বাদশ বর্ষ কাল তত্ত্ববোধিনীর সেবা করিয়া সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন।

অক্ষয় বাবুর সময়ে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" গ্রাহক ৭০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। * অক্ষয় বাবু কার্য্য ত্যাগ করিলে ও তাঁহার লেখা বন্ধ

* ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত গ্রন্থে—৭০০ গ্রাহক ছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আবার Leonard's History of Brahma Samaj গ্রন্থে ৪০০ গ্রাহক ছিল—লিখিত হইয়াছে।

হইয়া গেলে "তত্ত্ববোধিনীর" প্রভাবও ম্লান হইয়া যায়; গ্রাহক সংখ্যাও হ্রাস হইয়া যায়। ক্রমে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" মতও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর কিছুদিন তত্ত্ববোধিনীর পরিচালনের ভার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতির হাতেই থাকে। অতঃপর রামায়ণের অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হন।

গ্রাহক।

১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী চুপী গ্রামে অক্ষয় কুমার দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত। পাঁচ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমারের 'হাতে খড়ি' হয়। প্রথম দুই বৎসর গ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িয়া দশম বর্ষে অক্ষয় কুমার পিতার সঙ্গে তদীয় কর্ম্মস্থান খিদিরপুরে গিয়া ইংরেজী পড়িতে থাকেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পাঠের প্রতি এরূপ আগ্রহ ছিল যে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে ঘরে রাখিতে পারিতেন না। কথিত আছে, একদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে রৌদ্রে স্কুলে যাইতে নিষেধ করায় তিনি কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন "সকলের মা বলে—স্কুলে যা, স্কুলে যা, আর আমার মা বলে স্কুলে যাস্‌নে স্কুলে যাস্‌নে।" খিদিরপুরে মিসনারি স্কুলে পড়িতে গিয়া অক্ষয়কুমারের ধর্ম্মভাব বিচলিত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহার মনের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা হরমোহন দত্ত তাঁহাকে কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই সময় অক্ষয়কুমারের বয়স ষোল বৎসর।

অক্ষয়কুমার দত্তের বাল্যজীবন।

ইংরেজী শিক্ষা।

এই স্কুলে দুই বৎসর মাত্র তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময়



স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।

তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং খরচ অভাবে ও পরিবার ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্কন্ধে পতিত হওয়ায়, তাঁহাকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাত্র ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল। পিতৃবিয়োগ হইলে অক্ষয়কুমার সংসারের ভার স্কন্ধে লইয়া চাকুরির অন্বেষণে ঘুরিতে লাগিলেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়।

পিতৃবিয়োগ।

ঈশ্বর গুপ্তের সহিত পরিচয়।

হরমোহন দত্ত সুপ্রীম কোর্টে কার্য্য করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকরের জন্য সুপ্রীমকোর্টের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদাই হর মোহন দত্তের নিকট যাতায়াত করিতেন। এই যাতায়াতে ঈশ্বর গুপ্তের সহিত অক্ষয়কুমারের সামান্য পরিচয় হয়। অক্ষয়কুমার সারা দিন ঘুরিতেন, আর যে খানেই পুস্তক পত্রিকা বা সভা সমিতি দেখিতেন, সেখানেই যাইয়া পুস্তক-পত্রিকা পাঠ করিতেন এবং সভা সমিতিতে যোগদান করিতেন। এই সময় বাঙ্গালা ভাষানুশীলনী সভায়ও তাঁহার সহিত গুপ্ত কবির সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

ইতঃপূর্ব্বে অক্ষয়কুমার কবিতা লিখিতেন; এবং 'অনঙ্গমোহন' নামক এক খানা পদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গুপ্ত কবির সংশ্রবে আসিয়া তিনি গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। এবং 'প্রভাকরের' নিয়মিত লেখক হইয়া উঠেন। প্রভাকরই তাঁহার উন্নতির নিদান।

সাহিত্যচর্চ্চা

প্রভাকরের সংশ্রবেই তিনি বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যে তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশ পাইতে থাকে। এই সময় তিনি পারস্য, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার

হস্তে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এত সম্মান লাভ করিয়াছিল যে, সেকালের সিভিলিয়ান সাহেবেরাও—যাঁহারা বাঙ্গালা জানিতেন তাঁহারা—আগ্রহের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিতেন। ঐতিহাসিক বেভারিজ একবার অক্ষয়কুমার দত্তের স্মৃতি সভায় বক্তৃতা দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি বাঙ্গালা পড়িবার জন্য অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববোধিনী পড়িতাম, এবং তাঁহার লেখা দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম। এত ভাব ও শক্তি বাঙ্গালা ভাষায় থাকিতে পারে আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইতাম।"

হিন্দু কলেজের উচ্চ শিক্ষিত যুবক দল যাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতেন না, তাঁহারাও অক্ষয়কুমারের লেখা বাহির হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আগ্রহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববোধিনী ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাষায়—হিন্দি,উর্দ্দু, তেলেগু প্রভৃতি—অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইত। মাদ্রাজের ময়লাপুর হইতে ইহার একটা ইংরেজী সংস্করণও বাহির হইত।

ধর্ম্মমত।

অক্ষয় বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম-মত বিজ্ঞানসম্মত ছিল। তিনি প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না, আবার গৃহপ্রতিষ্ঠিত নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। ঈশ্বরের সাকার নিরাকার তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার মত স্থির ছিল না। এরূপ বিষয়েও তিনি ভোট দ্বারা মত সংগ্রহ করিতেন। মোট কথা সংস্কারকে তিনি একবারেই মানিতেন না, এজন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহার তর্ক হইত। অক্ষয়কুমারের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল-মত ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনীর প্রথম আমলে 'তোমারদিগের' 'আমারদিগের' 'কহিবেক', 'যাইবেক', প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত ছিল, অক্ষয়কুমার

এগুলির সংস্কার করেন। ধনী, মানী, জ্ঞানী প্রভৃতি সংস্কৃত ইন্‌ভাগান্ত শব্দগুলি বাঙ্গালায় কেবল কর্ত্তৃকারকের একবচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত—তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র হ্রস্ব ইকারান্ত হইত। ইনি সে প্রয়োগ রহিত করিয়া সকল বিভক্তি ও সকল বচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত লিখিবার নিয়ম করেন।

ভাষার সংস্কার।

১২৬২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে একদা সমাজের উপাসনাকালে তিনি মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হন। এই রোগই তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়ায়। এই রোগ লইয়া তিনি নর্ম্মাল স্কুলের কার্য্য গ্রহণ করেন। মূর্চ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পাইলে ১৮৫৮ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি কার্য্যত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

রোগ ও কর্ম্মত্যাগ।

অক্ষয় বাবুর শেষ জীবন সম্বন্ধে বালী শান্তিকুটীর লাইব্রেরী হইতে আমারা যে চিঠি পাইয়াছি তাহার কতকাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম। "অক্ষয় বাবুর শেষ জীবন এই বালী গ্রামে অতিবাহিত হয়। এইখানে অবস্থানকালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রকাশিত হয়। তাঁহার এখানকার বসতবাটী ও "শোভনোদ্যান" দর্শনার্থ কলিকাতা ও সুদূর পল্লিগ্রাম হইতে বহু লোক আসিত। তিনি ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে বহু মূল্যবান্ বৃক্ষ আনাইয়া এই বাগানে লাগাইয়াছিলেন। এই বাড়ীতে ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র তাঁহার 'শোভনোদ্যান' এক ইংরেজ সওদাগরকে বিক্রয় করিয়া দরিদ্র গ্রামবাসীর হৃদয়ে দাগা দিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ সোমপ্রকাশ সম্পাদক

শোভনোদ্যানে শেষ জীবন।

শোভনোদ্যানের পরিণাম।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সোমপ্রকাশে' এই উদ্যান বাটিকার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিয়া তীর্থদর্শনের হিসাবে ইহার প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য বংশধরের চেষ্টায় সেই "শোভনোদ্যান" * এখন জাহাজ মেরামতের বৃহৎ কারখানায় (dock yard) পরিণত হইয়াছে।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-কথা উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজ জীবনের একটী বিস্তৃত ইতিহাস। এখানে তাহা আলোচনার স্থান নহে। আমরা তাঁহার সাহিত্যজীবনের কথা ও সেকালের পত্র-পত্রিকার সংশ্রবে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন যতদূর সংযুক্ত ছিল তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়কুমার দত্তের কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যজীবন।

দেবেন্দ্রনাথ যোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১২২৪ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্র-নাথ শৈশবে রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর হিন্দু কলেজে আসিয়া পাঠ শেষ করেন। পাঠ শেষ করিয়া ইঁনি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে চাকুরী

মতপরিবর্ত্তন।

---

* অক্ষয়কুমার তাঁহার সম্পাদিত উইলে এই উদ্যানবাটী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"বালি গ্রামের সদর রাস্তার পূর্ব্বধারে দেওয়ান গাজী পীরের নিকট আমার যে ১৪৫ নম্বর উদ্যান বিশিষ্ট বাটী আছে, তাহা এগজিকিউটারগণ কোন উপযুক্ত পাত্রকে ভাড়া দিয়া ঐ ভাড়ার টাকা হইতে প্রয়োজন মত ঐ বাড়ীর মেরামত ইত্যাদি করাইবেন ও বাগান সম্বন্ধে যে কিছু ব্যয় হইবে তাহাও ঐ ভাড়ার টাকা হইতে সম্পন্ন করাইবেন। আমার উত্তরাধিকারিগণ ইহার অন্যথা করিতে পারিবেন না।" তবে এরূপ হইল কেন ?

লইয়াছিলেন। এই সময় একবার আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে যাইয়া তিনি রামমোহন রায়ের সহিত পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে আলাপ করেন এবং রামমোহন রায়ের উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ক্রমে তিনি রামমোহন রায়ের সহিত যোগ দিয়া একেশ্বরবাদ প্রচারে মনোযোগী হন। অতঃপর রাজার মৃত্যুর পর তিনি ব্রাহ্মসমাজের সকল ভার নিজ হস্তে লইয়া কিরূপভাবে তাহা পরিচালন জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেন ও তাহা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালন করেন, তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

ব্রাহ্ম সমাজের ভার গ্রহণ।

১৮৪৩ অব্দের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত হন। রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথও ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্মের সুসংস্কৃত পরিণতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হিন্দু কলেজের ধর্ম্ম-বিপ্লববাদী শিক্ষা তাহার মতিভ্রম ঘটাইতে পারে নাই। ইহা সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। দেবেন্দ্রনাথ বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া এবং ইংরেজী শিক্ষায় সংস্কৃত হইয়াও ভয়ানক রক্ষণশীল ছিলেন। ধর্ম্মজীবনে এবং কর্ম্মজীবনে তাহার অনেক পরিচয় রহিয়া গিয়াছে।

১৮৪৬ অব্দের শ্রাবণ মাসে ইংলণ্ডে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পর তিনি কিছুকাল মসূরী পর্ব্বতে অবস্থান করেন। তাঁহার ধর্ম্ম প্রাণতায় বিমুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মসুরী সর্ব্বতে অবস্থান।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্যতীত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও (Indian Miror)

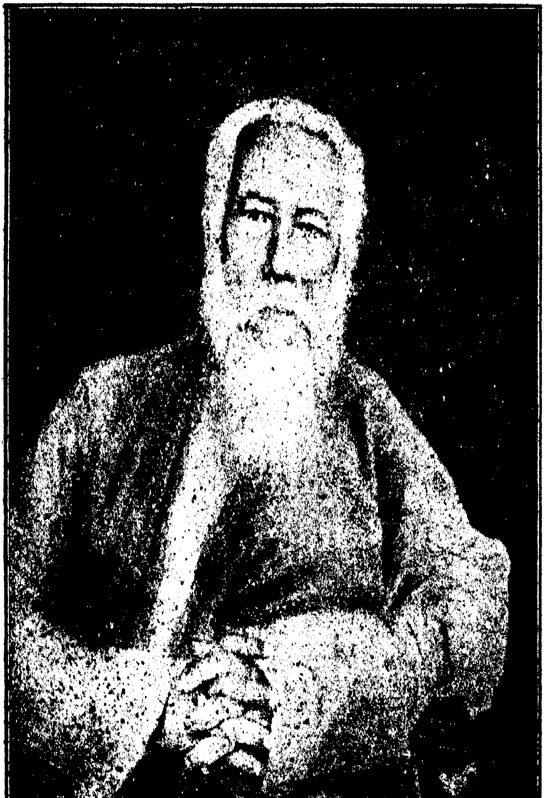
মহর্ষির একটী কীর্ত্তি। খ্রীষ্টান মিসনারিরা যখন ইংরেজী ভাষায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ও হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষায় বাদ প্রতিবাদ জন্য "ইণ্ডিয়ান মিরার" বাহির করেন। ১৮৬১ অব্দের ১লা আগষ্ট মিরারের জন্ম। বাবু মনোমোহন ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান মিরার।

মহর্ষি প্রাচীন জিনিস এবং প্রাচীন রীতি নীতি ও পদ্ধতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এ সম্বন্ধে একটী গল্প তাঁহার জীবন চরিত হইতে উদ্ধৃত হইল। "মহর্ষির বাটীর বহির্দ্দেশে একটী জীর্ণ প্রকোষ্ঠ ছিল। তাহা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ সংস্কার করিয়া নিজের বসিবার ঘর করিয়া লয়েন। তখন মহর্ষি কলিকাতায় ছিলেন না। তিনি আসিয়া দেখিলেন পুরাতন ঘর নাই, তাহার স্থানে এক নূতন ঘর দণ্ডায়মান। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন। রবীন্দ্রনাথ আসিলে মহর্ষি বলিলেন 'এই ঘরে আমার পিতা বসিতেন এবং ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন; তাঁহার ঘর তুমি কাহার আদেশে ভগ্ন করিয়া এইরূপ নূতন করিলে? আমার পিতার ঘরের উপর তোমার কোন অধিকার নাই। যে সমস্ত পুরাতন জানালা বা কপাট চৌকাট ছিল তাহা তুমি এখনি লইয়া যথা স্থানে বসাও, এবং ঘরটী যেমন ছিল তেমন ঠিক করিয়া দাও। তোমার একটী বসিবার ঘরের প্রয়োজন ছিল, আমাকে পূর্ব্বে বলিলেই আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতাম।" এ বিষয়ে প্রাচীনদ্বেষী নবীন সম্প্রদায়ের শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে।

মহর্ষির রক্ষণশীলতা।

দেবেন্দ্রনাথ অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম,



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ম, ২য় খণ্ড; ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, ব্রহ্মসমাজের বক্তৃতা, বক্তৃতাবলী, জ্ঞানও ধর্ম্মের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, উপহার, আত্মজীবনী প্রভৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ও উপনিষদের অনুবাদ ও অন্যান্য রচনা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।

গ্রন্থাবলী।

১৯০৫ অব্দের ১৯শে জানুয়ারী ৮৮ বৎসর বয়সে মহর্ষি দেহত্যাগ করেন। কালের আহ্বানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" আজও জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছে।

মৃত্যু।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্মকালে তাহার পরবর্ত্তী সম্পাদক মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ৩ বৎসরের শিশু এবং তৎপরবর্ত্তী সম্পাদক কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ জন্ম পরিগ্রহই করেন নাই। জন্ম গ্রহণ করিয়াই যে শিশু তাঁহার শৈশব ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীণাপাণির কুঞ্জ সাজাইতে ও তাঁহার পাদপদ্মে কুসুমচন্দনে অর্ঘ্য দিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন, নিখিল বিশ্ববাগ্দেবীর সকরুণ আশীর্ব্বাদ দৃষ্টি তাঁহার মস্তকে কেন সর্ব্বাগ্রে বর্ষিত হইবে না?

পরবর্ত্তী সম্পাদকগণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বর্ত্তমান সময় মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পৌত্র বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ। ১২৫২ বঙ্গাব্দ।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা বজায় রাখিয়াই প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই রক্ষণশীলতারই আশ্রয় দিয়াছিলেন। তারপর অক্ষয়কুমার দত্ত যখন স্বাধীনভাবে লেখনী চালনা করিয়া 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরিশুদ্ধ পরব্রহ্মের উপাসনা'কে প্রবল করিবার জন্য সাকার "উপাসনা বিষয়", "পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং নিরাকার", "দুর্গোৎসবের বিষয়", ও তদুপলক্ষে বলিদানের নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া "তত্ত্ববোধিনী"তে প্রবন্ধ প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন কলিকাতার হিন্দুদিগের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল; তাঁহারা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে লইয়া "ব্রহ্মজ্ঞানী"দিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হিন্দুসমাজের চাঞ্চল্য।

এই সময় "তত্ত্ববোধিনী সভার" ন্যায় কলিকাতায় "হিন্দুধর্ম্মানুরঞ্জিকা" নামেও একটী সভা ছিল। কার্ত্তিক সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধে প্রতিমা পূজার নিন্দা বাহির হইতেই হিন্দুধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভাও আর একখানা পত্রিকা প্রচার করিয়া তাহার প্রতিবাদ ও হিন্দুধর্ম্মের পোষকতা করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

হিন্দুধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভা।

ফলে ১২৫২ সালের (১৭৬৭ শক) "মকর সংক্রমণ দিবস হইতে"

পত্রিকা প্রচার। "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা" বাহির হইতে আরম্ভ করে।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা প্রথম দশ বৎসর কাল পাক্ষিকরূপে মাসে দুইবার করিয়া বাহির হইত; পরে মাসিকরূপে পরিচালিত হইত। ইহার

সম্পাদক। সম্পাদক ছিলেন নন্দকুমার কবিরত্ন। কবিরত্ন মহাশয় একজন শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত লোক ছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বাল্মীকি রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ, জ্ঞানসৌদামিনী, ব্যবস্থা-সর্ব্বস্ব ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মানুরঞ্জিকার আকার ক্ষুদ্র ছিল—ডিমাই ৮পেজি দেড় ফর্ম্মা।

পত্রিকার আকার ও মূল্য। কোন কোন বার দুই এক পৃষ্ঠা অধিকও থাকিত। মূল্য ছিল মাসিক আট আনা।

পত্রিকার কণ্ঠদেশে তিন লহর শ্লোক থাকিত; তাহা এই:—

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ।

সদ্বিচারজুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌষেয়বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল-জলদ-শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয়ন্তং মনোমে।

বিধর্ম্মীর নিন্দাবাদের ও হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখার প্রতিবাদ

উদ্দেশ্য। করা এবং হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনাই ছিল নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা প্রচারের উদ্দেশ্য। সম্পাদক তাঁহার

বিস্তৃত ভূমিকায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভূমিকার ভাষা জটিল ও ফেনিল এবং অনাবশ্যক আড়ম্বরে পূর্ণ। বর্ষশেষে সম্পাদক যে বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিতেন, তাহা পাঠ করিলে পত্রিকার উদ্দেশ্য, দেশের তৎকালীন অবস্থা ও নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ভাষার নমুনা প্রাপ্ত হওয় যাইবে। আমরা সেই "বিজ্ঞাপনী" নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বিজ্ঞাপনীর ভাষার নমুনা।

"নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার গ্রাহকগণ সন্নিধানে বিনয়পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি যে মহাশয়েরা সকলে আমারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ স্নেহাবলোকন করিবেন। যেহেতু এই দুরন্ত সময়ে বৈদিক জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয় না এতন্মহানগরীর লোকের মধ্যে অনেকেই প্রায় সনাতন ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন; বর্ত্তমানে কেহ২ দিতেছেন অপরেরাও যে পরে দিবেন তাহার লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে; কারণ বর্দ্ধিষ্ঠ মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই বৈধর্ম্মী দেখা যায় অর্থাৎ কেহ বা নাস্তিক, কেহ বা ক্রাইষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী কেহ বা ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী; সুতরাং পূর্ব্বপুরুষানুচরিত ধর্ম্মপথে অতি অল্প লোক বিশ্বাস করে; তন্নিমিত্ত সংবাদ পত্র সম্পাদকেরাও অর্থলোলুপ হইয়া বিধর্ম্মী পক্ষের প্রশংসাবাদেই সমস্ত পত্র পূরণ করেন। বৈদিক ধর্ম্মকে ছিন্ন তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়াছেন। ফলতঃ করিতেও পারেন যে হেতু এতৎসময়ে কেবল ধনেরই গৌরব; যেরূপ পথে চলিলে বহু ধন লাভ হইতে পারে সেইরূপ পথে চলিতেই মানস হয়। এক্ষণে ধর্ম্মাধর্ম্ম জাতি কুল লজ্জা ভয় কিছুই নাই ধনই ধন্যতম হইয়াছে।

"সুতরাং ধনলোভ দেখাইয়া চির বিধর্ম্মীগণেরা ধার্ম্মিক বংশ প্রসূত জনগণকে এককালে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছে; এ কালে যে সকল মহানুভাব ধনাঢ্যতম ধার্ম্মিক গণেরা প্রাচীন

পথে আরূঢ় আছেন তাহাদিগের প্রতিই এই নিবেদন যে স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্নকরা এক্ষণে তাহারদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নচেৎ সল্প দিবসেই এই পরম পবিত্র অতি নির্ম্মল ধর্ম্ম এ দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান হইবেন।

"যেরূপ বিধর্ম্মীদলে ধর্ম্মের প্রতি নিয়ত আঘাত করিতেছে তাহাতে দিনদিন আঘাতী হইয়া ধর্ম্মক্ষীণই হইতেছেন, আমরা নির্দ্ধন যত্নবান হইয়াই বা কি করিতে পারি তথাপি ধর্ম্মরক্ষার্থ উপদেশ করিতে ক্রটী করি না; যদি বল যে তোমরদিগের বক্তৃতাতে কি হইতে পারিবে প্রগাঢ় প্রগাঢ় লোক সকল ধার্ম্মিক পক্ষে আছেন তাঁহারদিগের অপেক্ষা তোমরা ক্ষমতাবান নহ। উত্তর। এ কথা সত্য কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্ন করিয়া যে কেহ কিছু বক্তৃতা বা লিপি বদ্ধ করুক; তাহাতেই উপকার দর্শিতে পারে, কেননা বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতিপক্ষ যদি দুর্ব্বলও হয় তথাপি বলিষ্ঠকে ব্যস্ত করে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতস্ত শত্রূ,থান হইলে অনায়াসে আত্মাভিলাস পূর্ণ করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না; সেইরূপ বিধর্ম্মীগণেরা যদিও প্রবল হইতেছে বটে তথাপি আমারদিগের লিপি দেখিলে অবশ্যই ক্ষোভিত হয় এবং ধার্ম্মিক পক্ষেও কোন কোন ব্যক্তি এতৎ লিপি দৃষ্টে বিধর্ম্মী দলের সহিত বিরোধ করিতেও পারে; সুতরাং বিরোধ চলিলে দলবদ্ধ হয় দলবদ্ধ হইলে সহসা ভ্রষ্ট ধর্ম্মীরা ধর্ম্মের হানি করিতে পারিবে না—এতদ্বিবেচনায় আমরা এই নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছি কিন্তু এ কাল পর্য্যন্তও চলিতেছে এবং ইহার পক্ষেও অনেকে আছেন; তথাপি কিন্তু এমত সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই যে অনায়াসে আমরা চালাইতে পারি অর্থাৎ অতি ক্লেশে চলিতেছে; হিন্দু মহাশয়েরা কিছু মাত্র অবলোকন করেন না অতি আক্ষেপের সহকারে সকলকেই জানাইতেছি যে ধনাঢ্যতমেরা এতৎ বিষয়ের

প্রতি কটাক্ষপাত করুন, ইহাতে অত্যন্ত যশোলাভ হইতে পারে এবং দেশের হিত হয় তদ্‌যশোলাভ হইলে ইহ পরত্র সুখী হইয়া ভগবৎ পরম পদবীতে অভিগমন করিতে পারিবেন অলমতি বিস্তরেন।"

"বিধর্ম্মী"বলিতে যে"নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা" কেবল ব্রাহ্ম দলকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নহে; খ্রীষ্টান মিসনারিরাও তাহার নির্দ্দেশের অন্তর্গত ছিল। খ্রীষ্টান মিসনারীদিগের কার্য্য কলাপের বিরুদ্ধেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাতে" প্রবন্ধ থাকিত।

মতবিরোধ।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বাহির হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় বিবেচনা" প্রবন্ধে লিখিলেন—"একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা এদেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য এবং তৎপরিবর্ত্তে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা দেশময় ব্যাপ্ত করিবার নিমিত্তে চতুষ্পত্রধারী "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা" পত্রিকা কলিকাতা নগরে সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। ধর্ম্মানুরঞ্জিকার প্রকাশকদিগের সাহসকে আমরা ধন্যবাদ করি। এই জ্ঞানের উদয় কালে যখন সত্যের প্রভা উষাকালের সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় ক্রমে দীপ্ত হইতেছে, তাঁহারা আপনারদিগের ভ্রান্তি স্বরূপ অন্ধকার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে যত্ন করিতেছেন— * * * যখন বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সকল শাস্ত্রই সহস্র সহস্র শ্লোকদ্বারা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকেই মুখ্যকল্প রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তখন তাঁহারদিগের এই অশাস্ত্রীয় দুষ্ট চেষ্টা সফল হইবার কি সম্ভাবনা?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধের উত্তর নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার" "সন্দেহ নিরসন" প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছিল।

"নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার" ভাষা সেকেলে পণ্ডিতি ধরণের ছিল। বাদ প্রতিবাদ স্থলে তাহা আরও কটমট হইয়া উঠিত। যথা, "তত্ত্ব-বোধিনীর" উত্তর গাইতে যাইয়া সম্পাদক লিখি-তেছেন—

প্রত্যুত্তরের ভাষা।

"পূর্ব্ব কালের মনুষ্যের বুদ্ধিকলিকা কিছু মাত্র প্রস্ফুটিত ছিল না। তদপেক্ষা এখনকার মনুষ্যের মধ্যে কেবল ভক্তি জ্ঞানাপন্ন মনুষ্যদিগের বুদ্ধি সুপ্রসন্নতার সহিত প্রস্ফুটিত হইয়াছে; ইহা বিবেচনা করিলেই হয় যে, যে পুষ্প অতিশয় প্রস্ফুটিত হয় সে পুষ্প অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্ম্মাল্য হইয়া যায়। অর্থাৎ নির্ম্মাল্য হইলে ক্রমে গলিত হইয়া পড়ে। ইহাতে আমারদিগের আশঙ্কা এই যে ইহারদিগের যেরূপ বুদ্ধি স্বরূপ পুষ্পকলিকা প্রস্ফুটিত হইতেছে তাহাতে অচিরাৎ নির্ম্মাল্য হইয়া ঝরিয়া না পড়িলে হয়। এবং তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের সুপ্রসন্ন বুদ্ধি-কুসুমের কলিকা প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে আমোদ করিয়াছে ও তদ্গলিত মকরন্দ ধারায় ধরাতলেতে মধুমতী সরিতের ন্যায় প্রবাহ হইতেছে। তন্মকরন্দ গন্ধে কত শত ২ মুগ্ধ মধুপ মধুপান জন্য ধন্য রূপে চতুর্দ্দিক হইতে আগত হইয়া তার ঝঙ্কার নাদে নাদিত করিয়া উন্মত্তীভূত হইয়াছে। এবং কতি কতি মধুমক্ষিকারা তন্মধু সঞ্চয় করিয়া চক্রে বসাইতেছে; অবশেষে আস্থানলে দগ্ধ চতুর ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপহৃত না হয়?

"পরিমল সুশীতল মধু পানে মত্ত হইয়া ঢল ঢল তরলতরবেগে মধু সম বাক্‌বিন্যাসে জনসকলের পরিশুদ্ধ চিত্তে পরমানন্দ প্রদান করিতেছেন; অর্থাৎ তাঁহারদিগের সুপ্রসন্ন বদনের বক্তৃতা শ্রবণে শ্রবণ রসায়ন হয়। * * * *

"তত্ত্ববোধিনী প্রকাশক এবং তৎ সভাধ্যক্ষ ও সভ্যগণেরদিগের ৺মৃত রামমোহন রায়ের বুদ্ধিকলিকার ব্যাকোষাপেক্ষা বুদ্ধি কলিকা প্রস্ফুটিত হইয়াছে বটে তথাপিও কিঞ্চিৎ মুদ্রিত আছে; তাহা তাহারদিগের বক্তৃতানুসারে বুদ্ধিগম্য হইতেছে।" ইত্যাদি।

এ লেখায় সেকালের পাণ্ডিত্য আছে, গুপ্ত কবির অনুপ্রাস আছে, অক্ষয়কুমারের গাম্ভীর্য্য আছে কিন্তু তাহা সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য নহে। এ কালের পাঠক—এই রচনার আরও ২।৪ পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া দিলেও—পাঠ করিয়া ভাবোদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না।

"তত্ত্ববোধিনীর" সহিত "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার" এইরূপ মত লইয়া লড়াই অনেক দিন চলিয়াছিল। এই লড়াই সাধু ভাষায় হইত; "রসরাজ" ও "পাষণ্ড দলনের" অশ্লীল, ইতর ভাষায় হইত না॥

তত্ত্ববোধিনীর অনুকরণে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকায়ও "বৈদিক ধর্ম্মের প্রাচীনতা","মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার", "সন্দেহ নিরসন", "পুরাবৃত্তানুসন্ধান," "গৃহস্থ ধর্ম্ম কথন," "উপনিষদের অনুবাদ" ইত্যাদি প্রবন্ধ থাকিত। "তত্ত্ববোধিনীতে" পাশ্চাত্য চিন্তার বিকাশ থাকিত; নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা কেবল হিন্দু শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহার সার সত্যই দেখাইতেন।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার প্রতি সংখ্যায় ২।৩টীর অধিক প্রবন্ধ থাকিত না এবং তাহা প্রায়ই সম্পাদকের লেখা ও ক্রমশঃ প্রকাশ্য থাকিত।

১২৬১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা পর্য্যন্ত পত্রিকা অন্যের প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। ঐ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা স্বীয় প্রেসে ছাপা হইতে আরম্ভ করে।

১২৬৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' পত্রিকা মাসিক রূপে বাহির হইতে আরম্ভ করে; এবং শেষ পর্য্যন্ত মাসিক রূপেই চলিয়াছিল। মাসিক প্রচার সম্বন্ধে সম্পাদকের "বিজ্ঞাপন" এইরূপঃ—"পাঠকবর্গের প্রতি সাতিশয় বিনয় দ্বারা নিবেদন করিতেছি, এই বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসাবধি (১২৬৩ সাল) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা মাসে একবার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, কারণ দূরদেশস্থ গ্রাহকগণে ডাক মাশুল অধিক দিতে স্বীকৃত হইবেন না, যে হেতু (পোষ্টমেষ্টর) দুই দিবসের পত্র এক পুলিন্দায় গ্রহণ করেন না, সুতরাং দুই সংখ্যায় একত্র করিয়া মাসে মাসে প্রেরিত হইত এক মাশুলে প্রাপ্ত হইতে পারিতেন এক্ষণে প্রত্যেক মাসে দুই সংখ্যায় সমান মাশুল লাগিতেছে, এবং দুই সংখ্যা এক পুলিন্দায় প্রেরিত করিয়াছিলেন বলিয়া অনেককে দণ্ড দিতে হইয়াছে। এই আশঙ্কা ক্রমে প্রতি মাসে একবার পত্রিকা প্রকাশ হইবে হউক্ তাহাতে ফলবৈপরীত্য হইবেক না, যেরূপ দুই সংখ্যায় লেখা হইত সেই পরিমাণেই লেখা হইবেক। বরঞ্চ কদাপি অধিকাংশও লেখা যাইবেক। অতএব প্রার্থনা করিতেছি যে সদ্ধর্ম্মিষ্ঠগণে স্বীয় স্বীয় গাম্ভীর্য্যগুণের অবলম্বনে আমার এই ক্রটী প্রতি ক্রটী জ্ঞান না করিয়া প্রসন্নচেতা হইবেন।"

মাসিক প্রচারের বিজ্ঞাপনী।

পণ্ডিত সম্পাদকের এই বক্তব্য শিক্ষিত ব্যক্তিকে বুঝাইতেও টীকার প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য, সম্পাদক অতি সাধারণ বিষয় ব্যক্ত করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছেন।

বাস্তবিক সেকালে—ভাষাতে এইরূপ পাণ্ডিত্য ফলাইবার উৎকট চেষ্টা—প্রায়ই দেখা যাইত।

যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের বা আচার নিয়মের কোন ধার ধারিতেন না

তাঁহাদের পক্ষে এই পত্রিকা অপাঠ্য ছিল। সুতরাং এই পত্রিকার গ্রাহক বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ধার্ম্মিক লোক বলিয়া মাত্র ৪৮টী রাজা মহারাজা ও সম্ভ্রান্ত গ্রাহকের নামের এক তালিকা পত্রিকার এক সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রাহক বেশী হইলে কেবল এই সামান্য কয়টী নামই মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইত না। মফস্বলেও সামান্য গ্রাহক ছিল বলিয়া বোধ হয়; বিজ্ঞাপনেও তাহার আভাস আছে।

গ্রাহক সংখ্যা।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার পরিচালক সভায় নীল মাধব ন্যায়রত্ন, ঈশ্বর চন্দ্র ন্যায়রত্ন, কালাচাঁদ সার্ব্বভৌম, তারকনাথ তর্কবাগীশ, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, হলধর চূড়ামণি, প্রভৃতি দেশের তৎ কালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ যোগদান করিতেন ও প্রতিবাদ প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

পরিচালক সভা।

অক্ষয় বাবু "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সম্পাদন ভার ত্যাগ করিলে তত্ত্ববোধিনী সভার ভবানীপুরস্থ শাখা—"সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী" সভা হইতে কতিপয় প্রশ্ন এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের আলোচনার জন্য নানা স্থানের পণ্ডিতসমাজে প্রেরিত হইয়াছিল। এই প্রশ্নগুলির উত্তর যাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনি একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন কথা ছিল।

সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার প্রশ্ন।

প্রশ্নগুলি এইরূপ :—(১) পৃথিবী মণ্ডলে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার মত চলিতেছে, ফলতঃ ধর্ম্ম নানা প্রকার হওয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কি না। (২) চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ সজীব কি নির্জ্জীব তাহাদের আকার কি ও কি প্রকারে আছেন? (৩) শীত গ্রীষ্মাদির কারণ কি? ইত্যাদি।

চুঁচুড়া নিবাসী যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশের আলোচনা ও উত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনিই পুরস্কারের একশত টাকা প্রাপ্ত হন। যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশের উত্তর "তত্ত্ববোধিনীতে" বাহির হইলে সেই উত্তর নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সমাজের পণ্ডিতগণের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহাদের পক্ষ হইতেও এই প্রশ্নগুলির হিন্দুশাস্ত্র সম্মত উত্তর প্রদত্ত হয়। পলাসন গ্রাম নিবাসী নীলমাধব ন্যায়রত্ন উত্তর লিখেন ও নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকায় প্রতিবাদ রূপে তাহা বহুদিন ধরিয়া বাহির হইতে থাকে। এই প্রবন্ধগুলি যথার্থই শাস্ত্রসঙ্গত ও উপভোগ্য ছিল। তেমন শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন প্রবন্ধ আজকাল খুব বিরল মনে হয়। এই পণ্ডিত লেখক ও "যোড়াবাগান" ঠিকানায় বাস করেন, জানাইতে গিয়া "যুগ্মোদ্যান" লিখিয়া ঠিকানা অন্বেষণ কারীকে গলদ্ঘর্ম করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

প্রশ্নোত্তরের প্রতিবাদ

এই পত্রিকার কার্য্যালয় পাথরিয়াঘাটাস্থ শিবচরণ কারফরমার বাড়ীতে ছিল।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বিশ বৎসরেরও অধিককাল জীবিত থাকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা ও চর্চ্চা করিয়াছিল।

পত্রিকার পরমায়ু।

পত্রিকার কণ্ঠে যেমন শ্লোকের লহর থাকিত অন্তেও সেইরূপ একটী শ্লোক দিয়া পত্রিকা সমাপ্ত করা হইত। যথা—

"প্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতা জনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥"

অষ্টবাসরীয়ঃ সমাপ্তঃ।

দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৫৪ বঙ্গাব্দ।

১২৫৪ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে "পাষণ্ড দলন" ও "রসরাজ" ইহাকে তাঁহাদের সহযোগীরূপে প্রাপ্ত হন। "সমাচারচন্দ্রিকার" প্রেস হইতে এই পত্রিকা খানা বাহির হয়; সুতরাং দুর্জ্জনদমন-মহানবমী যে "ব্রহ্মজ্ঞানী" ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মীদিগের উপর আক্রোশ মিটাইবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিল ইহা সুনিশ্চয়। কার্য্যতঃ "মহানবমী" ব্রাহ্ম ও মিসনারিদিগের উপর অত্যন্ত মসীবৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ভাষার বন্ধন এত শিথিল ছিল যে পাষণ্ড পীড়নকেও ইহার নিকট হার মানিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। গুপ্ত কবি প্রভাকরের সালতামামী দিতে যাইয়া বহুপরে প্রাচীন স্মৃতির আলোড়ন করিয়া লিখিয়াছিলেন—"দুর্জ্জনদমন-মহানবমী সম্পাদক ঠাকুরদাস বসুজ বাবু মহাশয় এই মহানবমীতে সেকেলে খেউর ধরিলেন। সুতরাং লোকে কেবল নবমীতে 'বমী' দেখিতেই লাগিল।"

উদ্দেশ্য।

দুর্জ্জন দমন মহানবমীর সম্পাদক ছিলেন প্রথম মথুরানাথ গুহ ও ঠাকুরদাস বসু। ২রা আশ্বিনের পর হইতে কেবল ঠাকুর দাস বসুই পত্রিকা পরিচালন করেন। পত্রিকা খানি ছিল পাক্ষিক। প্রথম প্রথম ইহাতে কোন সংবাদ প্রকাশিত হইত না, পরে সংবাদও থাকিত। ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—প্রতি সংখ্যা চারি আনা, বার্ষিক—ছয় টাকা।

অন্যান্য সংবাদ।

দুর্জ্জনদমন-মহানবমীর মূল মন্ত্র ছিল—

"ধর্ম্ম-বিহিংসক-দ্বিপদ-পশূনাং কণ্ঠ-গলিতরুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন-দমন-মহানবমী॥

কাব্যরত্নাকর।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৫৩ বঙ্গাব্দ।

"কাব্যরত্নাকর" 'সংবাদ রসরাজের' সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া সাহিত্যের আসরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া দেখা দিতেছিলেন। ভারত চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তি কাব্যরত্নাকরের অভিভাবক ছিলেন। "দুর্জ্জন দমন-মহানবমীতে" লিখিত হইয়াছিল "জ্ঞানদর্পণ" ও "কাব্য রত্নাকর" এই পত্রিকা দুই খানির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। ভারত ভট্টাচার্য্য কাব্যরত্নাকর সম্পাদক বলিয়া যে প্রচার তাহা কিন্তু অমূলক, উমাচরণ ভট্টাচার্য্যই প্রকৃত সম্পাদক। * * উমাচরণ ভট্টাচার্য্য ও ভারত ভট্টাচার্য্য এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।" দুর্জ্জনদমন-মহানবমী ছিল এগুলির সম সাময়িক পত্রিকা সুতরাং এই বিবরণের উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

সম্পাদক।

উক্ত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "জ্ঞানদর্পণ" ১২৫৩ সালে ভাস্কর যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া সাপ্তাহিক রূপে বাহির হইত। এই পত্রিকা খানা পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল। ১২৫৭ সালের অগ্রহায়ণের পর জ্ঞানদর্পণের আর আবির্ভাব হয় নাই। জ্ঞানদর্পণের মূল্য ছিল বার্ষিক ৪।০ টাকা মাত্র।

জ্ঞানদর্পণ।

সর্ব্বশুভকরী।

—•০*০•—

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৫৭ বঙ্গাব্দ।

পদ্যে ঈশ্বরচন্দ্র এবং গদ্যে অক্ষয়কুমার যখন বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন লেখক বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই সময় আরও দুইটি তেমনি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় ধীরে ধীরে তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের এই দুই পুণ্যশ্লোক সেবক—কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাঙ্গালার এই শক্তিশালী লেখকদ্বয় সুন্দর, সুরুচিসম্পন্ন প্রবন্ধমালায় ভূষিত করিয়া ১৮৫০ অব্দে আর এক খানা উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। সেই পত্রিকার নাম —"সর্ব্বশুভকরী।" সর্ব্বশুভকরী মাসিকরূপে পরিচালিত হইত।

সম্পাদক।

ইহার সম্পাদন ভার মদনমোহন তাঁহার নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পত্রিকা খানা বাহির হইত মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নামে।

এই পত্রিকা পরিচালনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিচালক তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর বন্ধুদ্বয়ের কার্য্যকলাপ ওতপ্রোত ভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিল, তাই আমরা এই উভয় মহাত্মার জীবনের দুই একটী কথার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবের সমাধান করিব।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অপেক্ষা ৫ বৎসরের জ্যেষ্ঠ



স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ছিলেন। ১২২২ সালে—নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে মদন মোহন ও ১২২৭ সালে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১২৩৬ সালে মদনমোহন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে সহপাঠীরূপে প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র ইহার কিছুকাল পূর্ব্বেই (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে) সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই স্থানে ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। অতঃপর কিছুকাল অগ্রপশ্চাৎ ইঁহারা বিবিধ বিষয়ের পাঠ শেষ করতঃ উপাধি গ্রহণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ও তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত সংস্কৃত কলেজেই কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালেই মদনমোহনের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকগণ মোহিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি 'সংস্কৃতরসতরঙ্গিনী' গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। এই অনুবাদ পাঠ করিয়া অধ্যাপকগণ তাঁহাকে 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি প্রদান করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কলেজে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গদ্য রচনা লিখিতেন। এবং "সত্য কথনের মহিমা" সম্বন্ধে গদ্য রচনা লিখিয়া একশত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ফলতঃ এই উপাধি ও পুরস্কারই উভয় বন্ধুকে সাহিত্যের আলোচনায় অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিয়াছিল এবং পরিণামে উভয়কেই অক্ষয় যশের অধিকারী করিয়াছিল।

মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েই তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ বেথুন সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সাহেবের যত্নে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়।

এই বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন কার্য্যে ইঁহারা দুইজনে বেথুন সাহেবের অনেক সহায়তা করেন। এমন কি, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে যখন সমাজ ও লোকলজ্জার ভয়ে কেহ আপন কন্যা-গণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সাহসী হইলেন না, তখন মদনমোহন সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে প্রকাশ্য ভাবে সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। মদনমোহনের এইরূপ সহায়তায় বেথুন সাহেব তাঁহার প্রতি আরও অধিকতর অনুরক্ত হন।

বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বেই বাঙ্গলায় স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন উঠিয়াছিল। এবং সে আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল দল দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এইক্ষণে মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার কন্যাদ্বয়কে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করায় সমাজের পক্ষে তাহা মহাভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। হিন্দু সমাজের মুখপত্র "সমাচার চন্দ্রিকা" তারস্বরে বালিকাদের বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষাগ্রহণের দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীল দলের অন্যতম নেতা "প্রভাকর" সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রসিকতা করিয়া লিখিলেন ;—

"যত ছুড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতি বোল কবেই কবে ;
আর কিছুদিন থাকরে ভাই পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগ্‌গী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে এইরূপ আন্দোলন হইতেছে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তদীয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে প্রবন্ধ লিখিতে ও প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন।

পত্রিকার উদ্দেশ্য।

সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া স্ত্রী শিক্ষার সমর্থন করিতেই এই "সর্ব্বশুভকরী" পত্রের অনুষ্ঠান।

সর্ব্বশুভকরীতে শৈশব বিবাহ, বামাগণের বিদ্যাশিক্ষা, মানবগণের সমত্ব, সুরাসেবন নিষেধ, গঙ্গাযাত্রা মৃত্যু, চড়কপূজা ও পার্ব্বণ প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। পত্রিকার আকার ছিল মাত্র—আট দশ পৃষ্ঠা এবং মূল্য প্রতি সংখ্যা—চারি আনা।

প্রবন্ধ প্রভৃতি।

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "বামাগণের বিদ্যাশিক্ষা" বিষয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া তৎকালীন "সমাচার চন্দ্রিকার" সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংবাদ প্রভাকর" সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, "তত্ত্ববোধিনী" সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি তাঁহার শত্রুমিত্র, সপক্ষ-বিপক্ষ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।"

সর্ব্বশুভকরীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের পাঠের জন্য "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রকাশ করিয়াছিলেন; তত্ত্ববোধিনীতে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ।

মদনমোহন ইতঃপূর্ব্বে "বাসবদত্তা" নামে একখানা কাব্যগ্রন্থ লিখেন; এইবার বেথুন সাহেবের আদেশে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের জন্য শিশুশিক্ষা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রকাশ করেন। তাঁহার এই সকল পুস্তক ও অন্যান্য পুস্তক মুদ্রণ জন্য তিনি সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই যন্ত্র হইতেই সর্ব্বশুভকরী বাহির হয়।

সর্ব্বশুভকরী অধিক দিন জীবিত থাকিয়া সাহিত্যের সেবা করিতে পারে নাই। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মদনমোহন জজ পণ্ডিত হইয়া মুর্শিদাবাদ গমন করিলে সর্ব্বশুভকরীও বন্ধ হইয়া যায়।

মদনমোহন গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকারেই উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার সর্ব্বশুভকরী আজ বঙ্গ সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে,কিন্তু তাহার"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল—" এই "প্রভাত বর্ণনা" কবিতাটী বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ে চিরদিন বিরাজিত থাকিবে।

বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কারকে চাকরী দিবার জন্য বড়ই ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তর্কালঙ্কার তাহা চাহিতেন না। বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কারকে তাহার অধ্যক্ষ ও বিদ্যাসাগরকে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি এই প্রস্তাব তর্কালঙ্কারের নিকট উপস্থিত করিলে তর্কালঙ্কার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে তাঁহার পরিবর্ত্তে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া বসিলেন। ইহার পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব হইলে বেথুন তর্কালঙ্কারকে আহ্বান করেন। সে বারেও মদনমোহন প্রিয় বন্ধু বিদ্যাসাগরকে দেখাইয়া দিলেন; তখন বেথুন সাহেব বলিয়াছিলেন "Tarkalankar will never require service but service will ever require him." "তর্কালঙ্কার কখনও চাকরী চাহিবে না, কিন্তু চাকরী চিরকালই তাহাকে খুজিবে।"

চাকুরী।

শেষ কলিকাতার জলবায়ু তর্কালঙ্কারের অসহ্য হইয়া উঠিলে তিনি বেথুন সাহেবের শরণাপন্ন হন। বেথুনের চেষ্টায় তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া যান। এবং একবৎসর সেই

পদে কাজ করিয়া ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। তিনি মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে তাঁহার পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৫১ অব্দে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হইলে তিনি সেই উচ্চপদে নিযুক্ত হন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাহার সহযোগী বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তুল্য প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; দুরন্ত কাল তাঁহাকে সে প্রতিভার অধিকারী হইতে দেয় নাই। পাঁচ বৎসর মাত্র কার্য্য করিয়াই ১২৬৪ সালের (১৮৫৭) ২৭শে ফাল্গুন দুরন্ত ওলাওঠা রোগে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন।

এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভাসূর্য্য বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত। ইহার পর তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া ও বহুপ্রকারে বঙ্গ সাহিত্যের সুষমা বিধান করিয়াছিলেন। মদন মোহন তাঁহার তুলনায় কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুধীরঞ্জনের ইংরেজীভাষাও তাই শ্লেষ করিয়া কবি মদনমোহনের মাতৃভাষাকে বলিয়াছিল— "ভাল আশা সুবদনি করিয়াছ মনে।
বাড়াবে তোমার মান এরা দুইজনে॥ *

---

* বাঙ্গালায় তখন দুইজনই শ্রেষ্ঠ কবি ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাই সুধীরঞ্জনের বঙ্গভাষা ইংরেজীভাষাকে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল—

"কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার।
দুই জন আছে দেশ বিখ্যাত কুমার॥
সুকবি সুন্দর মম মদনমোহন।
পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন॥
প্রাণের ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকরকর।
ধরিয়াছে কিবা দিব্য শক্তি মনোহর॥"

এত দিন তুমি কিগো করনি শ্রবণ।
মদন কবিতা আর করে না রচন॥
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ।
তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ॥”

সম সাময়িক পত্র পত্রিকা।

এই সময়—ঊনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্য ভাগে, ১৮৫০ অব্দে সর্ব্ব-শুভকরী ব্যতীত আরও ১৬ খানা পত্র-পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত হইতেছিল, এবং পাদরী লং সাহেব অনুমান করেন, প্রায় বিশ হাজার পাঠক কর্ত্তৃক সেগুলি পঠিত হইত। পত্রিকাগুলি ছিল—

দৈনিক—প্রভাকর, চন্দ্রোদয়, মহাজনদর্পণ।

সপ্তাহে তিন দিন—সংবাদ ভাস্কর।

সপ্তাহে দুই দিন—সমাচার-চন্দ্রিকা ও সংবাদ-রসরাজ।

সাপ্তাহিক—জ্ঞান-দর্পণ, বঙ্গদূত, সাধুরঞ্জন, জ্ঞান-সঞ্চারিণী, রস-সাগর, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, রস-মুদ্গর।

পাক্ষিক—নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী।

মাসিক—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সর্ব্বশুভকরী।

স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার “বঙ্গভাষাও বঙ্গসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে” লিখিয়াছেন,“সর্ব্ব শুভকরী উঠিয়া যাইবার কয়েক বৎসর পরে এই পত্রিকাই বালীতে শুভকরী নামে মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।”

এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ‘শুভকরীর’ আলোচনায় পশ্চাতে প্রদত্ত হইল।

বিদ্যাকল্পদ্রুম।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৫২ বঙ্গাব্দ।

এজুদলের বাঙ্গালা আলোচনা।

রাজা রামমোহন রায় অনেক চেষ্টা করিয়াও শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠ করাইতে বা বাঙ্গালা রচনা লিখাইতে পারেন নাই। টোলের পণ্ডিতগণও সেকালে সংস্কৃত রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখাকে সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন না। যাঁহারা বাঙ্গালা লেখাকে সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা রচনা "কোকিল কলালাপের" সহিত কোমল মধুরে আরম্ভ হইলেও "উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভ কনাচ্ছন্ন" হইয়া বজ্রনির্ঘোষে শেষ হইত। ইহার পর ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সে সমাজের নিকট একেবারে "রাবিশ" বলিয়া পরিত্যাজ্য হইয়াছিল। কালচক্রের আবর্ত্তনে উভয় দলই অল্পে অল্পে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ইতঃপূর্ব্বেই কয়েকজন "এজুকে" ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে বাঙ্গালায় লেখনীধারণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাও কয়েক জন টোলের পণ্ডিতকে বাঙ্গালা রচনা করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেছিল; এইবার পাদ্রি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (পরে রাজা) ন্যায় ইংরেজীওয়ালা "ইয়ংবেঙ্গল" এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন।

১৮৪৬ অব্দে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যা-কল্পদ্রুম" বাহির করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তদীয় "বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ও রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় তদীয় "ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য" গ্রন্থে বিদ্যাকল্পদ্রুমকে মাসিক পত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যাকল্পদ্রুম মাসিক পত্র ছিল না। ১৮৪৬ অব্দে ইহার প্রথম খণ্ড বাহির হইয়া ১৮৪৯ অব্দে চারি বৎসরে দশ খণ্ড বিদ্যাকল্পদ্রুম বাহির হইয়াছিল। ইহা খণ্ডাকারে প্রকাশিত এক খানা বিরাট গ্রন্থ মাত্র।

রেভারেণ্ড বানার্জি দেশীয় লোকের জন্য নানা দেশের রীতি নীতি, ইতিহাস পুরাতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার জন্য এক প্রস্তাব তৎকালীন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতির নিকট উপস্থিত করেন। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিও তাঁহাকে এক সুদীর্ঘ পত্রদ্বারা তাঁহার এই সদনুষ্ঠানের সমর্থন করেন এবং তাঁহাকে তৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেন। সভাপতির এই সহানুভূতিসূচক চিঠিখানাকে মুখবন্ধস্বরূপ প্রকাশ করিয়া এবং তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল সার হেনরী হার্ডিঞ্জের নামে উৎসর্গ করিয়া কৃষ্ণমোহন বিদ্যাকল্পদ্রুম ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই প্রথম খণ্ডে কেবল রোমদেশের ইতিবৃত্তই প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ সেবধির ন্যায় ইহারও ডান পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী অনুবাদ ছিল। এক এক খণ্ড পুস্তক ইংরেজি ও বাঙ্গালায় প্রায় ২৫০।৩০০ পৃষ্ঠা থাকিত। গ্রন্থকার নিজেও বিদ্যাকল্পদ্রুমকে মাসিক

পরিচালনের উদ্দেশ্য ও বিবরণ।



স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(যৌবনকালে)

পত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি ইহাকে Encyclopaedia বা কোষগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রেভারেণ্ড বানার্জির বাঙ্গালা রচনার নমুনা স্বরূপ সেই উৎসর্গ পত্রের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা গেল।

ভাষার নমুনা।

"বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থবিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে; কেননা অবিদ্যা ও ভ্রান্তির যে দুষ্ট শক্তি দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে, তাহা হইতে সাধারণের মন এ উপায়ে মুক্ত পাইতে পারে; কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি কয়েক দিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদ নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত, পদার্থবিদ্যা, ক্ষেত্র-পরিমাণ, জ্যোতিষাদি সকল শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তার পূর্ব্বক পশ্চিমখণ্ডের জ্ঞান পূর্ব্বখণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।"

এই রচনায় অনুবাদের আভাস জাজ্জ্বল্যমান বিদ্যমান থাকিলেও তাহা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ন্যায় কষ্টরচনা বা "সংবাদ-প্রভাকরের" ন্যায় তরল রচনা নহে; "তত্ত্ববোধিনীর" ন্যায় উন্নত রচনা।

"বিদ্যাকল্পদ্রুম" সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই খানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে এরূপ ভ্রমসম্পন্ন কথার উল্লেখ থাকায়ই আমরা তৎসম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিলাম; নতুবা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" সম্বন্ধে আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

যাহা হউক আমরা যখন বিদ্যাকল্পদ্রুমের আলোচনা করিলাম তখন তাহার সম্পাদক বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলিব।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন। ১৮১৩ অব্দে কলিকাতায় মাতামহের আলয়ে ইঁহার জন্ম। ইঁহার মাতা পিতা উভয়ই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৩১ অব্দে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি মিলিত হইয়া 'রিফরমার' (Reformer) নামে এক ইংরেজী সংবাদপত্রিকা বাহির করিলে কৃষ্ণমোহন সেই পত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ঐ বৎসরই মে মাসে ইনকুয়ারার (Inquirer) নামে আর একখানা ইংরেজী পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে গালাগালি থাকিত। ইহা হইতে হিন্দু সমাজের সহিত তাঁহার প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তিনি কেবল হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দু দলপতিদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কয়েকখানা পুস্তিকাও প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ হিন্দুবিদ্বেষ ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তিনিও সুযোগ বুঝিয়া ১৮৩২ অব্দের ১৮ই অক্টোবর খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার প্ররোচনায় তখন বহু বাঙ্গালী হিন্দু যুবক উশৃঙ্খলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সমাজকে ভীত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। "রিফরমার" পত্রের সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের

রিফরমার ও ইনকুয়ারার।



রেঃ, কে, এম, বানার্জ্জি।

পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকেও এই ইনকুয়ারার সম্পাদক কৃষ্ণমোহনই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করান এবং তাঁহার হস্তে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন।

১৮৪৬ অব্দে কৃষ্ণমোহন "বিদ্যাকল্পদ্রুম" বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫১ অব্দে তিনি বিসপ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

সংবাদ সুধাংশু।

১৮৫২ আব্দে বন্দ্যোপাধ্যায় "সংবাদসুধাংশু" নামে এক খানা সংবাদ পত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ইহার মূল্য ছিল প্রতিসংখ্যা চারি আনা। "সংবাদসুধাংশু" এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। ১৮৬১ অব্দে তাঁহার প্রণীত হিন্দু ষড়্‌দর্শন প্রকাশিত হয়। তিনি আর্য্যশাস্ত্রের সাক্ষ্য (Aryan Witness) নামেও একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময় তাঁহার সম্মান এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিনি ক্রমে দেশীয় লোকের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি প্রদান করেন; ১৮৭৮ সালে তিনি ভারত সভার সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৮৫ অব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। ঐতিহাসিক হুইলার সাহেব ইঁহারই কন্যা মনোমোহিনী হুইলারের পুত্র।

——o——

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৫৮ বঙ্গাব্দ।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রও বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় ইংরেজী ভাষার শিক্ষণীয় গ্রন্থসমূহ হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কতিপয় ইংরেজ ও বাঙ্গালী লইয়া একটী অনুবাদক সমাজ গঠিত হইয়াছিল; বাবু রাজেন্দ্রলাল এই সমাজের একজন সভ্য ছিলেন। এই সমিতিতে থাকিয়া এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতির সভ্য থাকিয়া রাজেন্দ্রলাল অল্পে অল্পে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চায় দীক্ষিত হইতেছিলেন। এইবার "হাতে কলমে" সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে অগ্রসর হইয়া বিলাতি "পেনি মেগেজিনের" আদর্শে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রচারে ব্রতী হইলেন।

রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া "বিদ্যাকল্পদ্রুম" সঙ্কলনে ব্রতী হইয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা আরও বিস্তৃত উদ্দেশ্য লইয়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" সম্পাদন করিতে উদ্যোগী হইলেন।

১৭৭৩ শকের (১২৫৮সাল) কার্ত্তিক মাসে ৫৫নং পার্কষ্ট্রীটস্থ সম্পাদক ভবন হইতে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রথম প্রকাশিত হয়। সে যুগে "তত্ত্ববোধিনীর" পর "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য পত্রিকা বলিয়া পরিচিত ছিল।

উদ্দেশ্য—ভূমিকা।

আমরা নিম্নে "বিবিধার্থ সংগ্রহের" উদ্দেশ্য প্রকটন ও তাহার ভাষার নমুনা প্রদর্শন জন্য মিত্র বাহাদুরের লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা উদ্ধৃত করিলাম।

"জগদীশ্বরের কি অনুপম মহিমা, তাঁহার ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার সকল অবিরত নিষ্পন্ন হইতেছে। তাঁহার নিয়মে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি স্বস্ব কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে; কেহ ক্ষণ মাত্রের নিমিত্তও বিশ্রাম করে না। চন্দ্রের পাক্ষিক হ্রাস বৃদ্ধি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে নিয়মে হইয়াছিল অদ্যাপিও তদ্রূপই হইতেছে। তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র ও ন্যূনাতিরেক হয় নাই। গ্রহসকল আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ব্যাসে সর্ব্বদা সমবেগে ভ্রমণ করে; কোন ক্রমেই তাহার অন্যথার সম্ভাবনা নাই। জীবের জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু কি বিস্ময়জনক পদার্থ! তাহাতে কত অদ্ভুত ঘটনা সকল সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। এক প্রকার এমত কীট দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার দেহ কেবল মাংসময় ও এমত সূক্ষ্ম যে মনুষ্য চক্ষের দুর্লক্ষ্য; অথচ তাহাদের বংশবৃদ্ধি এ প্রকার সত্বরে হয় যে দুই দিবসের মধ্যে উর্দ্ধাধঃ, দীর্ঘ প্রস্থ চতুর্দ্দিগে একফুট স্থান ঐ কীট বংশে পরিপূর্ণ হয়। কোন জীবদেহ এ প্রকার আছে যাহাকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার প্রত্যেক খণ্ড এক এক তজ্জাতীয় জীব হয়। অপর এক প্রকার কীট আছে যাহার দেহ একাঙ্গুলী পরিমাণ স্থানের সহস্রাংশের একাংশ স্থানও ব্যাপ্ত করে না। অথচ মনুষ্যের উদরে যদ্রূপ কৃমি বাস করে তদ্রূপ তাহার দেহ মধ্যে তদপেক্ষায় ক্ষুদ্র অন্য কীট সমূহ স্বস্ব জীবনের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। এহরণবর্গ সাহেব অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে চীনদেশে ও অন্যত্র যে পীতবর্ণ বালুকাবৃষ্টি হয় তাহার প্রত্যেক রেণু এক একটী ক্ষুদ্র শম্বুক। এই বৃষ্টি এক কালে বহুক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া হয়; অতএব পাঠক মহাশয়েরা ভাবিয়া দেখুন যে এক এক পসলা বালুকা বৃষ্টিতে কত অসংখ্য কোটী শম্বুক আকাশ হইতে নিপতিত হয়। অনেক উপদ্বীপ কেবল কীটদ্বারা নির্ম্মিত। অনেক পর্ব্বত শুদ্ধ কীটাগারের সমষ্টি।

এক বিন্দু অপরিষ্কার জল শত সহস্র কীটের আধার। কিন্তু কেবল কীট সম্বন্ধই যে আশ্চর্য্যের আকর এমত নহে। জগৎপিতার বর্ণনাতীত কৌশল সর্ব্বত্রই সমরূপ ব্যক্ত আছে। সকল জীবই স্বস্ব অসাধারণ গুণদ্বারা পরমেশ্বর মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকা দেশে এমত এক মৎস্য জাতি আছে যাহাকে স্পর্শ করিলে অশ্ব অবধি সকল জীব তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অস্ট্রেলীয়া দেশে এক পক্ষী ছিল যাহার উর্দ্ধ পরিমাণ সামান্য হস্তী হইতে দ্বিগুণ। অনেক পক্ষী আছে যাহাদের ডানা নাই। এক জাতি পশু আছে তাহারা নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ঐ নগর * * *পাটে নির্ম্মিত হয়; এবং ঐ পশুনগরস্থ প্রত্যেক বাটীতে শয়নাগার ও প্রমোদাগার ও প্রসবাগার নির্দ্দিষ্ট আছে। অপর অশ্বের বেগ এবং মনুষ্যোপকারিতা, হস্তীর বুদ্ধি এবং ধীরতা, কক্কুরের কৃতজ্ঞতা, উষ্ট্রের সহিষ্ণুতা, সিংহের গাম্ভীর্য্য, ব্যাঘ্রের বীর্য্য, এই সকলেতেই সর্ব্বনিয়ন্তার মহিমা বিস্তৃত হইতেছে; ইহাদের বিচার পরম জ্ঞান ও আনন্দের প্রধান * * * আবাল বৃদ্ধ ও বনিতা সকলেরই মনোরঞ্জক এবং সকলেই ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন। অতএব সময়ে সময়ে এতদ্বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা প্রকাশ করা আমাদিগের অভিপ্রায় এবং এই অভিপ্রায়ে এই পত্র স্থাপিত হইল। পরন্তু আমরা যে কেবল জ্যোতিৰ্বিদ্যার এবং জীব-সংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থ বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্য; এই সকল বিষয়েই আমরা যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে স্বদেশস্থ জনগণ অনায়াসে তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তাহা সম্যগ্রূপে চেষ্টা করিব। যে কেহ দুই আনা পয়সা দিয়া বিবিধার্থ সঙ্গ্রহকে সমাদর

করিবেন তাহার ও তাহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অনেকের নিকট ঐ পত্র পারিষদের ন্যায় বহুকালাবধি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধ জ্ঞান ও প্রমোদ জনক সদালাপ দ্বারা তাহাদের তুষ্টি জন্মাইবে; ফলতঃ পাঠক মহাশয় দিগের সন্তোষার্থ এক বৎসর কাল আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে সঙ্কল্প করিলাম, পরে তাঁহাদের উৎসাহানুসারে এই পত্রের পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইবে।

"আমাদিগের লিখিবার প্রণালী বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়দিগের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে; ভরসা করি, তদ্বিষয়ে তাঁহারা এতৎ পত্রের লক্ষ্য স্মরণ করত আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক এবং মোদক আপন আপন কর্ম্ম হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে; যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়া ছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণ পূর্ব্বক উপকারক বিষয়ের চর্চ্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য এবং ঐ মানস সিদ্ধার্থে যাহাতে এই পত্র সকলেই অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিত মহাশয়েরা অপভ্রংশ ও অপরভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারেন; কিন্তু সুকঠিন সাধুভাষা উপদেশ বিরহে অজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি বোধগম্য হইতে পারে না; অতএব অপভ্রংশ-মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্র সমাজের কথোপকথনে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ।

"বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে এই পত্র স্থাপিত হইল। অতএব এতৎসমাজস্থ মহোদয়গণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার

করিতেছি। উক্ত সমাজস্থ মহাশয়েরা বঙ্গভাষাদ্রোহী জনগণের উপহাস সহ্য করত শুদ্ধ পরোপকারার্থে এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতি চেষ্টায় প্রবর্ত্ত হইয়াছেন এবং বিপুলার্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ উত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করাইতেছেন, অতএব ভদ্রসমাজে উহারা অবশ্য সমূহ প্রশংসার পাত্র হইবেন। এবং এতদ্দেশস্থ সকলেই যে ইহাদিগকে ধন্যবাদ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

প্রথম সংখ্যার সূচী।

বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

আকার ও মূল্য।

পত্রিকার আকার ছিল প্রথম, ডিমাই ৪ পেজি ১৬ পৃষ্ঠা। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। পরে পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। সূচীটী ইংরেজী বাঙ্গালা দুই ভাষায় থাকিত। এই সচিত্র পত্রিকার চিত্র সমূহ বিলাত হইতে প্রস্তুত করাইয়া আনা হইত।

আলোচ্য বিষয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গুরুগম্ভীর ভাষায় লিখিত জটিল বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের পার্শ্বে বিবিধার্থ সংগ্রহ যখন বাঙ্গালী পাঠককে সহজ সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া বিভিন্ন সমাজের রীতিনীতি ও বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিক

তত্ত্ব বিতরণ করিতে লাগিল তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবী উন্নতির লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

"বিবিধার্থ সংগ্রহের" ভাষা "তত্ত্ববোধিনীর" ভাষার ন্যায় উচ্চ অঙ্গের না হইলেও বিষয়ের আকর্ষণে তত্ত্ববোধিনী অপেক্ষা বিবিধার্থ সংগ্রহ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল অধিক। তখন "তত্ত্ব-বোধিনী" প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব এবং রীতিনীতি—ধর্ম্মতত্ত্ব ও শারীর তত্ত্বের ভিতর দিয়া উচ্চ ভাষায় প্রকাশ করিতেছিলেন এবং "বিবিধার্থ সংগ্রহ" সহজ সরল ভাবে এতদোভয় সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সংগ্রহ করিয়া লইয়া পাঠকের দ্বারে উপস্থিত হইতেছিলেন। ফলে তত্ত্ববোধিনীর উচ্চ দর্শন-বিজ্ঞানের ও ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠক অপেক্ষা "বিবিধার্থ সংগ্রহের" সহজ সরল সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পাঠক জুটিয়াছিল অধিক।

যে অনুবাদক সমাজের তত্ত্বাবধানে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পরিচালিত হইত, তাহার সভ্য ছিলেন—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রসময় দত্ত, বাবু হরচন্দ্র দত্ত, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, পাদরি জে. রবিন্‌সন, রেভারেণ্ড লং, মিঃ সিটনকার, মিঃ ওয়ায়িলি, মিঃ প্রাট, মিঃ বেইলি, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি।

অনুবাদক সমাজের সভ্যগণ।

এই অনুবাদক সমাজের কার্য্য কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইত, তাহা প্রদর্শন জন্য "বিবিধার্থ সংগ্রহ" হইতে এক মাসের বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কার্য্য বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সমাজের কার্য্যবিবরণ।

"গত ৮ই জুলাই দিবসে মেং ওয়ায়িলী সাহেবের বাটীতে উক্ত সমাজের মাসিক বৈঠক হয়; তাহাতে শ্রীযুক্ত ওয়ায়িলী, শ্রীযুক্ত

সিটনকার, শ্রীযুক্ত বেলী, শ্রীযুক্ত কালবিন, শ্রীযুক্ত প্রাট্, শ্রীযুক্ত পাদরি লং, শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহারা নিম্নে লিখিত প্রস্তাব সকল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

"প্রথম। কলম্বসের জীবনচরিত গ্রন্থের কোন কোন স্থান পরিবর্জ্জন করিয়া স্থানে স্থানে টিপ্পনী ও এক ভূমিকা সহযোগ পূর্ব্বক, বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা কর্ত্তব্য।

"দ্বিতীয়। সেক্ষপিয়র সাহেবের গ্রন্থ হইতে লাম্ব সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত গল্পের অনুবাদ যাহা ডাক্তর রোয়র সাহেব প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

"তৃতীয়। ভবিষ্যতে যে কোন গ্রন্থ অনুবাদ করণের অনুমতি হইবে, অনুবাদক আদৌ তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সমাজে সমর্পণ করিবেন। সমাজ তাহার রচনার পারিপাট্য নিরূপণার্থে তাহা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পাদরি জে. রবিন্‌সন্ সাহেবকে সমর্পণ করতঃ তাঁহাদের অভিপ্রায় লইবেন; ও রচনা উত্তম বোধ হইলে পর ঐ আদর্শ পাদরি লং সাহেবকে সমর্পিত করিবেন। তিনি তাহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, ঐ রচনা গ্রাম্য বালকদিগের বোধগম্য হয় কি না।

'চতুর্থ। "ইজিপ্‌শিয়ন্" নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কি প্রকার হইয়াছে তাহা নিরূপণান্তর সমাজকে বিজ্ঞাপন করণার্থে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার এবং পাদরি জে. রবিন্‌সন্ সাহেবকে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য।

"শ্রীযুক্ত প্রাট্ সাহেব সমাজকে জ্ঞাত করিলেন, যে ডাক্তার বেড্‌ফোর্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহের

উপদেশার্থে প্রজাবর্গের সুস্থতা বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ ইংরাজিতে রচনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে অনুমতি হইল, ডাক্তার বেড্‌ফোর্ড সাহেবকে অনুরোধ করা যায়, তিনি আদৌ এতদ্রূপ একটী প্রস্তাব রচনা করিয়া সমাজে সমর্পণ করুন।

শ্রীযুক্ত উডরো সাহেবের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুক্ত প্রাট্‌ সাহেবকে অনুরোধ করা গেল, যে তিনি পূর্ব্বোক্ত সাহেবের নিকট হইতে সমাজের সম্পাদক্য কর্ম্মের ভার গ্রহণ করুন।"

অনুবাদক সমাজের সভ্যগণের লিখিত ও অনূদিত অনেক প্রবন্ধ 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হইত। এতদ্ব্যতীত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথরিয়া ঘাটা), আনন্দনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, মথুরামোহন তর্করত্ন, ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য, কালীপ্রসন্ন সিংহ, যাদবকৃষ্ণ সিংহ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গদ্য প্রবন্ধ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামসুন্দর ঘটক প্রভৃতি কবিতা লিখিতেন। মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য 'বিবিধার্থ সংগ্রহেই' প্রথম বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পত্রিকার লেখকগণ।

এই সময়ই বোধ হয় তত্ত্ববোধিনীর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর যখন গ্রাহক সংখ্যা অধিক—তখন প্রায় ৭০০ হইয়াছিল। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বার শত মুদ্রিত হইয়া বার শতই বিলি হইত। এতৎ সম্বন্ধে বিবিধার্থ সংগ্রহের ২য় পর্ব্বের (বর্ষের) ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে :—

গ্রাহক ও পাঠক।

"প্রথম পর্ব্বে আমরা কি পর্য্যন্ত সিদ্ধসংকল্প হইয়াছি, তাহা পাঠকদিগেরই বিচার্য্য, আমাদের এইমাত্র প্রতীতি হইতেছে যে উক্ত পর্ব্ব দ্বাদশ অবয়বে বিভক্ত হইয়া এক বৎসর মধ্যে অনেকের নিকট

সমাদৃত হইয়াছে। প্রতিমাসে দ্বাদশ শত সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া তদুপযুক্ত গ্রাহক মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হওয়াতে প্রত্যেক খণ্ড যদ্যপি নিদৃষ্ট কল্পে ক্রমশঃ দশ ব্যক্তির হস্তগত হইয়া থাকে তাহা হইলেও অযুতাধিক লোকের সহিত আলাপ করিয়াছে সন্দেহ নাই।"

সেকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গীয় সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। ১২২৮ সালের ৫ই ফাল্গুন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুঁড়ায় রাজেন্দ্রলাল জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। রাজেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে ইংরেজী শিক্ষা করিয়া তেইশ বৎসর বয়সে এসিয়াটীক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক ও লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে বিবিধ ভাষার পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ও বিবিধ ভাষা শিক্ষালাভ করিয়া তিনি জীবনের উন্নতি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি দশটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই সকল ভাষায় ১২৮ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিত Indoo Aryan, Buddha Gaya, Orissa প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার অনুসন্ধিৎসাকে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও প্রশংসিত করিয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চারিদিকে অনেক কাজ ছিল। এই বহু কর্ম্ম সমাধা করিয়া অবসর সময়ে তিনি বিবিধার্থসংগ্রহের জন্য খাটিতেন। ১৮৫৬ অব্দে কলিকাতা Ward Institute এর ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ঐ সময় কার্য্যবাহুল্যে তিনি বিবিধার্থ সংগ্রহের পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণরূপে অনুবাদক সমাজের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। অনুবাদক সমাজের সহানুভূতির অভাবে তখন কিছুকাল পত্রিকা পরিচালন বন্ধ ছিল।

এইরূপে নিয়মিত ও অনিয়মিত ভাবে ছয় বৎসর চলিয়া "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বন্ধ হইলে রাজেন্দ্রলাল বিবিধার্থের সম্পাদকীয় ভার বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে ন্যস্ত করেন। ১২৬৭ সালের বৈশাখ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদকতায় বিবিধার্থ সংগ্রহ আরও ৮ মাস কাল চলিয়া, অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে বিবিধার্থ সংগ্রহ।

কর্ম্মপীড়িত রাজেন্দ্রলাল যখনই একটু অবসর প্রাপ্ত হইতেন, তখনই তিনি বিবিধার্থ সংগ্রহের চিন্তা করিতেন। ধনী ও জ্ঞানী কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে যখন তিনি "বিবিধার্থ সংগ্রহকে" তুলিয়া দিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে যাইয়াও যখন "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ৮ মাসের অধিক জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, তখন তাঁহার আর দুঃখের অবধি রহিল না। তিনি "বিবিধার্থ সংগ্রহকে" পুনরায় কি ভাবে সঞ্জীবিত করিতে পারেন, কেবল তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে আকুল প্রাণের টানের ফল—"রহস্য-সন্দর্ভ"।

১৮৬৩ অব্দে রাজেন্দ্রলাল "রহস্য-সন্দর্ভ" বাহির করেন। রহস্য সন্দর্ভ সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

১৮৭৫ অব্দে রাজেন্দ্রলাল ডি, এল উপাধি প্রাপ্ত হন, ১৮৭৭ অব্দে রায় বাহাদুর, ১৮৭৮ অব্দে সি, আই, ই, ও ১৮৮৪ অব্দে রাজা উপাধি ভূষণে ভূষিত হন।

১২৯৮ সালের ১১ই শ্রাবণ (২৬ জুলাই ১৮৯১) ৭০ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

প্রচার কাল।

বিবিধার্থসংগ্রহ কোন্ কোন্ মাসে ও কোন্ কোন্ শকে বাহির হইয়াছিল নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত।

১ম পর্ব্ব (বর্ষ) ১৭৭৩ শকের (১২৫৮ বঙ্গাব্দে) কার্ত্তিক হইতে ১৭৭৪ শকের আশ্বিন পর্য্যন্ত।

২য় পর্ব্ব (বর্ষ) ১৭৭৪ শকের পৌষ হইতে ১৭৭৫শকের অগ্রহায়ণ।

৩য় পর্ব্ব (বর্ষ) ১৭৭৫ শকের চৈত্র হইতে ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন।

৪র্থ পর্ব্ব (বর্ষ) ১৭৭৯ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র।

৫ম পর্ব্ব (বর্ষ) ১৭৮০ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র।

৬ষ্ঠ পর্ব্ব (বর্ষ) ১৭৮১ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত।

৭ম পর্ব্ব (বর্ষ) ১৭৮২ শকের (১২৬৭ সাল) বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ।

ধর্ম্মরাজ।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৫৯ বঙ্গাব্দ।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার সময়েই "ধর্ম্মরাজ", "হিন্দু বন্ধু", "সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা", "ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রকাশিকা", প্রভৃতি আরও কয়েকখানা হিন্দু ধর্ম্ম বিষয়ক সাময়িক পত্র-পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। এই গুলির মধ্যে ধর্ম্মরাজের নাম উল্লেখযোগ্য।

১২৫৯ সালের ফাল্গুন মাসে ধর্ম্মরাজ বাহির হয়। ইহার আকার

আকার ও মূল্য।

ক্ষুদ্র—ডিমাই বার পেজি ৪ ফর্ম্মা বা ৪৮পৃষ্ঠা ছিল। সম্পাদক ছিলেন—শ্রীতারকনাথ দত্ত। মূল্য ছিল—বার্ষিক আড়াই টাকা।

ধর্ম্মরাজের কণ্ঠে এই শ্লোক-মালা শোভা পাইত—

"বিরাজতে সভ্য-সমাজ-রাজঃ সদর্থরাজীর্নিধিরাজরাজঃ।
তপঃপ্রভা রক্ষতি ধর্ম্মরাজঃ শুভপ্রবৃত্তিপ্রদধর্ম্মরাজঃ॥"

সূচী।—ধর্ম্ম রাজের প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত চারিটী প্রবন্ধ ছিল।

ভূমিকা	১ হইতে	১৬	পৃষ্ঠা
পরমেশ্বরের স্তোত্র	১৬	২৯	"
বঙ্গভাষা	২৯	৪২	"
রূপক (তত্বপ্রকরণ) কবিতা	৪২	৪৬	"
বিজ্ঞাপন	৪৬	৪৮	"

এই ষোড়শ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত ভূমিকা হইতে নিম্নে কতিপয় পংক্তি

ভূমিকা।

উদ্ধৃত করা গেল। ধর্ম্মরাজের আবির্ভাবের কারণ ও তাহার ভাষার নমুনা ইহাতেই ব্যক্ত হইবে।

"সমুদায় বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট আমারদিগের রীতি, নীতি, স্বভাব এবং অভিসন্ধি সকল সংপূর্ণরূপে অবিজ্ঞাত বা অপরিচিত

থাকিলেও এমত ভরসা করিতে পারি যে মহেচ্ছতা গুণগরিমায় মহাজন মণ্ডলী সদসত্তা নিরূপণ করিতে কদাপি সঙ্কুচিত হইবেন না। এবং স্বরূপের নিরূপণ করত আমারদিগের প্রতি অবশ্যই সানুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারেন। যে হেতু স্বরূপ নিরূপিত না হইলে কোন বিষয়ই সাধুগণের ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য হয় না। অতএব যথাতথ্যের নিরূপণ পূর্ব্বক এই পুস্তকের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিবেন” ইত্যাদি।

এই প্রকারে ভূমিকা আরম্ভ করিয়া—কি প্রকারে খ্রীষ্টান মিসনারিদিগের হাত হইতে হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করা যায়, লেখক তাহাই বিবৃত করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষার্থ এই “ধর্ম্মরাজ” প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ধর্ম্মরাজে “খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকের বিতর্ক” নামক একটী প্রবন্ধ প্রতি সংখ্যায় বাহির হইত। এতব্যতীত “জাত্যাভিমান,’ “ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রভৃতি কয়েকটী বড় প্রবন্ধও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইত।

“ধর্ম্মরাজ’ কত কাল জীবিত ছিলেন আমরা অবগত নহি। ইহার ১ম বর্ষ মাত্র আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

“ধর্ম্মরাজ” পত্রের ভূমিকায় “হিন্দু বন্ধু” মাসিক পত্রের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা এই রূপ ঃ—

“কয়েক বৎসরাতীত হইল ইহ নগরীতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে “হিন্দু বন্ধু” চালিত হইয়াছিল। প্রায় ৫০জন গ্রাহক হইয়াছিল। চার মাস চলিয়াছিল। পত্রিকার প্রধান কার্য্যকারক টাকা কড়ি খাইয়া ফেলায় বন্ধ হইয়া যায়।”

হিন্দু বন্ধু।

বাঙ্গালীর অনেক কার্য্যই যে হিন্দু বন্ধুর পন্থানুসারী তাহা বলাই বোধ হয় বাহুল্য।



স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র।

মাসিক পত্রিকা।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৬১ বঙ্গাব্দ।

১২৬১ সালে বাবু রাধানাথ সিকদারের সহিত মিলিত হইয়া বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র 'মাসিক পত্রিকা' নামে এই ক্ষুদ্র স্ত্রীপাঠ্য মাসিক কাগজ খানা বাহির করেন। এই পত্রিকার মুখপত্রে লিখিত থাকিত—"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" ইহাতে সাময়িক প্রস্তাব সমূহও বেশ চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিত হইত।

উদ্দেশ্য।

প্যারীচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলাল" লিখিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এই উপন্যাস খানা "মাসিক পত্রিকা"য়ই প্রথম, খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্যারীচাঁদই বোধ হয় প্রথম উপন্যাস প্রচারের সূচনা করেন। প্যারী-চাঁদ টেকচাঁদ ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন।

১২২১ সালের শ্রাবণ মাসে কলিকাতাস্থ নিমতলার মিত্র বংশে প্যারীচাঁদ জন্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৫ অব্দে ইনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডিপুটী লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন। এবং ক্রমে ১৮৬৭ অব্দে সেই লাইব্রেরির সেক্রেটরী ও লাইব্রেরীয়ানের পদে উন্নীত হন। লাইব্রেরীর সংশ্রবে তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া নিজের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৮৪২ অব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটারে'র সম্পাদক হন।

প্যারীচাঁদ মিত্র।

১৮৪২ অব্দের এপ্রিল মাসে বাবু রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে "বেঙ্গল স্পেক্টেটার" বাহির হয়। স্পেক্টেটার ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় পরিচালিত হইত। তিন মাস মাসিক রূপে চলিয়া জুলাই মাসে স্পেক্টেটার পাক্ষিকে পরিণত হয়। এবং সেপ্টেম্বর মাসে সাপ্তাহিক হইয়া যায়। ১৮৪৩ অব্দের নবেম্বর মাসে বেঙ্গল স্পেক্টেটার বন্ধ হইয়া যায়।

বেঙ্গল স্পেক্টেটার।

বেঙ্গল স্পেক্টেটারে প্যারীচাঁদ ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতেন। স্পেক্টেটার উঠিয়া গেলে তিনি "কলিকাতা রিভিউ" প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতেন এবং বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ১৮৫৪ অব্দে এই "মাসিক পত্রিকা" বাহির করেন। এই পত্রিকায় তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" ব্যতীত "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়," এবং "রামারঞ্জিকা" ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"মাসিক পত্রিকা" ষোল সংখ্যা চলিয়াই উঠিয়া যায়। ইহার ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "মদ খাওয়া বড় বাড়িতেছে" প্রবন্ধের কতকাংশ নমুনা স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মাসিক পত্রিকার ভাষা।

"মদের অদ্ভুত শক্তি! যে ব্যক্তি পান করে সে দুধকে জল বলে ও জলকে দুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাড়ীতে তাঁহার চাকর প্রস্রাব করিতেছিল, মাতাল বাবুর মস্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মাথায় কি পড়িল? পরে শুনিলেন প্রস্রাব। তখন উত্তর করিলেন, তবে ভাল; আমি বোধ করিয়াছিলাম জল।

"কথিত আছে যে অন্য এক বুনিয়াদি মাতাল বাবু মদে মত্ত হইয়া দশমীর দিবস প্রতিমা বিসর্জ্জন কালীন নৌকা হইতে রোদন করিয়া বলিলেন,"অরে মা চল্‌লেন রে—মার সঙ্গে কেহ কি যাবে না? আমরা সকলে ব্যস্ত, অরে বেটা ঢাকি তুই যা" এই বলিয়া ঢাকিকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন।

"আর শুনা আছে যে কোন মাতাল ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে জলের ঘটী ছিল না, একটা বিড়াল বসিয়াছিল। মাতাল জলের ঘটী মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন। বিড়াল মেয় ২ করিতে আরম্ভ করিল। মাতাল বলিলেন "শ্যালা জলের ঘটী তুই মেও ২ করিয়া কি বাঁচবি, তোকে অগ্রে খাবুই।" পরে বিড়ালকে মুখের কাছে তুলিলে বিড়াল আঁচড় কামড় করিয়া পলায়ন করিল।

"আর এক ভক্ত মাতালের কথা শুনা আছে, তাহাও বলা যাইতেছে। ঐ মাতালের নাম সিংহ। আপন বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট যাইয়া কোপেতে পরিপূর্ণ হইলেন; সিংহকে বলিলেন, "ওরে বেটা সিংহ, তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন? এই বলিয়া সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়িদিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্ত্তা সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আস্তে ব্যস্তে বলিলেন "মহাশয় ওখানে কেন—মহাশয় ওখানে কেন?" কর্ত্তার নেশা ছুটিয়াছিল, সেস্থান হইতে আস্তে ২ উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন "কর্ত্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন সিদ্ধবংশ!" ইত্যাদি।

এই ভাষা "আলালী ভাষা" নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই আলালী ভাষায় 'মাসিক পত্রিকা" এবং টেকচাঁদ ঠাকুরের অন্যান্য গ্রন্থ

লিখিত হইয়াছিল। তিনি "বঙ্গের ডিকেন্স" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

প্যারীচাঁদ লাইব্রেরীর কার্য্য ছাড়িয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই সময় তিনি এতদূর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় এমন কোন অনুষ্ঠান ছিল না যাহার সহিত প্যারীচাঁদের সংশ্রব ছিল না।

প্যারীচাঁদ-গ্রন্থাবলী।

উল্লিখিত তিন খানা পুস্তক ব্যতীত, "যৎকিঞ্চিৎ" "অভেদী," "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা," 'আধ্যাত্মিকা', 'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত,' বামাতোষিণী, "কৃষিপাঠ," "গীতাঙ্কুর," "রস্তমজী কাওয়াসজীর জীবন চরিত" প্রভৃতি আরও কয়েক খানা পুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৮৩ অব্দের ২৩ শে নবেম্বর ইনি পরলোক গমন করেন।

সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৬২ বঙ্গাব্দ।

১২৬২ সালের বৈশাখ মাসে "সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" বাহির হয়। সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রের মলাটে এই শ্লোক মালা গ্রথিত ছিল ঃ—

"ইতিহাস-পুরাণানি কাব্যাখ্যানকথাস্তথা।
হ্লাদয়ন্তি হৃদম্ভোজ মম্ভোজং ভাস্করো যথা॥"

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য, ভাষা, আকার, প্রকার, মূল্য প্রভৃতি পত্রিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় অবতরণিকা পাঠেই বুঝা যাইবে। অবতরণিকা এইরূপ ঃ—

অবতরণিকা

"এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতি কল্পে দেশ বিদেশের বিদ্যোৎসাহী মহোদয়দিগের বিশেষ যত্ন হওয়া অবধি এ ভাষায় যদিও জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার উপযোগী বিবিধ সংবাদপত্র এবং নানা প্রকারের পুস্তকাদি বহু ২ বহুজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তথাচ এদেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র সকলে কোথায় কি আছে, তাহাতে মহর্ষিরা কি প্রকার নীতি ও ধর্ম্মোপদেশচ্ছলে ইতিহাস উপন্যাসাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, অপর কাব্য ও নাটক প্রভৃতি পুস্তকে কি প্রকার রসভাব ও উপাখ্যান সকলের বর্ণনা আছে, তথা এখানকার পূর্ব্বতন যবন রাজাদিগের অধিকার সময়ে যে পারসিক বিদ্যা প্রবল হয় এবং বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডীয় ভূপালদিগের স্বদেশীয় যে বিদ্যার জ্যোতিঃ এই ভারতবর্ষকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে তাহার বিবিধ গ্রন্থে কোথায় কিরূপ অপূর্ব্ব ভাব ও আশ্চর্য্য বিষয়ের বিবরণ আছে এবং

সুনীতি ও সৎকথার উপদেশ অভিপ্রায়ে কি প্রকারে প্রতিপাদ্য বিষয় সকল তাহাতে সংকলিত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয় সকল একত্র অবগত হইবার উপায় মাত্র হয় নাই। ফলতঃ যে সকল মহাশয়েরা সমাচার পত্র প্রকটনে প্রবৃত্ত তাহাদিগকে দেশের উপস্থিত ঘটনার প্রতিই বিশেষ মনোযোগ করিতে হয়, সুতরাং দেশ বিদেশের বিবিধ বিদ্বজ্জন গণ প্রণীত গ্রন্থ সকল হইতে অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বদা বিষয় সকল সমাচার পত্রে প্রকটিত হওয়া সুকঠিন। এই কারণে ইংরেজী সুদীর্ঘ সমাচার পত্র সকলেও নিয়ত প্রাচীন পুস্তকাদির প্রস্তাব সকল অনুবাদ বা সংকলন পূর্ব্বক প্রকাশের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং কখন কখন কোন কোন মহোদয়ের উদ্‌যোগে সে সকল পুস্তকাকারে মাসিক বা সাময়িক রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থাদি আছে, তত্তাবতের বিষয় সকল দেশ ভাষায় প্রচার হইয়া সর্ব্বসাধারণের পাঠ যোগ্য ও বুদ্ধিগম্য হইবার উপায় না হইলে বহুতর ব্যক্তির বহুদর্শী বা বিজ্ঞ হওয়া সুকঠিন। অতএব আমরা দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য বিবিধ গ্রন্থের বিষয় সকল প্রকাশ করণাভিলাষে "সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নামে এই মাসিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। এ পত্রীতে এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র এবং কাব্য নাটক তথা নীতি শাস্ত্রাদির পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্রমশঃ অনুবাদ করিয়া নিয়ত প্রকাশ করা যাইবে, এতদ্ভিন্ন পারশীক ও ইংরেজী জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ হইতে বিবিধ ইতিহাস উপাখ্যান এবং অবনীমণ্ডলে যে সময়ে যে যে অদ্ভুত ঘটনা হয় তদ্বিষয়ক পুস্তকচয় হইতেও অনুবাদ পূর্ব্বক কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিব, অপর উপস্থিত মতে সাধারণ হিতার্থ বিষয় সকলের আন্দোলনেও ক্রটী হইবে না, যে যে বিষয়ের আলোচনা করিলে দেশের হিত বা

অহিত সর্ব্ব সাধারণের বুদ্ধি পথে উদিত হইতে পারে এবং রাজ পুরুষদিগের নিকট আবেদন অথবা সাধারণের মনোযোগ দ্বারা অহিত নিবারণ পুরঃসর হিত সম্পাদন সম্ভব, সময় সময় সে সকল বিষয়েরও আলোচনা করা যাইবে।

এই "সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" প্রতি মাসে এই প্রকার দ্বাবিংশৎ পৃষ্ঠা পরিমাণে প্রকাশ হইবে, প্রকটিত হইবার দিন অবধারিত থাকিবে না। বৎসরে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশ পাইবে পাঠকগণ দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য অগ্রে প্রদান করিলে অতি সুলভ মূল্যে অর্থাৎ দুই টাকায় প্রাপ্ত হইবেন, এক এক সংখ্যার মূল্য দিলে চারি আনা দিতে হইবে।

"বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ সমূহের বিষয় সকল স্বদেশী ভাষায় প্রকাশ পাইতে থাকিলে তদ্দ্বারা কি প্রকার উপকার সম্ভাবনা এ বিষয় বর্ণনা করা পুনরুক্তি মাত্র। নির্ম্মল মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রের বুদ্ধিতে স্বতই উদিত হইতে পারিবে।

দেশাটনং পণ্ডিতমিত্রতা চ বিদ্বৎসভা-রাজগৃহ-প্রবেশঃ।
অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি চাতুর্য্যমূলানি ভবন্তি পঞ্চ।

এই মহাজন পরিগৃহীত বচনে যদিও দেশ পর্য্যটন প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়কে মানব জাতির চতুরতা জননের মূল বলিয়া বর্ণনা আছে, তথাচ অনেক শাস্ত্র পর্য্যালোচনই পাঁচের মধ্যে প্রধান, যে হেতু বিবিধ শাস্ত্রে জ্ঞান ব্যতীত অপর চতুষ্টয়ে ইষ্টসিদ্ধি প্রায় হয় না। অনেক শাস্ত্র পর্য্যালোচন নানা বিষয়ে ব্যাপৃত ব্যক্তির পক্ষে সহজ কর্ম্ম নহে। প্রথমতঃ এ দেশের শাস্ত্র সকল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাহা পাঠ করণে অধিকারী হইবার নিমিত্ত আদৌ দুরূহ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহাও সুসাধ্য নয়। অপর এ দেশের

প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল ব্যতীত অন্যান্য দেশের পুস্তক পাঠ করিতে হইলে তত্তৎ পুস্তক সকলও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত হওয়াতে সে সকল ভাষায় পরিচিত হওনেরও আবশ্যকতা আছে, এই রূপ দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য পুস্তক সকল স্বয়ং পাঠ করিয়া বহু দর্শন ও জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে প্রথমতঃ ভাষা শিক্ষাতেই বহুতর সময় ক্ষেপের সম্ভাবনা, দেশ ভাষায় যদিস্যাৎ সেই সকল পুস্তকের মর্ম্ম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে ভাষা শিক্ষার্থ কালাতিপাতের সম্ভাবনা নাই। অথচ নানা বিষয় একদা পাঠ করিয়া একে কালেই বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন এই প্রকার বিবেচনা করিয়াই আমরা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম, পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া যদিস্যাৎ উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে যে সকল বিজ্ঞ মহাশয় এ বিষয়ে সাহায্য প্রদানে সম্মত হইয়াছেন তাঁহাদের ও আমাদের পরিশ্রম এবং যত্ন জন্য অবসাদ বোধ হইবেক না; বরং তাহাতে সমধিক অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা।"

এই রচনা ছেদ-বিচ্ছেদ হীন দীর্ঘ পদযুক্ত হইলেও ভাবপ্রকাশক; নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার রচনার ন্যায় গলদ্‌ঘর্ম্ম প্রসবী রচনা নহে। অনুপ্রাসের প্রভাবও ইহাতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা কষ্টসংগৃহীত নহে।

প্রথম সংখ্যার সূচী।

পত্রিকার পরিচয় অবতরণিকায় যথেষ্টই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি এই পত্রের প্রথম সংখ্যায় কি কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সূচী নিম্নে প্রদান করিয়া পত্রিকাখানা কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল।

প্রবন্ধগুলি প্রায় সমস্তই অসম্পূর্ণ—ক্রমশঃ প্রকাশ্যরূপে বাহির হইত।

পত্রিকার আকার সুপার রয়েল ৮ পেজি ৩২ পৃষ্ঠা ছিল। আমড়াতলাস্থ ১২ নং ভবনে পূর্ণচন্দ্রযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। আমরা সৰ্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্রের ৩ বৎসরের পত্রিকা পাঠ করিয়াছি। এই পত্রিকায় মাসের নামের উল্লেখ থাকিত না। পরিচালকগণের উক্তি—"দ্বাদশ সংখ্যা সময়ে সময়ে যেমত প্রকাশ হইবেক প্রাপ্ত হইবেন" আলোচনা করিলে ও সময়ের অবস্থা এবং সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার অবস্থা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, পরিচালকগণ ঠিক মাসে মাসে পত্রিকা বাহির করিতে পারিবেন না বলিয়াই এই নিয়ম করিয়াছিলেন এবং পত্রিকায় মাসের নামের উল্লেখ করিতেন না। কার্য্যতঃও পূর্ণচন্দ্রের শেষ অবস্থা এইরূপই

আকার ও প্রকাশের নিয়ম।

হইয়াছিল। ইহার ১ম বর্ষ ১২৬২ সালে, ও ২য় বর্ষ ১২৬৩ সালে বাহির হয়; কিন্তু ৩য় বর্ষ ১২৬৬ সালে বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষের তিন বৎসর পর তৃতীয় বর্ষ বাহির করিয়া পরিচালকগণের পত্রিকা পরিচালনের উৎসাহ বিদ্যমান ছিল কিনা আমরা তাহার সংবাদ অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিলাম না।

এই পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন, জানা যায় না। পত্রিকা "অদ্বৈতচরণ আঢ্যের কারণে রাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হইত।

লেখক।

মুক্তারাম তর্কবাগীশ, জগমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সর্ব্বার্থপূর্ণচন্দ্রের লেখক ছিলেন। ইঁহারা এই পত্রে যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন।

বিজ্ঞানকৌমুদী।

১৮৬০ অব্দে জগমোহন তর্কালঙ্কার "বিজ্ঞানকৌমুদী" নামে অন্য এক খানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন, ইহাতে মনে হয় শক্তিক্ষয় হইয়া ক্রমে সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রও অস্তাচলাবলম্বী হইয়াছিলেন। "বিজ্ঞানকৌমুদী"ও অধিক দিন কৌমুদী ছড়াইতে পারেন নাই।

সুবোধিনী।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৬৩ বঙ্গাব্দ।

চুচুড়া হইতে "সুবোধিনী নামে এই পত্রিকা খানা বাহির হইয়াছিল। সুবোধিনীর সম্পাদক ছিলেন—বাবু রামচন্দ্র দিচ্ছিত। ইনি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ হইলেও বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। খুব সরল এবং বিশুদ্ধ ভাষায় সুবোধিনীর প্রবন্ধ সমূহ লিখিত হইত।

সম্পাদক।

সুবোধিনীতে ঈশ্বরগুপ্তের কবি-শিষ্য অনেকেই পদ্য লিখিতেন। কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অভয়চন্দ্র পাঁড়ে প্রভৃতির কবিতা বাহির হইত। সিপাহী যুদ্ধের সময় পাঁড়েজী যে পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

লেখকগণ।

"জয় বৃটিশের জয়, জয় বৃটিশের জয়।
যতেক বিদ্রোহিদল, যাক সব রসাতল
প্রবল ব্রিটিশ বল, হউক অক্ষয়।
বল হউক অক্ষয়।
জয় ব্রিটিশের জয়, জয় ব্রিটিশের জয়।"

"সুবোধিনী" কোন সময় বাহির হইয়াছিল এবং তাহা কতদিন পরিচালিত হইয়াছিল ইত্যাদি সম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য আমরা সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নিকট লিখিয়াছিলাম। তিনি পত্রোত্তরে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা সাদরে উদ্ধৃত করিলাম।

অন্যান্য বিবরণ।

"আমি 'পিতাপুত্রে' "সুবোধিনী" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা ছাড়া আর অতি অল্প কথাই জানি। তাহাই বলিতেছি।

"আমি ১৮৫৭ সনের ২রা জুন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হই, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে সুবোধিনী প্রকাশিত হইতেছিল। তিন কি চারি বৎসর মোটের উপর চলে। তাহার পর সম্পাদক দিচ্ছিত মহাশয়ের উচ্চতর কর্ম্ম হইল। তিনি যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পরে কাগজ চালাইবার একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। আমাদের প্রতিবেশী যাদবচন্দ্র তর্কবাগীশ নামা একজন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের হস্তে সম্পাদনের ভার দিয়া গেলেন। তিনি এরূপ কঠিন বাঙ্গালায় কাগজ লিখিতে লাগিলেন যে ২।৪ মাসের মধ্যেই কাগজ উঠিয়া গেল। সুবোধিনী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বটে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের ভাগ বেশী থাকিত। Indian cottage নামক একটী ইংরেজী গল্পের অনুবাদ ধারাবাহিক বাহির হইত। প্রতি সংখ্যায় দুই এক স্তম্ভ পদ্য থাকিত। যে তিনজন লেখকের নাম করিয়াছি, তাহার মধ্যে কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী হালিসহর, মাদ্রালের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া বলিতে পারিতেন, আর অভয়চন্দ্র পাঁড়ে যুবা বয়সে যশোরের স্মল জজ কোর্টের হেডক্লার্ক ছিলেন। সুবোধিনীর আকার ছিল পূরা ফুলিস ক্যাপ, প্রতি সংখ্যায় ১২ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইত।"

মনোরঞ্জিকা।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৬৬ বঙ্গাব্দ।

বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী ঢাকা হইতে "মনোরঞ্জিকা" বাহির হইয়াছিল। ইহাই ঢাকার প্রথম পত্রিকা। ১৮৫৭ অব্দে (১২৬৩ সালে) ঢাকার কতিপয় উৎসাহী যুবক 'মনোরঞ্জিকা' সভা নামে একটী সভা স্থাপন করেন। এই সভায় তাহারা রচনাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। ১২৬৬ সালে বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, বাবু রামকুমার বসু ও বাবু ভগবান্ চন্দ্র বসু প্রভৃতির চেষ্টায় ঢাকায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র (বাঙ্গলা যন্ত্র) স্থাপিত হইলে মনোরঞ্জিকা সভার পরিচালকগণ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদক করিয়া এই বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে ঐ সালেই "মনোরঞ্জিকা" নামে এই পত্রিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। মনোরঞ্জিকা মাসিক পত্রিকা ছিল। বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক এবং হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার মুদ্রাকর ছিলেন। সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর তিনজনেই কাব্যরসে রসিক থাকায় "মনোরঞ্জিকা" গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন করিয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘজীবী হইতে পারে নাই। ১২৬৭ সালেই "মনোরঞ্জিকা" উঠিয়া যায়।

মনোরঞ্জিকা সভা।

মনোরঞ্জিকা উঠিয়া যাইবার বৎসরই হরিশ্চন্দ্র মিত্র "কবিতা কুসুমাবলী" বাহির করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবিতা কুসুমাবলীর সম্পাদক হন। মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় "গল্প মাসিক" নামে আর একখানা পত্রিকার সম্পাদক হন। মহেশ গাঙ্গুলী "গল্প প্রসূন" নামেও একখানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। সেই বৎসরই ঢাকা হইতে "ঢাকা প্রকাশ"ও বাহির হইয়াছিল।

কবিতা কুসুমাবলী।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৬৭ বঙ্গাব্দ।

কবিতাকুসুমাবলী ঢাকার দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকা। ঢাকার প্রথম প্রচারিত মাসিক পত্রিকা "মনোরঞ্জিকা" উঠিয়া যাইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে ১২৬৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঙ্গালা যন্ত্র হইতেই কবিতা কুসুমাবলী বাহির হয়। কবিতাকুসুমাবলীর প্রথম পৃষ্ঠা এইরূপ ঃ—

"কবিতা কুসুমাবলী

মাসিক পত্রিকা

সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাংচিত্তমধুব্রতান্।
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুসুমাবলী॥

১ম ভাগ। ১ম সংখ্যা) জ্যৈষ্ঠ ১৭৮২ শক। (মাসিক মূল্য দেড়আনা

মঙ্গলাচরণ।

পয়ার।

ভো বিভো! কিঙ্করে করি করুণা কিঞ্চিৎ।
কবিতা কুসুমকলি, কর বিকশিত॥
তব প্রসন্নতা বায়ু হোয়ে প্রবাহিত।
করুক সৌরভে তার দিক আমোদিত॥
ভাবুক মানসভৃঙ্গ হয়ে প্রলোভিত।
ভাব রস আস্বাদনে হোক বিমোহিত॥" ইত্যাদি।

কবিতাকুসুমাবলী পদ্য বহুল পত্রিকা। প্রথমতঃ ইহা পদ্যেই প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা কেবল পদ্যেই বাহির হইয়াছিল। পরে সময়ের অবস্থা ও গ্রাহকের রুচি অনুসারে পরিচালকগণ তাঁহাদের মত পরিবর্তন করেন। অতঃপর মাঝে মাঝে গদ্য প্রবন্ধও ইহাতে প্রকাশিত হইত। পত্রিকার আকার প্রথমতঃ ছিল রয়েল অষ্টাংশিত এক ফর্ম্মা। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা এই আকারেই বাহির হয়। তৃতীয় সংখ্যা হইতে দুই ফর্ম্মা করিয়া বাহির হয়। এইরূপে ১২সংখ্যায় ১৭২পৃষ্ঠা হইয়াছিল। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল প্রথম—এক টাকা; পরে আকার বৃদ্ধি করিয়া করা হইয়াছিল—দেড় টাকা এবং প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা মাত্র। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে কবিতাকুসুমাবলীর দ্বিতীয় সংখ্যায় যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল তাহা এইরূপ ঃ—

আকার ও মূল্য।

"কবিতাকুসুমাবলীর প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইলে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে কেবল কবিতা কলাপে পরিপূর্ণ হইলে কবিতা কুসুমাবলী সাধারণের সম্যক্ হৃদয়গ্রাহিণী হইতে পারিবে না। ইহাতে সময় সময় গদ্যেও কোন কোন প্রবন্ধ প্রকটিত হইলে ভাল হয়; আমরাও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় নিতান্ত সুসঙ্গত। কেননা জগতে সমুদয় লোকের মনের গতি সমান নহে। কেহ বা কবিতাকলাপের মকরন্দ পানে সমুৎসুক। কেহ বা সুললিত গদ্য পাঠে অনুরক্ত, কেহ বা গদ্যপদ্য উভয়েরই রসাস্বাদনে প্রীতিপ্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন পত্রিকা নিরবচ্ছিন্ন পদ্যে অথবা গদ্যে পরিপূরিত হইলে সমুদায় পাঠকের মানসিক সুখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই পত্রিকা খানি গদ্য পদ্য উভয়েই অলঙ্কৃত করি। কিন্তু কবিতা

কুসুমাবলীর যেরূপ ক্ষুদ্রায়তন ইহাতে আমাদের কল্পিত সমুদায় বিষয়ের সুন্দর সমাবেশ হওয়া কঠিন। সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া প্রকাশ করিলে গ্রাহকগণের মনস্তৃপ্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। এতন্নিবন্ধন আমরা আগামী সংখ্যা হইতে এতৎপত্রিকার আকার আটপেজি ফর্ম্মার দুই ফর্ম্মা ও মাসিক মূল্য আড়াই আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা নির্দ্ধারণ করিতে মনস্থ করিয়াছি। * *

১৫ই আষাঢ় ১৭৮২ শক
ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র। } শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।
প্রকাশক।"

এই সময় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার "মনোরঞ্জিকার" সম্পাদক ও কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র বাঙ্গালা যন্ত্রের মুদ্রাকর ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইতঃপূর্ব্বেই বেশ সুন্দর গদ্য ও পদ্য লিখিতে পারিতেন। সুতরাং সাহিত্যরস-পিপাসু মাত্রেই তাঁহার নিকট আদরণীয় ছিলেন। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের একজন মুদ্রাকরকেও একটু সাহিত্যরসে রসিক দেখিয়া তাঁহার সহিত পরম আগ্রহে সাহিত্য চর্চ্চায় নিবিষ্ট হন। এবং তাঁহাকে একখানা পদ্যপরিপূর্ণ মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে পরামর্শ দেন। ফলে কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে ও উপদেশে "বাঙ্গালা যন্ত্রের" মুদ্রাকর হরিশ্চন্দ্র মিত্র এই "কবিতাকুসুমাবলী" নাম্নী' কবিতাময়ী পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য পত্রিকার কণ্ঠে শোভিত শ্লোকটীতেই ব্যক্ত হইয়াছে। তথাপি পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "কবিতা আলোচনার আবশ্যক" নামক গদ্য প্রবন্ধে তাহা আরও বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা পত্রিকার উদ্দেশ্য বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতা কুসুমাবলীর গদ্য লেখার নমুনা প্রদর্শন জন্য সেই গদ্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

উদ্দেশ্য।



স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

"কবিতা পাঠ প্রলভনীয় সমুদায় ফলবত্তা প্রলাভ করা যাইতে পারে বঙ্গ ভাষায় এরূপ বিশুদ্ধ কাব্যের সংখ্যা অত্যল্প দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ যে সমস্ত কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই উলঙ্গ আদিরস দোষ দোষিত। তৎপাঠে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত প্রভূত অপকারেরই সম্ভাবনা। অতএব অধুনা দেশমধ্যে অভিনব কাব্যকলা বিভাসিত হইয়া জন সমাজের কল্যাণ বিধান করে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এই বাঞ্ছিত বিষয়ের সুসিদ্ধি সম্পাদনে আধুনিক বহুল মার্জ্জিত বুদ্ধি কোবিদ্‌গণ লেখনী ধারণ করিয়াছেন, আমাদের কবিতাকুসুমাবলীও তাঁহাদিগের সহকারিতা সাধনোদ্দেশ্যে বিকসিতা হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।"

লেখকগণ।

কবিতাকুসুমাবলীর লেখক ছিলেন প্রধানতঃ কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও হরিশ্চন্দ্র মিত্র। "ছুছুন্দরী বধ" কাব্যের রচয়িতা পানকুণ্ড নিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র, ও "ভূধরবর্ণন-কাব্য" প্রণেতা ভারতচন্দ্র সরকার তখন কবিতা কুসুমাবলীতে কবিতা লিখিয়া মক্স করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত লালমোহন বসাক, রাধারমণ শীল, প্রভাতচন্দ্র রায়, চাচর তলার 'গ', কুসুমহাটী নিবাসিনঃ "আর", ঢাকা কলেজের 'এইচ' প্রভৃতি নামযুক্ত লেখাও প্রকাশিত হইত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রামদাস সেনের কয়েকটী সঙ্গীতও কুসুমাবলীতে বাহির হইয়াছিল।

আলোচ্য বিষয়।

কবিতাকুসুমাবলীতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়ে পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ থাকিত। (১) ইংরেজী ও পার্সি কবিতার মর্ম্মানুবাদ, (২) নাট্য-সাহিত্য (দময়ন্তী নাটক),

(৩) সঙ্গীত তত্ত্ব, (৪) মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞান (৫) সঙ্গীত-সংগ্রহ (৬) রহস্য রচনা, (৭) পাদপূরণ, (৮) স্বভাব বর্ণনা ও, (৯) সাধারণ কবিতা।

নূতন লেখকগণের উৎসাহ প্রদান জন্য কবিতার "পাদপূরণের" ব্যবস্থা ছিল। সম্পাদক কবিতার শেষ চরণটী মুদ্রিত করিয়া দিয়া লেখক আহ্বান করিতেন। নূতন লেখকগণ তাহা পূরণ করিয়া দিলে মনোনীত কবিতা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইত। পাদপূরণের জন্য যে একটী করিয়া চরণ প্রদত্ত হইত তাহা এইরূপ—

(১) "অহো ঈশ্বরের কিবা অনন্ত কৌশল!"

(২) "বিরহীর ভাগ্যে একি সব বিপরীত!"

"ল" ও রাধারমণ শীল যথাক্রমে এই দুটী চরণের পাদ পূরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রচনাটী উদ্ধৃত হইল।

"প্রিয়াসনে সম্মিলনে ছিলাম যখন।
সকলেই সুখ দান করেছে তখন॥
এই যে গগন তলে শোভে সুধাকর।
বিতরিছে সে সময় সুধাময় কর॥
এই আমি সেই আমি এই বিধু সেই।
কিন্তু যেন এবে আর সেই ভাব নেই॥
সুধা বরিষণ বিধু করেছে যে করে।
এখন সে করে যেন বিষবৃষ্টি করে॥
হিমকরে এবে করে বিষম তাপিত।
বিরহীর ভাগ্যে একি সব বিপরীত॥"

গুপ্ত কবির "প্রভাকরের" ন্যায় কবিতাকুসুমাবলীতেও দেশের তৎকালীন অবস্থার সুন্দর চিত্র প্রকটিত হইত। সুরামাহাত্ম্য,

চাকুরী সমস্যা, পূজাবাড়ী, খাদ্য সমস্যা প্রভৃতি কবিতা তাহার দৃষ্টান্ত। আমরা নিম্নে দুই একটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

সুরামাহাত্ম্য।

হায় হায় বিখ্যাত বিদ্বান্ লোক যাঁরা।
সুরার প্রধান ভক্ত হয়েছেন তাঁরা॥
কেহ কেহ সুরাপানে মত্ত হ'য়ে বলে।
'রিফরম' বিরাজিত সদা লাল জলে॥

চাকুরী সমস্যা।

দশ টাকার রাইটারী যদি হয় খালি।
ওমেদার মিলে তার কত শত হালি॥
কি করিবে সুবিদ্যায় কি করিবে গুণে।
নির্গুণ সুপদ পায় মুরুব্বির গুণে॥

পূজা বাড়ী।

চণ্ডী মণ্ডপেতে বসি ব্রাহ্মণ নিকরে।
"যাদেবী সর্ব্বভূতেষু" বলে চণ্ডী পাঠ করে॥

* *

সাহেবের খানা দিতে যেমন উৎসুক।
ব্রাহ্মণ ভোজনে তার নয় ততটুকু॥
সাহেবানা পছন্দেতে সাজায়ে টেবিল।
বসেন আমোদে খেতে যতেক ডেবিল॥
গৌরাঙ্গিনী দুর্গার পূজায় নাহি মন।
শ্বেতাঙ্গিনী সেবায় সর্ব্বস্ব করে পণ॥

গুপ্ত কবির মৃত্যুর পর কবিতাকুসুমাবলীর জন্ম। সুতরাং অনেকেই তখন কবিতাকুসুমাবলীকে প্রভাকরের স্থান অধিকার

করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কুসুমাবলীর পরিচালক গণেরও যে সে উচ্চ আশা না ছিল, তাহা নহে; তথাপি সম্পাদক তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশকর্দিগকে লক্ষ্য করিয়া পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিলেন :—

"প্রভাতেই প্রভাকর তীক্ষ্ণকর ধরে না।
মুকুলে কুসুমাবলী মকরন্দে ভরে না॥
প্রথমে উন্নুই বারি দ্রুত বেগে বয় না।
একেবারে কভু লোক বিজ্ঞতম হয় না॥

"কবিতাকুসুমাবলী" এক বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়া ছিল কি না, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার সংবাদ অবগত হইতে পারি নাই। কিন্তু প্রথম বৎসরেই যে তাহার প্রচুর সমাদর হইয়াছিল এবং গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহা সম্পাদকের ষান্মাসিক বিজ্ঞাপনীতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ (কার্ত্তিক) সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—"আমরা যখন এই পত্রিকা প্রকাশে প্রথম প্রবৃত্ত হই তৎকালে ইহা সাধারণের গ্রহণীয় হইবে, ঈদৃশী দুরাশা আমাদের মনোমন্দিরে কল্পনায়ও স্থান পায় নাই। যেমন সমীর সাহায্যে কুসুমাবলীর পরিমল দিক ব্যাপ্ত হয়, আমাদের উৎসাহদাতা বিদ্যাবন্ধু অনুগ্রাহক গ্রাহকগণের অনুকম্পা অনিল অনুকূলতায় এই ক্ষুদ্রায়তনী যৎসামান্য কবিতাকুসুমাবলীও তদ্রূপ বহু দূর বিস্তৃতা হইয়াছে। ইহাতে আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি এবং গ্রাহক সমূহ সমীপে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনারা এত দিন অনুগ্রহ তপন প্রভায় আমাদের হৃদয় সরসিস্থিত যে উৎসাহ রূপ কমল কলিকাকে প্রস্ফুটনোন্মুখ করিয়াছেন, এই

গ্রাহক সংখ্যা।

হিমাগমের প্রারম্ভে ঔদাস্য নিহার সম্পাতে যেন তাহাকে সঙ্কুচিত না করেন।"

অন্যত্র প্রকাশক লিখিয়াছেন—আমরা "কবিতাকুসুমাবলীর" গ্রাহক সংখ্যা গণিয়া দেখিলাম তাহা কেবল অল্প নহে, ৪০০ শতেরও অধিক হইবে।

এরূপ গ্রাহক সে সময় প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী ও বিবিধার্থ সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন পত্রিকার ছিল না—আমরা তাহা যথাস্থানে দেখাইয়া আসিয়াছি। সুতরাং কবিতাকুসুমাবলী যে জন্ম গ্রহণ করিয়াই সাহিত্যজগতে বিশেষ আদরলাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ডাকের নিয়ম।

ডাকের টিকেট প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও "কবিতাকুসুমাবলী" ব্যারিং ডাকেই প্রেরিত হইত। গ্রাহকগণ ডাক মাশুল দিয়া পত্রিকা গ্রহণ করিতেন। ১৮৬১ অব্দের জানুয়ারী হইতে পুস্তক পত্রিকা ব্যারিং ডাকে পাঠাইবার রীতি উঠিয়া গেলে তাহা টিকেট দিয়া প্রেরিত হইত। এতৎসম্বন্ধে অগ্রহায়ণ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে—"আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে আর পোষ্ট আফিসে ব্যারিং প্যাম্‌ফ্লেট গৃহীত হইবে না, সুতরাং বিদেশে পত্রিকা প্রেরণ করিতে হইলে পেড ডাকে প্রেরণ করিতে হইবে। অতএব বিদেশীয় গ্রাহকগণ কবিতাকুসুমাবলীর মূল্যের সহ স্বস্ব গ্রহণীয় পত্রের প্রেরণোপযুক্ত মূল্যের ডাক ষ্টাম্প প্রেরণ করিবেন। নতুবা তাহাদের নিকট পত্রিকা প্রেরণের উপায়ান্তর নাই।"

কবিতাকুসুমাবলীর ২য় বর্ষ হইতে তাহাতে "তাহার চরমাংশে সংক্ষিপ্ত সংবাদসার সঙ্কলিত হয়" এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। বোধ হয় ইতিমধ্যে "ঢাকা প্রকাশ" সংবাদ পত্রিকা বাহির হওয়ায় এবং

কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র উভয়েই যথাক্রমে "ঢাকা প্রকাশের" সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় এই প্রস্তাব আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কবিতাকুসুমাবলীও আর ২য় বৎসরে উত্তীর্ণ হয় নাই।

কবিতকুসুমাবলী প্রচারের দুই বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর গুপ্ত পরলোক গমন করেন, ইহার পর প্রভাকরের প্রভা মলিন হইয়া যায়। এই সময় 'কবিতাকুসুমাবলী' বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রভাকরের আসন লাভ করিয়াছিল। 'কবিতাকসুমাবলীর' এইরূপ সম্মান লাভের একমাত্র কারণ কৃষ্ণচন্দ্রের ও হরিশচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভা। গুপ্ত কবির প্রতিভা যেমন প্রভাকরের প্রভায় দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; কবিতাকুসুমাবলীও সেইরূপ কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশচন্দ্রের প্রতিভাকে সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছিল।

১২৪৪ বঙ্গাব্দের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহেশচন্দ্র মজুমদার। কৃষ্ণচন্দ্র জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। বাল্যকালে ইনি গ্রামে পারস্য ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। পরে ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে পাঠ শেষ করেন। পারস্য ভাষা শিক্ষাকালে তিনি ওমর, সাদি, হাফেজ প্রভৃতির কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং যৌবন কালে তাহাদের ভাবে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ১২৬৪সালে কার্য্যানুসন্ধানে তিনি ঢাকা আগমন করেন। এইখানে মনোরঞ্জিকা সভার সংশ্রবে ঢাকার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ লোকদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অতঃপর 'মনোরঞ্জিকা' সভা হইতে 'মনোরঞ্জিকা' পত্রিকা বাহির হইলে তিনি তাহার সম্পাদক হন। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা "মনোরঞ্জিকায়" বাহির হইতে থাকে। অতঃপর তাঁহার উপদেশে হরিশ্চন্দ্র মিত্র

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

"কবিতাকুসুমাবলী" বাহির করিলে তিনিই "কবিতাকুসুমাবলীর" প্রধান উপদেষ্টা এবং কার্য্যতঃ সম্পাদক নিযুক্ত হন। কবিতা-কুসুমাবলীতে সম্পাদকের নাম না থাকিলেও তাঁহার তৎকালীন প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার প্রতি প্রকাশক মিত্র কবির আনুগত্য স্বীকার হইতে ইহা স্পষ্টই মনে হয় যে, তিনি কবি কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যেই "কবিতাকুসুমাবলী" পরিচালন করিয়াছিলেন। "কবিতা কুসুমাবলীর" ১ম বর্ষেই তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের ৬০টী কবিতা বাহির হইয়াছিল।

এই ১২৬৭ সালেই বর্ত্তমান "ঢাকা প্রকাশেরও" * জন্ম। "ঢাকা প্রকাশ" জন্ম গ্রহণ করিলে কবি কৃষ্ণচন্দ্রকেই 'ঢাকা প্রকাশে'রও সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।

এই সালের শেষভাগে কবি "মনোরঞ্জিকা", "কবিতাকুসুমাবলী"

---

* এই সময় নীলকরদিগের ভীষণ অত্যাচারে বাঙ্গালায় হাহাকার উঠিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার মাতৃভূমি যশোহরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া তাহা "মনোরঞ্জিকায়" লিখিতে উদ্যত হন; তখন মনোরঞ্জিকার পরিচালকদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। কোন কোন ব্রাহ্ম যুবক মনোরঞ্জিকায় এই সকল অপ্রীতিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে আপত্তি করেন। ফলে মনোরঞ্জিকা বন্ধ হইয়া গিয়া "ঢাকা প্রকাশ" নামে নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইবার সূচনা হয় এবং যথাসময়ে মাণিকগঞ্জ মহকুমার ইলিচপুর নিবাসী মৌলবী আবদুল করিমের পৃষ্ঠপোষকতায় "ঢাকাপ্রকাশ" পরিচালিত হইতে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা-প্রকাশের বেতন গ্রাহী সম্পাদক নিযুক্ত হন; এবং তাহাতে নীলকরের অত্যাচার সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই সময় দীনবন্ধু মিত্রও ঢাকা অবস্থান করিতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের লেখা দীনবন্ধুর হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল, তাহারই ফল—নীলদর্পণ।

ঢাকা প্রকাশ।

"প্রভাকর" ও "ঢাকা প্রকাশে" প্রকাশিত তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া "সদ্ভাব-শতক" প্রকাশ করেন। "সদ্ভাবশতক" তাঁহার কবিযশঃ-সৌরভ দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিত করিতে থাকে।

এই সময় বাঙ্গালার কবি-কানন শূন্য। ইতঃপূর্ব্বেই ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণে "সুধীরঞ্জন দ্বারকানাথ" ও ফাল্গুন মাসে "সুকবি মদন-মোহন" চলিয়া গিয়াছেন। পর বৎসর ১২৬৫ বঙ্গাব্দে কবি ঈশ্বরচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করেন। সুতরাং বাঙ্গালার শূন্য কবিকুঞ্জে ঢাকার কৃষ্ণচন্দ্র তখন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন কবি। মাইকেলের "তিলোত্তমা সম্ভব" তখন সপ্ত তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর কাণে তাহা অস্বাভাবিক বাজিতেছিল। তাই বঙ্গবাসী কৃষ্ণচন্দ্রকেই তখন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছিল।

হাফেজের কবিতা পড়িয়া ও তাহার ভাব লইয়া কবিতা লিখিয়া লিখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকৃতি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর তিনি পত্রিকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন এবং যশোহরে যাইয়া যশোহর জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন ও নীরবে কবিতা লিখিয়া দিন যাপন করিতে থাকেন। সদ্ভাবশতক ব্যতীত তিনি কৈবল্যতত্ত্ব, মোহভোগ প্রভৃতি আরও কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়া এবং নলোদয়ের বঙ্গানুবাদ, সৎপ্রেক্ষণ, রাবণবধ, ছাত্রনীতি, এবং একখানা বৃহৎ কাব্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

যশোহরে অবস্থান কালীন ১২৯৩ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি "দ্বৈভাষিকী" নামে একখানা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গদ্যপদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা থাকিত। পত্রিকা খানা একবৎসর মাত্র চলিয়াছিল।

দ্বৈভাষিকী।

কৃষ্ণচন্দ্র কিরূপ মৃদু ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন নিম্নলিখিত দুইটী ঘটনায় তাহা ব্যক্ত হইবে।

যশোহর জেলা স্কুলের হেড্ পণ্ডিতি করিবার সময় একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইবে, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি বাসায় আসিয়া তাঁহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে টাকা তিনি প্রতি মাসে আনিয়া খরচের জন্য দেন, তাহাতে কি তাঁহার বাসা খরচ সঙ্কুলন হয় না? ভৃত্য বলিল, হাঁ তাহাতেই চলিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণচন্দ্র পরদিন স্কুলে যাইয়া প্রধান শিক্ষককে তাহার বেতন বৃদ্ধির অনাবশ্যকতা জ্ঞাপন করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বাজারে যাইয়া কোন জিনিসের দর কসাকসি করিতেন না। তিনি সকলকেই সাধু চরিত্রের বলিয়া মনে করিতেন। একদিন বাজারে যাইয়া একটা বস্তুর দাম করিলে বিক্রেতা জিনিসের প্রকৃত মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য চাহিল। তিনি তাহাকে সেই মূল্য দিয়াই জিনিস গ্রহণ করিলেন। সাধুর স্পর্শেও সাধু ভাবের উদয় হয়। বিক্রেতা তাঁহাকে এইরূপে ঠকাইয়া নিজকে বড়ই অপরাধী মনে করিতে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাসায় আসিয়া অর্দ্ধেক মূল্য ফেরত দিতে চাহিল। "যাহা দিয়া ফেলিয়াছি তাহা ফেরত লইয়া পাপী হইব না" বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাহা আর ফেরত লইলেন না।

কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক কথা প্রচারিত আছে। কবি তাহার পুণ্যময় জীবন সন্তোষে কাটাইয়া ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৮শে পৌষ শনিবার অতি প্রত্যুষে ৬৯ বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের একজন সাহিত্য সুহৃদ ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। ইঁহার পৈত্রিক বাসস্থান হাওড়া জেলার অন্তর্গত সালিকায় হইলেও হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ঢাকা সহরে। এই সময় তাঁহার পিতা অভয়াচরণ মিত্র ঢাকার বাবুরবাজার অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ফলে বালক হরিশ্চন্দ্রকে সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াই উপার্জ্জন করিতে বাহির হইতে হয়।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

হরিশ্চন্দ্রের প্রথম চাকুরী মুদী দোকানের গোমস্তাগিরি। অতঃপর প্রেসের কম্পোজটারী। বাল্যকাল হইতেই হরিশ্চন্দ্র সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন এবং মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ঢাকায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে এই দরিদ্র যুবক সেই মুদ্রাযন্ত্রের কম্পোজিটারী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতেই মনোরঞ্জিকা, কবিতাকুসুমাবলী, ঢাকা প্রকাশ প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল। মনোরঞ্জিকার সংশ্রবে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত হরিশ্চন্দ্রের পরিচয় হয়। হরিশ্চন্দ্রের কবিতা পাঠ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে মনোরঞ্জিকার একজন নিয়মিত লেখক করেন এবং তাঁহাকে "কবিতাকুসুমাবলী" বাহির করিতে উৎসাহিত করেন। এবং কবিতা-কুসুমাবলী বাহির হইলে কৃষ্ণচন্দ্র তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন।

হরিশ্চন্দ্র মোট ৪১ খানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। কবিতাকুসুমাবলী উঠিয়া গেলে তিনি "ঢাকা দর্পণ" বাহির করেন। দরিদ্র কবির হাতে ঢাকা দর্পণও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে নাই।

ঢাকা দর্পণ।

অবকাশ রঞ্জিকা, হিন্দুহিতৈষিণী ও পল্লিবিজ্ঞান।

ঢাকা দর্পণ উঠিয়া গেলে তিনি ক্রমে "অবকাশ রঞ্জিকা", "হিন্দু হিতৈষিণী" ও "পল্লিবিজ্ঞান" নামে তিনখানা মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। পল্লিবিজ্ঞান উঠিয়া গেলেও হিন্দু হিতৈষিণী * অনেক দিন চলিয়াছিল। ইহাতে তিনি বেতন স্বরূপ কিছু পাইতেন মাত্র।

মিত্রপ্রকাশ।

হরিশ্চন্দ্র "মিত্রপ্রকাশ" নামেও আর একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে অন্নাভাবে হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া মরিলেন!

মিত্র কবির কবিতা সমস্তই তাঁহার দারিদ্র্য জীবনের অরুন্তুদ করুণ বিলাপে পরিপূর্ণ। দীন-কবি-জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া কবি তাঁহার এক দিনের কথা লিখিয়াছেন :—

"প্রভাত হইতে রাত, লিখিবারে এক পাত
পদ্য, মদ্যপায়ী মত ভাবভরে বসিলাম।
কল্পনা কুহকে পড়ি, কত ভাবে ভাব ধরি,
জুটায়ে পুটায়ে মনে কতটুকু লিখিলাম॥

---

* ১৮৬৬ অব্দের Administration Reportএ ঢাকার সে সময়কার পত্রিকা-গুলির অবস্থা এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"১৮৬৬ সনে এ জেলায় ৫টী প্রেস ও ৪ খানা পত্রিকা পরিচালিত হইত। (১) "ঢাকা নিউজ" ঢাকা নিউজ প্রেসে প্রকাশিত। গ্রাহক সংখ্যা ২২৫। (২) "ঢাকা প্রকাশ" রামশঙ্কর মৌলিক সম্পাদিত। বাঙ্গালা যন্ত্রে প্রকাশিত। গ্রাহক সংখ্যা ২৫০। (৩) সুলভ যন্ত্র হইতে হিন্দুহিতৈষিণী। গ্রাহক সংখ্যা ৩০০ ও (৪) পল্লিবিজ্ঞান—গ্রাহক সংখ্যা ৩০০।

কিছুকাল পরে তার আগমন হ'ল মার,
কহিল জননী "বাছা কি কররে বসিয়া ?
ঘরে নাই চাল খড়ী, বল কি দিয়া কি করি ?
বউটী রয়েছে কোণে চুপ করে বসিয়া।
নাতিটী করিছে খেলা, খানিক হইলে বেলা,
খেতেদে ঠাকুমা' বলে আসিবে সে ধাইয়া
ঘরে মুড়ী চিড়া নাই, কি দিব না ভেবে পাই,
যাও বাছা, দাও সব কিনে কেটে আনিয়া।
শুনিয়া মায়ের বোল, ভাবেতে বাঁধিল গোল,
উড়ে গেল বুদ্ধি শুদ্ধি অন্নচিন্তা ঘেরিল।
কি করি কোথায় যাই, কোথাগেলে অর্থ পাই,
এই ভাবনার জালে কবিত্বও বেড়িল।"

এই দারিদ্র্য হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া কবি লিখিয়াছেন ঃ—

যদিবা জন্মিতে হয়, তবে যেন নাহি রয়
দরিদ্রতা দেহ মাঝে করি অধিকার রে ;
যদিও দরিদ্র হই, কৃতাঞ্জলি পুটে কই
যেন নাহি থাকে দারা পুত্র পরিবার রে।"

দারিদ্র্যের অশেষ পীড়নে তাঁহার শেষ জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল, তথাপি তিনি নীচ তোষামোদীতে তাঁহার দীন জীবনকে মুহূর্ত্তের জন্যও কলঙ্কিত করেন নাই।

"হরিষের এই পণ যায় যদি এজীবন
তবু কভু তোষামুদী করিব না কায়রে।

প্রাণ চির স্থায়ী নহে যায় যায় রহে রহে
প্রাণ গেলে ছার প্রাণ রাখিতে কে চায় রে।"

কাঙ্গাল কবি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও অজেয় পুরুষকার দেখাইয়াই ১৮৭৫।৭৬ সালে কবি এ মর জগতের নিকট চির বিদায় লইয়াছিলেন।

"নির্ব্বাসিতা সীতা" প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার অতুল-কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে।

কবিতাকুসুমাবলীতে পূর্ব্ববঙ্গের আরও কয়েক খানা সমসাময়িক মাসিক পত্রিকার উল্লেখ আছে। সাময়িক সাহিত্যের আলোচনায় তাহাদিগের আলোচনা প্রয়োজনীয় বোধে পাঠকদিগের অবগতির জন্য কবিতাকুসুমাবলী হইতে সেগুলির পরিচয় বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"নব ব্যবহার সংহিতা (মাসিক পত্রিকা)। অত্রত্য সদর আমিনী আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে "নবব্যবহার সংহিতা" নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত পত্রিকায় আইন, সারকুলার অর্ডার ও অন্যান্য বিধি প্রকাশিত হইবে। ইহার মূল্য বার্ষিক অগ্রিম ৪৲ টাকা। পাঠকবর্গের আপাততঃ রাজনীতি রসশূন্য বোধ হয় বটে; কিন্তু তজ্জন্যই এতৎপাঠে উপেক্ষা প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। সত্য বটে বিজ্ঞান বিদ্যা, গণিত বিদ্যা, সুকুমার বিদ্যা, সমধিক উপকারিণী কিন্তু রাজনীতিও অকিঞ্চিৎকরী নহে। রাজনীতিতে পরিজ্ঞান জন্মিলে বিচারশক্তি সমুন্নত হয়, আনুসঙ্গিক দেশাধিপতির শাসনপ্রণালীতে অভিজ্ঞতা জন্মে। শাসন-প্রণালীতে অভিজ্ঞতা জন্মিলে ধর্ম্মাধিকরণে আদৃত হওয়া যায়। তন্নিবন্ধন

নবব্যবহার সংহিতা।

বহুল উপকারের সম্ভাবনা। অতএব আমরা ভরসা করি "নবব্যবহার সংহিতা" জনসমাজের আদরণীয় হইতে পারে।" নবব্যবহার সংহিতার সম্পাদক রামচন্দ্র ভৌমিকের নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আটীগ্রামে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঢাকায় থাকিয়া মোক্তারী করিতেন, ইনিও ঢাকা প্রবাসী ছিলেন। ১২৬৭ সালের আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে এই পত্রিকা খানা বাহির হইয়াছিল।

ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী।

"ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী—(মাসিক পত্রিকা)— —আমরা উক্ত নামধেয়া একখানী মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা ত্রিপুরাস্থ জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে প্রতিমাসে প্রচারিত হইবেক। জ্ঞানপ্রসারিণীর রচনা সুমিষ্ট হইয়াছে। সম্পাদকের লিখন ভঙ্গীতে বোধহয় তিনি উত্ত-রোত্তর জ্ঞান প্রসারিণীকে জ্ঞানগর্ভ রচনামালায় পরিপূরিত করিবেন। জ্ঞানপ্রসারিণী অবিকৃত দেহে প্রতিমাসে প্রসূতা হইয়া এতদ্দেশের জ্ঞানান্ধকার দূরীকরণ করিতে নিযুক্ত থাকে ইহাই আমাদের বাঞ্ছনীয়।"

এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিক্রমপুর দুধুরিয়া নিবাসী কৈলাশ চন্দ্র সরকার। সরকার মহাশয় আগর তলার রাজ-সাহায্যে জ্ঞান প্রসারিণী বাহির করিয়াছিলেন। ১২৬৭ সনের সারদীয় পূজার পূর্ব্বে এই পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। পত্রিকা কত দিন জীবিত ছিল অবগত হওয়া যায় নাই।

বিক্রমপুর—কুকুটীয়া সংস্কার শোধিনী।

"বিক্রমপুর—কুকুটীয়া সংস্কার শোধিনী (মাসিক পত্রিকা)। আমরা উক্ত নামধেয়া একখানী মাসিক পত্রিকার ৩ সংখ্যা ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বিক্রমপুরান্তর্গত কুকুটীয়াস্থ জ্ঞান মিহির বিকাশিনী সভার গর্ভসম্ভূতা; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্বীয় জননীর নামের

গৌরব পরিরক্ষণে সমর্থিনী হয় নাই। বোধ করি পিতৃদোষে সংস্কার সংশোধিনীর এই দশা ঘটিয়া থাকিবেক। যাহা হউক যাঁহার প্রতি সংস্কার সংশোধিনীর লালন পালনের ভার অর্পিত হইয়াছে, তিনি যেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন।"

এই পত্রিকা খানা কুকুটীয়া মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার বাহির করিয়াছিলেন। ইহা প্রথমে হস্তে লিখিত হইয়া বাহির হইত। পরে ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী পত্রিকার সম্পাদক কৈলাশচন্দ্র সরকারের উপদেশে এবং তত্ত্বাবধানে ইহা মুদ্রিত হইয়া বাহির হইত। তিনিই "কুমিল্লা যন্ত্রে" এই পত্রিকা ছাপাইয়া দিতেন। বোধ হয়, জ্ঞানপ্রসারিণীর পরে সংস্কারসংশোধিনী বাহির হইয়াছিল।

"গদ্যপ্রসূন"—ঢাকা সূত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু মহেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকা খানা বাহির করেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে "মনোরঞ্জিকা" পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। মনোরঞ্জিকা উঠিয়া গেলে গদ্যপ্রসূন বাহির করেন। ইনি মধ্যে বিদ্যাধর দাসের সহিত "গদ্য মাসিক" নামেও এক খানা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। তৎপর বাবু হারাণচন্দ্র সাহা "ঢাকা বার্ত্তা" বাহির করিলে মহেশচন্দ্র তাহাতেও যাইয়া যোগ দিয়াছিলেন।

গদ্যপ্রসূন।

শুভকরী।

——o——

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৬৯ বঙ্গাব্দ।

১২৬৯ সালের বৈশাখ মাস ইহতে শুভকরী বাহির হইতে আরম্ভ করে। শুভকরীর জন্মস্থান ৭৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইলেও হাওড়ার অন্তর্গত বালীগ্রাম হইতেই শুভকরীর শুভ অনুষ্ঠান সূচিত হইয়াছিল।

অনুসন্ধান।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "সর্ব্ব-শুভকরীই" শেষ কেবল "শুভকরী" নামে বালী হইতে পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের সম্পাদকতায় বাহির হইয়াছিল।" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই তত্ত্বের প্রতিধ্বনি পরবর্ত্তী অনেক লেখকই করিয়াছেন। আমরা বালীর অক্ষয় দত্ত স্মৃতিসমিতির কার্য্যালয়ে শুভকরী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে তাহার সম্পাদক মহাশয় শুভকরীর বিবরণ আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বালী শুভকরী সভা।

"সমাজবদ্ধ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে দেশের যাদৃশ উপকার সাধিত হয় ব্যক্তি বিশেষের যত্নে তদনুরূপ হইতে দেখা যায় না, ভাবিয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালী গ্রামের তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক যত্নে বিগত ১৭৮১শকাব্দার চৈত্রমাসের ঊনবিংশ দিবসে "বালী শুভকরী সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ কালকার সভাসমিতির

মত সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান বা কোন সুমিষ্ট সরস প্রবন্ধ পাঠ করা শুভকরীর উদ্দেশ্য ছিল না। যতদূর সম্ভব দীনজনের হিতসাধন, ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য নিরুপায় ব্যক্তি এবং অনাথা বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান ও দরিদ্র বালকবৃন্দের অধ্যয়নার্থ আনুকূল্য বিধানাদি শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরী সভার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। হাওড়া জেলার স্কুল সমূহের তদানীন্তন ডেপুটী ইনস্পেক্টর পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও উকীল ৺হেরম্বনাথ গোস্বামী বি, এল্ যথাক্রমে সভার সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। সভার মুখপত্র একখানি মাসিক পত্রিকা ছিল। পণ্ডিত ৺রামসদয় ভট্টাচার্য্য পত্রিকাসম্পাদক ও ৺নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সহকারী ছিলেন। স্থানীয় শান্তিকুটীর লাইব্রেরী ও অক্ষয় দত্ত স্মৃতিসমিতির কার্য্যালয়ে "শুভকরী" পত্রিকার ১ম ভাগ ১২শ সংখ্যাখানি সংরক্ষিত হইয়া গ্রামবাসীগণের অতীত যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। বহু অনুসন্ধানেও পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যাগুলি যোগার করিতে পারি নাই। কলিকাতা মেট্রপলিটান ইনিষ্টিটিউসনের তৎকালীন সংস্কৃতাধ্যাপক স্বগ্রামবাসী পণ্ডিত ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, সবজজ ৺দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ৺কান্তিচন্দ্র ভাদুরী, 'পদ্যপাঠ' প্রণেতা ৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৺মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি "শুভকরীর" নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং সাহিত্যগুরু ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সময়ে সময়ে সদুপদেশ দিয়া পত্রিকা প্রচারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতেন। পত্রিকাখানি

সভার মুখপত্র।

লেখকগণ।

এডুকেশন গেজেট আকারে প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হইত

আকার ও মূল্য।

এবং প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা ছিল। ৭৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত।

"পত্রিকায় সুচিন্তিত সুন্দর সন্দর্ভাদি প্রকটিত হওয়ায় অল্পদিনের ভিতর উহা উচ্চ দরের পত্রিকা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য-ক্রমে গ্রাহকগণের মূল্য দান উপেক্ষা ও অন্যান্য কারণ বশতঃ পত্রিকা-খানি ৩ বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই।"

মদনমোহনের "সর্ব্বশুভকরী" ১৮৫০ সনে বাহির হইয়াছিল। শুভকরী মদনমোহনের মৃত্যুর প্রায় ১০।১২ বৎসর পরে বাহির হয়। সর্ব্বশুভকরীর সহিত শুভকরীর যে কোন সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমরা অনুসন্ধান করিয়া বা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। লং সাহেব ১৮৫৪ সালে আর একখানা সর্ব্বশুভকরী বাহির হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

বালী শান্তিকুটীর পুস্তকালয়ে যে একখণ্ড শুভকরী রক্ষিত আছে, তাহা ১ম ভাগের ১২শ খণ্ড, ১২৬৯ সালের ৩১শে চৈত্রের সংখ্যা।

ঐ পত্রের কণ্ঠদেশে "জ্ঞানাৎ পরতরো নহি।" এই শ্লোকাংশ মুদ্রিত

বিবিধ।

আছে। পত্রিকা তিন কলমে ছাপা থাকিত। এই দ্বাদশ সংখ্যা পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪। সুতরাং গড়ে প্রতি সংখ্যায় ১২ পৃষ্ঠা থাকিত এবং মাসান্তে পত্রিকা বাহির হইত। এই ১২শ সংখ্যাটীতে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব আছে।

১। **শুভকরী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন**

২। **শুভকরী সভার কার্য্যবিবরণ**

৩। পদ্মলোচন বাবুর জীবন বৃত্তান্ত

৪। বিবিধ সংবাদ

৫। মূল্য প্রাপ্তি

পত্রিকার মলাটে সম্পাদকের নাম প্রদত্ত হয় নাই। সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনের বিবরণ হইতে জানা যায়, পণ্ডিত রামসদয় ভট্টাচার্য্য শুভকরীর সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার

ভাষার নমুনা।

ভাষার নমুনা প্রদর্শন জন্য "পদ্মলোচন বাবুর জীবন বৃত্তান্ত" হইতে কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"অনন্তর পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পদ্মবাবু বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে কলিকাতার এক সওদাগরের বাড়ীতে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু অনতিবিলম্বেই ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোম্পানীর আফিসে কর্ম্ম করিতে যান। তিনি রেভিনিউ আক্কাউন্টান্ট আফিসে (তখন সিবিল আডিটর ও রেভিনিউ আক্কাউন্টান্ট এই দুই আফিস্ একত্রীভূত ছিল) মাসিক ১৫ টাকা বেতনে প্রথমতঃ একটী সামান্য কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে সদ্গুণ কখনই বহুকাল অপুরস্কৃত থাকে না। অল্পকাল পরেই সাহেবেরা তাঁহার কার্য্যকুশলতার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সরলোদার ব্যবহার ও সত্যভাষিতায় প্রীত হইয়া উত্তরোত্তর তাঁহাকে উন্নত পদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং পরিশেষে ঐ আফিসে মাসিক একশত টাকা বেতনে (এই সময় একশত টাকা বেতনের পদ অল্প সম্ভ্রমের ছিল না) পদ্মবাবু রেজিষ্ট্রারের পদে অভিষিক্ত হইলেন। তৎকালে পদ্মলোচনের নিমিত্তই রেভিনিউ আফিসে বাঙ্গালি রেজিষ্ট্রারের একটী স্বতন্ত্র নূতন পদের সৃষ্টি হয়।"

রহস্য সন্দর্ভ।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৬৯ বঙ্গাব্দ।

১৯১৯ সংবতের (১২৬৯ বঙ্গাব্দ) মাঘ মাসে "রহস্য সন্দর্ভ" প্রকাশিত হয়। "বিবিধার্থ সংগ্রহের" আলোচনায় পূর্ব্বেই রহস্য সন্দর্ভের জন্ম-রহস্য বিবৃত হইয়াছে। অক্লান্ত কর্ম্মী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাণের টানে "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র কায়াই যেন "রহস্য সন্দর্ভ" নাম গ্রহণ করিয়া সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হইল। এবারও রাজেন্দ্র লাল অনুবাদক সমাজের আনুকূল্য লইয়াই পত্রিকা বাহির করিলেন। অধিকন্তু স্কুলবুক সোসাইটীও এই কার্য্যে যোগ দান করিল। "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র উপরে লেখা থাকিত—

পূর্ব্বকথা।

"বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণীবিদ্যা শিল্পসাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্র"।

ইহার উপর লেখা হইল :—

"রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

বাপ্তিস্ত মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত।"

অনুবাদক সমাজের এক বিশেষ অধিবেশনে "রহস্য সন্দর্ভের" এই নূতন ভূমিকা লিখিত হইল।

ভূমিকা।

"সর্ব্বনিয়ন্তার অনুকম্পায় আমরা অদ্য এই "রহস্য সন্দর্ভের" ১ম খণ্ড প্রকটিত করিলাম। ইহাতে আমাদিগের কি উদ্দেশ্য তাহা গ্রাহক মণ্ডলী অবশ্য জানিতে প্রয়াস করিবেন কিন্তু সাময়িক পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা প্রায়ই পত্রপ্রারম্ভে নানাবিধ সঙ্কল্প করিয়া পরে "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া"র আস্পদ হইয়া থাকেন, পাছে আমরাও অভিপ্রেতের বিহিত সমাধানে অশক্ত হইয়া সেইরূপে উপহসিত হই এই আশঙ্কায় তাহার বিস্তার বর্ণনে বিমুখ হইলাম। অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নাম দ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল পাঠক বৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কলিত হইয়াছে, ফলে উক্ত পত্রের গুণি-গণাগ্রগণ্য সম্পাদক মহোদয় কোন অনুরোধে তাহার রহিত করাতে তাহার স্থানীভূত করিতেই এই পত্রের বিকাশ হইল—তাহার রহিত না হইলে ইহার অনুষ্ঠান হইত না। এইরূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত নাই; অথচ এতাদৃশ কেবল মাত্র বিদ্যানুরাগী সাময়িক পত্র যে জন সমাজের হিতকর ও আদরাস্পদ বটে তাহা "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র সিদ্ধ সঙ্কল্পতা নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্য ব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সংখ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হইয়াছিল। এই মাসিক পত্র তদনুকরণ দ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে। মধ্যে মধ্যে

'সৃষ্টির সমালোচনে সহৃদয় মাত্রের অনুমোদন আছে—সকলেই তাহার আখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব তাহাদিগের নিকট এই সন্দর্ভ সমাদৃত হইতে পারে। অপর মনুষ্য মাত্রেরই বিশেষতঃ পারস্য আরব্য তুরস্ক হিন্দু প্রভৃতি জাতীয় দিগের আখ্যায়িকা শ্রবণে বিশেষ অনুরাগ আছে। সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে ভূত প্রেত নাগর, নাগরিকার অলীক বাক্যে কাল হরণ না করিয়া সৃষ্টির সমালোচনে-সৃষ্টি হইতে স্রষ্টার প্রতি মন আকর্ষিত হইয়া পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অনুমোদন তৎপর বলিয়াও এই পত্রের সার্থকতা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু চিত্র পট যে মনের সংস্কারক তাহা নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন, অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্র দ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার উদ্দেশ্য; তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গানুবাদক সমাজের আদেশে বহুশত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

"যদি এই বৃহৎ কার্য্যের ভার বহনে এতল্লেখক আপনাকে কোন মতে উপযুক্ত জ্ঞান করেন না, তত্রাপি বঙ্গীয় কোন সম্পাদক প্রস্তাবিত কার্য্যে নিযুক্ত না থাকায় তাহার অভিপ্রেত সাধনে প্রতিযোগীর অভাবে সিদ্ধসঙ্কল্প হইবার প্রত্যাশায় যথাসাধ্য প্রয়াস করিতে প্রতি-শ্রুত হইয়াছেন; এই প্রয়াসে কি ফলোদয় হইবেক তাহা পাঠক মহাশয়েরাই নিরূপিত করিবেন।"

অবতরণিকার শেষাংশ অনুপ্রাসের অনুরোধে যেরূপ কটমট হইয়া উঠিয়াছে অনুপ্রাসের সাহায্যে বলিতে গেলে তৎসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, প্রবন্ধের পশ্চাৎবর্ত্তী পদাবলীর পাঠার্থ প্রয়াসেও পাঠকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। এই রচনা বিবিধার্থ সংগ্রহের ন্যায় জটিল, কবিতাকুসুমা-বলীর ন্যায় সরল ও তরল নহে।

রহস্য সন্দর্ভের আকার প্রকার মূল্য সমস্তই বিবিধার্থ সংগ্রহের ন্যায় ছিল। প্রবন্ধ ও তদনুরূপ ছিল। সম্পাদকও মুখ্য ভাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রই ছিলেন। রহস্য সন্দর্ভের প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ছিল।

আকার প্রকার ও সূচী।

১।	ভূমিকা	১
২।	ক্ষুধা কি ?	২
৩।	কস্তুরিকা (সচিত্র)	৬
৪।	কাঞ্চে শব্দের বুৎপত্তি	৮
৫।	নূতন গ্রন্থের সমালোচনা	৯
৬।	বেশ (সচিত্র)	১২

রহস্য সন্দর্ভও কিছুকাল চলিয়াই অনিয়মিত ভাবে বাহির হইতে থাকে। এইরূপ অনিয়মিত প্রচার দেখিয়া পরিচালকগণ পত্রিকা হইতে মাসের ও অব্দের নাম তুলিয়া দিলেন। মলাটের উপর বর্ষ শেষের অব্দটী মাত্র থাকিত। এইরূপে অনিয়মিত ভাবে চলিয়া রহস্য সন্দর্ভ ৮ বৎসর জীবিত ছিল।

প্রচার কাল।

রহস্য সন্দর্ভ এইরূপে বাহির হইয়াছিল :—

১ম পর্ব্ব (বর্ষ) ১৯১৯ সংবৎ মাঘ হইতে ১৯২০ সং পৌষ।

২য় পর্ব্ব (বর্ষ) ১৯২১ সংবৎ বৈশাখ হইতে চৈত্র।

৩য় পর্ব্ব (বর্ষ) ১৯২২ সংবৎ ,,

৪র্থ পর্ব্ব (বর্ষ) ১৯২৩ সংবৎ ,,

৫ম পর্ব্ব (বর্ষ) ১৯২৭ সংবৎ ,,

৬ষ্ঠ পর্ব্ব (বর্ষ) ১৯২৮ সংবতে মাত্র ৬ সংখ্যা বাহির করিয়াই এই সংখ্যা ছয়টীর সূচী পত্র সহ সম্পাদক নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন এবং পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়।

"সম্পাদকের অবকাশাভাব প্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত হইল। এতৎসম্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে প্রার্থনা মাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন।"

প্রথম সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ।

এই সময় বাবু প্রাণনাথ দত্ত "রহস্য সন্দর্ভের" পরিচালন ও সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয়ায় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার হস্তে পত্রিকার ভার অর্পণ করেন।

নূতন সম্পাদক।

প্রাণনাথ দত্ত পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া ১২৭৮ সালের ৬ষ্ঠ পর্ব্বের বাকী ছয় সংখ্যা বাহির করিয়া ১২৭৯ সালে ৭ম পর্ব্ব রীতি মত বাহির করেন ও ১২৮০ সালের বৈশাখ হইতে নব পর্য্যায়ে "নব পর্য্যাবলী রহস্য সন্দর্ভ" বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে রহস্য সন্দর্ভে বঙ্গদর্শনের অনুকরণে উপন্যাস, নবন্যাস, গাথা, কবিতা প্রভৃতি বাহির হইতে থাকে।

নব পর্য্যাবলী রহস্য সন্দর্ভ।

নবপর্য্যায় রহস্য সন্দর্ভের ১ম বর্ষের খতিয়ান শেষ করিয়া প্রাণনাথ দত্তও কিছু নিরাশ হইলেন। বর্ষ শেষে তিনি লিখিলেন, "আমরা যৎকালে রহস্য সন্দর্ভের ভার স্কুলবুক সোসাইটীর হাত হইতে গ্রহণ করি তৎকালে মনে করিয়াছিলাম রহস্য সন্দর্ভকে নিঃসহায় দেখিয়া অনেকে সাহায্য করিবেন। রহস্য সন্দর্ভের ৭০০ শত গ্রাহক হইয়াছিল কিন্তু এখন বৎসর শেষে খতিয়ান করিয়া দেখিতেছি শত ব্যক্তিও মূল্য দেন নাই।"

গ্রাহকের খতিয়ান।

এই মন্তব্যের পর "রহস্য সন্দর্ভে"র পরিচালকগণ বোধ হয় আর রহস্য সন্দর্ভ বাহির করিতে সাহস করেন নাই। কেননা ১৮৭৫ সালের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় রহস্য সন্দর্ভের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরিণাম।



স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা।

—০০০—

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭০ বঙ্গাব্দ।

১২৭০ সালের বৈশাখ হইতে কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" বাহির হইতে থাকে। কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের প্রকৃত নাম—হরিনাথ মজুমদার।

১২৪০ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে হরিনাথ জন্মগ্রহণ করেন। হরিনাথ অত্যন্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অতি শৈশবে মাতার ও বাল্যে পিতার মৃত্যু হইলে হরিনাথ নিরুপায় হইয়া দরিদ্র জ্যেষ্ঠ তাতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের ক্রোড় হইতে দারিদ্র্যের ক্রোড়ে যাইয়া হরিনাথ জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন, কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষা করিতে পারিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া হরিনাথ গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত এক মহাজনের দোকানে গোমস্তার কার্য্য গ্রহণ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী এখানেও হরিনাথকে কৃপা করিলেন না। তিনি একদিন এই সামান্য গোমস্তাগিরী হইতে বিদায়প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ের কথা হরিনাথ তাঁহার আত্ম-জীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

হরিনাথ মজুমদার।

"এই ঘটনার পর জ্যেঠা মহাশয় দুবেলা যে দুটী অন্ন দিতেন সে অন্নের বরাতও উঠিয়া গেল। এখন আমি যথার্থই অন্নবস্ত্রহীন পথের কাঙ্গাল। প্রতিপালিকা বৃদ্ধ পিতামহী কখন তাঁহার উদরান্নের অর্দ্ধাংশ (পান্তা ভাত, জামির পাতা ও লবণ) প্রদান করেন। কখন কোন ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদে এক বেলা উদর পূর্ণ করি। * *

আমার বন্ধু দাদা লোকনাথ কুণ্ডী রাত্রিকালে প্রায়ই আহার দান করিতেন।"

এই সময় কুমারখালিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল। এই প্রচারকের নিকট যাইয়া হরিনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিতেন ও ব্যাকরণ অভ্যাস করিতেন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিয়া হরিনাথ সামান্য ভাষাজ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজে একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহা দ্বারা নিজ উদর প্রতিপালনের সংস্থান করেন। ইহার পর তিনি তাঁহার স্কুলে একটী সভা স্থাপন করিয়া বালকদিগের দ্বারা প্রবন্ধ লিখাইয়া তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন এবং নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়া "সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশ করিতেন। এই সময় নীলকর বিষধরের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গ জর্জ্জরিত। এই অত্যাচার সম্বন্ধে প্রভাকরে প্রবন্ধ লিখিয়া লিখিয়া তাঁহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। অবশেষে ১২৭০ সালের বৈশাখ মাসে নিজেই "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" নামে পত্রিকা বাহির করিলেন।

পত্রিকার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন "ঘরে নাই এককড়া, তবু নাচে নায় পাড়া। আমার ইচ্ছা হইল এই সময় একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিয়া গ্রামবাসী প্রজারা যে যেরূপে অত্যাচরিত হইতেছে তাহা গবর্ণমেন্টের কর্ণ গোচর করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা উপকার সাধিত হইবে। সেই ইচ্ছাতেই গ্রাম ও পল্লিবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিব বলিয়া পত্রিকার নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা রাখি।"

উদ্দেশ্য।

গ্রামবার্ত্তা প্রথম মাসিক পত্রিকারূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এবং

কলিকাতা গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত ও কুমারখালি হইতে প্রকাশিত হইত।

বিবিধ বার্ত্তা।

পত্রিকার আকার ছিল—চারি ফর্ম্মা। গ্রামবার্ত্তা বিশেষ প্রতিপত্তির সহিতই চলিয়া ছিল। কিছুকাল মাসে মাসে চলিয়া পরে পাক্ষিক ও অতঃপর সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছিল। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটী শোভা পাইত।

"গুণালোক-প্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম্নো গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা॥"

এই শ্লোকটী গিরীশযন্ত্রের অধ্যক্ষ পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রচনা।

১২৮০ সালে কুমারখালিতে প্রেস স্থাপিত হইলে পত্রিকা নিজ প্রেস হইতেই মুদ্রিত হইত।

গ্রামবার্ত্তার লেখক ছিলেন বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বাবু জলধর সেন, পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে—সুদীর্ঘ ২২ বৎসর পরিচালিত হইয়া—গ্রামবার্ত্তা উঠিয়া যায়। পত্রিকা পরিচালন করিয়া প্রচুর ঋণের বোঝা

গ্রন্থাবলী।

লইয়া হরিনাথ পত্রিকা পরিচালনে নিরস্ত হন। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি "বিজয় বসন্ত", দক্ষ যজ্ঞ, বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, পরমার্থ গাঁথা, মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রভৃতি অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্য চর্চ্চা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ধর্ম্মালোচনায় মন দেন। এই সময়ই তিনি ফিকির চাঁদ ফকির বলিয়া পরিচিত হন এবং বহু ভাবসঙ্গীত রচনা করেন।

১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছে

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭০ বঙ্গাব্দ।

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৬৩ আগষ্ট মাসে) কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে বামাবোধিনী পত্রিকা বাহির হয়। বামাবোধিনীর কার্য্যালয় তখন সিমলিয়া ১৬নং রঘুনাথ চাটুর্য্যার ষ্ট্রীটে ছিল। বামাবোধিনী পত্রিকার "উপক্রমণিকায়" পত্রিকার উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে। পত্রিকার শিরোদেশে লেখা ছিল:—"বামাবোধিনীতে ভাষাজ্ঞান, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা, নীতি ও ধর্ম্ম, দেশাচার, পদ্য, গৃহচিকিৎসা, শিশুপালন, শিল্পকর্ম্ম, গৃহকার্য্য ও অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।"

উদ্দেশ্য।

ইহার পরেই উপক্রমণিকা। তাহা এইরূপ:—

"ঈশ্বর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পুরুষদের ন্যায় তাহাদের শিক্ষা বিধান যে নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন তাহাদের দুরবস্থার অবসান হইবে না, দেশের সম্যক্ মঙ্গল ও উন্নতিরও সম্ভাবনা নাই, ইহাও অনেকে বুঝিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, এই উদ্দেশ্যে দেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় সকল স্থাপন করিতেছেন। দয়াশীল গবর্ণমেণ্টও এতদ্বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু এ উপায়ে অতি অল্প সংখ্যক বালিকারই কিছুদিনের উপকার হয়। অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ করিতে না পারিলে সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন হইতে পারে না।

উপক্রমণিকা।

"বামাগণের বিদ্যাশিক্ষার কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। তাহারা সময় পায় না, উৎসাহ পায় না, শিক্ষকের সাহায্যও তাদৃশ লাভ করিতে পারে না। অতএব অল্প সময়ে আপন আয়াস যত্নে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল উপার্জ্জন করিতে পারে, এরূপ কোন উপায় না হইলে তাহাদের লেখা পড়ার সুবিধা দেখা যায় না। আজিকালি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা ইহাদের অতি অল্প উপকারে আইসে। ইতঃপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকা নামে একখানি পত্রিকা এই অভাব পূরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক দিবস তাহাও অদর্শন হইয়াছে। সম্প্রতি দেশহিতোৎসাহী মহোদয়গণকে তদনুরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে দেখিতে পাই না। অতএব "শুভ কার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করাও ভাল" এই ভাবিয়া আমরা এই বামাবোধিনী পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলাম।

"এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয় এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া লেখা হইবে পত্রিকার শিরোভাগে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

"বামাগণের বোধসুলভ জন্য বামাবোধিনীর বিষয়গুলি যত কোমল ও সরল সাধু ভাষায় লিখা যায় আমরা তাহার চেষ্টার ত্রুটী করিব না। কথাবার্ত্তা এবং উপন্যাস বা উদাহরণস্থলে অনেক বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যায়; অতএব অনেক স্থলে সে উপায়ও

অবলম্বিত হইবে। আবশ্যক মতে ইহাতে নানাবিধ চিত্র ও প্রতিরূপও প্রকটন করা যাইবে।

"এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আমরা আর কিছুই প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তব্য সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি ইহা সাধু সমাজে পরিগৃহীত হইয়া বামাগণের কিছুমাত্র উপকারজনক বোধ হয় তাহা হইলেই ইহার জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।"

প্রবন্ধ। "বামাবোধিনী পত্রিকার" ১ম সংখ্যায় প্রবন্ধ ছিল :—

পত্রিকার আকার ছিল ডিমাই ৮ পেজি, বার পৃষ্ঠা মাত্র; এখন অনেক বড় হইয়াছে। ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রমাসে—

আকার ও মূল্য।

৮ সংখ্যায় বামাবোধিনীর ১ম বর্ষ শেষ হইয়াছিল। মূল্য ও প্রথম বর্ষ দেড়টাকা ও পরে ১৷৵০ এবং সডাক ১৸৵০ হইয়াছিল; এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

বামাবোধিনীর কণ্ঠে প্রতি সংখ্যায় নূতন নূতন শ্লোকমালা শোভা পাইত। দ্বিতীয় সংখ্যায় এই কবিতাটী ছিল :—

"সকলের পিতা যিনি করুণা নিধান।
নরনারী প্রতি তাঁর করুণা সমান॥
জ্ঞানধর্ম্মে উভয়ের দিয়াছেন মন।
নয়ন থাকিতে অন্ধ কেন বামাগণ॥"



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

"বামাবোধিনী" দীর্ঘকাল যাবৎ মাতৃভাষার সেবা করিয়া স্ত্রী জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। প্রথম প্রথম

লেখকদিগকে উৎসাহ দান।

বামাবোধিনীতে বামা-রচনা দুই একটীর অধিক থাকিত না। পরিচালকগণ মহিলা লেখিকাদিগকে প্রবন্ধ রচনা করিতে উৎসাহিত করিয়া এবং উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার প্রদান করিয়া ক্রমে মহিলা লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

"বামাবোধিনী" প্রথম বর্ষে তত্ত্ববোধিনীর সহিত এক মোড়কে

ডাকের নিয়ম।

ডাকে প্রেরিত হইত। দ্বিতীয় বর্ষে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের আপত্তিতে সে নিয়ম রহিত হইয়া যায়। অতঃপর বামাবোধিনীর গ্রাহক সংখ্যা পরিচালকগণের উক্তি মতে

গ্রাহক।

—"প্রতি সংখ্যার মুদ্রিত সহস্র খণ্ডের অধিকাংশই অতি অল্প কালের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাইত।"

স্বর্গীয় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন "বামাবোধিনী"র পরিচালক ও সম্পাদক। ১২৪৭ সালের ৩রা পৌষ (১৮৪০ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর) ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে উমেশচন্দ্র দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন।

উমেশচন্দ্র দত্ত।

১৮৬৭ সনে উমেশ বাবু বি. এ পাশ করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন, এবং কলিকাতা সিটী কলেজের অধ্যাপক হন। ইনি ব্রাহ্মমতে বিধবা বিবাহ করেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ইনি আজীবন খাটিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। ১৩১৪ সালের ৪ঠা আষাঢ় (১৯০৭—১৯ জুন) বহুমূত্র রোগে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। বামাবোধিনীর বর্ত্তমান পরিচালক বাবু সুকুমার দত্ত। "বামাবোধিনী" এখন চতুঃপঞ্চাশৎ-বর্ষীয়া বৃদ্ধা।

শিক্ষা দর্পণ।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

১২৭১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শিক্ষাদর্পণ বাহির হইয়াছিল। শিক্ষা দর্পণের পরিচালক ছিলেন—বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মার্চ্চ কলিকাতা হরীতকী বাগানের এক দরিদ্র পরিবারে ভূদেব জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ দরিদ্র হইলেও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। আট বৎসর বয়সে ভূদেব পিতার টোলে সংস্কৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর সংস্কৃত পড়িয়া ভূদেব হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন এবং অতিকষ্টে দিন যাপন করিয়া কলেজ হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার কষ্ট আরও বৃদ্ধি হইল। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন চাকুরী হইল না। গৃহে পিতামাতার নিত্য উপবাস। দরিদ্র ভূদেব—সিনিয়ার স্কলার ভূদেব—অনোন্যপায় হইয়া এক ভদ্রলোকের ছেলে মেয়েকে পড়াইবার জন্য গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হইলেম। ইহার পর কলিকাতা হিন্দু স্কুল স্থাপিত হইলে ভূদেব বাবু তাহাতে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া যান। অতঃপর সরকারী শিক্ষাবিভাগের অধীন কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি শিক্ষা বিভাগের সহকারী ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হন। এই সময় বাঙ্গালা স্কুল সমূহের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের পাঠের উপযোগী করিয়া ভূদেব বাবু একখানা সুলভ সাময়িক পত্রিকা বাহির করিতে ইচ্ছা করেন। এই



স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ইচ্ছার ফলে তৎপর বৎসর হইতে নিম্নলিখিত ভূমিকা লইয়া "শিক্ষা দর্পণ" বাহির হয়।

"যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চ্চার বাহুল্য এবং বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্ব্বত্রই শিক্ষাপ্রণালী-প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদপ্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইতে থাকে। যে ব্যাপারটী দেশের অবস্থাবিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থাবিশেষই তাহার কারণ।

ভূমিকা।

"বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষাদর্পণ প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় উদিত হইবার এবং কে কে ও কত ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন তাহা নিশ্চয়রূপে না জানিয়াও ইহা লিখিতে,ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদের মনের ভ্রম মাত্র, এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ দুইটীর মধ্যে কোনটী প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

"যাঁহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাঁহারা সকলে অথবা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করেন তবে বুঝিব যে দেশ মধ্যে যাহাতে এমন একখানি কাগজ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।— নচেৎ ইহা প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে যে কয়টী টাকা লোকসান হইবে, তাহা আমাদিগের আক্কেল সেলামী! এ পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে, এমত সময়ে কোন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া "কি লিখিতেছ হে?"

বলিয়া কাগজখানি লইয়া—পাঠ করিতে লাগিলেন। আমার লেখা কেমন হইল বুঝিবার জন্য তাঁহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু মহাশয় কাগজখানি রাখিয়া দিয়া কহিলেন "বেস খোলা লেখা হইয়াছে বটে কিন্তু এখন সকল কথা লেখা হয় নাই—কাগজটী কতদিন অন্তর বাহির হইবে?

"বৎসরের প্রথমদিন হইতে বাহির করিবার জন্য ইচ্ছা করি কিন্তু ইহার পর প্রতি মাসের শেষ দিবসে বাহির করিবার চেষ্টা করিব—অন্ততঃ পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবেই হইবে। মাসিক-পত্র সকল যেমন কখন কখন ছয় মাস কাল বিলম্বে বাহির হয়, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহার সেরূপ দশা হইবে না।

"কাগজটী কত বড় হইবে?"

"সচরাচর চারি পেজী আট পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইবে। প্রথম সংখ্যার পত্রিকা দেখিলেই গ্রাহকেরা ইহার আকার প্রকার বুঝিতে পারিবেন।"

"দাম কত হইবে?"

"অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। অর্থাৎ প্রতি কাগজ দুই আনা মাত্র; তাহার এক আনা ডাক ষ্ট্যাম্প দিতে যাইবে। অপর এক আনাই কাগজের মূল্য। এত অল্প মূল্যে কোন রকম বাজে খরচ পোষায় না, এজন্য এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম লইব এবং কাগজটী এক বৎসর চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিব। যদি এক বৎসর না চালাই, যিনি যে মূল্য দিবেন সমুদয় ফেরত পাঠাইয়া দিব।"

"বেশ বলিলে। কিন্তু সম্বাদপত্রের সম্পাদককে কে চিনে—ওরা একেলা একশ—লেখে একজন, বলে "আমরা"—সংবাদপত্র সম্পাদক-দিগের ঘর নাই দ্বার নাই—এমন কি উহাদের নাম পর্য্যন্তও নাই—তুমি টাকা ফেরৎ দিবে বলিলে কে বিশ্বাস করিবে?"

"বন্ধু মহাশয়ের এই প্রশ্নের কি উত্তর করিব ভাবিতেছিলাম এমন সময়ে আমাদিগের যন্ত্রাধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু মহাশয় যে বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া স্বয়ং গ্রাহক-বর্গের টাকার জামিন হইতে স্বীকার করিলেন।

"যন্ত্রাধ্যক্ষ বলিলেন টাকার জামিন হইলে তাহাতে দুঃখ নাই—কিন্তু যেমন করিয়া এই সকল কাজ করিতে হয় তেমন করিয়া করিলে কাগজখানির দ্বারা বেশ দশ টাকা লাভ হইতে পারিত। লোকে বলে নামে কি এসে যায়, কিন্তু নামে অনেক হয়। এই কাগজটীর নাম শিক্ষাদর্পণ না রাখিয়া "হিন্দুদর্পণ" অথবা তার চেয়েও ভাল—ব্রাহ্ম-দর্পণ রাখুন—আর শিক্ষা প্রণালী টুণালী লিখিব না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ লিখিব এই প্রতিজ্ঞা করুন—আর—লোকে টাকার কথা বলিতে হইলে যেমন আস্তে আস্তে কহে সেইরূপ স্বরে—প্রাচীন সংবাদপত্রের সম্পাদক দুই একটীর কিছু কিছু মর্য্যাদা রাখুন—তাহা হইলে আমিই প্রতিজ্ঞা করিতেছি দাম দুই আনা না হইয়া দুই টাকা করিয়া সবস-ক্রিপসন তুলিয়া দিব।

"বন্ধু মহাশয় ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন যন্ত্রাধ্যক্ষ মন্দ পরামর্শ দিতেছেন না। সেই পরিশ্রম করিতে হইবে সেই ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে—তাহার লাভটা ছাড় কেন? যেমন করে কাজ করিতে হয় তাহাই কেন কর না? আমরা উত্তর করিলাম, সকল কার্যে অর্থলাভ অকাঙ্ক্ষা করিলে চলে না; কোন কর্ম্ম টাকার দিকে দৃষ্টি করিয়া করিতে হয়, কোন কর্ম্ম বা অন্যদিকে দৃষ্টি করিয়া করিতেই অধিক প্রবৃত্তি জন্মে। ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া টাকা রোজকার করার প্রবৃত্তি নাই—গবর্ণমেণ্টকে গালি দিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই বলেন না বিলক্ষণ জানা আছে, সুতরাং "পাইকের বড়াই" করিয়া বাহাদুরী দেখাইতে নিতান্ত

ঘৃণা হয়—আর যন্ত্রাধ্যক্ষ যে ঘুষ দিবার কথা বলিতেছেন তাহার দিন আর নাই—এক্ষণকার সম্পাদকেরা আর টাকা খাইয়া মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলেন না। তাঁহারা অনেকেই দেশহিতৈষা গুণে বিভূষিত হইয়া আছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদপত্র দেশে নাই ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা যে সুপ্রশস্ত পথের পথিক হইয়াছেন, যদি আমাদিগেরও তন্মধ্যে সমভিব্যাহারী করিতে পারেন তবে সরল হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

"বন্ধু মহাশয় বলিলেন, কার্য্যটী এমন গুরুতর নহে যে পরিশ্রম করিলে সুসিদ্ধ না হয়—তবে আমার ইচ্ছা এই যে, শিক্ষাদর্পণ নাম দিয়াছ বলিয়া যেন কেবল বালকদিগকে কেমন করিয়া ক, খ আর শতকিয়া প্রভৃতি শিখাইতে হয় তাবন্মাত্র লিখিয়াই নিবৃত্ত না হও। পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পায়েন না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে হতাশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে, সংবাদগুলি কিছু পুরাতন হইবে বটে—কিন্তু নিতান্ত উপবাস ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে। আর দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে প্রস্তাবিত ও প্রচলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার মর্ম্ম অনেকেই অবগত হয় না, অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয় আইন কিছু সেই দোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সার সংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং সুতরাং ইহার গৌরবেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই।

"জর্ম্মণদেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন, যে শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য; মনুষ্য দেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।"

শিক্ষাদর্পণের আকার ছিল ফুলস্কেপ আকারের দুই কলমে ছাপা দুই ফর্ম্মা বা আট পৃষ্ঠা। পত্রিকা খানা মাসিক প্রকাশিত হইত। প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই আনা, বার্ষিক মূল্য ছিল—দেড় টাকা মাত্র। পত্রিকায় কোন 'কভার বা মলাট থাকিত না' ইতিমধ্যে ভূদেব বাবু নিজ গ্রন্থাদি প্রকাশ জন্য চুঁচুড়া নিজ বাড়ীতে বুধোদয় যন্ত্র নামে একটী যন্ত্র স্থাপন করেন। শিক্ষাদর্পণ সেই যন্ত্র হইতে প্রিণ্টার এবং পাব্লিসার কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত।

পত্রিকার প্রায় অধিকাংশ প্রবন্ধই ভূদেব বাবু নিজে লিখিতেন।

লেখক।

এতদ্ব্যতীত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও লিখিতেন।

শিক্ষাদর্পণের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের অনুরোধ মত এডুকেশন গেজেটে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

"ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটীর নাম ছিল ৺ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। যখন উহার দুই বৎসর মাত্র বয়স তখন শিক্ষাদর্পণ প্রথম সংখ্যা

শিক্ষাদর্পণ বন্ধ হইবার কারণ।

প্রকাশিত হইলে কাগজ ভাঁজিয়া মুড়িতে ব্যাপৃত বাড়ীর লোকদিগের মধ্যে পড়িয়া শিশু "আমার কাগজ" বলিয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। বুধোদয় যন্ত্র বাড়ীতেই ছিল এবং বাড়ীর লোকেই কাগজ ভাঁজা মোড়ক করা প্রভৃতি কার্য্য করিত। শিশুর ঐ কথা শুনিয়া এবং আনন্দ দেখিয়া ভূদেব বাবু কৌতুক করিয়া বলেন, "এখানি সিধুরই কাগজ;

হিসাব পত্র উহার নামেই লিখিও। বড় হইয়া ওই ইহা চালাইবে।” ইহার পর প্রকৃতই সেই রূপেই খাতা পত্র লেখা হইত। যৌথ ছাপা খানার বিল তাহার নামে হইত। শিক্ষাদর্পণ সিদ্ধেশ্বরের কাগজ বলিয়া বাড়ীতেও সর্ব্বদা উক্ত হইত। ভূদেব বাবুর বাড়ী হইতে অনুপস্থিতি কালে বালকের ৭ বৎসর মাত্র বয়সে কলেরায় মৃত্যু হয়। * * সুতরাং ১৮৬৯ অব্দের মে মাসে তাঁহাকে ঐ পুত্রটীর সহিত পত্রিকা খানিকেও বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।”

ঘটনা ক্রমে এই সময় আর একটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল যাহাতে মাসিক শিক্ষাদর্পণের পরিচালনের আর প্রয়োজনও রহিল না।

এডুকেশন গেজেট।

ইতঃপূর্ব্বে ১৮৬৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৩০০৲ টাকা সাহায্য সহ এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্ব ভূদেব বাবুর হস্তে প্রদান করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও হজসন প্রাট সাহেবের চেষ্টায় ১৮৫৬ অব্দের ৬ই জুলাই শুক্রবার সত্যার্ণব যন্ত্র হইতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ওব্রায়ণ স্মিথ নামক একজন পাদরী ছিলেন তখন ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। গবর্ণমেণ্ট প্রথম এই পত্রিকার জন্য মাসিক ৭৫৲, পরে মাসিক ১৫০৲ ও শেষ ৩০০৲ সাহায্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে উক্ত স্মিথ সাহেব স্বদেশে চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়া এই পত্রিকার সমস্ত স্বত্ব গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। গবর্ণমেণ্ট ৩০০৲ টাকা মাসিক বেতনে বাবু প্যারীচাঁদ সরকারকে সম্পাদক করিয়া পত্রিকা পরিচালন করিতে থাকেন। অবশেষে ১৮৬৮ অব্দে প্যারীচাঁদ কোন কারণে পত্রিকার সংস্রব পরিত্যাগ করিলে তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর

স্যার উইলিয়ম গ্রে ৪ঠা ডিসেম্বর (১২৭৫ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ) ভূদেব বাবুকে এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রদান করেন। অতঃপর ১২৭৬ সালের ৫ই বৈশাখ (১৮৬৯ অব্দের ১৬ই এপ্রিল) হইতে চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে "এডুকেশন গেজেট" বাহির হইতে থাকে। এই সময় এডুকেশন গেজেটের মূল্য ছিল ছয় টাকা। ১৩০৩ সাল হইতে তাহার মূল্য হ্রাস হইয়া দুই টাকা হইয়াছে। এডুকেশন গেজেট দ্বারা শিক্ষাদর্পণের প্রয়োজন সাধিত হইতেছিল; ইহাও "শিক্ষাদর্পণ" বন্ধ হইবার আর একটী কারণ।

শিক্ষাদর্পণের সম্পূর্ণ নাম ছিল—"শিক্ষাদর্পণ ও সম্বাদসার"। প্রতি মাসের পত্রিকাতেই ২।৩ কলম সংবাদ দেওয়া হইত। ঐ সংবাদের উপর লেখা থাকিত 'সম্বাদ সার।'

শিক্ষাদর্পণ ও এডুকেশন গেজেটে ভূদেব বাবুর যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহা দ্বারাই তিনি পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার

গ্রন্থাবলী; প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলী, পুরাবৃত্তসার, প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ভূদেব বাবুর ন্যায় এরূপ উন্নতি শিক্ষাবিভাগে কোন বাঙ্গালীই দেখাইতে পারেন নাই। তিনি কিছুদিনের জন্য শিক্ষাধ্যক্ষের (Director of Public Instruction) পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৭৭ সালে তিনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন, ১৮৮২ অব্দে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। এবং ১৮৮৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। যিনি একদিন পথের কাঙ্গাল ছিলেন, মৃত্যুকালে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চাকল্পে তিনি দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া উহা পরিচালন জন্য পিতার নামে বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড নামে একটী 'ফণ্ড' ও গঠন করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৪ অব্দের ১৬ই মে ভূদেব পরলোক গমন করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জিকা।

—o*o—

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৬৯ বঙ্গাব্দ।

কবিতা কুসুমাবলী উঠিয়া গেলেই ঢাকা হইতে চিত্তরঞ্জিকা বাহির হইয়াছিল। যথা সময়ে আমরা চিত্তরঞ্জিকার সংবাদ অবগত হইতে না পারায় তাহার আলোচনাও যথা স্থানে করিতে পারি নাই। শ্রীযুত গিরিজাকান্ত ঘোষ মহাশয় এখন চিত্তরঞ্জিকার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় আমরা এই স্থানেই তাহা প্রদান করিলাম।

১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ ঢাকা হইতে চিত্তরঞ্জিকা বাহির হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জিকার প্রকাশক ছিলেন ঢাকা কলেজের তদানীন্তন ছাত্র

পরিচালক।

সারদাকান্ত সেন। সম্পাদক কে ছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যায় না। গিরিজা বাবু লিখিয়াছেন "কাহারও কাহারও বিশ্বাস কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন।"

চিত্তরঞ্জিকা সম্বন্ধীয় পত্রাদি পাঠাইবার একটী ঠিকানা ছিল— বাঙ্গালা যন্ত্র। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে হরিশ্চন্দ্র অবস্থান করিতেন এবং ঢাকা প্রকাশের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। সেজন্য মনে হয় হরিশ্চন্দ্রই চিত্তরঞ্জিকারও সম্পাদক ছিলেন।

চিত্তরঞ্জিকার ১ম সংখ্যায় ভূমিকা স্বরূপ যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে চিত্তরঞ্জিকা প্রচারের উদ্দেশ্য ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয়

বিজ্ঞাপন।

বিবরণের ভবিষ্য-বাণী ছিল। নিম্নে সে বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল।

"সম্প্রতি মাসিক প্রভাকর ব্যতীত সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী পত্রিকা আর দেখা যায় না। বোধহয় তন্নিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা কুসুমের সৌরভ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদাই ক্ষোভ গ্রস্ত থাকেন। আমরা সাধ্যানুরূপ সেই ক্ষোভ অপনয়নার্থ এই পত্রিকা খণ্ড প্রকাশ করিলাম। এতদ্দ্বারা দেশের কিঞ্চিৎ মাত্রও হিত সাধিত হইবে এমত প্রত্যাশা করিতে পারি না, তথাচ সজ্জনগণের বিদ্যানুরাগে উৎসাহিত ও কারুণ্যগুণে আশ্রিত হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদনে যথা-সাধ্য চেষ্টা করণে ক্রটী করিব না।

"নূতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু সকল কবিতাই যে আমাদের স্বকপোল কল্পিত হইবে এমত নহে। বিবিধ ভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম্মও প্রকাশিত হইবে। পরন্তু সাধারণের স্পৃহা এক প্রকার নহে। ক্রমাবচ্ছিন্ন কবিতা পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় গদ্য রচনায় ও অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না। অপিচ নানা গ্রন্থ হইতে গদ্য পদ্য রচনার নিয়মাবলী সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের পত্রিকায় প্রকাশার্থ যে মহাশয় যাহা প্রেরণ করিবেন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং তদ্দ্বারা জন সমাজের কিঞ্চিত মাত্রও উপকার ও চিত্তরঞ্জন সম্ভব হইলে প্রকাশ করিতে ক্রটী করিব না।

"এইক্ষণ সজ্জনগণ সমীপে বিনীত ভাবে নিবেদন যে তাঁহারা আমাদের কোন অংশে দোষ দর্শন করিলে মার্জ্জনা ও তৎসংশোধন জন্য উপদেশ প্রদান করত চিরবাধিত করিবেন। সম্প্রতি এই পত্রিকার আয়তন কবিতাকুসুমাবলীর ন্যায় ৮ পেজি দুই ফরমা করা গেল, তথাপি ইহার মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন নির্দ্ধারিত হইল। স্থানীয় গ্রাহক-

গণের প্রতি এক টাকা চারি আনা ও বিদেশীয় গ্রাহকগণেরপ্রতি ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মাত্র। অভিলাষ রহিল সজ্জনগণের কৃপা নয়নে পতিত হইলে চিত্তরঞ্জিকার কলেবর আরও বৃদ্ধি করা যাইবে।

* * * *

"শেষ নিবেদন এই ওহে দয়াময়।
এচিত্ত রঞ্জিকা প্রতি হও হে সদয়॥
শক্তিদান কর তায় রঞ্জিতে সজ্জন।
চিত্ত অরঞ্জিকা যেন না হয় কখন॥"

চিত্তরঞ্জিকা "ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইবে" পত্রিকা পৃষ্ঠে এইরূপ বিজ্ঞাপন ছিল। পত্রিকা রীতিমত বাহির হইত কিনা তাহার সংবাদ এখন অবগত হইবার উপায় নাই।

চিত্তরঞ্জিকায় কবি হরিশ্চন্দ্র, কবি কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি কবিতা লিখিতেন। এতদ্ব্যতীত আহম্মদ ও এইচ্ নামক নবীন মুসলমান

লেখক। কবিদ্বয়, ময়মনসিংহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক কবি গং, চং, সং প্রভৃতিও চিত্তরঞ্জিকায় কবিতা লিখিতেন। চিত্তরঞ্জিকার ২য় সংখ্যায় মাইকেলের "বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতাটী প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতাটী তিনি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জিকা কতদিন জীবিত ছিল তাহা অবগত হইতে পারা যায় নাই।



স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত-দর্শন পাঠ করিয়া নিরাকারের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পৌত্তলিকতার প্রতি রামমোহন রায়ের নিষ্ঠা না থাকিলেও তিনি পৌত্তলিকতাকে নিরাকার উপাসনায় পঁহুছিবার একটা সোপান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এবং হিন্দু সমাজকেও ঐরূপভাবে পরিচালন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই উদারতাকে পোষণ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তিনিও হিন্দু সমাজের আদর্শেই—অত্যন্ত রক্ষণশীলতার সহিত—ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালন করিতেছিলেন অথবা ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে হিন্দুভাবে হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। এই সময় ব্রাহ্ম সমাজে কেশবচন্দ্রের প্রভাব সূচিত হয়।

কেশবচন্দ্র সেন।

১৮৩৮ অব্দের ১৯শে নবেম্বর কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা প্যারীমোহন সেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বাঙ্গালার "জনসন" সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন ইঁহার পিতামহ। বাল্যকালে কেশবচন্দ্র হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকালেই ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৫৬ অব্দে কেশবচন্দ্র মিসনারিদিগের সহিত মিশিয়া পড়েন; ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত সেই বৎসরই তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করেন। বিবাহ করিয়া তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইল না; কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহার জ্যেষ্ঠতাত তাহাকে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন।

কেশবচন্দ্র বেঙ্গল বেঙ্কে ৩০৲ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন তাহাতে রহিল না। তিনি এদিক ওদিক যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৮৬১ অব্দে বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইলেন। ১৮৬২ অব্দে কেশবচন্দ্র সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হইলে ও ব্রহ্মানন্দ উপাধি লাভ করিলে তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই বিপদ সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সস্ত্রীক কেশবচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়া প্রতি-পালন করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাইয়া দেবেন্দ্রনাথের প্রাচীন সমাজকে সমূলে ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ নূতন সমাজ গঠনের প্রয়াসী হইয়া পড়িলেন। তখন মহর্ষির সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হইল।

উপবীত পরিত্যাগ, জাতিভেদ, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের মতভেদ উপস্থিত হইয়া-ছিল। এ সকল বিষয়ে মহর্ষির রক্ষণশীলতা অটুট হইয়া দাঁড়াইলে কেশব বাবু ব্রাহ্ম সমাজ হইতে পৃথক হইয়া নূতন সমাজ গঠন করেন। কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত এই নূতন ব্রাহ্ম সমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ নামে পরিচিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ আদি ব্রাহ্ম সমাজ নামে পরিচিত থাকে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ।

এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র স্বরূপ ১৭৮৬ শকের (১৮৬৪) অগ্রহায়ণ হইতে "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রকাশিত হইতে থাকে। "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রথম বৎসর মাসিক রূপে পুস্তকাকারে বাহির হইয়া কিছুদিন বন্ধ ছিল। তারপর ১৭৮৯ শকের মাঘ মাস হইতে (২য় বর্ষ) পাক্ষিকরূপে বাহির হইতেছে।

মুখপত্র।

আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের ১ম ও ২য় বর্ষের পত্রিকা কোথাও খুজিয়া পাই নাই *। ৩য় বর্ষ হইতে আমরা তাহা দেখিয়াছি। ১৭৯১ শকের ১লা মাঘ বৃহস্পতি বার ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যা বাহির হয়। ঐ সংখ্যার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছিল

আলোচনা।

"পাক্ষিক ধর্ম্মতত্ত্ব অদ্য দয়াময়ের প্রসাদে একবৎসর কাল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে প্রদার্পণ করিল। এক বৎসরের মধ্যে ইহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। পত্রিকার বাহ্য সৌন্দর্য্য এবং নিয়মিত সময়ে বাহির হওয়া সম্বন্ধে অনেক ক্রটী থাকিলেও ইহার লিখিত বিষয় সকল দ্বারা অনেকে উপকৃত হইতেছেন শুনিয়া আমাদের পরিশ্রম সফল বোধ হইতেছে। বিগত বর্ষে এই পত্রিকা যে সকল সমাচার ভ্রাতৃবর্গের গোচর করিয়াছিল এবং ন্যায় ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যানের অনুরোধে যে সকল স্পষ্ট অপ্রিয় সত্য প্রচার করে, তাহা কোন কোন ভ্রাতার নিকট কঠোর ও বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিষ্টকারীদিগকে স্পষ্ট বাক্যে ভৎর্সনা করিতে কখনই ক্ষান্ত হইবেন না।" ইত্যাদি।

"ধর্ম্মতত্ত্ব" ধর্ম্মকথার সহিত দলাদলি প্রচারেও বিলক্ষণ অগ্রসর হইয়াছিলেন। "তত্ত্ববোধিনী" ও "নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা" যেমন শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিয়া ধর্ম্মের লড়াই করিত, ইহাতে তেমন ছিল না। ইহাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপর অসংযত ভাষায় ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ চলিয়াছিল। এইরূপ আক্রমণ এক কালে যাঁহারা পরম পূজনীয় বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইয়া গিয়াছিলেন সেই সকল মহাত্মারাই করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময়

*কলিকাতা নববিধান লাইব্রেরী, নববিধান প্রচার কার্য্যালয়, কেশব বাবুর সিণ্ডিকেট, ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরী প্রভৃতি কোন স্থানেই ১ম বর্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া গেল না।

ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মনেও দিন রাত ধর্ম্মভাব অপেক্ষা দলাদলির ভাব অধিক ক্রিয়া করিত। এই দলাদলি শেষ যখন ব্রাহ্ম সমাজে প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন "ধর্ম্মতত্ত্ব"ও কিছুদিনের জন্য দুই খানা করিয়া বাহির হইয়াছিল এবং ১৮৭৭ অব্দে "সমদর্শী" নামে আর একখানা মাসিক পত্র বাহির হইয়াছিল।

ধর্ম্মতত্ত্বের কেহ সম্পাদক ছিলেন না। (ব্রহ্মানন্দ) কেশবচন্দ্র সেন, (প্রভুপাদ) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, (উপাধ্যায়) গৌরগোবিন্দ রায়, (সাধু) অঘোরনাথ গুপ্ত, (ডাঃ) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি "ধর্ম্মতত্ত্বে" লিখিতেন। এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারেই "ধর্ম্মতত্ত্ব" পরিচালিত হইত।

লেখকগণ।

ধর্ম্মতত্ত্বের কণ্ঠে যে শ্লোকটী শোভা পাইত তাহা এই :—

"সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥"

ধর্ম্মতত্ত্বের শেষ দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবাদ থাকিত। আমরা সেকালের দুই একটী সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"ঢাকা সংগত সভা কর্ত্তৃক ১লা শ্রাবণ ১৭৯২ শক হইতে "বঙ্গ বন্ধু" (পাক্ষিক সংবাদ পত্র) বাহির হইল। আকার ডবল ফুলস্কেপ ৩ ফর্ম্মা মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ১৷৹"

"১৭৯২ শকের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে "সুলভ সমাচার" বাহির হয়। প্রথম সপ্তাহে ২০০০, পরে চারিহাজার করিয়া ছাপা হয়।"

"বর্দ্ধমান হইতে "প্রচারিকা" নাম্নী এক খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে"।

১৭৯১ শকের ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে এই সংবাদটী ছিল :—"ঢাকার কালেকটর তাঁহার বার্ষিক বিবরণীর মধ্যে লিখিয়াছেন, ঢাকায় ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে মদের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।"

কেশবচন্দ্র একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীর অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন।

শেষ জীবন।

১৮৭০ অব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে অত্যধিক সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডবাসী তাঁহার বিশ্ববিমোহিনী বক্তৃতা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যান।

১৮৭৮ অব্দে ব্রাহ্ম-বিধি ভঙ্গ করিয়া কেশবচন্দ্র কোচবিহারের নাবালক মহারাজার নিকট স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। ইহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কেশবচন্দ্র নববিধান নামকরণে নূতন সমাজ গঠন করেন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব ও ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকাদ্বয় হস্তগত করিয়া এবং বাঙ্গালা সুলভ সমাচার পত্রিকা বাহির করিয়া অক্লান্ত ভাবে তাঁহার নিজ মত প্রচার করিতে থাকেন। এই সময় নূতন সমাজের গঠন কার্য্যে তাঁহাকে এত শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল যে তাহাতেই তিনি দুরন্ত বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৮৮৪ অব্দের ৮ই জানুয়ারী ৪৬ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র দেহ ত্যাগ করেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব এখনও নববিধান সমাজ হইতে পরিচালিত হইতেছে। সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থানীয়। ধর্ম্মতত্ত্বের বর্ত্তমান সম্পাদক—বাবু বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ।

বর্ত্তমান সম্পাদক।

বিদ্যোন্নতি সাধিনী।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭২ বঙ্গাব্দ।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত শেরপুরের জমিদার বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার বাসস্থান শেরপুর হইতে বিদ্যোন্নতিসাধিনী পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন।

বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভা।

১২৭১ সালের শ্রাবণ মাসে হরচন্দ্র বাবু শেরপুরে বিদ্যোন্নতিসাধিনী নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার মুখ-পত্র স্বরূপ ১২৭২ সালের আষাঢ় মাসে নিম্নোদ্ধৃত ভূমিকা লইয়া বিদ্যোন্নতি সাধিনী পত্রিকা বাহির হয়।

ভূমিকা।

"আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্য জানিতে সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইবেন সন্দেহ নাই। নূতন বিষয় মাত্রেই আমাদের কৌতুকোৎপত্তি স্বভাব সিদ্ধ। যখন আমরা কোন অজ্ঞাত পদার্থ দেখিতে পাই, তখনই আমাদের মনে এইভাব উৎপত্তি হয়, ইহা কি? এবং ইহার প্রয়োজনই বা কি? তখনই তাহার বিষয় তন্ন২ করিয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি, এবং এই প্রকারে তদ্বিষয়ে জ্ঞানও লাভ করিয়া থাকি। জগদীশ্বর মনুষ্য হৃদয়ে কৌতূহল বৃত্তি সৃজন করিয়া দিয়া অপার মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন। কৌতূহল প্রবৃত্তি থাকাতে আমাদের নূতন বস্তু জানিবার অভিলাষ জন্মে ও তদনুসারে আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। ইহা না থাকিলে আমরা জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য বস্তু সত্বেও অজ্ঞ হইয়া থাকিতাম। কাজে কাজেই আমাদের লোক যাত্রাবিধান দুষ্কর হইয়া উঠিত।

"পাঠকগণ! আপনাদের তৃপ্তি লাভার্থ আমরা কয়েকটী কথা বলিয়া ভূমিকা সমাপ্ত করিতেছি।

"অত্রত্য বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার নিমিত্তে আমরা এই পত্রিকা প্রচারণব্রতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজ নিয়ম ও দেশোন্নতি সাধনই আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্য পরন্তু নানাবিধ প্রবন্ধ, নূতন গ্রন্থ এবং অন্য ভাষা হইতে অনুবাদিত নানা বিষয় ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক। বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য রচনাই সমধিক উপযোগী, সুললিত ও সুশ্রাব্য। এজন্য আমরা প্রচলিত সরল গদ্যে পত্রিকা প্রচারণে মনস্থ করিয়াছি। উৎকট ও দুরবগাহ কঠিন ২ শব্দাম্বর আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের ততদূর বিদ্যার জোর নাই। আমরা প্রার্থনা করি, লোকের কুৎসাকীর্ত্তন, সত্যের অপলাপ, অনুচিত পক্ষপাত, বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা ভ্রমেও যেন আমাদের লক্ষিত না হয়। সত্যের জোরে আমাদের সাহস যেন দ্বিগুণিত হয়; সত্য ও ন্যায়পরতাবলম্বন করিয়াই যেন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করি; কর্ত্তব্য কর্ম্মে যেন কাহাকে ভয় না করি, লোকের বিদ্রূপ, কুটিল দৃষ্টি তীব্রহাস্য যেন আমরা তুচ্ছ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথে চলিতে পারি; সত্যের জন্যে, ন্যায়পরতার জন্যে, স্বদেশের হিতের জন্য আমাদের যেন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ হয়।

"আমাদের পত্রিকার নাম বিদ্যোন্নতিসাধিনী। কিন্তু আমাদের ক্ষীণবলে—অপূর্ণ বিদ্যায়,—অপরিস্ফুট বুদ্ধিতে—অমার্জ্জিত জ্ঞানে, আমরা—এক বিপলের জন্যও মনে করিতে পারিনা, আমাদের নব প্রসূতা উন্নতি সাধিনী কোন অংশে স্বনামের সার্থকতা সাধন করিবে। আমাদের এ নাম দেওয়ার সে তাৎপর্য্যও নহে। বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভার জন্যে প্রকাশিত বলিয়া আমরা আদর করিয়া উহার এই নাম

রাখিয়া দিয়াছি। ভরসা করি বিজ্ঞ সমাজ, আমাদের এই নাম দানে অসন্তুষ্ট হইবেন না।

"আমাদের নানা কার্য্যে সতত ব্যস্ত থাকিতে হয়। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান চেষ্টা কতদূর ফলবতী ও কার্য্যকরী হয় তদ্দর্শনে, সময়, প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা এক্ষণে ৮ পেজি ফর্ম্মার ২ ফর্ম্মা কলেবরে পত্রিকা মাসিক নিয়মে প্রচারণে প্রবর্ত্ত হইলাম। উৎসাহ পাইলে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এমনকি দৈনিক পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

"সকলের গ্রহণ সুলভ হইবে বিবেচনায় আমরা পত্রিকার মূল্য এত সুলভ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বোধ করি কেহই এত অল্প মূল্যে পত্রিকা গ্রহণ করিতে আপত্তিমান হইবেন না। আমরা স্বীকার করি আমাদের এমত বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই, যদ্দ্বারা আমাদের প্রচারিত পত্রিকা বিজ্ঞ সমাজের গ্রহণীয় বা আদরণীয় হইতে পারে। কিন্তু আজি কালি বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে যে কোন স্থান হইতে কোন অংশে তদুন্নতি চিহ্ন লক্ষিত হইতে থাকে, কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদের সেই দিকেই সোৎসাহ সানুগ্রহ দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। ধনাঢ্য বড় মানুষগণের অন্তরে ক্রমশঃ বিদ্যালোক প্রবেশ করিতেছে। বিশেষতঃ যাঁহার প্রতি ঈশ্বর অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহা হইতে অনেক প্রত্যাশা আছে, এই নীতিবাক্য অনুসারে আমরা তাঁহাদের করুণা অনুগ্রহের উপরে পত্রিকার জীবন অর্পণ করিলাম। ভাগ্যবন্ত ধনবান মহাশয়দের অনাবশ্যক কত প্রকার ব্যয়ই হইয়া থাকে, এমত স্থলে তাঁহারা আমাদের পত্রিকা গ্রহণ-ব্যয় কেহ অধিক ভার বিবেচনা করিবেন, কখনও সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ যখন "আমূল ফুলে কলাগাছ,' "হদ্দ মজার শনিবার" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতৃগণই ক্ষতি

প্রস্তু হন নাই, তখন কি আমরা একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত হইব? যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকার অগ্রিম মূল্য প্রদান করিবেন, তাঁহাদের নিকট আমরা সবিশেষ বাধিত হইব, সন্দেহ নাই। সমাচার পত্রিকার রীত্যনুসারে স্থান বিশেষে আমাদের সংবাদদাতা নিযুক্ত করিতে হইবে। পত্র প্রেরকদিগের নিকট আমাদের নিবেদন এই, তাঁহারা যে সকল পত্র ও সম্বাদ লিখিয়া পাঠাইবেন, আমরা আদরের সহিত প্রকটিত করিব, কিন্তু তাঁহাদের নিকট ইহাও প্রার্থনা যে, বৃথা সম্বাদ বা কাহার মিথ্যাপবাদে পত্রিকা পূর্ণ না করেন। আমরা গ্রাহকগণের গ্রাহকতা সূচক লিপির অপেক্ষা না করিয়াও কোন২ বিদ্যোৎসাহী মহাশয়ের নিকট এই পত্রিকা প্রেরণ করিব যদ্যপি প্রোক্ত মহাশয়গণ এইপত্র গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু হন, তবে প্রথম সংখ্যা প্রাপ্তেই আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। এই পত্রিকার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১৷৷০ ও ডাকমাশুল সমেত ২।০ টাকা মাত্র। মাসিক ত্রৈমাসিক সমুদয়ই ঐ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে। অন্যান্য পত্রের রীত্যনুসারে অগ্রিম মূল্য না পাইলে অন্যত্র পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।"

পত্রিকার আকার, প্রকার, মূল্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের আভাসই ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

ঢাকার 'বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে' পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া শেরপুর হইতে সম্পাদক কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হইত। হরচন্দ্রবাবুই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধও তিনিই লিখিতেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারও বিদ্যোন্নতি সাধিনীর একজন লেখক ছিলেন।

সম্পাদক ও লেখক।

মুদ্রাযন্ত্রের অসুবিধার জন্য এক বৎসরের অধিক বিদ্যোন্নতি সাধিনী জীবিত ছিল না।

বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী আজীবন সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াই গিয়াছেন। ১২৫৩ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ হরচন্দ্র বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫৮ অব্দে তিনি শেরপুরের জমিদার বংশে দত্তক রূপে গৃহীত হন। বাল্যকালে তিনি গৃহ শিক্ষকের নিকট ইংরেজী ও বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করেন। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি "শ্রীবৎসোপাখ্যান" নামে এক খানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ইহার পর বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভা স্থাপন করিয়া তাহা হইতে "বিদ্যোন্নতি সাধিনী" পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকায় তাঁহার "শেরপুরের ইতিহাস" গ্রন্থের প্রবন্ধ নিচয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

হরচন্দ্র চৌধুরী।

মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে বিদ্যোন্নতি সাধিনী পত্রিকা উঠিয়া গেলে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এবং সেই বৎসরই (১২৭৩ সালে) আরও কতিপয় ভদ্র লোকের সহযোগে হরচন্দ্রবাবু ঢাকার বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যন্ত্র হইতে ময়মনসিংহের প্রথম সংবাদ পত্র "বিজ্ঞাপনী" পরিচালিত হইতে থাকে।

বিজ্ঞাপনী।

বিজ্ঞাপনী যন্ত্র উঠিয়া গেলে হরচন্দ্র বাবু নিজ বাসস্থান শেরপুরে চারুযন্ত্র স্থাপন করেন এবং তাহা হইতে "চারুবার্ত্তা" নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করেন। ময়মনসিংহের "চারুমিহির" আজও "চারুবার্ত্তার" নামের স্মৃতি আংশিক বহন করিয়া চলিয়াছে। হরচন্দ্রবাবুর "চারুযন্ত্র"ও পরিচালিত থাকিয়া তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

চারুবার্ত্তা।

হরচন্দ্রবাবু "বংশানুচরিত" নামেও এক খানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া



স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী।

ছিলেন। আজীবন সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক হরচন্দ্র চৌধুরী ১৩০৫সালের ১৭ই বৈশাখ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিদ্যোন্নতি সাধিনীর দ্বাদশ সংখ্যার সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ—ভূমিকা, বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভা, স্থানীয় সংবাদ, শেরপুরের পার্ব্বতীয় প্রদেশ ও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, নূতন পুস্তক, ভূমি ও শস্য, বিজ্ঞাপন, ভূমি ও শস্যাদির টেবিল।

২য় সংখ্যা—বিদ্যোন্নতি সাধিনী সমাচার, ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টার পরিবর্ত্তন, শেরপুরের চৌকিদারি টেক্স, নর্ম্মাল স্কুলেও চুরি, দেওয়ানীর সেরেস্তাদার, উদ্ধৃত, প্রাপ্ত সাহায্য কৃত বিদ্যালয়ের স্থানীয় চাঁদা আদায়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, চমৎকার অদ্ভুত জন্তুর বারমাসি !!! অষ্ট্রেলিয়া এবং তাহার হৈম প্রদেশ (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) নূতন পুস্তক।

৩য় সংখ্যা—বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন, খাতক ও দায়িকের টাকা আনামত করিবার বিধানের আবশ্যকতা, অলিবর গোল্ড্‌স্মিথ্, সত্যবতী চম্পু, মাসিক ও পরিগৃহীত সংবাদ, প্রেরিত।

৪র্থ সংখ্যা—জমিদার সন্তানগণের সুশিক্ষা ঘটিত নূতন প্রস্তাব, কান্দিউড়া সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয় ও অত্রত্য ভূম্যধিকারিগণ, শেরপুরে পোষ্ট আফিস সংস্থাপন প্রস্তাব, শেরপুরের ইতিহাস, মাসিক ও পরিগৃহীত সংবাদ।

৫ম সংখ্যা—শেরপুরে সংস্কৃত সভার অনুষ্ঠান, পণ্যক্রীড়া, শেরপুরে-তিহাস, নূতন পত্রিকা-লোচনা, মাসিক ও পরিগৃহীত সংবাদ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা—বিজ্ঞাপন, বাবু কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মনিবন্ধ, আশ্চর্য্য কৃষি প্রদর্শন, মাসিক সংবাদ।

৭ম সংখ্যা—ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের বিস্তার, বাবু শ্যামাকান্ত লাহিড়ীর মোকদ্দমা, মানসম্ভ্রম, অষ্ট্রেলিয়া এবং তাহার হৈমপ্রদেশ, নূতন রেজিষ্টরী আইন ও তদনুযায়ী কার্য্য, নূতন পুস্তক ও পত্রিকা, মাসিক সংবাদ, প্রেরিত, বিজ্ঞাপন, মূল্য প্রাপ্তি।

৮ম সংখ্যা—বিজ্ঞাপন, সময় কি? রসায়ন বিদ্যা, বাবু শ্যামাকান্ত লাহিড়ীর মোকদ্দমা, কৃষি প্রদর্শনের উদ্বর্ত্ত টাকা ব্যবহার, কৃষি শিক্ষা, এল্, এস্, জাক্সন, মানুষ কি ভয়ঙ্কর জন্তু!!! শেরপুরেতিহাস, পত্র প্রেরকের প্রতি, মাসিক সংবাদ, মূল্য প্রাপ্তি।

৯ম সংখ্যা—বিজ্ঞাপন, ব্রহ্মপুত্রনদ, শোচনীয় উপেক্ষা!!, বহু বিবাহ, বিজ্ঞান—জল, খোন্দ জাতি, আইসলাণ্ড দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে দণ্ডায়মান জনৈক ভারতবর্ষীয়ের বিলাপ, নূতন পুস্তক ও পত্রিকা, মাসিক সংবাদ, প্রেরিত পত্র, মূল্য প্রাপ্তি।

১০ম সংখ্যা—বিজ্ঞাপন, শাখা ভারতবর্ষীয় সভা সংস্থাপন, গারো পর্ব্বত, নাবালক বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, স্ত্রী শিক্ষা, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের সদুপায়, রূঢ় পদার্থ।

১১শ ও ১২শ সংখ্যা—বিজ্ঞাপন, নূতন বর্ষ, তিনানির মেলা, ময়মনসিংহের অস্বাস্থ্যকারিতা, বহু বিবাহ, দুর্ভিক্ষ, লণ্ডন সংস্কৃত টেকস্ট সোসাইটী, ইন্দ্রিয়শক্তি, পাপীর খেদ, প্রেরিত পত্র, নাটকাভিনয়।

১২৭৩ সালের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের এই যুগ্মী সংখ্যার পর আর "বিদ্যোন্নতি সাধিনী" বাহির হয় নাই।

নবপ্রবন্ধ।

—•০•—

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৩ বঙ্গাব্দ।

১২৭৩ সালের শ্রাবণ হইতে "নবপ্রবন্ধ" নামে এক খানি মাসিক পত্র বাহির হয়। এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন তিনকড়ি ঘোষাল।

সম্পাদক। পত্রিকার ১ম বর্ষ নয় মাসে শেষ হইয়া ১২৭৪ সালের বৈশাখে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয়।

শেষ সংখ্যার 'ভূমিকায়' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—"সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের করুণা বলে আমাদের নবপ্রবন্ধ নবম মাসে পদার্পণ

ভূমিকা। করিল। ১২৭৩ সালের শেষ হওয়াতে আমরাও "নবপ্রবন্ধে"র ১ম খণ্ড শেষ করিলাম। কিন্তু আমরা যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। * *

"অবশেষে গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, যে যে মহাশয়দিগের নিকট নবপ্রবন্ধ ১ম খণ্ডের যাহা যাহা পাওনা আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করিলে চির বাধিত হইব।

"জনক জননী শিশু সন্তানের, প্রিয়তম পতি নবযৌবন-সম্পন্না অবলা কুলকামিনীর—এবং নরপতি যেমন প্রজাবর্গের ধন মান প্রাণ রক্ষা করিবার প্রধান উপায়; সেইরূপ সরল হৃদয় গ্রাহকবর্গও নব প্রবন্ধের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান সাধন। অতএব ভরসা করি গ্রাহক মহাশয়েরা আমাদের প্রতি আর কৃপণতা ভাব প্রকাশ করিবেন না।"

নবপ্রবন্ধের কণ্ঠে এই শ্লোকটী শোভা পাইত :—

"সদর্থসন্দোহবিচার-সন্ধঃ প্রশস্তবৃত্তান্ত-কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্তসামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেব নবপ্রবন্ধঃ॥"

দ্বিতীয় বর্ষের ১২ সংখ্যা বাহির করিয়াই সম্পাদকের নিবৃত্তি চেষ্টা দেখা গিয়াছিল "একশত টাকা তহশিল সরকার চুরী করিয়াছে" অজুহাতে পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিবেন লিখিয়াছিলেন। পশ্চাতে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নবপ্রবন্ধ তৃতীয় বর্ষেও পদার্পণ করিয়াছিল।

নবপ্রবন্ধে নিম্নলিখিতরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত।

কিরাতার্জ্জুনীয়, নেপলিয়নের জীবনী, শিবজী নাটক, চারুচন্দ্রাবলী উপাখ্যান, অপূর্ব্ব কারাবাস, গুপ্তকবির জীবনী ইত্যাদি।

পত্রিকার মলাটে লেখা থাকিত—

"**নবপ্রবন্ধ**।

সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ

প্রকাশক

মাসিক পত্র।"

১৮।২ বলরামদের ষ্ট্রীট যোড়াশাঁকো নবপ্রবন্ধের কার্য্যালয় ছিল।

"নবপ্রবন্ধে"র সমসাময়িক পত্র "অবকাশ বন্ধু"। ১২৭৪ সালের আশ্বিন মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা দরমাহাটা হইতে এই মাসিক পত্রখানা বাহির করেন। ইহার প্রথম সংখ্যায় জন্মভূমি, কিংকাজো পশু, যৌবনের উন্মত্ত আশা প্রভৃতি পাঁচটী গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ ছিল। মাত্র কয়েক সংখ্যা বাহির হইয়াই 'অবকাশ বন্ধু' চির অবকাশ গ্রহণ করেন।

অবকাশ বন্ধু।

পল্লিবিজ্ঞান।

—o*o—

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৩ বঙ্গাব্দ।

ইতঃপূর্ব্বে ঢাকা নগরী হইতে কবি হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদকতায় যে "পল্লিবিজ্ঞান" পরিচালিত হইয়াছিল তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। এই 'পল্লিবিজ্ঞান" পত্রিকা খানা ঢাকা জেলাস্থ পরগণা বিক্রমপুরের অন্তর্গত জৈনসার গ্রাম হইতে ১২৭৩ সালের মাঘ (১৮৬৭ অব্দের জানুয়ারি) মাসে বাহির হইতে আরম্ভ করে। আমরা জৈনসার নিবাসী শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্তের লিখিত বিবরণ হইতে পল্লিবিজ্ঞানের ইতিহাস গ্রহণ করিলাম।

জৈনসার গ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সবজজ বাবু অভয়কুমার দত্ত গুপ্তের যত্নে ও অর্থব্যয়ে "পল্লিবিজ্ঞান" বাহির হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পর ১২৭৪ সালের অগ্রাহায়ণ মাসে জৈনসার স্কুলের শিক্ষক মধ্যপাড়া নিবাসী বাবু আনন্দকিশোর সেন, সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন।

পরিচালক।

বিক্রমপুরের পল্লিগ্রামে সাহিত্যচর্চ্চা ও পল্লির অভাব অভিযোগ বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতিকার করাই এই পত্রিকা পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পত্রিকার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিত হইত। পল্লিবিজ্ঞানে প্রকাশিত কয়েকটী প্রবন্ধের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উদ্দেশ্য।

(১) স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুসন্ধান, (২) কন্যাদান ও বিক্রমপুরের আক্ষেপ, (৩) বহুবিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষা, (৪) দেশোন্নতির উপায়, (৫) বিক্রমপুরের এ দশা কেন? (৬) এই কি আমাদের জীবনের লক্ষ্য, (৭) আমাদের ভাষা ইত্যাদি।

প্রবন্ধ।

ভাষার নমুনা।

পল্লিবিজ্ঞানের প্রবন্ধাদি কিরূপ ভাষায় লিখিত হইত তাহারও একটু নমুনা উদ্ধৃত করা গেল।

"আত্মোদর পরিপূরণ জীবনের উদ্দেশ্য নহে। বিষয় সুখে উন্মত্ত থাকা জীবনের অভিপ্রেত নহে। কেবল পরিবার প্রতিপালনই জীবনের লক্ষ্য নহে। আমাদের লক্ষ্য অতি মহান"—ইত্যাদি।

পত্রিকার পরিচালক অভয় বাবু দেশের হিতের জন্যই এই পত্রিকা পরিচালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সুতরাং পল্লিবিজ্ঞানের কোন মূল্য ছিল না। এক শত গ্রাহককে এই পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রদান করা হইত। ঢাকার নবাব খাজে আব্দুল গণি ইহার একজন গ্রাহক ছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক বিনামূল্যে পত্রিকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় পত্রিকার বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে দুই টাকা ধার্য্য করা হইয়াছিল। বাকী পত্রিকা গ্রাম্য স্কুল ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সমূহে বিতরণ করা হইত। ব্যয় স্বরূপ কেবল ডাকমাশুল অগ্রিম গ্রহণ করা হইত মাত্র।

গ্রাহক ও মূল্য।

অভয় বাবুর প্রতিষ্ঠিত জৈনসার বিদ্যালয়ের আয় হইতে পল্লিবিজ্ঞান" পরিচালিত হইত। পল্লিবিজ্ঞান পরিচালনে বার্ষিক কিরূপ আয় ও ব্যয় হইত তাহা প্রদত্ত হইল।

ব্যয় নির্ব্বাহ।

ব্যয়—		আয়—	
মুদ্রাঙ্কন খরচ	৩৯৲	ডাক মাশুল প্রাপ্ত—	
কাগজ—	২২।৵৹		৪৬৶৹
ডাক মাশুল—	৪০৲		
অপর ব্যয়—	২৸৩		

মোট খরচ ১১৩৵৩ পাই ফাজিল খরচ—৬৬৸৶৩

এরূপ সুব্যবস্থা সত্বেও পল্লিবিজ্ঞান সম্পূর্ণ তিন বৎসর পরিচালিত হইতে পারে নাই। পরিচালক অভয় বাবুর মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বেই ১২৭৫ সালে "পল্লি-বিজ্ঞান" বন্ধ হইয়া যায়।

আয়ু।

পল্লিবিজ্ঞান বন্ধ হইবার বৎসর (১৮৬৯ অব্দে) ফরিদপুরের অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের লোনসিংহ গ্রাম হইতে লোনসিংহ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় "অবলা বান্ধব" নামে এক খানা পাক্ষিক পত্র বাহির করেন। ইহাতে "বামাবোধিনী"র ন্যায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ বাহির হইত। অবলাবান্ধব কিছুদিন লোনসিংহে প্রকাশিত হইয়া তৎপর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। পাঁচ বৎসর চলিয়া "অবলা বান্ধব" উঠিয়া যায়।

অবলা বান্ধব।

অবোধ বন্ধু।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৩ বঙ্গাব্দ।

১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে "অবোধ বন্ধু" বাহির হয়। ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে তাহার প্রথম বর্ষ শেষ হয়। ইহার পর ফাল্গুন চৈত্র এই দুই মাসে আর পত্রিকা না বাহির করিয়া বৈশাখ মাস হইতে ২য় বর্ষ আরম্ভ করা হয়। সম্পাদক নববর্ষে যে স্বস্তি বাচন করিয়াছিলেন তাহার শেষাংশ এইরূপ ঃ—

স্বস্তি বাচন।

"১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে অবোধবন্ধু প্রকাশিত হইয়া গত ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে তাহার একবর্ষ পূর্ণ হয়। এক্ষণে নানা কারণ এবং অসুবিধা বশতঃ বর্তমান বর্ষের প্রথম মাস হইতে অবোধ বন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। ইহার ক্ষুদ্র কলেবর, পরিবর্তন করা আবশ্যক বোধে আমরা যেরূপ করিবার মানস করিয়াছিলাম তাহা রহিত করিয়া এইরূপ আকারে প্রকাশ করিলাম, বোধ করি ইহাতে পাঠকগণের পক্ষে অনেক সুবিধা ঘটিবে। পাঠকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃষ্ঠা পত্রগুলি শীঘ্র শীঘ্র উল্টাইতে হইবে না। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ১৲ টাকা, মফস্বলের জন্য ১৷৹ ; মাসিক সংখ্যা ৵৹ একত্রে বার কাপি ১৲ টাকা।"

অবোধ বন্ধুর কণ্ঠে এই শ্লোক থাকিত ঃ—

"করবদর-সদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী।"

পত্রিকার আকার প্রথমবর্ষে ছিল ডিমাই, দ্বিতীয় বর্ষে করা হইয়াছিল রয়েল—৮ পেজি ২ ফর্ম্মা ১৬ পৃষ্ঠা।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ "অবোধবন্ধু" প্রথম বাহির করেন। এবং দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা পর্য্যন্ত তিনি তাহা সম্পাদন করেন। অতঃপর তিনি "অবোধবন্ধুর" স্বত্বত্যাগ করিলে কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী অবোধবন্ধুর সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হইয়া দশম সংখ্যা হইতে পত্রিকা পরিচালনা করেন।

কবি বিহারিলাল প্রথম হইতেই অবোধবন্ধুতে কবিতা লিখিতেন। কবিতার সংখ্যাও এই পত্রিকায় অধিক ছিল।

ইতঃপূর্ব্বে যতগুলি পত্রিকার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কবিতাকুসুমাবলী ব্যতীত আর কোন পত্রিকাতেই এইরূপ সুন্দর কবিতা থাকিত না। বিহারিলালের "ইন্দ্রের সুধাপান," "নিসর্গ সন্দর্শন কাব্য," "বঙ্গসুন্দরী কাব্য," "সুরবালা কাব্য" প্রভৃতি অবোধ বন্ধুতেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বিহারিলাল একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ কবি হইয়াও আধুনিক পাঠকদিগের নিকট পরিচিত নহেন। তাহার কারণ, তিনি সেকালের লেখক—অনেকেই তাঁহার কবিতা পাঠ করেন নাই। আমরা তাঁহার কবিতার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন জন্য অবোধবন্ধু হইতে "বঙ্গসুন্দরী কাব্যের" পঞ্চম সর্গের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রবন্ধ।

"ছাতের উপরে চাঁদের কিরণে
ষোড়শী রূপসী ললিত বালা,
ভ্রমিছে মরাল, অলস গমনে,
রূপে দশ দিক করেছে আলা। (১)

বরণ উজ্জ্বল তপত কাঞ্চন
চমকে চন্দ্রিকা নিরখি ছটা,

থুয়ে গেছে যেন তপন আপন,
এমুরতী মতী মরিচি ঘটা। (২)
সুঠাম শরীর পেলব লতিকা
আনত সুষমা কুসুম ভরে,
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে। (৩)
হরিণী গঞ্জন চটুল নয়ন
কভু কভু যেন তারকা জ্বলে
কভু যেন লাজে নমিত লোকন
পলক পড়েনা শতেক পলে ; (৪)
কভু কভু যেন চমকিয়া উঠে
ফুল ফুটে যেন ছড়িয়ে যায়,
মধুকর কুল পাছু পাছু ছোটে
বুঝি পরিমল লোভেই ধায় ; (৫)
কখন বা যেন হয়েছে তাহায়
সুধার প্রবাহ প্রবহমান
যেথা দিয়ে যায় অমৃত বিলায়
জুড়ায় জগৎ জনের প্রাণ। (৬)
আপনার রূপে আপনি বিহ্বল
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে ;
কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল
জগৎ জুড়িয়ে রেখেছে এঁকে।" (৭) ইত্যাদি

গুপ্ত কবির যেমন বঙ্কিম প্রভৃতি শিষ্য ছিলেন বিহারিলালেরও তেমনি রবীন্দ্রনাথ শিষ্য হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি বিহারি-



স্বর্গীয় বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী



স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

লালকে আদর্শ করিয়া কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রাচীন কবিতা-গুলি বিহারিলালের ছন্দের অনুকরণে লিখিত। বিহারিলালের গদ্য রচনাও অতি সুন্দর ছিল। অবোধ বন্ধু হইতে নিম্নে তাহার নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

"অদ্যাপি আইন এত সর্ব্বসংগ্রাহী হয় নাই যে অন্য জনের উপর একজন যত অত্যাচার করিতে পারে, সকলেরি প্রতিকার আদালত হইতে সমাধা হইবেক। টাকা ধার দিলে শোধ দেওয়া, অন্যায় করিয়া জমি দখল করা, সম্পত্তি অপহরণ করা, মারধোর করা এ সকল ব্যাপারের আইন সভ্য জাতি মাত্রের বিধি সংহিতাতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেই সকল বিধি সংহিতাতে উল্লিখিত ব্যতীত অনেক অত্যাচার ঘটিতে পারে, আইনের পক্ষে সে গুলির খবর লওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; অথচ আইন খবর লইতে পারে না বলিয়া যে তদ্দ্বারা অত্যাচারিত ব্যক্তির মনে ক্লেশ হইবেক না ইহাও সম্ভব নহে।"

বঙ্কিম যুগের পরে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য রচনার প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই রচনা-প্রণালী তাহারও আদর্শ।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী ১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। বিহারিলাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া কেবল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন ; ইহাঁর প্রণীত "সারদামঙ্গল" "বঙ্গসুন্দরী" প্রভৃতি কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী। ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ কবি পরলোক গমন করেন। বিহারিলাল একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি হইলেও তাঁহার তেমন সমাদর হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত তাঁহার "ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"যশোলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; যশের যোগ্য হইলেও ঘটেনা। নাম হওয়া বা মান পাওয়া প্রকৃতই একটা বরাত। অর্থ ভাগ্য বা বিদ্যা ভাগ্যও যেরূপ যশোভাগ্যও ঠিক তদ্রূপ। ইহার সাক্ষী কবিবর বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী ... ... ফলতঃ বিহারিলালের "সারদামঙ্গল" "সাধের আসন" "বঙ্গসুন্দরী" প্রভৃতি কাব্য ... ... বঙ্গ সাহিত্যের এক একটী রত্ন স্বরূপ হইয়াও একরূপ লোক-লোচনের অন্তরালে রহিয়া গেল, তাহার সন্ধান বা সংবাদও কেহ লইল না মনে হয়,—অথচ:তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এক একটা দিগ্‌গজ—দেশমান্য হইয়া পূজা পাইতেছেন, — ... ... যে বিহারিলালের সারদা মঙ্গলের ভাব ও ছায়া লইয়া প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম কাব্য আলেখ্য অঙ্কিত করেন, সেই 'বাল্মীকি প্রতিভার" কবি এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শত শত শিষ্য প্রশিষ্যের পূজা ও সেবা পাইতেছেন, আর তাঁর গুরুস্থানীয় দীন বিহারিলাল যেন ক্রমেই বিস্মৃতি গর্ভে লীন হইতেছেন।"

কবিবর বিহারিলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন "বিহারিলালের মত কাব্য লিখিব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষাটা তখন ঐ পর্য্যন্ত দৌড়িত। হয়ত কোন দিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিতাম যে, তাহার মতই কাব্য লিখিতেছি—কিন্তু এই গর্ব্ব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত ছিলেন বিহারী কবির ভক্ত পাঠিকাটী (বৌঠাকুরাণী)। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে এ কথাটী স্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' আমি 'গমিষ্যামুপহাস্যতাম্।"

গুরু ও শিষ্যের কবিতার তুলনা করিয়া এক জন শ্রেষ্ঠ কবি লিখিয়াছেন "রবি বাবুর কবিতা বসন্তের বাতাস টুকুর মত বয়ে যায়, কয়ে যায় না; ছুয়ে যায়, সুয়ে যায় না। বিহারী বাবুর কবিতা সেরূপ নহে। উহা বয়েও যায়, কয়েও যায়, ছুয়েও যায়, সুয়েও যায়।"

অবোধবন্ধুতে সম্পাদক "গ্রন্থকর্ত্রী"কে "গ্রন্থকার" বাচ্যে উল্লেখ করিয়া "ভাষ্য" লিখিয়াছেন—"আমরা স্ত্রীলোককে গ্রন্থকর্ত্রী না বলিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছি তাহাতে পাছে পাঠকবর্গ ভাবেন যে আমরা ব্যাকরণের স্ত্রী-প্রত্যয় প্রকরণ পড়ি নাই, এই আশঙ্কায় এই ভাষ্য লিখিয়া দিতে হইল। আমাদের বক্তব্য এই যে, আজি কালি ইয়ুরোপে আমেরিকাতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির ক্ষমতা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে আমরা সে সম্পর্কে সমকক্ষতার দলভুক্ত। আমাদের বিশ্বাস আছে সভ্যতার উন্নতি সহকারে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে সর্ব্বাংশে একরূপ হইয়া উঠিবেক, কেবল সন্তানকে গর্ভে ধারণ এই বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকুক। আমরা মনে করি যে অন্যান্য বৈলক্ষণ্য কৃত্রিম, অস্থায়ী, অনিত্য, আগন্তুক এবং উভয়ের সুখের ব্যাঘাতক। সুতরাং গ্রন্থরচনা বিষয়ে লিঙ্গভেদ করা অনভিপ্রেত বলিয়া আমরা স্ত্রীপ্রত্যয়ের শরণাপন্ন হই নাই।"

বিহারিলাল তৃতীয় বর্ষ হইতে অবোধবন্ধুর কলেবর আরও এক ফর্ম্মা বৃদ্ধি করিয়া মূল্য দুই টাকা করিয়াছিলেন। কিন্তু পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বড় বেশী বৃদ্ধি হয় নাই। তৃতীয় বর্ষের শেষে যে হিসাব বাহির হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছে—মাত্র স্থানীয় গ্রাহকগণ হইতে ১৩৮॥০ টাকা ও মফস্বল গ্রাহক হইতে ২৩।০ টাকা আদায় হইয়াছে। ডাক মাশুল খরচও বৎসর ৩৭।১০ টাকার অধিক হয় নাই। সুতরাং গ্রাহক সংখ্যা যে ২০০ জনের অধিক হইয়াছিল, তাহা কোন মতেই মনে হয় না। পত্রিকাও যে আর অধিকদিন চলিয়াছিল তাহাও বোধ হয় না।

গ্রাহক।

হিত সাধক।

—o✻o—

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।

১২৭৪ সালের মাঘ হইতে হিতসাধক মাসিক পত্র বাহির হয়। সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকারের সুরাপান নিবারণী সভা হইতে এই পত্র প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা "হিত সাধক" ও ইংরেজী "Well-Wisher উভয় পত্রই এক শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে প্যারীচরণ পরিচালনা করেন। পত্রিকার আকার ছিল ক্ষুদ্র—ডিমাই ৮ পেজি ২৪ পৃষ্ঠা। বার্ষিক মূল্য এক টাকা।

পরিচালন [redacted]দেশ্য।

সূচী। প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ ছিল :—

এই ক্ষুদ্র পত্রের ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত ভূমিকার শেষ কথা ছিল :—"মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যদি কিছু টাকা উদ্ধৃত থাকে তাহা আমরা সুরাপান নিবারিণী সভার কার্য্যে সমর্পণ করিব।"



স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার।

"হিত সাধকের" পরমায়ু ছিল এক বৎসর মাত্র। সুতরাং যে আত্মরক্ষায়ই অসমর্থ সে পরের সাহায্য করিবে কি?

১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ কলিকাতা চোরবাগানে প্যারীচরণ সরকার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারসিপ লাভ করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৫৪ অব্দে তিনি হেয়ার স্কুলের হেড্ মাষ্টার হন। অতঃপর ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন। ইনিই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাঙ্গালী অধ্যাপক। চোর বাগানে সুরাপান নিবারণী সভা করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় Well-Wisher ও বাঙ্গালা ভাষায় "হিত সাধক" এই দুই খানা মাসিক পত্র বাহির করেন। ১৮৫৬সনে এডুকেশন গেজেট বাহির হইবার সঙ্কল্প ধার্য্য হইলে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে তিনশত টাকা বেতনে "এডুকেশন গেজেটের" সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এডুকেশন গেজেটে তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহাও তিনি "হিত সাধকে" পুনরায় প্রকাশ করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এডুকেশন গেজেটের কার্য্য ত্যাগ করিলেই গবর্ণমেন্ট ভূদেব বাবুর হস্তে এডুকেশন গেজেট ছাড়িয়া দেন। প্যারীচাঁদ শিক্ষকতা কার্য্যে বিখ্যাত ছিলেন—এ বিষয়ে তিনি Arnold of the East নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহার প্রণীত First Book, Second Book সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

প্যারীচরণ সরকার।

১২৮২ সালে ইনি ভুবনমোহন সরকার দ্বারা "বঙ্গমহিলা" নামেও একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করান। ঐ সালের ১৫ই আশ্বিন (১৮৭৫, ৩০ শে সেপ্টেম্বর) বহুমূত্র রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বঙ্গমহিলা।

জ্ঞানরত্ন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।

১২৭৪ সালের ফাল্গুন মাসে "জ্ঞানরত্ন" বাহির হয়। এই পত্রের নাম ছিল "জ্ঞানরত্ন। অর্থাৎ সাহিত্যাদি ও নীতিগর্ভ মাসিক পত্র।"

সম্পাদক। বাবু সুরেন্দ্রলাল সোম ছিলেন জ্ঞানরত্নের আদি সম্পাদক। পত্রিকার প্রথম ৫ সংখ্যা উক্ত সম্পাদক সম্পাদন করিয়া পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করিলে বাবু গুরুচরণ গুপ্ত বাকী সংখ্যাগুলি সম্পাদন করিয়া বৎসর শেষ করেন।

জ্ঞানরত্নের কণ্ঠে এই শ্লোকটী থাকিত—

"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চশাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যে পুষ্পেভ্যইব ষট্‌পদঃ।"

জ্ঞানরত্নে ষড়্‌দর্শন ব্যাখ্যা, সামাজিক প্রবন্ধ, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ থাকিত। "বিলাসবতী" শীর্ষক একটী উপন্যাসও চলিয়াছিল। কিন্তু পত্রিকা খানা অধিক দিন চলে নাই।

জ্ঞানরত্নের আকার ছিল রয়েল ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মা বা ৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য বার্ষিক এক টাকা।

জ্ঞানরত্নের উপন্যাস—বিলাসবতীর ভাষা এইরূপ :—

"সহস্রাংশু অস্তগত দেখিয়া যেমন তিমির কানন অধিকার করিল, তেমনি ভ্রমণকারিদিগের হৃদয়াকাশে আনন্দরূপ আলোক অন্তর্হিত হওয়াতে ভয়রূপ অন্ধকার আসিয়া অধিকার করিল। তাহাদিগের মনে ভয় ও চিন্তার সঞ্চার হওয়াতে তাহারা একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। নিরুপায় হইয়া সেই ভয়ত্রাতা ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ ক্ষুৎপিপাসা ছিল না, এখন দারুণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় আক্রান্ত হইলেন। পথশ্রমের ক্লেশ শরীরকে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল, সময় পাইয়া নিদ্রা তাহাদিগকে আশ্রয় করিল। তখন কোথায় যান, অগত্যা এক বৃক্ষমূলে উভয়ে উত্তরীয় বস্ত্র বিস্তার করিয়া শয়ন করিলেন।"

ভাষার নমুনা।

এই সময় হইতে মাসিক সাহিত্যে উপন্যাস প্রকাশ করা একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইতেছিল।

জ্যোতিরিঙ্গন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ। ১২৭৬ বঙ্গাব্দ।

১৮৬৯ অব্দের জুলাই মাসে (১২৭৬ সালে) "কলিকাতা ট্রেক্ট্ সোসাইটীর যত্নে" স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা-দিগের নিমিত্ত জ্যোতিরিঙ্গন মাসিক পত্র বাহির হয়।

উদ্দেশ্য।

ইহা একখানি খৃষ্টানী পত্র হইলেও সে বিষয়ে অতি অল্প কথাই থাকিত। ঈগল পক্ষী, সিংহ, প্রকৃত বীর, ভোজবাজী, সর্পের প্রতি, প্রজাপতি, হস্তী, সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য, অহল্যা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, কাক ও শৃগাল ইত্যাদি প্রবন্ধ পত্রিকার প্রথম বর্ষে ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কথা একেবারেই থাকিত না এমত নয়, কবিতার মাঝে মাঝে—

"দুর্গমে ত্রাহি মে যীশু পতিত পাবন।
যাতনা সহেনা প্রভো সংশয় জীবন।"

প্রভৃতিও থাকিত। ইহার ছাপা ও চিত্র বেশ সুন্দর ছিল। আকার ছিল ফুলস্কেপ ৮ পেজি ১৬ পৃষ্ঠা।

এই পত্র কতদিন চলিয়াছিল জানি না; ইহার প্রথম বর্ষ (১৮৬৯ জুলাই হইতে ১৮৭০ জুন পর্য্যন্ত) আমরা মাত্র দেখিয়াছি। ১৮৭৮ সনের বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরী তালিকায় ও ইহার নাম দৃষ্ট হয়, তখন ইহা ৯ম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল, সুতরাং জ্যোতিরিঙ্গন দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। ইহার পরিচালক ছিলেন রেভারেণ্ড এস. সি. ঘোষ। প্রতি সংখ্যা ১২০০ করিয়া ছাপা হইত।

বিবিধ।



স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ

শুভসাধিনী।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ। ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।

১২৭৬ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮৭০ অব্দে) ঢাকার যুবক ব্রাহ্মগণ ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ শুভ-সাধিনী নামে একটী সভা স্থাপন করেন।

শুভ-সাধিনী সভা।

সুরাপান নিবারণ, বাল্যবিবাহ নিবারণ, দরিদ্র ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দান ইত্যাদি ছিল এই সভার উদ্দেশ্য।

এই সভা হইতে ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাসে "শুভ-সাধিনী" পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। শুভ-সাধিনীতে ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত সাহিত্যালোচনাও হইত, সংবাদও থাকিত। ইহা ছিল একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা। মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মাত্র। আকার ডিমাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে "স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শুভ-সাধিনীতে বিশেষ প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় কাগজের সম্পূর্ণ ভার নিয়াছিলেন।"

আলোচ্য বিষয়।

সম্পাদক।

বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের অনন্য সাধারণ প্রতিভা-কিরণ তখনও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়ে নাই। ১২৫০ সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের ভরাকর গ্রামে কালীপ্রসন্ন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺শিবনাথ ঘোষ। বাল্যে কালীপ্রসন্ন ইংরেজী বাঙ্গালা ও পার্সি ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া ঢাকার ছোট আদালতে চাকরী গ্রহণ করেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ইতঃপূর্ব্বেই তিনি "পার্কারের জীবন চরিত ও আমেরিকার সভ্যতা" নামে এক খানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার "নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন তিনি যেমন সুন্দর লিখিতে পারিতেন, তেমনি উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দকে মোহিত করিতে পারিতেন।*

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে তিনি সেই সমাজে যোগদান করিয়া "শুভ-সাধিনী" বাহির করেন। এই সময় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, সুলেখক গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতির সহিত তাঁহার বন্ধুতা ঘটে এবং তাঁহার সাহিত্য প্রীতি উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

"শুভ-সাধিনী" এক বৎসরের অধিক জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই। "শুভ-সাধিনী" উঠিয়াগেলে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া সাহিত্যের সাধনা করিতে থাকেন। সাধনার সুযোগও জুটিয়াছিল সুন্দর। এই মহাসাধনাই তাঁহাকে বাঙ্গালার "কার্লাইল" নামে পরিচিত করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা রশ্মি লইয়া "বান্ধব" যখন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় মন আলোকিত করিতেছিল, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আর এক অভিনব যুগ। কালীপ্রসন্ন ছিলেন সেই নবীন যুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক। আমরা সময়ে সে যুগের আলোচনা করিতে পারিলে নিজকে ধন্য মনে করিব।

বঙ্গবন্ধু।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ। ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।

শুভ-সাধিনী বাহির হইবার তিন মাস পরে ১২৭৮ অব্দের ১লা শ্রাবণ (১৭৯২ শকে) ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গত সভা হইতে সে সমাজের যুবকগণ কর্তৃক ধর্ম্মপ্রচার মানসে বঙ্গবন্ধু বাহির হয়। ব্রাহ্ম সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে বঙ্গবন্ধু "ঢাকা নববিধান" সমাজের মুখপত্র স্বরূপ পরিচালিত হয়। পত্রিকার আকার ছিল—ডবল ফুলস্কেপ তিন ফর্ম্মা। মূল্য ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল দেড় টাকা। ঢাকা নববিধান সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদিগকে "বঙ্গবন্ধু" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

উদ্দেশ্য।

"বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ পাক্ষিক ছিল, তাহার পর সাপ্তাহিক হইয়াছিল। ইহাতে প্রথমতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইত। তাহার পর পুনরায় ইহা পাক্ষিক হয়। এখন "East" পত্রিকা যে আকারে বাহির হয়, এরূপ আকার হইত। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে "ইষ্ট" পত্রিকা বাহির হইলে বঙ্গবন্ধুতে রাজনৈতিক বিষয় লিখা হইত না। বঙ্গবন্ধু প্রথমতঃ একাকী আমাকে চালাইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। শেষ ভাগে ৺কৈলাশচন্দ্র নন্দী, ৺বরদাকান্ত হালদার, ঈশানচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র সেন, সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে ভাই দুর্গানাথ রায়ও সম্পাদকের কার্য্য করেন। আমাদের অবস্থান্তর হওয়াতে বঙ্গবন্ধু বন্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু ১৮৭০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৭ পর্য্যন্ত নিয়মিত মত বাহির হইয়াছিল।"

বিবরণ।

হালিসহর পত্রিকা।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৭৭ বঙ্গাব্দ।

১৮৭০ অব্দে হালিসহর পত্রিকা নামে এক খানা মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরের জনৈক ভদ্র লোক কলিকাতা হইতে এই পত্রিকা খানা বাহির করেন। হালিসহর পত্রিকা প্রথম মাসিক ছিল এবং তাহাতে সাহিত্যালোচনাই হইত। বাবু মদনমোহন মিত্র ছিলেন ইহার সম্পাদক। দ্বিতীয় বর্ষে এই পত্রিকা খানা পাক্ষিকরূপে পরিচালিত হইতে থাকে এবং ১৮৭৩ অব্দে ইহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। সাপ্তাহিক হইয়া ইহা ইঙ্গ-বঙ্গ দ্বিভাষিক হইয়া যায়। মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদক বাবু কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী ইংরেজী অংশের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকা চলিতে থাকে।

প্রচারের নিয়ম।

সম্পাদক।

১৮৭৩ অব্দের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের হালিসহর পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের আঁচ পাইয়া তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার জর্জ্জ কেম্বেল হালিসহর পত্রিকার বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক নিকট এক কড়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন। লর্ড নর্থব্রুক স্যার জর্জ্জ কেম্বেলের মন্তব্যের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পত্রিকার পরিচালকগণকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে ধমক দিয়া ব্যাপার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে হালিসহর পত্রিকা বহু ভাগ্যবলে স্যার জর্জ্জ কেম্বেলের প্রস্তুত দেশীয় পত্রিকা দমনরূপ যূপকাষ্ঠ হইতে আত্ম রক্ষা করিয়াছিল।

পত্রিকার বিপদ।

সাহিত্য মুকুর।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।

১৮৭১ অব্দের ১লা জানুয়ারী শনিবার সাহিত্যমুকুরের জন্ম। কলিকাতা মির্জ্জাফর্ণ লেনস্থ গুপ্তযন্ত্র হইতে মুকুর মুদ্রিত হইত।

জন্ম।

পত্রিকায় সম্পাদকের, পরিচালক বা লেখকের নাম নাই। মুকুরের কণ্ঠে থাকিত :—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

সাহিত্যমুকুর এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র ছিল। আকার, রয়েল ৮ পৃষ্ঠা ফর্ম্মার ১ ফর্ম্মা করিয়া প্রতি সপ্তাহে বাহির হইত।

মূল্য, আকার ও সূচী।

ইহাতে সংবাদ থাকিত না, গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ থাকিত। প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ ছিল :—

ভূমিকা	১ পৃষ্ঠা।
উদ্দেশ্য	১ "
সাহিত্য ও তৎপাঠের ফল	২ "
বিভাবতী (উপন্যাস)	৩ "
ললিতকাব্য	৬ "

সাহিত্য মুকুরের ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী পত্র-পত্রিকাগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ ছিল। ভাষার নমুনার জন্য ক্ষুদ্র ভূমিকাটী উদ্ধৃত করা গেল।

ভূমিকা।

"সভ্যতার প্রধান উপায় বিদ্যা এবং বিদ্যার একমাত্র মূল শাস্ত্র পাঠ। যে দেশ যত সভ্য সেখানে পুস্তক তত অধিক এবং অল্পমূল্য দেখা গিয়া থাকে। ফলতঃ সভ্যতার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যেখানে

সুলভ সেখানে সভ্যতা অতি শীঘ্রই অধিষ্ঠিত হয়। আধুনিক সভ্যদেশ সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। সুসভ্য ইংলণ্ড দেশ আজ কালকার সভ্যশ্রেণীর প্রথম কিরূপে হইল তাহা যদি আমরা একবার মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে তখনই দেখিতে পাইব যে কেবল বিদ্যা উৎসাহ ও অধ্যবসায়ই সভ্যতা ও উন্নতির মূল এবং বিশ্ববিদ্যালয়, নানাবিধ সৎসন্দর্ভ ও সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতিই উক্ত বিদ্যা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতির মূল স্বরূপ।

"আজকাল আমাদিগের দেশকেও সভ্যতা পথোন্মুখ বলিতে হইবে। এই সময়ে সকল দিক হইতে সভ্যতা সভ্যতা করিয়া গোলযোগ উঠিয়াছে, সকলেই সভ্যতার নিমিত্ত উৎসুক, চারিদিক হইতে সমাচার পত্র ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক সৎসন্দর্ভ প্রচারিত হইতেছে। "সুলভ" আজকাল সমাচার পত্র যথেষ্ট সুলভ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সাহিত্য যেমন তেমনি আছে। আমরা এই সকল বিবেচনা করিয়া এই "মুকুর" খানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রখানি যদিও আপাততঃ ক্ষুদ্রাকৃতি, তথাপি আমরা ছোট বড় সকল লোকেরই মনোরঞ্জন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

"অবকাশকালে নির্দোষ আমোদ উৎপাদন করিয়া পাঠকগণের মনোরঞ্জন" করাই ছিল সাহিত্য মুকুরের উদ্দেশ্য। প্রথম সংখ্যায়

উদ্দেশ্য।

ইহাতে যে শ্রেণীর প্রবন্ধ ছিল, পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতেও ঠিক সেই শ্রেণীর প্রবন্ধ থাকিত। সাধারণতঃ প্রতি সংখ্যায় একটী সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, একটী উপন্যাসের কয়েক পরিচ্ছেদ ও একটী কাব্যের দুই একটী সর্গ বাহির হইত।

মিত্র প্রকাশ।

—o*o—

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৭ বঙ্গাব্দ।

১২৭৭ বঙ্গাব্দে কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র তাঁহার "মিত্র প্রকাশ" বাহির করেন। ইহার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দু হিতৈষিণীর * বেতনগ্রাহী সম্পাদক ছিলেন। হিন্দু হিতৈষিণীর পরিচালকগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় হরিশ্চন্দ্র হিন্দু হিতৈষিণীর সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া "মিত্র প্রকাশ" বাহির করেন। মিত্র প্রকাশ প্রথম মাসিক পত্রিকা রূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রথম বৎসর মাসিক রূপেই চলিয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে তাহা পাক্ষিকরূপে পরিচালিত হইতে থাকে।

মিত্র প্রকাশের একজন শ্রেষ্ঠ লেখকছিলেন জগবন্ধু ভদ্র। ইনি ছুছুন্দরী বধ কাব্য লিখিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। মিত্র প্রকাশে

লেখক।

তাঁহার লিখিত "বঙ্গেশ রহস্য" উপন্যাসের চল্লিশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এবং "বিলাপ তরঙ্গিনী" কাব্যের অনেকগুলি বিলাপ বাহির হইয়াছিল।

---

* ঢাকা হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা হইতে সেই সভার মুখ পত্র স্বরূপ ১২৭১ সালে হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। কবি হরিশ্চন্দ্র হিন্দু হিতৈষিণীর সম্পাদক

হিন্দু হিতৈষিণী।

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু হিতৈষিণীর কার্য্য ত্যাগ করিলে বাবু আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত হিতৈষিণীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৮৪ সাল পর্য্যন্ত হিন্দু হিতৈষিণী পরিচালিত হইয়াছিল।

মিত্র কবি হরিশ্চন্দ্রের জীবনী সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ নিকট পাক্ষিক মিত্র প্রকাশের যে প্রচ্ছদ পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা অবিকল মুদ্রিত করা গেল। এই প্রচ্ছদ পত্র হইতেই পত্রিকা খানার মোটামুটি যাবতীয় অবস্থা অবগত হওয়ার সাহায্য হইবে।

প্রচ্ছদ পত্র।

"মিত্র প্রকাশ।

সাহিত্য বিষয়ক পত্র।

২য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যা।

মিত্রপ্রিয়ানন্দবিধানদক্ষো মিত্রপ্রিয়োল্লাস নিবাসঃ শূরঃ।
নানারসৈ র্মিত্রগুণপ্রকাশো মিত্রপ্রকাশোহয় মুদেত্যুদারঃ॥

সূচীপত্র।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত।

ঢাকা গিরিশ যন্ত্র।

এই সাহিত্য বিষয়ক পত্র এক্ষণ হইতে প্রতি মাসে দুই বার প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ২৪ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৫৲ টাকা। ডাক মাশুল বার আনা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০। সম্পাদক নিকট প্রাপ্তব্য।

১২৭৮, ৩রা মাঘ। ১৮৭২, ১৫ই জানুয়ারী।"

সমাজ দর্পণ।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।

যশোহর জেলার অন্তর্গত খুলনা হইতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সমাজ দর্পণ বাহির হইয়াছিল। খুলনা তখন যশোহর জেলার অধীন একটী মহকুমা। এই মহকুমার স্কুল সমূহের ডিপুটী ইনস্পেক্টর বাবু যশোদানন্দন সরকার ছিলেন সমাজ-দর্পণের পরিচালক। ইহাতে সমাজ, সাহিত্য, নীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ থাকিত। সাময়িক বিষয়ের আলোচনা এবং সংবাদও থাকিত। সমাজ দর্পণ পাক্ষিক রূপে বাহির হইয়াছিল।

পরিচালক।

আলোচ্য বিষয়।

সমাজ দর্পণের কোন এক সংখ্যায় "হাজারিবাগের বৈঠক" নামে স্যার জর্জ্জ কেম্বেল ও তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ বার্নার্ডকে বিদ্রূপ করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছোট লাট যশোদানন্দন সরকারকে শিক্ষা বিভাগের কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করেন।

পরিচালকের বিপদ।

কর্ম্মচ্যুত হইয়া সরকার মহাশয় সমাজ দর্পণের কার্য্যস্থল কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। এবং সমাজদর্পণকে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্ররূপে পরিচালিত করিতে থাকেন। ইহার পর "সমাজদর্পণ" যে আর অধিক দিন জীবিত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ১৮৭৩ অব্দে

স্থান পরিবর্ত্তন।

স্যার জর্জ্জ কেম্বেল বাঙ্গালা পত্রিকার যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সমাজদর্পণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরিমলবাহিনী।

সমাজদর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ১২৭৮ সালে বরিশাল হইতে পরিমল বাহিনী" বাহির হইয়াছিল। পরিমলবাহিনী কি পরিমল বহন করিতেন আমরা তাহা চেষ্টা করিয়াও অবগত হইতে পারি নাই। বাবু হরচন্দ্র রায় ছিলেন পরিমলবাহিনীর সম্পাদক। পরিমলবাহিনী অল্প কয়েক বৎসর মাত্রই পরিমল বহন করিয়াছিল। বাকরগঞ্জ জিলার তাহাই প্রথম সাময়িক পত্রিকা।

উপসংহার।

১২৭৮ বঙ্গাব্দের (ইংরেজী ১৮৭১-৭২ অব্দের) বিবরণ পর্য্যন্ত আমরা এই গ্রন্থে প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম।

ইহার পর সময়ের অবস্থা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এবং ক্রমে শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে বাঙ্গালা পত্রিকার সুর পরিমাপ করিবার জন্য যে এক খণ্ড "চিরকুট" (a slip of paper) রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার পত্রাঙ্ক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া তাহা সুবৃহৎ 'বস্তায়' পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালার তদানীন্তন লেপ্টনাণ্টগবর্ণর স্যার জর্জ্জ কেম্বেল এই মারাত্মক সংবাদ * গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুককে প্রদান করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার "তীক্ষ্ণদৃষ্টি" আকর্ষণ করিলেন।

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকার বিরুদ্ধে আমাদের গবর্ণমেণ্ট তেমন কোন গুরুতর মন্তব্য লিপি বদ্ধ করিবার অবসর পান নাই। যে দুই এক খানার প্রতিকূলে দুই একটী কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় ইংরেজী পত্রিকার পরিচালকগণের দোষ পর্ব্বত প্রমাণ। যাহা হউক স্যার জর্জ্জ কেম্বেলের এই প্রচেষ্টা লর্ড নর্থব্রুকের 'তীক্ষ্ণদৃষ্টির'

---

* পরিবর্ত্তী কালে এই মারাত্মক কথার উপর নির্ভর করিয়া স্যার এস্‌লি ইডেন্‌ লর্ড লিটনের দরবারে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"The evil has long been felt by the Government of Bengal, and I believe by nearly all the other Local Governments. My predecessor, Sir G. Campbell, very strongly stated on several occasions his conviction that measures for controlling the vernacular press were called for."

Bengal Under the Leiutenant Governors, Vol. II.

বিষয়ীভূত হইল না বটে, কিন্তু তাহা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকা ব্যবসায়ী-গণের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কামব্রতী বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের পরিচালকগণের সৌখীন চিত্তেও একটা সাময়িক ভয়ের ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। ফলে এই ভীতি প্রদর্শন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা এবং সংবাদ পত্রিকা পরিচালন ব্যাপারে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

স্যার জর্জ্জ কেম্বেল হালিসহর পত্রিকার মুদ্রাকর প্রভৃতিকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়ায় বাঙ্গালার সংবাদ পত্র মহলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। যুবক দল রাজনৈতিক ভাবে প্রমত্ত হইয়া সতেজে লেখনী চালনা করিলেন—বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকায় রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্ট হইল। সাধারণীর জন্ম, অমৃতবাজারের সাপ্তাহিক প্রকাশ, সোম-প্রকাশে রাজনৈতিক সাহিত্যের সতেজ আলোচনা ইহার ফল।

অন্য দিকে ডিপুটী ইনস্পেক্টর যশোদানন্দনের কর্ম্মচ্যুতিতে যে দল ভীত হইয়াছিলেন, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ দর্শনে তাঁহাদের মনের ভয় কাটিয়া গেল। বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যের আর এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য বশতঃ এই সময় স্যার রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার মস্‌নদে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠ পোষকতা করিতে অগ্রসর হইলেন—একদিন বেলভেডিয়ারে ও আর একদিন গঙ্গাবক্ষে রোটাসে বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণের একটী প্রীতি ও একটী সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন এবং নবীন লেখকগণকে বাঙ্গালা লিখিতে প্রলুব্ধ করিলেন।

এই প্রীতি ভোজন ও সান্ধ্য সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া আমরা এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিব। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই উভয় সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"১৮৭৫ সালে ৩০ শে জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার্ রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হই। ঐ সম্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। * * আমি যে ভারাটিয়া গাড়ীতে বেলভি-ডিয়ারে যাই, সেই গাড়ীতে প্রসিদ্ধ নাটককার মনোমোহন বসু ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিব তাহা প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন।

* * আমরা গিয়া চাপরাসী প্রদত্ত আসনে বসিলাম। * * তাহার মধ্য দিয়া ছোটলাট ও ছোটলাট পত্নী প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দ্দন করতঃ চলিয়া যাইতে লাগিলেন। * * যেমন তিনি আমাদিগের মধ্যদিয়া প্রত্যেকের করস্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক রবিনসন্ সাহেব আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় তাঁহার নিকট দিতে আরম্ভ করিলেন। সকল গ্রন্থকর্ত্তা অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন। * * হেয়ার সাহেবের স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত "বঙ্গের সুখাবসান" নাটকের কথা পাড়িয়া ছোটলাট তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন।"

অন্যত্র—"সার্ রিচার্ড টেম্পল তাঁহার রোটস নামক বিলাস তরণীস্থ সম্মিলনে (আগষ্ট ১৮৭৫ সাল) নদী ভ্রমণে উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। সে দিন অনেক বড় মানুষদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সেদিন গরীব গ্রন্থকর্ত্তা ও বড় মানুষ লইয়া এক রকমের মিশ্র দৃশ্য হইয়াছিল। বড় মানুষদিগের মুখশ্রীতে বিস্ময়ের চিহ্ন আমরা অনুভব করিলাম। তাঁহারা মনে মনে করিতেছিলেন "এ বেটারা কোথা হইতে আইল।" * * বিলাস তরণীতে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত তাঁহা-দিগের জলযোগ জন্য ছোটলাট বিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বদিন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটরী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলিয়া তাঁহার পরিবারদিগের দ্বারা এক হাজার পানের খিলি প্রস্তুত করান হইয়াছিল। সোডা ওয়াটার, লেমনেড, আইসক্রিম, সন্দেশ ও নারিকেল যথেষ্ট ছিল। * * * আমি কিছু আহার করিতে মানস করিয়াছিলাম কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রকাশ্য রূপে ইংরেজের তরণীতে জলযোগ করিতে নিষেধ করাতে আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম। * * ষ্টীমারে যখন ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল ও নদীর স্নিগ্ধ বায়ু গায়ে লাগিতে লাগিল তখন মনে বড় আনন্দের উদয় হইল। সগুম্ফ সার রিচার্ড টেম্পল সহাস্য বদনে প্রত্যেক ব্যক্তির করমর্দ্দন করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন।”

এইরূপে রাজ সম্মানে সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়া বাঙ্গালার গ্রন্থকার গণ বাঙ্গালায় নূতন যুগের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট।

ক—গ্রন্থে উল্লেখিত বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ও সাময়িক সাহিত্য।

(পূর্ব্বাপর অনুসারে)

সার সংগ্রহ		১	বেনীমাধব দে ৯৮
সমাচার সভারাজেন্দ্র	১৮৩১		মৌলবী আলিমোল্লা ৯৮
শাস্ত্র প্রকাশ		১	লক্ষ্মীনারায়ণ স্থায়ালঙ্কার ৯৮
বিজ্ঞান সেবধীশ	১৮৩১		গঙ্গাচরণ সেন ৯৮
জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ			রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১০৬,১০৭
জ্ঞানোদয়	১৮৩১		জ্ঞানচন্দ্র মিত্র ৯৮,১০৬,১০৭,২৩৪
পত্রাবলী	১৮৩২		রামচন্দ্র মিত্র ৯৮
সংবাদ রত্নাবলী	১৮৩২		মহেশচন্দ্র পাল ২৫৫
সংবাদ সার সংগ্রহ			বেনীমাধব দে ৯৯
সত্যবাদী (ইঙ্গ-বঙ্গ)	১৮৩৫		
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৮৩৫	২	হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ৯৯
সংবাদ সুধাসিন্ধু	১৮৩৭	১	কালীশঙ্কর দত্ত ৯৯
সংবাদ দিবাকর	১৮৩৭	৬মাস	গঙ্গানারায়ণ বসু ৯৯
সংবাদ গুণাকর	১৮৩৭	৬মাস	গিরিশচন্দ্র বসু ৯৯
সংবাদ সৌদামিনী	১৮৩৮	২ বৎসর	কালাচাঁদ দত্ত ৯৯
সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী	১৮৩৮		পার্ব্বতীচরণ দাস ৯৯,২৬১
সংবাদ ভাস্কর	১৮৩৯		শ্রীনাথরায় প্রভৃতি ৯৯,১০০,১০২,১০৫, ১০৬, ১১০,২৪২, ২৪৯, ২৫০, ২৫৬, ২৫৯-২৬১,২৬২—২৬৮,২৭৪,৩১৮
সংবাদ রসরাজ	১৮৩৮-৩৯	১৭	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ৯৯—১০২, ১০৫, ১১০,২৪২,২৪৯,২৫৬,২৬১, ২৬৫-২৬৭, ২৭৪, ৩০৬, ৩১০,৩১১,৩১৮
সংবাদ অরুণোদয়	১৮৩৮	৬মাস	রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৯৯
বঙ্গদূত	১৮৩৯		রাজনারায়ণ সেন ৩১৮
বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেট (ইঙ্গ-বঙ্গ)	১৮৩৯	১৭	জে. মার্সম্যান প্রভৃতি ১০০
সংবাদ সুজনরঞ্জন	১৮৪০		হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায় ৯৯,২৭৪
মুর্শিদাবাদ পত্রিকা	১৮৪০	১ বৎসর	গুরুদয়াল চৌধুরী ১৮৭
জ্ঞান দীপিকা	১৮৪০	১	ভবানী চট্টোপাধ্যায় ১০৭
নিশাকর	১৮৪১		নীলকমল দাস
ভারতবন্ধু	১৮৪২		শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭
বিদ্যাদর্শন	১৮৪২		অক্ষয়কুমার দত্ত ১০৭,২৭৪,২৭৫
বেঙ্গলস্পেক্টেটার (ইঙ্গ-বঙ্গ)	১৮৪২	২	রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ১০৬,১০৭, ২৩৩,৩৩৭,৩৩৮
দুর্জনদূত	১৮৪৩	১	নীলকমল দাস ৯৯, ১০৭

জ্ঞানচন্দ্রোদয়	১৮৪৮	২মাস	রাধানাথ বসু ১১২
জ্ঞানরত্নাকর	১৮৪৮	১ বৎসর	তারিণীচরণ রায় ১১২
ভৃঙ্গদূত	১৮৪৮	১	আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা ১১২
সংবাদ অরুণোদয়	১৮৪৮	১	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২
নিরামিষভোজী পত্রিকা			২৮০
সংবাদ দিনমণি	১৮৪৮	৬মাস	গোপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি ১১২
সংবাদ রত্নবর্ষণ	১৮৪৮		মাধবচন্দ্র ঘোষ ১১২
সংবাদ সৌন্দর্য্যসার			ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২
বারাণসী চন্দ্রোদয়	১৮৪৮	২ বৎসর	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ১৮৭
কৌস্তুভ	১৮৪৮		মহেশচন্দ্র ঘোষ
কায়স্থ কিরণ	১৮৪৮		রাজনারায়ণ মিত্র ১১১,১৮৭
মুক্তাবলী	১৮৪৮		কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য ১১১
হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়	১৮৪৯	১	হরিনারায়ণ গোস্বামী ১০৯
চন্দ্রোদয়			৩১৮
ভৈরব দণ্ড	১৮৪৯		উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ১০৯
রসমুদ্গর	১৮৪৯		গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯,৩১৮
রস সাগর	১৮৪৯	৫	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯,৩১৮
রস রত্নাকর	১৮৪৯		যদুনাথ পাল
রসরাজ	১৮৪৯		
সুজন রঞ্জন	১৮৪৯		গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত
মহাজন দর্পণ	১৮৪৯		জয়কালী বসু ৩১৮
কৌস্তুভ কিরণ	১৮৪৯		রাজনারায়ণ মিত্র
কাশিকা	১৮৪৯ (এক সংখ্যা মাত্র)		গোবিন্দচন্দ্র দে
বর্দ্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী	১৮৪৯		বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২
সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা			গোবিন্দচন্দ্র দে ৩৩৫
সর্ব্বশুভঙ্করী	১৮৫০	১ বৎসর	মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ১১১,৩১২, ৩১৮,৩৬৮,৩৭০
সত্যার্ণব	১৮৫০	৫	রেঃ ডবলিউ স্মিথ ১০৯
সত্যপ্রদীপ	১৮৫০	১	এম. টাউনসেণ্ড ১০৯, ১৮৮
সংবাদ বর্দ্ধমান	১৮৫০		কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮
বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়	১৮৫০		রামতারক চট্টোপাধ্যায় ১৮৮
উপদেশক	১৮৫০	৯বৎসর	রেঃ জে, ওয়েঙ্গার ১০৯
ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রকাশিকা	১৮৫০		কোন্নগর ধর্ম্মসভা ৩৩৫
ভক্তিসূচক	১৮৫০		রামনিধি দাস ১১২

কবিতাকুসুমাবলী	১৮৬০	১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৯০, ৩৪৯, **৩৫০-৩৬৭**,৩৯২,৩৯৩
নবব্যবহার সংহিতা	১৮৬০		রামচন্দ্র ভৌমিক **৩৬৫**
ত্রিপুরা জ্ঞান প্রসারিণী	১৮৬০		কৈলাশচন্দ্র সরকার **৩৬৬**
কুকুটীয়া সংস্কার শোধিনী	১৮৬০		জগন্নাথ সরকার **৩৬৬**,৩৬৭
গদ্য প্রসূন	১৮৬০		মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় **৩৬৭**
বিজ্ঞান কৌমুদী	১৮৬০		জগমোহন তর্কালঙ্কার ১১৩,**৩৪৬**,
ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১		কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ১৯১, ১৯২, ৩৫৭—**৩৫৯**,৩৬০.৩৬২,৩৬৩,৩৯২
রঙ্গপুর দিক প্রকাশ	১৮৬১		কাকিনা হইতে প্রকাশিত ১৯১,১৯৩
শুভকরী	১৮৬২	৩	রামসদয় ভট্টাচার্য্য **৩৬৮-৩৭১**
চিত্ত রঞ্জিকা	১৮৬২	১	**৩৯২-৩৯৪**
রহস্য সন্দর্ভ	১৮৬৩	৮	রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১১২,৩৩৩,**৩৭২-৩৭৬**
ভারত সংবাদ	১৮৬৩		শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা	১৮৬৩	২২	হরিনাথ মজুমদার ১৯৩,১৯৪,**৩৭৭-৩৭৯**
বামাবোধিনী পত্রিকা	১৮৬৩		উমেশচন্দ্র দত্ত ১১৩,১১৪,**৩৮০-৩৮৩**
সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী	১৮৬৪		৪১১
সত্যান্বেষণ	১৮৬৪		জগমোহন তর্কালঙ্কার
শিক্ষাদর্পণ	১৮৬৪		ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৯১,**৩৮৪-৩৯১**
হিন্দু হিতৈষিণী	১৮৬৪	১৪	হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ১৯১,১৯২,৩৬৩, **৪২৯**
ধর্ম্মতত্ত্ব	১৮৬৪		কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে ১১৩,১১৪, **৩৯৫-৩৯৯**
হিন্দু রঞ্জিকা	১৮৬৫		রাজসাহী হইতে ১৯৩
বিদ্যোন্নতিসাধিনী	১৮৬৫	১	হরচন্দ্র চৌধুরী ১৯১,**৪০০-৪০৬**
নবপ্রবন্ধ	১৮৬৬	৩	তিনকড়ি ঘোষ ১১৩,২৫৬,**৪০৭-৪০৮**
ঢাকা দর্পণ			হরিশ্চন্দ্র মিত্র ১৯১, ৩৬২
ঢাকা বার্ত্তা			হারাণচন্দ্র সাহা ১৯১,৩৬৭
পল্লি বিজ্ঞান	১৮৬৬		হরিশ্চন্দ্র মিত্র ১৯১, ৩৬৩
অমৃত বাজার পত্রিকা	১৮৬৬		শিশিরকুমার ঘোষ ১৯১
বিজ্ঞাপনী	১৮৬৬		জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ১৯১,**৪০৪**
অবকাশ রঞ্জিকা			হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৩৬৩
অবোধ বন্ধু	১৮৬৭		বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ১১৩,**৪১২-৪১৭**

খ—গ্রন্থে ব্যবহৃত ইংরেজী ও অন্যান্য পত্রিকার নাম সূচী।

গ—নাম সূচী।